পীঠমালা মহাতন্ত্র।

মূল ও বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি ও দর্শন প্রভৃতির সর্ব্বশাস্ত্রের
সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক

শ্রীযুক্ত রোহিণীনন্দন সরকার
মহাশয়ের সাহায্যে

শ্রীমতিলাল দাস কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫৪ নং যোড়াসাঁকো বলরামদের ষ্ট্রীট
শ্রীরাখালচন্দ্র দাস দ্বারা
সুধাসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৯৮ সাল।

ভূমিকা

যে সকল তন্ত্র প্রধান বা মহাতন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত, পীঠমালা তাহাদের মধ্যে প্রধান। ইহাতে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অথবা ইহলোক হইতে পরলোক পর্য্যন্ত মনুষ্যের যাহা কিছু করিতে বা জানিতে হয়, তাহার সমুদায়ই আছে। বলিতে কি, ইহা হইতেই এই সকল বিষয় লইয়া প্রধান২ স্মৃতি ও পুরাণাদি অন্যান্য অনেক শাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল আছে। যোগ, যোগের স্বরূপ, তাহার সাধন ও অনুষ্ঠান প্রকরণ, ব্যক্তিভেদে তাহাতে অধিকার, ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার ফল ও তাহার সাধনের উপায়, ধর্ম্ম, সত্য, ইহলোক পরলোক, তন্তুৎ লোকের কর্ত্তব্য, স্বর্গ, নরক, তাহার সাধন ও ফল; নরকের দুঃখ, পাপ পুণ্য ও শুভাশুভ; অদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট কথন, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, সম্পদ বিপদ, জয় পরাজয়, প্রণয় বিচ্ছেদ, শত্রুতা মিত্রতা, সদ্ভাব ও কলহাদি, ভূত প্রেত সাধন, গ্রহবর্ণন, তাহাদের শান্তি জ্যোতিস্তত্ত্ব, বিষয়তত্ত্ব, আত্মা তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও তাহাদের সাধনাদি, সৃষ্টির উৎপত্তি, বিনাশ, অমর ও চিরসুখী হইবার উপায়, দুঃখের প্রতীকার; শান্তি স্বস্তি সাধন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, বৈরাগ্য, উপশম; মুক্তি, বন্ধন, ইত্যাদির স্বরূপ ও সাধন, কাম লোভ ও ক্রোধাদির দমন বিধি, ক্ষুৎপিপাসাজয়, আহারনিদ্রাসংযম; আত্মজয়; সমাধি; প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, যাগ, যজ্ঞ,

পূজা, আহ্নিক, স্তব, জপ, হোম, সাধনবিধি, চিরানন্দ ও পরমানন্দ সাধন, সর্ব্বদেবতাসাধন, ব্রহ্মসাধন, শোক দুঃখ নিবারণ, দুঃস্বপ্ন ও সুস্বপ্ন কথন, স্পন্দন ও অরিষ্টাধ্যায়, সামুদ্রিক; স্ত্রী পুরুষের শুভাশুভনির্ণয়, মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন বশীকরণ ইত্যাদির, নূতন প্রকরণ, বিবিধমন্ত্রসাধন, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও বৃষ্টি কথন, জ্বরাদি ও শান্তি প্রকরণ, জন্মমৃত্যু নির্ণয়; ভূত ভবিষ্যগণন, বন্ধন; ছেদন, ভেদন; পরীসাধন, ভূতসাধন, পঞ্চপক্ষীবিনির্ণয়, মেঘগর্ভ প্রকরণ, বিষপ্রকরণ, আরোগ্যপ্রকরণ, ইত্যাদি যাহা কিছু অবশ্য জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য বা সাধিতব্য তাহার সমস্তই ইহাতে আছে। ইহাতে লৌকিক ও পারলৌকিক সম্বন্ধে যে সকল নীতি ও সদুপদেশ আছে; তাহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। ইহার কলেবরও অতি বৃহৎ। ৪১ ফর্ম্মার ৩২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে; এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, পাঠ করিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন।

পীঠমালাসম্বন্ধে দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়।

I have gone through Pithamala Mahatantra, so kindly presented to me, and found the Bengali translation correct and literal. It reflects great credid on the publisher who has undertaken such a task for the benefit of the Hindu Society. The publications of other Tantras like this one, hitherto unknown are very much required in time of scepticism that prevails as present in India.

The 13th February 1892.

SARAT CHUNDRA GUPTA M. A.
PROFESORS OF SANSKRIT
Victoria College—Coochbeher.

আমাকে যে পাঠখানা মহাতন্ত্র অনুগ্রহপূর্ব্বক উপহার দেওয়া হইয়াছে, আমি তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ সর্ব্বথা বিশুদ্ধ ও অবিকল হইয়াছে; প্রকাশক হিন্দুসমাজের উপকারসাধনার্থ ঈদৃশ অধ্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, সাধারণের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিবেন। বর্ত্তমানে সমুদায় ভারত ব্যাপিয়া যেরূপ নাস্তিকবাদ-বিশেষের প্রবল প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত সাধারণের অপরিজ্ঞাত ঈদৃশ তন্ত্র সকলের প্রচার হওয়া, নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৯২, ১০ই ফেব্রুয়ারি

শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত এম, এ,
সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপক।
ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার।

এই পীঠমালানামক মহাতন্ত্র খানি আমূলান্ত পরিদর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বয়ং ভগবান ভূতনাথ, মহাদেবী পার্ব্বতীকে কথনচ্ছলে উক্ত তন্ত্রে, মানবের ঐহিক ও পারত্রিক শুভকর নিখিল সদনুষ্ঠানের বিবর ব্যক্ত করিয়াছেন। এবম্বিধ মহার্ঘ তন্ত্ররত্নের সংস্কারে সাধারণের যে পরম উপকার সাধিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অপিচ, উক্ত মহাতন্ত্রের অনুবাদবিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু রোহিণীনন্দন সরকার মহাশয় নিজের সম্পূর্ণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করাইয়াছেন। আমরা যতদূর বিবেচনা করিতে পারি, তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার অনুবাদ সাধারণের উপকারসাধক হইবে। অলমতি বিস্তরেণেতি দিন ১২৯৮ সাল, ১৯এ ফাল্গুন।

কাব্যতীর্থোপাধিক
শ্রীমদমৃতলাল গুপ্তস্য।
(যশোহর-বেন্দা।)

ও নমো গণেশায়।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মন্তব্য।

আমি এই পীঠমালাতন্ত্রের কোনও কোনও অংশে দৃষ্টি করিলাম। এই গ্রন্থখানি অতিপ্রাচীন। ইহা প্রকাশ হওয়াতে, সাধারণের উপকার হইবে। ইহার অনুবাদ ভাবানুগত, সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। ইতি সন ১২৯৮ সাল। ২৪এ ফাল্গুন

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা।

গণেশায় নমঃ।

পীঠমালা মহাতন্ত্রম্।



প্রথমং পীঠম্।

কৈলাসশিখরে রম্যে শোকরোগবহিষ্কৃতে।
পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা পার্বতী পার্বতীশ্বরম্॥ ১॥

যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, সেই রমণীয় কৈলাসশিখরে ভগবতী পার্বতী পরম ভক্তিসহকারে দেবদেব মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥

শ্রীপার্বতী প্রাহ।

দেবদেব জগন্নাথ জগতাং হিতকারক।
ব্রূহি দেবেশ কিং কৃত্বা লোকো হ্যত্র সুখী ভবেৎ ॥২॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

আপনি দেবগণেরও দেবতা ও ঈশ্বর এবং জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও সকলের পরমমঙ্গলবিধাতা। কি করিলে, লোকে সুখী হইতে পারে, বলুন ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানসারং মহোদয়ম্।
সৌভাগ্যকরণং সর্ব্বসুখসন্তোষসাধনম্ ॥ ৩ ॥

দেবি। শ্রবণ কর; যাহা দ্বারা পরম সমৃদ্ধি, সর্ব্ববিধ সুখ, সন্তোষ সৌভাগ্য লাভ হয়, সেই জ্ঞানসার কীর্ত্তন করিব ॥ ৩ ॥

সা সম্পদ্যা নতিকরী সা শক্তির্যা পরার্থিকা।
সা ভক্তির্যা মুক্তিকরী সা বিদ্যা যা তদর্থিকা ॥ ৪ ॥

সংসারে ধন থাকিলেই প্রায় অহঙ্কারী হয়, শক্তি থাকিলেই প্রায় পরপীড়ক হয়; ভক্তি থাকিলেই প্রায় গোঁড়া হয় এবং বিদ্যা থাকিলেই প্রায় লৌকিক হইয়া থাকে। অতএব যে সম্পদে অহঙ্কারের উদ্রেক না হইয়া, আপনাকে দরিদ্র ভাবিয়া, সর্ব্বদা সকলের নিকট নত থাকা যায়, তাহাই প্রকৃত সম্পদ, যে শক্তিতে পরের কোনপ্রকার অপকার না করিয়া নিরত উপকার করা হয়, তাহাই প্রকৃত শক্তি; যে ভক্তিতে গোঁড়ামি না জন্মিয়া, যথার্থ ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, মুক্তি লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত ভক্তি এবং যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, সংসারে বিরাগ জন্মিয়া সাধনাযে ভগবানে লীন হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা ॥ ৪ ॥

বাল্যে তদভ্যসেৎ সাধু সম্যগুত্তরসাধকম্।
বৃদ্ধে তদভ্যসেৎ সাধু সম্যগুত্তরসাধকম্ ॥ ৫ ॥

যাহাতে উত্তরকালে ভাল হইতে পারে, বাল্যকালে যত্নপূর্ব্বক সেইরূপ বিষয়ের শিক্ষা করিবে এবং যাহাতে পরকালে মৃত্যুর পর ভাল হইতে পারে, বৃদ্ধকালে বিশিষ্ট বিধানে সেইরূপ বিষয়েরই শিক্ষা করিবে ॥ ৫ ॥

ন মৃত্যুঃ স্থিরতাং যাতি মৃত এবেতি নিশ্চিতম।
সদা সদ্ব্যবসীয়েত নাবসাদেৎ কদাচন ॥ ৬ ॥

মৃত্যু কোন্ সময় হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অতএব আমি মরিয়া আছি, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, সর্ব্বদা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। যে ব্যক্তি ঐরূপ করে, তাহাকে কখন কোনরূপ বিপদে পড়িতে হয় না ॥ ৬॥

ন লোকস্তারয়েল্লোকঃ পুচ্ছাদ্ বৈতরণী যথা।
ইতি বিদ্বান্ সদা দেবি তস্মিন্ তত্ত্বে স্থিরো ভবেৎ ॥ ৭ ॥

যেমন গোলাঙ্গুল ধারণ করিয়া, বৈতরণী পার হওয়া যায় না; তদ্রূপ মানুষ কখন মানুষের উদ্ধার করিতে পারে না। ইহা নিশ্চয় জানিয়া, সর্ব্বদা সেই ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবে।

আত্মা মিত্রং চরেদ্ধর্ম্মং যদি শত্রুর্নীবাচরেৎ।
ইতি বিদ্বান্ মহেশানি লোকঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥

সংসারে বাস্তবিক শত্রু বা মিত্র কেহই নাই। লোকে আপনিই আপনার শত্রু ও আপনিই আপনার মিত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে আপনিই আপনার মিত্র এবং যে ব্যক্তি তাহা না করে, সে আপনিই আপনার শত্রু। ইহা যে ব্যক্তি জানে, সেই সুখ ভোগ করে ॥ ৮ ॥

ক্রোধং হি নরকং সাক্ষাৎ অহঙ্কারো মহাভয়ম্।
ইতি বিদ্বান্ মহেশানি লোকঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥

ক্রোধই সাক্ষাৎ নরক, অহঙ্কারই সাক্ষাৎ মহাবিপদ। ইহা যে ব্যক্তি জানে, সেই সুখভোগ করে ॥ ৯ ॥

সর্ব্বং স্থিরতরং যাতি, স্থায়ি নো কুত্রচিৎ ক্বচিৎ।
ইতি বিদ্বান্ পরে তত্ত্বে স্থিরঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥

সংসারের কোন স্থানেই কোন বস্তু স্থায়ী নহে, সমুদায়ই অবশ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ইহা জানিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে, সুখী হওয়া যাইতে পারে ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানজ্ঞানসিদ্ধিশ্চ প্রকৃতিঃ পুরুষস্তথা।
তয়োর্ব্বাসং যত্র সমং তদ্ বৈরাগ্যমুদাহৃতম্ ॥ ১১ ॥

যে বৈরাগ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিয়া যুগপৎ গোলোক দর্শন, বিষ্ণু দর্শন ও লক্ষ্মী দর্শন করিতে পারা যায়, তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য ॥ ১১ ॥

যত্র পুত্রঃ সতাং শ্রেষ্ঠঃ কুলত্রয়বিভাবনঃ।
জায়তে নিতরাং তদ্বৎ স সঙ্গম উদাহৃতঃ ॥ ১২ ॥

যে সঙ্গমে যুগপৎ তিন কুল পবিত্র করিতে পারে এরূপ সৎপুত্রের জন্ম হয়, তাহাই প্রকৃত স্ত্রী-সংসর্গ ॥ ১২ ॥

শ্রদ্ধারতিবিবেকানাং প্রবাহঃ ক্ষেমদর্শনম্।
যত্রামৃত্যুরভীতিশ্চ তৎ প্রেম পরিকল্পিতম্ ॥ ১৩ ॥

যে প্রেমে শ্রদ্ধা, রতি ও বিবেক উপস্থিত হইয়া, যুগপৎ অভয়, অমৃত ও মোক্ষলাভ হয়, তাহাই প্রকৃত প্রেম ॥ ১৩ ॥

বৈরাগ্যোপরতী যত্র প্রেম নির্ব্বাণবৃংহিতম্।
বৈভবঞ্চ সদা দেবি সা ভক্তিঃ পরিগীয়তে ॥ ১৪ ॥

যে ভক্তির উদয়ে যুগপৎ প্রেম, বৈরাগ্য ও উপরতি উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাণরূপ পরম সমৃদ্ধি সংঘটিত করে, তাহাই প্রকৃত ভক্তি ॥ ১৪ ॥

আরোগ্যং পথ্যভুগ্ ভুঙক্তে নিয়মী কালজিৎ সদা
আত্মজিল্লোকজিচ্চৈব সঞ্চয়ী সুখশাশ্বতঃ।। ১৫ ॥

যে ব্যক্তি পথ্যাশী, সে সর্ব্বদা আরোগ্য-সুখ ভোগ করে, যে ব্যক্তি নিয়মের বশীভূত, সে যখন যাহা মনে করে, তখনই তাহা করিতে পারে, যে ব্যক্তি সঞ্চয়ী, তাহার কখন সুখের অভাব হয় না এবং যে ব্যক্তি আপনাকে বশ করে, সমস্ত সংসার তাহার বশীভূত হয় ॥ ১৫ ॥

নিঃসপত্নোনহংকৃতঃ সার্ব্বিকঃ সমদর্শনঃ।
স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥ ১৬ ॥

যাহার অহংকার নাই, সেই ব্যক্তিই শত্রুহীন; যে ব্যক্তি সমদর্শী সে সকলেরই প্রিয় হয়; যে ব্যক্তি যশস্বী ও কীর্ত্তিমান্, সেই অমর হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

যতঃ স্পৃহা ততো বন্ধো যতো বন্ধস্ততো ভয়ম্।
যতঃ সত্যং ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যেখানে বাসনা, সেই খানেই বন্ধন; যেখানে বন্ধন, সেই খানেই মুক্তি; যেখানে সত্য, সেই খানেই ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয় ॥ ১৭ ॥

কঃ সুখী ন সুখী ভদ্রে কিং সুখং ন সুখং হি যৎ।
কো দুঃখী যঃ সুখী হ্যত্র কিং দুঃখং সুখমন্যথা ॥ ১৮ ॥

কে সুখী? যাহার সুখ নাই, সেই সুখী। সুখ কি? যাহা সুখ নহে, তাহাই সুখ। কে দুঃখী? যে সুখী, সেই দুঃখী এবং দুঃখই বা কি? যাহা সুখ, তাহাই দুঃখ। ইহার অর্থ বা তাৎপর্য্য এই, যে ব্যক্তি সংসারের কোন সুখেই সুখবোধ না করিয়া, একমাত্র পরমানন্দরসপানেই অপার হৃদয়মহোৎসব অনুভব করে, তিনিই সুখী। সুতরাং, সংসারের যে সুখ, তাহা সুখ নহে। পুত্রকে আলিঙ্গন করিলাম, প্রিয়ার সহিত নির্জ্জনে মিলিত হইলাম, বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিলাম, তৎকাল মাত্র সুখ

সন্তোষ সঞ্চরিত হইল। আবার, সেই স্ত্রী, সেই পুত্র ও সেই বন্ধুর বিয়োগ ঘটিল; অসুখের আর সীমা রহিল না। অতএব সাংসারিক সুখ কখনও সুখ নহে। যে ব্যক্তি তাদৃশ অসার সংসার-সুখে সুখী হয়, সেই দুঃখী। এইরূপ পরমার্থতত্ত্বে সুখ বোধ না করিয়া, স্ত্রী পুত্রাদি অসার বিষয়ে যে সুখপ্রতীতি, তাহাই দুঃখ। অর্থাৎ সাংসারিক সুখই দুঃখ। শূকর যে বিষ্ঠা ভক্ষণ করে, বিষ্ঠাকে ঘৃণ্য ও জঘন্য বলিয়া জ্ঞান না থাকাই তাহার কারণ। সেইরূপ, জ্ঞানহীন বলিয়াই মানবগণ দুঃখকে সুখ ভাবিয়া, ঐ রূপে তাহাতে আসক্ত ও পরিণামে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পরম পরিতাপ প্রাপ্ত হয়॥ ১৮॥

আত্মা দেহো মনো যত্র সাধিতং তচ্চ শিক্ষিতম্।
পরাত্মনিজসিদ্ধিশ্চ যত্র তদ্বৈ হ্যনুষ্ঠিতম্॥ ১৯॥

যে শিক্ষায় আত্মা, মন ও দেহ যুগপৎ এই তিনের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা এবং যে অনুষ্ঠানে আপনার প্রতি, অন্যের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি যুগপৎ এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্য সমাহিত হয়, তাহাই প্রকৃত অনুষ্ঠান॥ ১৯॥

ধর্ম্মার্থৌ যত্র কামশ্চ তচ্চ শাস্ত্রং মনীষিতম্।
নিজাত্মপরলাভশ্চ তচ্চাতুর্য্যমুদাহৃতম্॥ ২০॥

যে শাস্ত্রের অনুশীলনে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম একবারে ত্রিবিধ অভীষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত শাস্ত্র এবং যে চতুরতায় আত্ম পর ঈশ্বর এককালে এই তিনের সাধন হয়, তাহাই প্রকৃত চতুরতা॥ ২০॥

প্রেমভক্তিজ্ঞানসিদ্ধিতমোনির্ব্বাণবৈভবম্।
যত্র বৈ লভ্যতে সাক্ষাৎ কথিতং তদুপাসনম্॥ ২১॥

যে উপাসনায় প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান যুগপৎ এই তিনের পরিপাক জন্মিয়া, পরমাত্মরূপ পরম জ্যোতির সাক্ষাৎকারে আত্মার অন্ধকার তিরোহিত হয়, তাহাই প্রকৃত উপাসনা॥ ২১॥

মুক্তো মুমুক্ষুর্বিষয়ী যত্র নিত্যং হি রম্যতে।
সা কথা সাধুভিঃ প্রোক্তং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥ ২২ ॥

যে কথায় মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই ত্রিবিধ লোকের অনুরাগ সঞ্চারিত হয়, তাহাই প্রকৃত কথা॥ ২২ ॥

আশা বন্ধকরী লোকে বাসনা স্বর্গরোধিকা।
স্পৃহা প্রসূয়তে মোহং বরক্তিঃ কেবলম্ সুখম্॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি আশার দাস, সে পদে পদেই বন্ধনগ্রস্ত হয়; যে ব্যক্তি বাসনার দাস, সে কোনকালেই স্বর্গলাভ করিতে পারে না, যে ব্যক্তি স্পৃহার দাস, সে মোহে আচ্ছন্ন হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি আশা, বাসনা ও ও স্পৃহা সমুদায়ই ত্যাগ করিয়াছে, সে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করে॥ ২৩

লোভো জনয়তেলক্ষ্মীং আলস্যং দুঃখসন্ততিম্।
দৈবং বিড়ম্বনাং ভদ্রে উদ্যোগঃ সুখনিত্যতাম্॥ ২৪ ॥

যেখানে লোভ, সেই খানেই অলক্ষ্মী; যেখানে আলস্য, সেই খানেই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ; যেখানে দৈবের উপরি নির্ভরতা, সেইখানেই বিড়ম্বনা; কিন্তু যেখানে উদ্যোগ; সেইখানেই নিত্য সুখ॥ ২৪॥

তেজশ্চ বিনয়শ্চৈব কালে কালে সুখং ভবেৎ।
অরুণস্তপনশ্চৈব রবিরেকো জগৎপতিঃ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বদা তেজস্বী হওয়া ভাল নহে, আবার সর্ব্বদা নত হওয়া প্রশস্ত কল্প নহে। যে ব্যক্তি যথাকালে তেজঃ প্রকাশ ও যথাকালে বিনয় প্রদর্শন করে, তাহার সুখের অভাব হয় না। দেখ, একই সূর্য্য কখন অরুণ ও কখন বা তপন রূপে সমুদিত হন। এই জন্য তিনি সংসারের নিয়ন্তা হইয়াছেন॥ ২৫॥

সুখং বা যদি বা শান্তিং প্রাপ্তুকামঃ সদা ভবেৎ।
লোকে লোকাংস্তথা নিত্যমাত্মার্থে কারয়েৎ শুভে॥ ২৬

যদি নিত্য সুখ ও নিত্য শান্তি ভোগ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, সকল লোককে সুখ ও শান্তি প্রদান করিবে। ইহাই সুখ ও শান্তি লাভের প্রকৃত পন্থা॥ ২৭॥

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥ ২৭ ॥

খলের বিদ্যা কেবল বিবাদের জন্য, ধন অহংকারের জন্য, এবং শক্তি কেবল পরের পীড়ন জন্য। সাধুর ইহার বিপরীত। অর্থাৎ; সাধুর বিদ্যা জ্ঞানের জন্য, ধন দানের জন্য এবং শক্তি পরের রক্ষা জন্য ॥ ২৮ ॥

দ্বৈতভানং ন যত্রাস্তি তদেব জ্ঞানমুদাহৃতম্।
জ্ঞানং তদিতরং সাক্ষাৎ মোহমেব সমুচ্যতে ॥ ২৮ ॥

যে জ্ঞানে আমি তুমি বা আমার তোমার বলিয়া, কোনপ্রকার ভেদ-বুদ্ধি নাই, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহাতে এইরূপ ভেদবুদ্ধি আছে, তাহা জ্ঞান নহে, অজ্ঞান ॥ ২৯ ॥

সুখং বা যদি বা দুঃখং মা তত্রৈব মনঃ কৃথা।
ন তাপো নিয়তং ভদ্রে ন শীতং নিয়তং তথা ॥ ২৯ ॥

সুখ বা দুঃখ যাহাই ঘটুক, তাহাতে মন দিও না। দেখ, সংসারে নিয়ত কখন গ্রীষ্ম হয় না এবং নিয়ত কখন শীতও হয় না ॥ ৩০ ॥

শীর্ণং পত্রমিদং দৃষ্ট্বা নিশ্চয়ং কুরু চেতসি।
এবমেবং ভবিষ্যন্তি সুখসৌভাগ্যসম্পদঃ ॥ ৩০ ॥

বৃক্ষ হইতে এই পত্র ভূপতিত হইয়াছে, দেখিয়া, মনে মনে নিশ্চয় কর, তোমার সুখসৌভাগ্যসম্পত্তিরও এইরূপ অবস্থা হইবে; কখনই চিরকাল থাকিবে না ॥ ৩১ ॥

কার্য্যং কার্য্যং তথার্য্যেণ ধৈর্য্যেণ ধার্য্যমিষ্যতা।
অন্যথা কুর্বতো ব্যর্থমর্থজাতং ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥

যিনি নিশ্চয়ই ফলকামনা করেন, আদৃশ আর্য্যপুরুষ ধৈর্য্য সহকারে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। ইহার ব্যভিচার করিলে, সকল অভীষ্টই ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

সমীক্ষ্যকারিণং লোকে শ্রিষ্যন্তি সর্বসম্পদঃ।
কুতোপথে প্রবৃত্তস্য সুখং দুঃখয়তে বহু ॥ ৩২ ॥

সংসারে যিনি সবিশেষ বিবেচনা সহকারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, পৃথিবীর যাবতীয় সমৃদ্ধি তাঁহার অঙ্কগামিনী হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে, বিপুল দুঃখ ভিন্ন সুখলাভের সম্ভাবনা কোথায়? ॥ ৩২ ॥

সর্বমাত্মবশং সৌখ্যং দুঃখং তদ্ বিপরীতকম্।
ইতি বিদ্বান্ মহেশানি লোকো বিজয়তে খলু ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতাই সুখ এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ পরাধীন হওয়াই দুঃখ। ইহা যে ব্যক্তি জানে, সে নিশ্চয়ই বিজয়শালী হয় ॥ ৩৩ ॥

আলস্যং প্রলয়ঃ সাক্ষাৎ ক্রোধং তন্মহদুচ্যতে।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বিদ্বান্ পরিহরন্নঘু ॥ ৩৪ ॥

আলস্য সাক্ষাৎ প্রলয় এবং ক্রোধ সাক্ষাৎ মহাপ্রলয়। ইহা জানিয়া, সর্ব্ব প্রযত্নে আলস্য ও ক্রোধ সত্বরে পরিহার করিবে ॥ ৩৪ ॥

মৈত্রীভাবো ব্রহ্মভাবো তদভাবো মনুষ্যতা।
ইতি বিদ্বান্ মহাদেবি ন শোকং লভতে খলু ॥ ৩৫ ॥

সকলের প্রতি মিত্রতা প্রকাশ সাক্ষাৎ ব্রহ্মভাব। এবং মিত্রতার অভাবই মনুষ্যত্ব। ইহা জানিলে, আর শোক পাইতে হয় না ॥ ৩৫ ॥

সদা সৎপথমাসাদ্য যাবদর্থং সমাচরেৎ।
অন্যথা তু কৃতে দেবি পতনায় ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বদা সৎপথে থাকিয়া, যাবৎপ্রয়োজন জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইবে। ইহার ব্যভিচার করিলে, নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়॥ ৩৬ ॥

মা হিংস্যাৎ নৈব ক্রুধ্যেত মা দম্ভেত কদাচন।
ত্রিতয়ং নরকং সাক্ষাৎ সর্বলোকৈঃ প্রগীয়তে ॥ ৩৭ ॥

হিংসা করিবে না, ক্রুদ্ধ হইবে না এবং দম্ভ করিবে না। যেহেতু, হিংসা, ক্রোধ ও দম্ভ সাক্ষাৎ নরক বলিয়া, সর্ব্বলোকে পরিগণিত হইয়া থাকে॥ ৩৭ ॥

বিজয়ং লভতে লোকঃ শান্তিমান্ বুদ্ধিমাংস্তথা।
তদভাবে ভবেদ্দুঃখং নিয়তং শৃণু শঙ্করি ॥ ৩৮ ॥

শান্তিমান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকই বিজয়শালী হয়। ইহার অন্যথা হইলে নিয়ত দুঃখভোগ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

ন দুঃখং লভতে ভদ্রে যত্রোদর্কং বিরাজতে।
বিপরীতে বিপর্য্যস্তং নিশ্চিতং বিদ্ধি পার্বতি ॥ ৩৯ ॥

যাহার পরিণামজ্ঞান আছে, তাহার কখনও দুঃখ হয় না। যাহার তাহা নাই, তাহার সুখের অভাব চিরকালই॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং শাশ্বতায় সুখায় চ।
আত্মজ্ঞানং পরং তস্মাৎ ব্রহ্মজ্ঞানায় পার্বতি ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান॥ যেহেতু, উহাতে নিত্য সুখলাভ হয়। আর আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যেহেতু উহাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়॥ ৪০ ॥

সর্বং ব্রহ্মময়ং দেবি কো ভেদো বদ তৎপরঃ।
ইতি বিদ্বান্ সদা লোকো বিজয়ং লভতে খলু ॥ ৪১ ॥

সমস্তই ব্রহ্মময়। অতএব তোমাতে আমাতে ভেদ কি? ইহা জানিলে, সর্ব্বদা বিজয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

প্রজ্ঞাহীনং নেত্রহীনং প্রাহুরেবং মনীষিণঃ।
ইতি বিদ্বান্ মহেশানি প্রজ্ঞায়াং যতবান্ ভবেৎ ॥ ৪২ ॥

যাহার প্রজ্ঞা নাই, তাহার চক্ষু নাই, ইহা জানিয়া, সর্ব্বদা প্রজ্ঞালাভে সযত্ন হইবে। ৪২ ॥

অদ্রোহো বিনয়োঽক্রোধো দমঃ সত্যং হি পার্ব্বতি।
পঞ্চ বিদ্ধি গুণানেতান্ ধর্ম্মস্য চ সুখস্য চ ॥ ৪৩ ॥

অদ্রোহ, বিনয়, ক্ষমা, দম ও সত্য এই পাঁচটী গুণ ধর্ম্ম ও সুখের হেতু জানিও ॥ ৪৩ ॥

উৎপথেন প্রবৃত্তস্য মা শান্তিঃ পরিচীয়তে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন চরেত নোৎপথং খলু ॥ ৪৪ ॥

উন্মার্গপ্রবৃত্ত পুরুষের কখন শান্তিসুখলাভ হয় না। অতএব সর্ব্ব, প্রযত্নে উৎপথে প্রবৃত্ত হইবে না ॥ ৪৪ ॥

নিত্যং সুখং করে তস্য যস্য শৌচং হি বিদ্যতে।
অশৌচং নরকং সাক্ষাৎ কথ্যতে চ মনীষিভিঃ ॥ ৪৫ ॥

যাহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল, নিত্য সুখ তাহার হস্তে বিদ্যমান। মনীষিগণ অশৌচকে সাক্ষাৎ নরক বলিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

মানাপমানং সমং কৃত্বা নিত্যং বিজয়তে খলু।
তদ্ বিরুদ্ধে বিরুদ্ধং স্যাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৪৬ ॥

মান ও অপমানে যাহার সমান জ্ঞান, সে ব্যক্তি নিত্য বিজয়শালী হয়। তাহার বিরুদ্ধ হইলে, সত্য সত্য বলিতেছি, বিরুদ্ধ ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

সুখং দুঃখং সমং কৃত্বা চরতো হ্যসুখং কুতঃ ॥ ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া, সংসারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার কখন সুখের অভাব হয় না ॥ ৪৭ ॥

সমদর্শী সুখং ভুঙ্ক্তে ব্রহ্মদর্শী চ বৈভবম্ ।
আত্মদর্শী মহাভোগং ইদংদর্শী চ নারকী ॥ ৪৮ ॥

সমদর্শী সুখ ভোগ করে, ব্রহ্মদর্শী মুক্তি লাভ করে, আত্মদর্শী সকল সৌভাগ্য সম্ভোগ করে এবং সংসারদর্শী নরকভাগী হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীপীঠমালামহাতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে
মহাযোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্বতীসংবাদে
সিদ্ধিযোগো নাম প্রথমং পীঠম্ ।

দ্বিতীয়ং পীঠং।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কিয়ন্ত্যেতানি রৌদ্রাণি নরকাণি মহেশ্বর।
কিয়ন্মাত্রাণি মার্গেণ কা চ তেষু স্বরূপতা॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, কত ভয়ঙ্কর নরক আছে, তাহাদের আকার প্রকারাদি কিরূপ এবং তাঁহারা কত পথ বিস্তৃত॥ ১॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণু ত্বং কথয়িষ্যামি প্রমাণং লক্ষণং তথা।
সর্ব্বেষাং রৌরবাদীনাং সংখ্যয়া ত্বেকবিংশতিঃ॥ ২॥

মহাদেব কহিলেন শ্রবণ কর, নরক সকলের প্রমাণ ও লক্ষণ বলিতেছি। নরক সকল সংখ্যায় একবিংশতি॥ ২॥

দ্বিসহস্রযোজনানাং জ্বলিতাঙ্গারবিস্তৃতে।
রৌরবো নাম নরকঃ প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩॥

রৌরবনামক নরক প্রথম। তাহার পরিমাণ দুই সহস্র যোজন। প্রজ্বলিত অঙ্গাররাশির উপরি ঐ নরক প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ৩॥

তপ্ততাম্রময়ী ভূমিরধস্তাদ্‌ বহ্নিতাপিতা।
দ্বিতীয়ো দ্বিগুণস্তস্মাৎ মহারৌরব উচ্যতে॥ ৪॥

দ্বিতীয় নরকের নাম মহারৌরব। ইহা রৌরব নরক অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত। ইহার ভূমি অত্যুষ্ণ তাম্রময়ী। ঐ ভূমির অধোভাগ প্রজ্বলিত-বহ্নিতাপিত॥ ৪॥

ততোতিবিস্তৃতশ্চান্যস্তামিস্রো নরকঃ স্মৃতঃ।
অন্ধতামিস্রকো নাম চতুর্থো দ্বিগুণঃ পরঃ॥ ৫॥

অনন্তর অতিবিস্তৃত তামিস্র নামক তৃতীয় নরক। অনন্তর অন্ধতামিস্র নামক চতুর্থ নরক। ইহা তামিস্র অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত। ৫॥

ততস্তু কালচক্রেতি পঞ্চমঃ পরিগীয়তে।
অপ্রতিষ্ঠশ্চ নরকো ঘটীযন্ত্রশ্চ সপ্তমঃ॥ ৬॥

অনন্তর কালচক্রনামক পঞ্চম নরক, অপ্রতিষ্ঠনামক ষষ্ঠ নরক ও ঘটীযন্ত্র নামক সপ্তম নরক॥ ৬॥

অসিপত্রবনঞ্চান্যং সহস্রাণি দ্বিসপ্ততি।
যোজনানাং পরিখ্যাতং অষ্টমো নরকোত্তমঃ॥ ৭॥

অনন্তর অসিপত্রবন নামে অষ্টম নরক। এই নরক দ্বিসপ্ততিসহস্র যোজন বিস্তৃত॥ ৭॥

নবমং তপ্তকুম্ভঞ্চ দশমং কূটশাল্মলি।
করপত্রস্তথৈবোক্তস্তথান্যং শ্বানভোজনঃ॥ ৮॥

অনন্তর তপ্তকুম্ভ নামক নবম নরক, কূটশাল্মলিনামক দশম নরক, করপত্রনামক একাদশ নরক, শ্বানভোজননামক দ্বাদশ নরক। ৮।

সংদংশং লৌহপিণ্ডঞ্চ করম্ভসিকতাস্তথা।
ঘোরা ক্ষারনদী চান্যা তথান্যং কৃমিভোজনং॥ ৯॥

অনন্তর সংদংশনামক ত্রয়োদশ নরক, লৌহপিণ্ড নামক চতুর্দ্দশ নরক, করম্ভসিকতানামক পঞ্চদশ নরক, অতি ভয়ঙ্কর ক্ষারনদীনামক ষোড়ষ নরক, এবং কৃমিভোজননামক সপ্তদশ নরক॥ ৯॥

ক্ষুরাগ্রধারো নিশিতশ্চ চক্র-
স্তথাসিপত্রং ক্ষরণং সুবিস্তরম্।
সংশোধনং নাম তথাপ্যনন্তরং
প্রোক্তাস্তথৈতে নরকাঃ সুকেশি॥ ১০ ॥

অনন্তর যথাক্রমে ক্ষুরাগ্রধার, নিশিত চক্র, অসিপত্র, অতিবিস্তৃত ক্ষরণ ও সংশোধন নামক নরক। সমুদায়ে এই একবিংশতি নরক কীর্ত্তিত হইল॥ ১০॥

ইতি শ্রীপীঠমালামহাতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে
মহাযোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতী-
সংবাদে নরকবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়ং পীঠম্।

তৃতীয়ং পীঠম্।

শ্রীপার্বত্যুবাচ।

কর্মণা নরকানেতান্ কেন গচ্ছন্তি বৈ কথং।
এতদ্বদ মহাদেব পরং কৌতূহলং মম॥ ১॥

শ্রীপার্বতী কহিলেন, কি কর্ম্ম করিলে, এই সকল নরক লাভ হয়, বলুন, শুনিবার জন্য আমার অতিমাত্র কৌতূহল হইয়াছে॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কর্মণা যেন যেনেহ যান্তি তান্ পরমেশ্বরি।
স্বকর্মফলভোগার্থং নরকান্ মে শৃণুষ্ব তৎ॥ ২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যে যে কর্ম্ম করিলে, তাহার ফলভোগ জন্য ঐ সকল নরক লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর॥ ২॥

দেববেদদ্বিজাতীনাং যৈর্নিন্দা সততং কৃতা।
যে পুরাণেতিহাসার্থান্ নাভিনন্দন্তি পাপিনঃ॥
গুরুনিন্দাকরা যে চ মখবিঘ্নকরাশ্চ যে।
দাতৃনিবারকা যে চ তে হ্যেতান্ নিপতন্তি বৈ॥ ৩॥

যাহারা সর্ব্বদা দেব, দ্বিজাতি ও বেদ সকলের নিন্দা করে, যাহারা পুরাণ ও ইতিহাসাদি শাস্ত্র সকল অগ্রাহ্য করে, যাহারা গুরুজনের নিন্দা ও যজ্ঞ সকলের বিঘ্ন এবং দাতাদিগকে প্রতিষেধ করে; তাহারা পাপে নিপতিত ও ঐ সকল নরকে সমাগত হয়॥ ৩॥

সুহৃদ্দয়িতসোদর্য্যস্বামিভৃত্যপিতৃসুতান্।
যাজ্যাধ্যাপকয়োশ্চৈব কৃতো ভেদোধনৈর্মিথঃ ।।
কন্যামেকস্য দত্ত্বা চ দদত্যন্যস্য যেধমাঃ।
করপত্রেণ পদ্যন্তে তে দ্বিধা যমকিঙ্করৈঃ ।। ৪ ॥

যাহারা ধনদান সহকারে, বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রী, পিতা ও পুত্র, প্রভু ও ভৃত্য এবং যজমান ও যাজক, এই সকলের পরস্পর ভেদ সাধন এবং দত্তা কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে সম্প্রদান করে, যমকিঙ্করগণ সেই সকল নরাধমকে করপত্র দ্বারা দ্বিধা খণ্ডিত করিয়া থাকে ॥ ৪।

পরোপতাপনকরাশ্চন্দনোশীরহারিণঃ।
বালব্যজনহর্ত্তারঃ করম্ভসিকতাশ্রিতাঃ ॥ ৫ ।।

যাহারা পরের সন্তাপ সমুৎপাদন, চন্দন ও উশীর হরণ এবং চামর অপহরণ করে; তাহারা করম্ভসিকতা নরকে নিপতিত হয় ॥ ৫ ॥

নিমন্ত্রিতোন্যতো ভুঙ্‌ক্তে শ্রাদ্ধে দৈবেথ পৈতৃকে।
স দ্বিধাকৃষ্যতে মর্ত্ত্যস্তীক্ষ্ণতুণ্ডৈঃ খগোত্তমৈঃ ॥ ৬ ॥

যাহারা দৈব বা পৈত্র কার্য্যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যত্র ভোজন করে, তীক্ষ্ণতুণ্ড বিহঙ্গমগণ তাহাদিগকে দ্বিধা খণ্ডিত করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মর্ম্মাণি যস্তু সাধূনাং তুদন্ বাগ্‌ভির্নিকৃন্ততি।
তস্যোপরি তুদন্তস্তু তুণ্ডৈস্তিষ্ঠন্তি পত্রিণঃ ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগপূর্ব্বক সাধুগণের মর্ম্মব্যথা সমুৎপাদন করিয়া, তাহাদের হৃদয় ছেদ করে, পক্ষিগণ আক্ষেপসহকারে তুণ্ডপ্রহার পুরঃসর তাহার উপরি স্থিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যঃ করোতি চ পৈশুন্যং সাধূনামন্যথামতিঃ।
বক্রতুণ্ডনখৈর্জিহ্বামাকর্ষন্তে চ বায়সাঃ ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি অন্যথামতি হইয়া, সাধুগণের প্রতি ক্রূর ব্যবহার করে বায়সগণ বক্র তুণ্ড ও নখ দ্বারা তাহার জিহ্বা আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৮ ।

মাতাপিতৃগুরূণাঞ্চ যেবজ্ঞাং চক্রুরুদ্ধতাঃ।
মজ্জন্তি পূষবিন্মূত্রে ত্বপ্রতিষ্ঠে হ্যধোমুখাঃ ॥ ৯ ॥

যাহারা উদ্ধত হইয়া; মাতা, পিতা, ও অন্যান্য গুরুবর্গের অবজ্ঞা করে, তাহারা অধোমুখে অপ্রতিষ্ঠনামক নরকে নিমগ্ন হয় ॥ ৯ ॥

দেবতাতিথিভৃত্যেষু ভূতেষ্বভ্যাগতেষু চ।
অভুক্তবৎসু যেশ্নন্তি বালপিত্রগ্নিমাতৃষু ॥
দ্রষ্টারঃ পূষনির্য্যাসং ভুঞ্জন্তে ত্বধমা ইমে।
সূচীমুখাশ্চ জায়ন্তে ক্ষুধার্ত্তা গিরিবিগ্রহাঃ ॥ ১০ ॥

দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, ও অন্যান্য অভ্যাগত প্রাণিবর্গ, বালক, পিতা, মাতা, ও অগ্নি অভুক্ত থাকিতে যাহারা ভোজন করে এবং যাহারা তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া থাকে, সেই নরাধমগণ পর্ব্বতের ন্যায় কলেবর ও সূচ্যগ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট এবং ক্ষুধায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পূযনির্যাস ভক্ষণ করে ॥ ১০ ॥

একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টানাং বিষমং ভোজয়ন্তি যে।
বিট ভোজনং মহেশানি নরকন্তে ব্রজন্তি চ ॥ ১১ ॥

যাহারা একপঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সমান রূপে ভোজন না করায়, তাহারা বিষ্ঠাভোজননামক নরকে নিপতিত হয় ॥ ১১

একসার্থপ্রয়াতাশ্চ পশ্যন্তশ্চার্থিনং নরাঃ।
অসংবিভজ্য ভুঞ্জন্তে তে যান্তি শ্লেষ্মভোজনম্‌॥ ১২॥

যাহারা একত্র গমন করিতে করিতে আপনাদের মধ্যে অর্থশালী ব্যক্তিদিগকে দর্শন করত পৃথক রূপে ভোজন করায়, তাহারা শ্লেষ্ম ভোজন নরকে গমন করে॥ ১২॥

গোব্রাহ্মণাগ্নয়ঃ স্পৃষ্টা যৈরুচ্ছিষ্টৈর্মহেশ্বরি।
ক্ষিপ্যন্তে হি করাস্তেষাং তপ্তকুম্ভে সুদারুণে॥ ১৩॥

যাহারা উচ্ছিষ্ট হস্তে গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করে, তাহাদের হস্ত অতি দারুণ তপ্তকুম্ভে যমদূতগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৩॥

সূর্য্যেন্দুতারকা দৃষ্টা যৈরুচ্ছিষ্টৈস্তু কামতঃ।
তেষাং নেত্রগতো বহ্নির্দ্ধ্যতে যমকিঙ্করৈঃ॥ ১৪॥

যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট অবস্থায় সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা দর্শন করে, যমদূতগণ তাহাদের নেত্রমধ্যে অগ্নি প্রবেশিত করিয়া তাহা প্রবলবেগে প্রজ্বলিত করিয়া থাকে॥ ১৪॥

মিত্রং জায়াথ জননী জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতা স্বসা।
জামাতা গুরবো বৃদ্ধা যৈঃ সংস্পৃষ্টাঃ পদা নৃভিঃ॥
বদ্ধাঙ্ঘ্রয়স্তে নিগড়ৈর্লৌহৈর্বহ্নিপ্রতাপিতৈঃ।
ক্ষিপ্যন্তে রৌরবে ঘোরে আজানুপরিবাহিনঃ॥ ১৫॥

যাহারা মিত্র, জায়া, জননী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা, ভগিনী, জামাতা, গুরু ও বৃদ্ধদিগকে পদ দ্বারা স্পর্শ করে, যমদূতগণ অত্যুষ্ণ লৌহনিগড়ে তাহাদের চরণ বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে ভয়ঙ্কর রৌরব নরকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে॥ ১৫॥

পায়সং কৃশরং মাংসং বৃথা ভুক্তানি যৈর্নরৈঃ।
তেষাময়োগুড়াস্তপ্তা ক্ষিপ্যন্তে বদনে দূতাঃ॥ ১৬॥

যাহারা পায়স, কৃশর, মাংস ইত্যাদি উৎসর্গ না করিয়া, ভোজন করে, যমদূতগণ তাহাদের মুখে অত্যুষ্ণ লৌহমুদ্গরের আঘাত করিয়া থাকে॥ ১৬॥

গুরুদেবদ্বিজাতীনাং বেদানাঞ্চ নরাধমৈঃ
নিন্দা নিশামিতা যৈস্তু পাপানামভিকুর্বতাম্॥
তেষাং লৌহময়াঃ কীলা বহ্নিবর্ণাঃ পুনঃ পুনঃ।
শ্রবণেষু নিখন্যন্তে ধর্ম্মরাজস্য কিংকরৈঃ॥ ১৭॥

যাহারা গুরু, দেব; দ্বিজাতি ও বেদ সকলের নিন্দা শ্রবণ করে, যমদূতগণ সেই সকল পাপাত্মার কর্ণে অগ্নিবর্ণ লৌহময় শঙ্কু প্রোথিত করিয়া থাকে॥ ১৭॥

প্রপাদেবকুলারামবিপ্রবেশ্মসভামঠান্।
কূপবাপীতড়াগাংশ্চ ভঙ্‌ক্ত্বা বিধ্বংসয়ন্তি যে॥
তেষাং বিলপতাং চর্ম্ম দেহতঃ ক্রিয়তে পৃথক।
কর্ত্তিকাভিঃ সুতীক্ষ্ণাভিঃ সুরৌদ্রৈর্যমকিঙ্করৈঃ॥ ১৮॥

যাহারা প্রপা, দেবগৃহ, উপবন, ব্রাহ্মণের গৃহ, সভা, মঠ, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি ভঙ্গ করিয়া, ধ্বংস করে; অতীব ভয়ঙ্কর যমকিংকরগণ সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তিকা দ্বারা তাহাদের গাত্র হইতে চর্ম্ম পৃথক করিয়া থাকে, তাহারা তদবস্থায় রোদন করে॥ ১৮॥

গোব্রাহ্মণার্কমগ্নিঞ্চ যে বৈ মেহন্তি মানবাঃ।
তেষাং গুদেষু চর্ম্মাণি বিনিষ্ক্রামন্তি বায়সাঃ॥ ১৯॥

যাহারা গো, ব্রাহ্মণ, সূর্য্য ও অগ্নির অভিমুখে মল মূত্র ত্যাগ করে; নরকস্থ বায়সগণ তাহাদের গুহ্য হইতে চর্ম্ম নিষ্কাশিত করে॥ ১৯॥

স্বপোষণপরো যস্তু পরিত্যজতি মানবঃ।
পুত্রভৃত্যকলত্রাদি বন্ধুবর্গমকিঞ্চনং॥
দুর্ভিক্ষে সংভ্রমে বাপি সঃ শ্বযোনৌ নিপাত্যতে॥২০॥

যাহারা আত্মপোষণপরায়ণ হইয়া, দুর্ভিক্ষে অথবা তৎসদৃশ অন্যবিধ বিপদে পুত্র, ভ্রাতা ও কলত্রাদি বন্ধুবর্গকে অকিঞ্চন অবস্থায় পরিত্যাগ করে, তাহারা কুক্কুরযোনিতে নিপতিত হইয়া থাকে॥ ২০॥

শরণাগতং ত্যজন্তি যে চ বন্ধনমোচকম;
পতন্তি যন্ত্রপীঠে বৈ তাড্যমানাস্তু কিঙ্করৈঃ॥ ২১॥

যাহারা শরণাগত ও বন্ধনমোচনকর্ত্তাকে ত্যাগ করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে তাড়নাসহকারে যন্ত্রপীঠে নিপাতিত করিয়া থাকে॥ ২১॥

ক্লেশয়ন্তি হি বিপ্রাদীন্ ত্যাজ্যকর্ম্মসু পাপিনঃ।
তে পিষ্যন্তে শিলায়াং বৈ শোষ্যন্তেপিচ শোষকৈঃ॥২২॥

যাহারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে গর্হিত কার্য্যে নিয়োগ করিয়া, ক্লেশ প্রদান করে, যমদূতগণ সেই সকল পাপাত্মাকে শিলায় পেষণ করিয়া, শোষকযন্ত্রদ্বারা শোষিত করে॥ ২২॥

ন্যাসাপহারিণঃ পাপা বধ্যন্তে নিগড়ৈরপি।
ক্ষুৎক্ষামাঃ শুষ্কবদনাঃ পাত্যন্তে বৃশ্চিকাসনে॥ ২৩॥

যাহারা গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করে, সেই সকল পাপী নিগড়বদ্ধ, ক্ষুধায় অতিমাত্র কৃশ ও শুষ্কবদন হইয়া, বৃশ্চিকাসননামক নরকে নিপাতিত হয়॥ ২৩॥

পর্ব্বমৈথুনিনঃ পাপাঃ পরদাররতাশ্চ যে।
তে বহ্নিকূটাং তপ্তাগ্রামালিঙ্গন্তে চ শাল্মলিম্॥ ২৪॥

যে সকল পাপী পর্ব্ব সময়ে মৈথুন এবং যাহারা পরস্ত্রী হরণ করে, তাহারা অগ্নিময়ী শাল্মলী আলিঙ্গন করিয়া থাকে॥ ২৪॥

উপাধ্যায়মধঃ কৃত্বা যৈরধীতং দ্বিজোত্তমৈঃ।
তেষামধ্যাপকো যশ্চ স শিলাং শিরসা বহেৎ ॥ ২৫॥

যাহারা শিক্ষককে নিম্নস্থানে বসাইয়া, অধ্যয়ন করে, তাহাদে অধ্যাপককে মস্তকে শিলাবহন করিতে হয় ॥ ২৫ ॥

মূত্রশ্লেষ্মপুরীষাণি যৈরুচ্ছিষ্টানি বারিণি।
তে পদ্যন্তে হি বিন্মূত্রে দুর্গন্ধে পূযপূরিতে ॥ ২৬ ॥

যাহারা মূত্র, শ্লেষ্মা ও পুরীষ পরিহার পূর্ব্বক জল দূষিত করে তাহারা পুযপূরিত দুর্গন্ধ বিষ্ঠামূত্রে নিপাতিত হইয়া থাকে ॥ ২৬

বেদবহ্নিগুরুত্যাগী ভার্য্যাপিত্রোস্তথৈব চ।
গিরিশৃঙ্গাদধঃপাতং পাত্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২৭ ॥

যাহারা বেদ, বহ্নি, গুরু, স্ত্রী ও পিতা মাতাকে ত্যাগ করে, যমদূতগ তাহাদিগকে গিরিশৃঙ্গ হইতে অধঃপাতিত করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

পুনর্ভূপতয়ো যে চ কন্যাবিধ্বংসকাশ্চ যে।
তদ্গর্ভশ্রাদ্ধভুগ্‌যস্তু কৃমীন্ ভক্ষেৎ পিপীলিকান্ ॥ ২৮ ।

যাহারা পুনর্ভূর পতি, যাহারা কন্যাবিনাশক, যাহারা পুনর্ভূ গর্ভজাত এবং যাহারা তাহার শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তাহারা কৃমি পিপীলিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

চাণ্ডালাদন্ত্যজাদ্বাপি প্রতিগৃহ্লাতি দক্ষিণাম্।
যাজকো যজমানশ্চ স স্যাদশ্মনি কীটকঃ ॥ ২৯ ॥

যাহারা চণ্ডাল ও অন্ত্যজের নিকট দক্ষিণা গ্রহণ করে, সেই যাজ ও যজমান উভয়কেই অশ্মকীট হইতে হয় ॥ ২৯ ॥

বৃথামাংসাশিনো মূঢ়াস্তথৈবোৎকোচজীবিনঃ।
ক্ষিপ্যন্তে বৃকভক্ষে তু নরকে শৃণু পার্বতি ॥ ৩০ ॥

যাহারা বৃথা মাংস ভোজন ও উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বা করে, তাহারা বৃকভক্ষনামক নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

স্বর্ণস্তেয়ী চ বিপ্রঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
তথা গোভূমিহর্ত্তারঃ গোস্ত্রীবালহতাশ্চ যে॥
এতে নরা দ্বিজা যে চ গোষ্ঠবিক্রয়িণস্তথা।
সোমবিক্রয়িণো যে চ বেদবিক্রয়িণস্তথা॥
কূটশয্যাস্তু শৌচাশ্চ নিত্যনৈমিত্তনাশকাঃ।
কূটসাক্ষ্যপ্রদা যে চ তে মহারৌরবে স্থিতাঃ॥
তাবন্তে চান্ধতামিস্রে ত্বসিপত্রবনে ততঃ॥ ৩১॥

যাহারা স্বর্ণ চুরি করে, ব্রাহ্মণ হত্যা করে, সুরাপান করে, গুরুপত্নী গমন করে, গো ও ভূমি হরণ করে, স্ত্রী বালক ও গো হত্যা করে; গোষ্ঠ বিক্রয়, সোমবিক্রয় ও বেদ বিক্রয় করে, কূটশয্যায় শয়ন করে, নিত্য নৈমিত্তিক বিনাশ করে, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করে এবং যাহারা অশুচি, তাহারা দশবর্ষসহস্র মহারৌরব নরকে অবস্থিতি করে। অনন্তর তাবদ্ বর্ষসহস্র তামিস্র নরকে যাপন করত সমসংখ্যক বৎসর অন্ধতামিস্রে ও তদনন্তর তাবৎ বর্ষসহস্র অসিপত্রবনে অতিবাহিত করিয়া থাকে॥ ৩১॥

তাবন্ত্যেব ঘটীযন্ত্রে তপ্তকুম্ভে ততঃপরম্।
প্রজাতো ভবতে তেষাং যৈরিদং দুষ্কৃতং কৃতং॥ ৩২॥

অনন্তর অসিপত্রবন হইতে তাবৎসহস্র বৎসর ঘটীযন্ত্র ও তদনন্তর সেই পরিমাণে তপ্তকুম্ভ নরক ভোগ করিয়া, পরে জন্মগ্রহণ করে॥ ৩২॥

যে ত্বেতে নরকা ঘোরা রৌরবাদ্যস্তবোদিতাঃ।
তে সর্ব্বে ক্রমশঃ প্রোক্তাঃ কৃতঘ্নে লোকনিন্দিতে॥ ৩৩।

তোমার নিকট এই যে রৌরবাদি নরকপরম্পরা কীর্ত্তন করিলাম, কৃতঘ্ন ও লোকনিন্দিত ব্যক্তিগণ ক্রমে তত্তৎ নরক ভোগ করিয়া থাকে॥ ৩৩

যথা সুরাণাং প্রবরো জনার্দ্দনো
যথা গিরীণামপি শৈশিরাদ্রিঃ।
যথায়ুধানাং প্রবরং সুদর্শনং
যথা খগানাং বিনতাতনূজঃ॥ ৩৪॥

জনার্দ্দন যেমন সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, হিমালয় যেমন সকল পর্ব্বতের প্রধান, সুদর্শন যেমন সকল অস্ত্রের বরিষ্ঠ, গরুড় যেমন সকল পক্ষীর প্রধান; ॥ ৩৪ ॥

মহোরগাণাং প্রবরোপ্যনন্তো
যথা চ ভূতেষু মহী প্রধানা।
নদী গঙ্গা জলজেষু পদ্মং
সুরারিমুখ্যেষু হরাঙ্ঘ্রিভক্তঃ॥ ৩৫ ॥

অনন্ত যেমন মহোরগগণের পৃথিবী যেমন ভূতগণের, গঙ্গা যেমন সরিদ্গণের, পদ্ম যেমন জলজগণের এবং হরপাদভক্ত যেমন দৈত্য-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ॥ ৩৫ ॥

ক্ষেত্রেষু যদ্বৎ কুরুজঙ্গলং বরং
তীর্থেষু যদ্বৎ প্রবরং পৃথূদকম্।
সরঃসু চৈবোত্তরমানসং যথা
বনেষু পুণ্যেষ চ নন্দনং যথা॥ ৩৬ ॥

ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কুরুজাঙ্গল যেমন শ্রেষ্ঠ, তীর্থসমূহের মধ্যে পৃথূদক যেমন বরিষ্ঠ, সরোবরসমূহের মধ্যে উত্তর মানস যেমন বরিষ্ঠ এবং পবিত্র বনসমূহের মধ্যে নন্দন যেমন শ্রেষ্ঠ, — ॥ ৩৬ ॥

লোকেষু যদ্বৎ সদনং বিরিঞ্চেঃ
সত্যং যথা ধর্ম্মবিধিক্রিয়াসু।
যথাশ্বমেধঃ প্রবরঃ ক্রতূনাং
পুত্রো যথা স্পর্শবতাং বরিষ্ঠঃ॥ ৩৭॥

ব্রহ্মলোক যেমন সমুদায় লোকের, সত্য যেমন সমুদায় ধর্ম্মকর্ম্মের, অশ্বমেধ যেমন সমুদায় যজ্ঞের, এবং পুত্র যেমন সমুদায় স্পর্শ দ্রব্যের প্রধান।—॥ ৩৭॥

তপোধনানামপি কুম্ভযোনিঃ
শ্রুতির্বরা যদ্বদিহাগমেষু।
মহাপুরাণেষু যথৈব মাৎস্যং
স্বায়ম্ভুবোক্তিস্ত্বপি সংহিতাসু॥ ৩৮॥

তপোধনগণের মধ্যে অগস্ত্য যেমন, শাস্ত্র সকলের মধ্যে শ্রুতি যেমন, মহাপুরাণসমূহের মধ্যে মৎস্যপুরাণ যেমন এবং সংহিতা সকলের মধ্যে স্বয়ম্ভু সংহিতা যেমন শ্রেষ্ঠ;—॥ ৩৮॥

মনুঃ স্মৃতীনাং প্রবরো যথৈব
তিথিষু দর্শো বিষুবেষু দানম্।
তেজস্বিনাঞ্চ প্রবরোর্ক উক্তঃ
ঋক্ষেষু চান্দ্রো জলধিহ্রদেষু॥ ৩৯॥

স্মৃতির মধ্যে মনু যেমন প্রধান, তিথির মধ্যে পূর্ণিমা যেমন শ্রেষ্ঠ, বিষুবের মধ্যে মহাবিষুব যেমন প্রধান, তেজস্বির মধ্যে আদিত্য যেমন শ্রেষ্ঠ; নক্ষত্রের মধ্যে মৃগশিরা যেমন প্রধান এবং হ্রদের মধ্যে সমুদ্র যেমন বরিষ্ঠ;—॥ ৩৯॥

ত্বমেব দেবীষু যথৈব শ্রেষ্ঠা
পাশেষু নাগস্তিমিতেষু বন্ধঃ।
ধান্যেষু শালির্দ্বিপদেষু বিপ্র-
শ্চতুষ্পদং গৌশ্চ তথা মৃগেন্দ্রঃ॥ ৪০॥

তুমি যেমন সমুদায় দেবীর প্রধান, নাগপাশ যেমন সমুদায় পাশের প্রধান, শালিধান্য যেমন সমুদায় ধান্যের প্রধান, ব্রাহ্মণ যেমন সমুদয় দ্বিপদের প্রধান এবং গো ও সিংহ যেমন সমুদয় চতুষ্পদের প্রধান;—॥ ৪০॥

পুষ্পেষু জাতী নগরীষু কাঞ্চী
নারীষু রম্ভাশ্রমিষু গৃহস্থঃ।
কুশস্থলী শ্রেষ্ঠতমা পুরেষু
দেশেষু সর্বেষু চ মধ্যদেশঃ॥ ৪১॥

পুষ্পের মধ্যে জাতী, নগরের মধ্যে কাঞ্চী, নারীর মধ্যে রম্ভা আশ্রমির মধ্যে গৃহস্থ, পুরের মধ্যে কুশস্থলী এবং দেশের মধ্যে মধ্য দেশ যেমন প্রধান,—॥ ৪১॥

ফলেষু চূতো মুকুলেম্বশোকঃ
তথৌষধীনাং প্রবরঞ্চ পথ্যং।
মূলেষু কন্দঃ প্রবরো যথোক্তঃ
ব্যাধিষ্বজীর্ণঃ সুদতি প্রধানম্॥ ৪২॥

ফলের মধ্যে চূত, মুকুলের মধ্যে অশোক; ঔষধের মধ্যে মূলের মধ্যে কন্দ ও ব্যাধির মধ্যে অজীর্ণব্যাধি যেমন প্রধান;—॥ ৪২।

শ্বেতেষু দুগ্ধং প্রবরং যথৈব
কার্পাসিকং প্রাবরণং হি যদ্বৎ।
কলাসু মুখ্যা গণিতজ্ঞতা চ
বিজ্ঞানমুখ্যেষু যথেন্দ্রজালম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্বেতদ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ যেমন, কার্পাসিকের মধ্যে প্রাবরণ যেমন, কলা মধ্যে গণিতজ্ঞতা যেমন এবং বিজ্ঞান মধ্যে ইন্দ্রজাল যেমন বরিষ্ঠ, ॥ ৪৩ ॥

শাকেষু মুখ্যা ত্বপি কাকমাচী
রসেষু মুখ্যং লবণং যথৈব।
ফলেষু তালং নলিনীষু চম্পা
বনৌকসেষ্বেব চ ঋক্ষরাজঃ ॥ ৪৪ ॥

শাকের মধ্যে কাকমাচী, রসের মধ্যে লবণ, ফলের মধ্যে তাল; নলিনীর মধ্যে চম্পা এবং বনৌকসের মধ্যে ঋক্ষরাজ যেমন শ্রেষ্ঠ; ॥ ৪৪ ॥

মহীরুহেষ্বেব যথা বটশ্চ
যথা হরেজ্ঞানবতাং বরিষ্ঠঃ।
যথা সতীনাং হিমবৎসুতা হি
যথা গবীনাং কপিলা বরিষ্ঠা ॥ ৪৫ ॥

বৃক্ষের মধ্যে বট যেমন, জ্ঞানীর মধ্যে হরিভক্তিজ্ঞানবান্ যেমন, সতীর মধ্যে পর্বততনয়া যেমন এবং গবীর মধ্যে কপিলা যেমন প্রধান:—॥ ৪৫ ॥

যথা বৃষাণাং অপি নীলবর্ণ-
স্তথৈব সর্ব্বেষ্বপি দুঃসহেষু।
দুর্গেষু রৌদ্রেষু মহামহেশি
নৃপার্চ্চনং বৈতরণী প্রধানা॥ ৪৬॥

বৃষের মধ্যে নীলবর্ণ বৃষ ও অতীব ভয়ংকর দুঃসহ দুর্গমধ্যে বৈতর যেমন প্রধান॥ ৪৬॥

পাপীয়সাং তদ্বদিহ কৃতঘ্নঃ
সর্ব্বেষু পাপেষু মহামহেশি।
ব্রহ্মঘ্নগোঘ্নাদিষু নিষ্কৃতির্হি
বিদ্যেত নৈবাস্য চ দুষ্টচারিণঃ॥
ন নিষ্কৃতিশ্চাস্তি কৃতঘ্নবৃত্তেঃ
সুহৃৎকৃতং নাশযতোব্দ কোটিভিঃ॥ ৪৭॥

ব্রহ্মঘ্ন ও গোঘ্ন প্রভৃতি সমুদায় পাপীর মধ্যে কৃতঘ্ন তে প্রধান। ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা করিলে, নিষ্কৃতি আছে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃ নাই। যাহারা সুহৃৎকৃত উপকার স্বীকার করে না, তাহারা কোটি বৎসর নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না॥ ৪৭

ইতি নরকদুঃখং নাম তৃতীয়ং পীঠম্।

চতুর্থং পীঠম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

তব বাগমৃতং দেব শৃণ্বন্ত্যাঃ প্রতিপদ্যতে।
ন তৃপ্তির্মম দেবেশ ধর্ম্মাচারং বিনির্দ্দিশ ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, আপনার বাক্য রূপ অমৃত পান করিয়া, আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। অতএব পুনরায় ধর্ম্মাচার কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং দানং ক্ষান্তির্দমঃ শমঃ।
অকার্পণ্যঞ্চ শৌচঞ্চ তপশ্চ পরমেশ্বরি ॥
দশাঙ্গো ধর্ম্ম উদ্দিষ্টো বুধৈস্তু সার্ব্ববর্ণিকঃ।
ব্রাহ্মণস্যাপি বিহিতা চতুরাশ্রমকল্পনা ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, দান, ক্ষমা, বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ, অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম, অকার্পণ্য, পবিত্রতা ও তপস্যা এই দশটী ধর্ম্মের অঙ্গ। উল্লিখিত দশাঙ্গ ধর্ম্ম সার্ব্ববর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ভেদে সকল বর্ণেরই অনুষ্ঠেয় ও চতুর্ব্বিধ আশ্রমকল্পনাই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

বিপ্রাণাং চাতুরাশ্রম্যং বিস্তরাদ্ বদ মে বিভো ॥ ৩ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, বিভো! ব্রাহ্মণের চতুর্বিধ আশ্রমধর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কৃতোপনয়নঃ সম্যক্ ব্রহ্মচারী গুরোগৃ্হে।
বসেত্তত্র মহেশানি ধর্ম্মঞ্চ বিহিতং শৃণু ॥ ৪ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন, ব্রাহ্মণ সম্যকরূপে কৃতোপনয়ন হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুর গৃহে বাস করিবে। তথায় যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

স্বাধ্যায়োথাগ্নিশুশ্রূষা স্নানং ভিক্ষাটনং তথা।
গুরোঃ কর্ম্মাণি সোদ্যোগঃ সম্যক্ প্রত্যুপপাদনম্ ॥ ৫ ॥

তথায় অবস্থিতি করিয়া বেদাধ্যয়ন, অগ্নিশুশ্রূষা, স্নান, ভিক্ষার্থ পর্য্যটন, উদ্যোগ সহকারে গুরুর কার্য্য সম্পাদন ও সম্যকরূপে তদীয় প্রীতি সমুৎপাদন করিবে ॥ ৫ ॥

তেনাকৃতে পতেচ্চৈব তৎপরো নান্যমানসঃ ॥ ৬ ॥

তিনি কোন কার্য্য করিতে না পারিলে, তৎপর হইয়া, অনন্যচিত্তে তাহার সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬ ॥

একং দ্বৌ সকলান্ বাপি বেদান্ প্রাপ্য গুরোর্মুখাৎ।
অনুজ্ঞাতো ধনং দত্ত্বা গুরবে দক্ষিণান্ততঃ ॥
গার্হস্থ্যাশ্রমকামস্তু গার্হস্থ্যাশ্রমমাবসেৎ ॥ ৭ ॥

গুরুর মুখ হইতে এক, দুই বা সমুদয় বেদ প্রাপ্ত হইয়া, তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণাস্বরূপ ধন দান করিয়া, গৃহস্থ হইবার অভিলাষে গার্হস্থ্য আশ্রমে বাস করিবে ॥ ৭ ॥

বানপ্রস্থাশ্রমং বাপি চতুর্থঞ্চেচ্ছয়া ততঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর ইচ্ছা হইলে, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিবে ॥ ৮ ॥

তত্রৈব চ গুরোর্গেহে দ্বিজো নিষ্ঠামবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ গুরু গৃহে বাস করিয়া, নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৯ ॥

গুরোরভাবে তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে তৎসুতং বিনা।

শুশ্রূষেন্নিরভিমানো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং বসেৎ ॥ ১০ ॥

গুরুর অবিদ্যমানে তদীয় পুত্রের এবং পুত্রের অবিদ্যমানে তদীয় শিষ্যের আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক অভিমান ত্যাগ করিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বাস করিবে ॥ ১০ ॥

এবং জয়তি মৃত্যুং স দ্বিজশ্চ পরমেশ্বরি।

এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে, ব্রাহ্মণ মৃত্যুজয় করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

উপাবৃত্য ততস্তস্মাৎ গৃহস্থাশ্রমকাম্যয়া।

কুলীনাং সমশীলাঞ্চ কন্যাং পরিগ্রহেত্তথা ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে উপাবৃত্ত হইয়া, গৃহস্থাশ্রম কামনায় সৎকুল-সমুদ্ভূতা আত্মানুরূপচরিতসম্পন্না কন্যার পাণিপীড়ন করিবে ॥ ১২ ॥

স্বকর্ম্মণা ধনং লব্ধা পিতৃদেবাতিথীনপি।

সম্যক্ তং প্রীণয়েদ্ভক্ত্যা সদাচাররতো নরঃ ॥ ১৩ ॥

গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক সদাচারনিরত হইয়া; স্বকর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া, পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথিগণের ভক্তিসহকারে সন্তোষ বিধান করিবে ॥ ১৩ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

সদাচারেতি গদিতস্ত্বয়া যোস্মাভিরাদরাৎ।

লক্ষণং তস্য কিং নাথ ব্রূহি মে কৃপয়া বিভো ॥ ১৪ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, আপনি যে আমার প্রতি আদরবশতঃ সদাচারের কথা কীর্ত্তন করিলেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার লক্ষণ কি, নির্দ্দেশ করুন ॥ ১৪ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্।
ন হ্যাচারবিহীনস্য ভদ্রমত্র পরত্র বা॥ ১৫ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন, গৃহস্থ সর্ব্বদা আচারপরিপালন করিবেন, আচারহীন হইলে, ইহলোক বা পরলোক কুত্রাপি মঙ্গল লাভ হ না॥ ১৫॥

যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সমুল্লংঘ্য সদাচারং প্রবর্ত্ততে॥ ১৬ ॥

যে ব্যক্তি সদাচার অতিক্রম করিয়া, কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহা যজ্ঞ, দান বা তপস্যা। কিছুই ফলদায়ক হয় না॥ ১৬॥

দুরাচারো হি পুরুষো নেহ নামুত্র নন্দতে।
কার্য্যো যত্নঃ সদাচারে আচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥ ১৭ ॥

দুরাচার পুরুষ কোন লোকেই অভিনন্দন লাভে সমর্থ হয় না। অত এব সদাচারে যত্নবান্ হইবে॥ ১৭॥

তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি সদাচারস্য ভাবিনি।
শৃণুষ্বৈকমনাস্তচ্চ যদি শ্রেয়োভিবাঞ্ছসি॥ ১৮ ॥

অধুনা সদাচারের লক্ষণ কীর্ত্তন করিব: যদি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির অভি লাষ থাকে, তাহা হইলে, এক মনে শ্রবণ কর॥ ১৮॥

ধর্ম্মোস্য মূলং ধনমেব শাখা
পুষ্পঞ্চ কামঃ ফলমস্য মোক্ষঃ।
অসৌ সদাচারতরুর্মহেশি
সংসেবিতো যেন স পুণ্যভোক্তা॥ ১৯ ॥

ধর্ম্ম অর্থ এই সদাচার রূপ বৃক্ষের মূল, অর্থ ইহার শাখা, কাম ইহার পুষ্প, ও মোক্ষ ইহার ফল। যে ব্যক্তি এই বৃক্ষের সেবা করে, সে পুণ্য ভাগী হইয়া থাকে॥ ১৯॥

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে প্রথমং বিবুদ্ধে-
দনুস্মরেদ্দেববরং মহর্ষীন্।
প্রাভাতিকং মঙ্গলমেব বাক্যং
যদুক্তবান্ পূর্ব্বমহং মহেশি ॥ ২০ ॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া, প্রথমে দেবদেব বাসুদেব ও মহর্ষিগণের স্মরণ করিবে। অনন্তর পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, সেই প্রভাত-কালীন মঙ্গলময় কথা সকল অনুধ্যান করিবে ॥ ২০ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কিন্তদুক্তং সুপ্রভাতং কৃপয়া ব্রূহি শঙ্কর।
প্রভাতে যঃ পঠেৎ মর্ত্ত্যো মুচ্যতে পাপবন্ধনাৎ ॥ ২১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই মঙ্গলজনক কথা সকল নির্দ্দেশ করুন। যাহা প্রভাতে পাঠ করিলে, লোকে পাপবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ২১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শ্রূয়তাং পরমেশানি সুপ্রভাতং ময়োদিতম্।
শ্রুত্বা স্মৃত্বা পঠিত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

শ্রবণ করন, সেই প্রাভাতিক মঙ্গলজনক বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি। উহা শ্রবণ, স্মরণ ও পাঠ করিলে, সর্ব্বপাপমোচন হয় ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারি-
র্ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ সহ ভানুজেন
দদন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥ ২৩॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্য, চন্দ্র, ভৌম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনি ইহারা সকলে আমার সুপ্রভাত বিধান করুন॥ ২৩॥

ভৃগুর্ব্বশিষ্ঠঃ ক্রতুরঙ্গিরাশ্চ
মনুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ স গৌতমঃ।
ধৌম্যো মরীচিশ্চ্যবনোথ সদ্গুরুঃ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥ ২৪॥

ভৃগু, বশিষ্ঠ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মনু, পুলস্ত্য, পুলহ, গৌতম, ধৌম্য, মরীচি, চ্যবন ও সদ্গুরু সকলে আমার সুপ্রভাত বিধান করুন॥ ২৪॥

সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দঃ
সনাতনোপ্যাসুরিপিঙ্গলৌ চ।
সপ্তস্বরাঃ সপ্তরসাতলাশ্চ
দদন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥ ২৫॥

সনৎকুমার, সনক, সনন্দ; সনাতন, আসুরি, পিঙ্গল, সপ্তস্বর, রসাতল সকলে আমার সুপ্রভাত বিধান করুন॥ ২৫॥

পৃথ্বী সগন্ধা সরসাস্তথাপঃ
স্পর্শাশ্চ বায়ুর্জ্বলিতঞ্চ তেজঃ।
নভঃ সশব্দং মহতা সহৈব
দদন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥ ২৬ ॥

গন্ধ সহিত পৃথিবী, রসের সহিত জল, স্পর্শের সহিত বায়ু, তেজের সহিত অগ্নি, শব্দের সহিত আকাশ ও মহত্তত্ত্ব সকলে আমার সুপ্রভাত বিধান করুন ॥ ২৬ ॥

সপ্তার্ণবাঃ সপ্তকুলাচলাশ্চ
সপ্তর্ষয়ো দ্বীপবরাশ্চ সপ্ত।
ভূরাদি কৃত্বা ভুবনানি সপ্ত
দদন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥ ২৭ ॥

সপ্ত সাগর, সপ্ত কুল পর্ব্বত, সপ্ত ঋষি; সপ্ত মহাদ্বীপ। সপ্ত ভুবন সকলে আমার সুপ্রভাত বিধান করুন ॥ ২৭ ॥

ইত্থং প্রভাতে পরমং পবিত্রং
পঠেৎ স্মরেৎ বা শৃণুয়াচ্চ ভক্ত্যা।
দুঃস্বপ্ননাশং শৃণু সুপ্রভাতং
ভবেচ্চ সত্যং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রভাতে এইরূপে ভক্তি সহকারে উল্লিখিত পরম পবিত্র নামমালা পাঠ, স্মরণ বা শ্রবণ করিবে। তাহা হইলে, ভগবানের প্রসাদে তাহার দুঃস্বপ্ন নাশ ও সুপ্রভাত সংঘটিত হয় ॥ ২৮ ॥

ততঃ সমুত্থায় বিচিন্তয়েত
ধর্ম্মং তথার্থঞ্চ বিহায় শয্যাম্।
উত্থায় পশ্চাৎ হরিরিত্যুদীর্য্য
গচ্ছেত্তদোৎসর্গবিধিং হি কর্ত্তুম্ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর শয্যা পরিত্যাগ ও গাত্রোত্থান করিয়া, ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে। তদনন্তর হরিস্মরণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া, পুরীষ পরিহারার্থ গমন করিবে। ২৯ ॥

সদেব গোব্রাহ্মণবহ্নিমার্গে
ন রাজমার্গে ন চতুষ্পথে চ।
কুর্য্যাদথোৎসর্গমপীহ গোষ্ঠে
পূর্ব্বাং পরাঞ্চৈব সমাশ্রিতাং গাম্ ॥ ৩০ ॥

দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নির অভিমুখে, রাজপথে, চতুষ্পথে, গোষ্ঠে, অথবা যে স্থানে পূর্ব্বে ধেনু বিচরণ করিয়াছিল কিংবা পরে করিবে, সেরূপ প্রদেশে মল ত্যাগ করিবে না ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ শৌচার্থমুপাহরেৎ মৃদঃ
গুদে ত্রয়ং পাণিতলে চ সপ্ত।
তথোভয়োঃ পঞ্চ চতুস্তথৈকাং
লিঙ্গে তথৈকাং মৃদমাহরেত ॥ ৩১ ॥

অনন্তর শৌচার্থ মৃত্তিকা আহরণ করিয়া, গুহ্যদেশে তিন বার, পাণিতলে সাতবার, উভয় হস্তে পাঁচবার ও লিঙ্গে একবার, মৃত্তিকা প্রদান করিবে ॥ ৩১ ॥

অন্তর্জ্জলাৎ সাধ্বী চ মূষিকস্থলা-
চ্ছৌচাবশিষ্টাশরণাত্তথান্যাৎ।
বল্মীকমৃচ্চৈব হি শৌচনায়
গ্রাহ্যা সদাচারবিদাং বরেণ॥ ৩২॥

জল মধ্য হইতে, কিংবা মূষিকের গর্ত্ত হইতে, কিংবা বল্মীক হইতে শৌচার্থ মৃত্তিকা আহরণ করিবেক॥ ৩২॥

উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বাপি বিদ্বান্
প্রক্ষাল্য পাদৌ ভুবি সংনিবিষ্টঃ।
ততঃ স্পৃশেদ্ বাপি শিরঃ করেণ
সন্ধ্যামুপাসীত ততঃ ক্রমেণ॥ ৩৩॥

অনন্তর উত্তরমুখে বা পূর্ব্বমুখে আসীন হইয়া, পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া, হস্ত দ্বারা মস্তক স্পর্শ করত সন্ধ্যা বন্দনা করিবে॥ ৩৩॥

কেশানি সংশোধ্য চ দন্তধাবনং
কৃত্বা তথা দর্পণদর্শনঞ্চ।
কৃত্বা শিরঃস্নানমথাহ্নিকং বা
সংপূজ্য তোয়েন পিতৄন্ সদেবান্॥ ৩৪॥

অনন্তর কেশ সংশোধন, দন্তধাবন ও দর্পণ দর্শন করিয়া শিরঃ স্নানানন্তর আহ্নিক সমাধান করত জল দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করিবে॥ ৩৪॥

হোমঞ্চ কৃত্বা লভনং শুভানাং
কৃত্বা বহির্নির্গমনং প্রশদ্যম্।
দূর্ব্বাদধিসর্পিরথোদকুম্ভং
ধেনুং সবৎসাং বৃষভং সুবর্ণম্॥
মৃদ্‌গোময়ং স্বস্তিকমক্ষতানি
লাজা মধু ব্রাহ্মণকন্যকাশ্চ।
শ্বেতানি পুষ্পাণি চ শোভনানি
হুতাশনং চন্দনমর্কবিম্বম্॥
অশ্বত্থবৃক্ষঞ্চ সমালভেত
ততস্তু কুর্য্যাৎ নিজজাতিধর্ম্মম্॥ ৩৫॥

অনন্তর অনলে আহুতিদান ও শুভ সন্দর্শন পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া, দূর্ব্বা, দধি, ঘৃত, জলপূর্ণ কুম্ভ, সবৎসা ধেনু, বৃষ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা, গোময়, স্বস্তিক, আতপতণ্ডুল, লাজা, মধু, ব্রাহ্মণকন্যা, শ্বেত পুষ্প, হুতাশন, চন্দন, সূর্য্যবিম্ব ও অশ্বত্থবৃক্ষ দর্শন করিবে। তদনন্তর স্বজাতিয় কার্য্য সকল সমাধান করিবে॥ ৩৫॥

দেশাবশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্রং
স্বগোত্রধর্ম্মং নহি সংত্যজেত।
তেনার্থসিদ্ধিং সমুপাচরেতং
নাসৎ প্রলাপং নহি সত্যহীনং।
ন নিষ্ঠুরং নাগমশাস্ত্রহীনং
বাক্যং বদেৎ সাধুজনেন যেন।
নিন্দ্যো ভবেচ্চৈব ন ধর্ম্মভেদী
সঙ্গং ন চাসৎসু নরেষু কুর্য্যাৎ॥ ৩৬॥

দেশাচার, কুলধর্ম্ম ও স্বগোত্রধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিবে না। ঐ সকল ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া, অভিলষিত সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। অসৎ প্রলাপ, মিথ্যা কথা, নিষ্ঠুর বাক্য, অথবা আগম শাস্ত্রের বহির্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিবে না। সাধুগণ যাহাতে নিন্দা করিতে না পারেন, এরূপ পথে প্রবৃত্ত হইবে। কখন ধর্ম্মভেদী হইবে না। সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবে॥ ৩৬॥

সন্ধ্যাসু বর্জ্জয়েৎ সুরতং দিবাসু
সর্ব্বাসু যোনিষ্বপরাবলাসু।
সর্ব্বাসু যোনিষ্বপরাবলাসু
রজস্বলাস্বেব জলেষু নিত্যম্॥ ৩৭॥

সন্ধ্যা সময়ে অথবা দিবাভাগে কোন জাতীয় স্ত্রীর সংসর্গ করিবে না, পরস্ত্রী ও রজস্বলা রমণীর সহবাস পরিত্যাগ করিবে এবং জলে কখন রতিক্রীড়া করিবে না॥ ৩৭॥

বৃথাটনং বৃথাদানং বৃথা চ পশুমারণং-
ন কর্ত্তব্যং গৃহস্থেন বৃথাদারপরিগ্রহম্॥ ৩৮॥

গৃহস্থ কখন বৃথা ভ্রমণ, বৃথা দান, বৃথা পশুহিংসা ও বৃথা দারা পরিগ্রহ করিবে না॥ ৩৮॥

বৃথাটনান্নিত্যহানির্বৃথাদানাদ্ধনক্ষয়ঃ।
বৃথাপশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি ঘাতকং নরকং হি যৎ॥
সন্তত্যা হানিরশ্লাঘ্যা বর্ণসংকরতো ভয়ম্।
ভেতব্যঞ্চ ভবেল্লোকে বৃথাদারপরিগ্রহাৎ॥ ৩৯।৪০॥

বৃথা পর্যটন করিলে, নিত্যহানি হয়, বৃথা দান করিলে ধনক্ষয় হয় বৃথা পশু হত্যা করিলে, নরকলাভ সন্তানস্থানে হানি ও আত্মগৌরবের ধ্বংশ হয়। এবং বৃথা দারপরিগ্রহ করিলে বর্ণসঙ্করভয় সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব বৃথা দারপরিগ্রহে ভয় করিবে॥ ৩৯।৪০॥

পরস্বে পরদারে চ ন কার্য্যা বুদ্ধিরুত্তমৈঃ।
পরস্বং নরকায়ৈব পরদারাশ্চ মৃত্যবে॥ ৪১॥

সাধুগণ পরধন ও পরস্ত্রীতে লোভ করিবেন না। পরধন হরণ করিলে, নরক ও পরদার গমন করিলে, মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৪১॥

নেক্ষেৎ পরস্ত্রিয়ং নগ্নাং ন সংভাষেত তস্করৈঃ।
উদক্যা দর্শনং স্পর্শং সংভাষঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪২॥

পরস্ত্রীকে নগ্নাবস্থায় দর্শন করিবে না, তস্করের সহিত সংভাষণ করিবে না; উদকীকে দর্শন স্পর্শন ও তাহার সহিত আলাপ করিবে না॥ ৪২॥

নৈকাসনং তথা স্থেয়ং সোদর্য্যা পরজায়য়া।
তথৈব স্যায় মাতুশ্চ তথা স্বদুহিতুস্তপি॥ ৪৩॥

ভগিনী, পরস্ত্রী, জননী ও বয়স্থা কন্যা ইহাদের সহিত একাসনে একত্রে উপবেশন করিবে না॥ ৪৩॥

ন চ স্নায়ীত বৈ নগ্নো ন শয়ীত কদাচন।
দিগ্বাসসাপি ন তথা পবিত্রমলমিষ্যতে ॥ ৪৪ ॥

নগ্ন হইয়া কথন শয়ন, স্নান বা ধর্ম্ম কার্য্য করিবে না ॥ ৪৪ ॥

ভিন্নাংশ্চ শয্যাসনভাজনাদীন্
সুদূরতঃ সংপরিবর্জ্জয়েত্তান্।
নন্দাসু নাভ্যঙ্গমুপাচরেত
ক্ষৌরঞ্চ রিক্তাসু জয়াসু মাংসম্ ॥ ৪৫ ॥

শয়ন, আসন ও ভাজনাদি ভগ্ন হইলে, তৎসমস্ত সুদূরে পরিহার করিবে। নন্দায় তৈলমর্দ্দন, রিক্তায় ক্ষৌর কর্ম্ম ও জয়ায় মাংস ভোজন করিবে না ॥ ৪৫ ॥

পূর্ণাসু যোষিৎ পরিবর্জ্জনীয়া
ভদ্রাসু সর্ব্বাণি সমাচরেত।
নাভ্যঙ্গমর্কে ন চ ভূমিপুত্রে
ক্ষারঞ্চ শুক্রে রবিজে চ মাংসম্ ॥ ৪৬ ॥

পূর্ণিমায় স্ত্রী সংসর্গ করিবে না। ভদ্রায় সমুদায় কার্য্য করিবে রবিবারে তৈল মর্দ্দন, মঙ্গলবারে ক্ষারকর্ম্ম এবং শুক্র ও শনিবারে মাংস ভোজন করিবে না ॥ ৪৬ ॥

বুধে চ যোষিৎ ন সমাচরেত
শেষে চ সর্ব্বাণি সদৈব কুর্য্যাৎ।
চিত্রাসুহস্তশ্রবণেন তৈলং
ক্ষৌরং বিশাখাস্বভিজিৎসু বর্জ্জ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

বুধবারে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না। অবশিষ্ট বার সকলে সমুদায় কার্য্য করা যাইতে পারে। চিত্রা, হস্তা ও শ্রাবণা নক্ষত্রে তৈল মর্দ্দন, এবং বিশাখা ও অভিজিৎ নক্ষত্রে ক্ষৌর কার্য্য করিবে না॥ ৪৮॥

মূলে মৃগে ভাদ্রপদেষু মাংসং
যোষিন্মঘাকৃত্তিকসোত্তরাসু।
সদৈব বর্জ্জ্যং শয়নং উদক্শিরাঃ
তথা প্রতীচ্যাং পরমেশি নিত্যম্॥ ৪৮॥

মূলা, মৃগশিরা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্র পদ নক্ষত্রে মাংস ভোজন, মঘা, কৃত্তিকা, উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে স্ত্রী সঙ্গ; এবং উত্তর বা পশ্চিমে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না॥ ৪৮॥

ভুঞ্জীত নৈবেহ চ দক্ষিণামুখো
ন চ প্রতীচীমথ ভোজনীয়ম্।
দেবালয়ং চৈত্যতরুং চতুষ্পথং
বিদ্যাধিকঞ্চাপি গুরুং প্রদক্ষিণম্॥ ৪৯॥

দক্ষিণমুখ বা পশ্চিমমুখ হইয়া ভোজন করিবে না। দেবালয়, চৈত্য তরু, চতুষ্পথ, বিদ্বান্ ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিবে॥ ৪৯॥

মাল্যানুপানং বসনানি যত্নতো
নান্যৈর্ধৃতাংশ্চাপি চ ধারয়েদ্বুধঃ।
স্নায়াচ্ছিরঃস্নানমথাপি নিত্যং
নিষ্কারণং চৈব মহানিশাসু॥ ৫০॥

অন্যের পরিহিত মাল্যানুলেপন ও বস্ত্র কোনমতেই পরিধান করিবে না। নিত্য শিরঃস্নান করিবে॥ ৫০॥

গ্রহোপরাগে স্বজনাভিনাশং
যুক্ত্যা চ জন্মার্ক্ষগতে শশাঙ্কে।
নাভ্যঙ্গতৈঃ কায়মুপস্পৃশেচ্চ
স্নাতো ন কেশান্ বিধুনীত চাপি ॥ ৫১ ॥

চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ, স্বজনবিয়োগ ও চন্দ্র জন্মনক্ষত্রগত হইলে, স্নান করিবে। তৎকালে তৈল মর্দ্দন ও গাত্র মার্জ্জন এবং স্নানানন্তর কেশপাশ বিধুনিত করিবে না ॥ ৫১ ॥

গাত্রাণি নৈবাম্বরপাণিনা চ
স্নাতো নিমৃজ্যাৎ শৃণু পার্ব্বতি প্রিয়ে।
বসেচ্চ দেশেষু সুরাজকেষু
সুসংহিতেষ্বেক জনেষু নিত্যম্ ॥ ৫২ ॥

স্নান করিয়া পরিধেয় বস্ত্র ও হস্ত দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে না। যেখানকার রাজা অতি সৎ, তাদৃশ জনপদে সৎলোক সন্নিধানে সর্ব্বদা বাস করিবে ॥ ৫২ ॥

অক্রোধনান্যায়পরা বিমৎসরাঃ
কৃষীবলা হ্যোষধিজাতয়শ্চ।
যত্তেষু দেশেষু বসেত বুদ্ধিমান্
সদা নৃপো দণ্ডরুচিঃ সশাস্ত্রম্ ॥ ৫৩ ॥

যেখানকার লোক সকল ক্রোধহীন, ন্যায়পরায়ণ, মৎসরবিহীন ও কৃষিজীবী, যেখানে বিবিধ ঔষধি সমুৎপন্ন হয় এবং যত্রত্য নরপতি শাস্ত্রানুসারে দণ্ডপ্রয়োগ করেন, তাদৃশ দেশে বাস করিবে ॥ ৫৩ ॥

ইতি সদাচারাদিবিধির্নাম চতুর্থং পীঠম্।

পঞ্চম পীঠম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কিং স্বিৎ শ্রেয়ঃ পরলোকে কিমুচেহ মহেশ্বর।
কেন পূজ্যস্তথা সৎসু কেনাসৌ সুখমেধতে॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

পরলোকে বা ইহলোকে শ্রেয় কি? কি করিলে সুখসমৃদ্ধি লাভ ও সাধুসমাজে পূজনীয় হইয়া থাকে॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শ্রেয়তাং কথয়িষ্যেহহং তব দেবি শুভোদয়ম্।
যদ্ধি শ্রেয়ো ভবেল্লোকে ইহ চামুত্র চাব্যয়ম্॥ ২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

ইহলোকে বা পরলোকে শ্রেয় কি, বলিতেছি, শ্রবণ করিলে, পরম মঙ্গল লাভ হয়॥ ২॥

শ্রেয়ো ধর্ম্মঃ পরলোকে ইহলোকে চ নিশ্চয়ম্।
তস্মিন্ সমাশ্রিতে সৎসু পূজ্যস্তেন সুখী ভবেৎ॥ ৩॥

ইহলোকে ও পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেয়ঃ। নিশ্চয় জানিও, সেই ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে, সাধুসমাজে পূজনীয় ও সুখী হওয়া যায়॥ ৩॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কিংলক্ষণো ভবেদ্ধর্ম্মঃ কিমাচরণসৎক্রিয়ঃ।
সমাশ্রিত্য ন সীদন্তি দেবাদ্যাস্তু তদুচ্যতাম্॥ ৪॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কিরূপ? যাহা আশ্রয় করিলে, দেবাদি ভূতগণ অবসন্ন হন না, তাহা কীর্ত্তন করুন॥ ৪॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

দেবানাং হি পরো ধর্ম্মঃ সদা যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
স্বাধ্যায়তত্ত্ববেদিত্বং বিষ্ণুপূজারতিস্তুতিঃ॥ ৫॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

সর্ব্বদা যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, তত্ত্ববিজ্ঞান, বিষ্ণুপূজায় আসক্তি ও তদীয় স্তবগান এই কয়টী দেবতাদিগের পরমধর্ম্ম॥ ৫॥

দৈত্যানাং বাহুশালিত্বং আশ্চর্য্যং যুদ্ধসৎক্রিয়া।
নিন্দনং নীতিশাস্ত্রাণাং হরভক্তিরুদাহৃতা॥ ৬॥

অদ্ভুত বাহুপরাক্রম, যুদ্ধসৎক্রিয়া, নীতিশাস্ত্রের নিন্দা ও হরিভক্তি দৈত্যগণের ধর্ম্ম॥ ৬॥

সিদ্ধানামুদিতো ধর্ম্মো যোগযুক্তিরনুত্তমা।
স্বাধ্যায়ং ব্রহ্মবিজ্ঞানং ভক্তির্ব্বিষ্ণৌ হরে তথা॥ ৭॥

অত্যুৎকৃষ্ট যোগযুক্তি, স্বাধ্যায়, ব্রাহ্মবিজ্ঞান, বিষ্ণু ও মহাদেবের প্রতি ভক্তি সিদ্ধগণের পরমধর্ম্ম॥ ৭॥

উৎকৃষ্টোপাসনং জ্ঞেয়ং নৃত্যবাদ্যেষু বেদিতা ॥
সরস্বত্যাং স্থিরা ভক্তির্গান্ধর্ব্বো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ৮ ॥

নৃত্যবাদিত্রবেদিতা ও সরস্বতীতে অচলা ভক্তি গন্ধর্ব্বগণের ধর্ম্ম ॥ ৮ ॥

বিদ্যাধরত্বমতুলং বিজ্ঞানং পৌরুষে মতিঃ।
বিদ্যাধরাণাং ধর্ম্মোয়ং ভবান্যাং ভক্তিরেব চ ॥ ৯ ॥

নিরুপম বিদ্যাবত্তা, বিজ্ঞান, পুরুষকারে আসক্তি; এবং তোমার প্রতি ভক্তি বিদ্যাধরগণের ধর্ম্ম ॥ ৯ ॥

গন্ধর্ব্ববিদ্যাবেদিত্বং ভক্তির্ভানৌ তথা স্থিরা।
কৌশলং সর্ব্বশল্যানাং ধর্ম্মঃ কিংপুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ১০

গন্ধর্ব্ববিদ্যাবেদিত্ব, সূর্য্যে অচলাভক্তি, এবং সর্ব্ববিধ অস্ত্রশাস্ত্র বিদ্যায় সবিশেষ নিপুণতা কিংপুরুষগণের ধর্ম্ম ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মচর্য্যমমানিত্বং যোগাভ্যাসরতির্দৃঢ়া।
সর্ব্বত্র কামচারিত্বং ধর্ম্মোয়ং পৈতৃকঃ স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মচর্য্য, অনভিমান, যোগাভ্যাসে অবিচলিত অনুরক্তি, এবং সর্ব্বত্র ইচ্ছানুসারে যাতায়াত পিতৃগণের ধর্ম্ম ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মচর্য্যং তথা মিত্যং জপং জ্ঞানঞ্চ পার্ব্বতি।
নিয়মাদ্ধর্ম্মবেদিত্বং আর্ষো ধর্ম্মঃ প্রচক্ষতে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মচর্য্য, জপ, জ্ঞান ও নিয়মানুসারে ধর্ম্মবেদিত্ব ঋষিগণের ধর্ম্ম ॥ ১২ ॥

স্বাধ্যায়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ দানং যজনমেব চ।
অকার্পণ্যমনায়াসং দয়াহিংসাক্ষমাদয়ঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ত্বং শৌচঞ্চ মাঙ্গল্যং ভক্তিরুচ্যতে।
শঙ্করে ভাস্করে দেব্যাং ধর্ম্মোয়ং মানবঃ স্মৃতঃ॥ ১৩॥

স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজন, অকার্পণ্য, সরলতা, দয়া, অহিংসা, ক্ষমা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, শৌচ, মঙ্গলকার্য্যে নিষ্ঠা এবং, শঙ্করে, ভাস্করে ও ভারতীতে ভক্তির নাম মানব ধর্ম্ম॥ ১৩॥

ধনাধিপত্যং ভোগাশ্চ স্বাধ্যায়ং শঙ্করার্চ্চনম্।
অহঙ্কারমশৌণ্ডীরং ধর্ম্মোয়ং গুহ্যকেষ্বিতি॥ ১৪॥

ধনাধিপত্য, ভোগ, স্বাধ্যায়, শঙ্করের অর্চ্চনা, অহঙ্কার ও অপ্রমাদ, গুহ্যকগণের পরম ধর্ম্ম॥ ১৪॥

পরদারাবমর্ষিত্বং পারক্যার্থে লোলুপতা।
স্বাধ্যায়ং ত্র্যম্বকে ভক্তির্ধর্ম্মোয়ং রাক্ষসঃ স্মৃতঃ। ১৫॥

পরদারমর্ষণ, পরধনে লোভ, স্বাধ্যায় ও শিবভক্তি রাক্ষসগণের ধর্ম্ম॥ ১৫॥

অবিবেকমথাজ্ঞানং শৌচহানিরসত্যতা।
পিশাচানাময়ং ধর্ম্মঃ সদামিষে চ গৃধ্নুতা॥১৬॥

অবিবেক, অজ্ঞান, অশৌচ, অসত্যতা, এবং সর্ব্বদা আমিষে লোভ পিশাচগণের ধর্ম্ম॥ ১৬॥

ধর্ম্মো হি পরমং শ্রেয়ঃ ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
বেদমূলময়ং ধর্ম্মস্তস্মাৎ ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥ ১৭॥

ফলতঃ ধর্ম্মই পরম শ্রেয়ঃ; ধর্ম্মেই সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এব ধর্ম্মই বেদের মূল অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে॥ ১৭॥

নাধর্ম্মো মুক্তয়ে দেবি বন্ধায় চ পুনঃ পুনঃ।
তস্মাৎ ধর্ম্মপরো নিত্যং সর্ব্বকার্য্যে সমাবসেৎ॥১৮॥

দেবি! অধর্ম্ম কখন মুক্তির কারণ হইতে পারে না; বারবার বন্ধেরই হেতু হইয়া থাকে। এই কারণে সর্ব্বদা ধর্ম্মপর হইয়া সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে॥ ১৮॥

ধর্ম্মঃ সর্ব্বস্য কর্ত্তা চ রক্ষিতা চ তথৈব হি।
নাধর্ম্মঃ পরমং রক্ষেৎ বিপদে চ পুনঃ পুনঃ॥ ১৯॥

ধর্ম্মই সকলের কর্ত্তা ও রক্ষয়িতা। অধর্ম্ম কখন রক্ষা করিতে পারে না, পুনঃ ২ বিপদে পতিত করিয়া থাকে॥ ১৯॥

সর্ব্বমূলং অয়ং ধর্ম্মস্তস্মাৎ ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
ধর্ম্মহীনং কদা দেবি কার্য্যং কুর্য্যাৎ ন বৈ বুধঃ॥ ২০॥

এই ধর্ম্মই সকলের মূল। অতএব সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মাচরণ করিবে। জানিয়া শুনিয়া কখন ধর্ম্মহীন কার্য্য করিবে না॥ ২০॥

ন সতো বিদ্যতে জন্ম ধর্ম্মাচাররতস্য চ।
নাদাতা সংবিদ্যতে মোক্ষঃ ধর্ম্মাচারং বিবর্জ্জিতঃ॥ ২১॥

ধর্ম্মাচারপরায়ণ সাধুর পুনর্জন্মনিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং অধর্ম্মাচার-পরায়ণ অসাধুর মোক্ষলাভ হয় না॥ ২১॥

সদা ধর্ম্মপথে যস্য মতির্বৈ জায়তে শুভা।
উপর্য্যুপরি স্বর্গাণাং স্থানং স লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২৩ ॥

যাহার সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে বিশুদ্ধ বুদ্ধির সঞ্চার হয়, সে ব্যক্তি স্বর্গের পর স্বর্গে স্থান লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বভূতেষ্বয়ং ধর্ম্মো মধু প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধর্ম্মমেব সমাচরেৎ ॥ ২৪ ॥

মনীষিগণ বলিয়াছেন, ধর্ম্ম সকল ভূতের মধুস্বরূপ। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। ২৪ ॥

ধর্ম্মো যত্র সুখং তত্র জয়শ্চ বিজয়স্তথা।
বিপরীতে বিরুদ্ধং স্যাৎ নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ২৫ ॥

অয়ি পার্ব্বতি। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই সুখ, সেইখানেই জয় এবং সেইখানেই বিজয়। আর, যেখানে অধর্ম্ম, সেই খানেই সুখ ও বিজয় প্রভৃতির অভাব হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মং চর সদা বৎস নাধর্ম্মং কুত্রচিৎ ক্বচিৎ।
গুরুরেবং সদা শিষ্যং শাসয়েৎ বহুযত্নতঃ ॥ ২৬ ॥

গুরু শিষ্যকে সর্ব্বদা প্রযত্নাতিশয় সহকারে এইরূপ উপদেশ করিবেন, যে, বৎস ! সর্ব্বদা ধর্ম্ম আচরণ কর ॥ ২৬ ॥

ধর্ম্মাৎ পরতরং নাস্তি ঈশ্বরাচ্চ তথৈব হি।
সমমেব দ্বয়ং বিদ্ধি তস্মাৎ ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ২৭ ॥

ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ঈশ্বর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। অতএব ঈশ্বর ও ধর্ম্মে প্রভেদ নাই, জানিও। এই কারণে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৭ ॥

সত্যং ধর্ম্মং ক্ষমা দেবি অহিংসা চার্জ্জবং তথা।
পরায় পরমং বিদ্ধি তস্মাৎ ধর্ম্মাদিকং চরেৎ ॥ ২৮ ॥

সত্য, ধর্ম, ক্ষমা, অহিংসা ও ঋজুতা কেবল নির্ব্বাণমুক্তির হেতু, জানিও। এই কারণে ধর্ম ও সত্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৮ ॥

ইতি ধর্ম্মোনাম পঞ্চমং পাঠম

ষষ্ঠ পীঠম্

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

তব বাগমৃতং পীত্বা তৃপ্তির্ন জায়তে বিভো।
তস্মাৎ দেব পুনঃ কৃত্বা কৃপাং মে ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

তোমার বাক্যরূপ অমৃত পান করিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায় তত্ত্বকথা সকল কীর্ত্তন কর ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বজ্ঞানমনুত্তমম্।
যৎ শ্রুত্বা পরমেশানি সদ্যো মুক্তিং লভেন্নর ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

দেবি! শ্রবণ কর, অনুত্তম তত্ত্বজ্ঞানকথা কীর্ত্তন করিতেছি, যাহা শুনিলে, লোকে সদ্য মুক্তিলাভ করে ॥ ২ ॥

ওঙ্কারবীজমুদ্ধৃত্য মনঃশুদ্ধিং বিধায় চ।
সর্ব্বং বৈ ভাবয়েদ্ ব্রহ্ম সদ্যোমুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৩ ॥

ওঙ্কারবীজ উদ্ধার ও মনঃশুদ্ধি বিধান পূর্ব্বক সমস্ত সংসার ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিবে। তাহা হইলে, লোকে, সদ্য মুক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ৩ ॥

একমেবাদ্বিতীয়ং হি ব্রহ্ম সর্ব্বং তথৈব চ।
যো জানাতি পরং জ্ঞানং স মুক্তিং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বস্বরূপ। এবংবিধ পরমজ্ঞান যে ব্যক্তি অবগত, সে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৪ ॥

সত্ত্বশুদ্ধিসমেতস্য শান্তিং চ ভজতঃ সদা।
পুংসো মুক্তিং স্বয়ং ব্রহ্মা ব্যাকর্ত্তুং ক্ষমতে কদা ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্ব ও সর্ব্বদা শান্তিমান্, স্বয়ং ব্রহ্মাও তাহার মুক্তি রোধ করিতে সমর্থ নহেন ॥ ৫ ॥

হিংসাদ্বেষসমেতস্য সদাসৎপথসেবিনঃ।
পুংসো মুক্তিং স্বয়ং ব্রহ্মা ন দাতুং ক্ষমতে কদা ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি হিংসাদ্বেষসম্পন্ন ও অসৎপথে প্রবৃত্ত, স্বয়ং ব্রহ্মাও তাহার মুক্তিবিধানে সমর্থ নহেন ॥ ৬ ॥

আশাপাশমহাবন্ধবেগাবেশাদ্বিবল্গতঃ।
পুংসো মুক্তিং স্বয়ং ব্রহ্মা ন দাতুং ক্ষমতে কদা ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি আশারূপ পাশের দৃঢ়তর বন্ধন বেগবশে বিব্রত, স্বয়ং ব্রহ্মা তাহার মুক্তিবিধানে সমর্থ নহেন ॥ ৭ ॥

অনাসক্তরতির্যস্য বিষয়াবেশতঃ প্রিয়ে।
মুক্তিস্তস্য সদা দেবি দাসবৃত্তিবশঙ্গতা ॥ ৮ ॥

দেবি! যে ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করে, মুক্তি সর্ব্বদা বশীভূত থাকিয়া তাহার দাস্যবৃত্তি করে ॥ ৮ ॥

অর্থকামৌ তথা মোক্ষো ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মো মহেশানি এক এব বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অর্থ, কাম ও মুক্তি সমুদায়ই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। এই হেতু একমাত্র ধর্ম্মই সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

ইতি বিদ্বান্ সদা দেবি চরতো ধর্ম্মমেব হি।
পুংসো বন্ধস্তথা সন্নো ভানৌ ধ্বান্ততর্তির্যথা ।। ১০ ।।

ঐরূপ জানিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে বিচরণ করে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, তাহার বন্ধ বিগলিত হয় ॥ ১০ ॥

যস্য নাহং কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
স মোক্ষং লভতে নিত্যং নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি ।। ১১ ॥

যাহার অহঙ্কার নাই এবং যাহার বুদ্ধি বিষয়ে লিপ্ত নহে, নিশ্চয় জানিও, সে ব্যক্তি নিত্য মোক্ষ ভোগ করে॥ ১১ ॥

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যস্য নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ।। ১২ ।।

অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইলেই, মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। আবার জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞান বিনাশিত হইলে, সূর্য্যের ন্যায়, জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে॥ ১২ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ।। ১৩ ।।

যাহাদের বুদ্ধি, আত্মা ও নিষ্ঠা সেই একমাত্র ঈশ্বরেই সন্নিবিষ্ট; যাহারা সেই ঈশ্বরমাত্রপরায়ণ এবং জ্ঞানবলে যাহাদের সমুদায় পাপ-পঙ্ক বিগলিত হইয়াছে, তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১৩ ॥

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গঃ যেষাং সাম্যেস্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ।। ১৪

যাহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাহারা ইহশরীরেই সংসার জয় করিয়াছে। কেনন', ব্রহ্ম সমস্বরূপ ও সর্ব্বদোষবহির্ভূত। তাহারা সেই ব্রহ্মে সমাবিষ্ট হইয়াছে॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১৫ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্ম ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া ব্যাপারপরম্পরার অনুষ্ঠান করে, সে জলে পদ্মপত্রের ন্যায়, পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ১৫ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১৬ ॥

যোগিরা কর্ম্মফলাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত কায়, মন, বুদ্ধি ও কর্ম্মাভিনিবেশবিরহিত ইন্দ্রিয়গণ সহায়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন ॥ ১৬ ॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলেশক্তো নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

যে ব্যক্তি একমাত্র ঈশ্বরেই নিবিষ্টচিত্ত, সে কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, আত্যন্তিক মুক্তিলাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরবহির্ম্মুখ, সে কামকারপ্রণোদিত হইয়া অশক্তি বশতঃ কর্ম্মফলে বদ্ধ হয়, কখন মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

পণ্ডিতেরা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলকেই সমান দেখিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্,
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি ব্রহ্মকে জানেন এবং একমাত্র ব্রহ্মেই নিষ্ঠাসম্পন্ন, তাঁহার বুদ্ধি স্থির ও মোহ দূর হওয়াতে, তিনি প্রিয়সমাগমে প্রহৃষ্ট ও অপ্রিয়সংঘটনে বিষণ্ণ হন না॥ ১৯॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তো বিরসা ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২০॥

বিষয় হইতে যে সুখ সমুদ্ভূত হয়, তৎসমস্তই দুঃখের হেতু। যেহেতু, তাহাদের আদি আছে ও অন্ত আছে এবং তাহারা পরিণামবিরস, এই হেতু বিবেকী ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হন না॥ ২০॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥ ২১॥

যাহাদের কলুষ ক্ষীণ, সংশয় বিলীন ও আত্মা সংযত হইয়াছে, এবং যাহারা সর্ব্বভূতের হিতনিরত, তাদৃশ সম্যক্‌দর্শী পুরুষগণ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন॥ ২১॥

ইতি তত্ত্বং নাম ষষ্ঠং পীঠম।

সপ্তম পাঠম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

অধুনা ব্রূহি দেবেশ ব্রহ্মজ্ঞানমনুত্তমম্।
তব বাগমৃতং পীত্বা তৃপ্তির্ন জায়তে বিভো॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

বিভো! তোমার বাক্যরূপ অমৃত পান করিয়া, আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুত্তম ব্রহ্মজ্ঞান কীর্ত্তন করুন॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতম্।
অবিশেষো ভবেত্তদ্বৎ জীবাত্মা পরমাত্মনি॥ ২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যেমন জলে জল, ক্ষীরে ক্ষীর ও ঘৃতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে, পরস্পর মিলিত হইয়া যায়, তেমন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার উভয়ে কোনরূপ ভিন্নভাব লক্ষিত হয় না॥ ২॥

জীবে পরেণ তাদাত্ম্যং সর্ব্বেষাং জ্যোতিরীশ্বরম্
প্রমাণলক্ষণৈর্জ্ঞেয়ং স্বয়মেকাগ্রবেদনা॥ ৩॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ে কোনরূপ ভিন্নভাব নাই। একাগ্রবেদী হইলে, স্বয়ংই শাস্ত্রবাক্যরূপ প্রমাণ লক্ষণ দ্বারা ঐ বিষয় জানিতে পারা যায়। ঐরূপ জানিতে পারিলেই সকলের ঈশ্বর ও জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৩॥

জ্ঞানেনৈব ভবেজ্জ্ঞেয়ং বিদিত্বা তৎক্ষণেন তু।
জ্ঞানমাত্রেণ মুচ্যেত কিং পুনর্যোগধারণম্ ॥ ৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই, জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায় এবং পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে, সেই জ্ঞানমাত্র সহায়ে তৎক্ষণে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তখন আর যোগধারণাদি কোনপ্রকার সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না ॥ ৪ ॥

জ্ঞানেন দীপিতে দেহে বুদ্ধির্ব্রহ্মসমন্বিতা।
ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনা বিদ্বান্ নির্দ্দহেৎ কর্ম্মবন্ধনম্ ॥ ৫ ॥

যেরূপ আলোক দ্বারা বস্তুদর্শন সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের উদয়ে দেহ সমুদ্ভাসিত হইলে, বুদ্ধি পরব্রহ্মে সমাহিত হইয়া থাকে। তখন ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন তৎক্ষণাৎ নিঃশেষে দগ্ধ হয় ॥ ৫ ॥

ততঃ পবিত্রং পরমেশ্বরাখ্যং
অদ্বৈতরূপং বিমলাম্বরাভম্।
যথোদকে তোয়মনুপ্রবিষ্টং
তথাত্মরূপো নিরুপাধিসংস্থিতঃ ॥ ৬ ॥

আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্রস্বরূপ অদ্বৈতরূপ পরমাত্মাকে ঐরূপে পরিজ্ঞাত ও তৎপ্রভাবে সর্ব্ববিধ উপাধিবর্জ্জিত হইয়া, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ, জলে জলের ন্যায়, আত্মারূপে সেই পরমাত্মাতেই অনুপ্রবিষ্ট হন ॥ ৬ ॥

আকাশবৎ সূক্ষ্মশরীর আত্মা
ন দৃশ্যতে বায়ুবদন্তরাত্মা ।
স বাহ্যচাভ্যন্তরনির্ম্মলাত্মা
অন্তর্মুখঃ পশ্যতি তত্ত্বমৈক্যম্ ॥ ৭ ॥

আকাশের ন্যায় সূক্ষ্মশরীর পরমাত্মা যেমন কাহারও দৃশ্য নহেন বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্মশরীর অন্তরাত্মাও তদ্রূপ সকলের অদৃশ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে আত্মাকে নিশ্চল করিয়াছেন, এবং তন্নিবন্ধন যাহার চিত্ত শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বহির্ব্বিষয়ে বিরত ও আত্মবিষয়ে নিরত হইয়াছে, সেই পরমজ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষই এই উভয়ের একত্ব অবলোকন করেন ॥ ৭ ॥

যত্র তত্র মৃতো জ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা ।
যথা সর্ব্বগতং ব্যোম তত্র তত্র লয়ং গতঃ ॥ ৮॥

এই সর্ব্বব্যাপি একমাত্র আকাশ ঘটপটাদি বিবিধ উপাধির আশ্রয়-বশে বহুরূপ হইলেও, তত্তৎ উপাধির বিনাশে সেই মহাকাশে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ যে কোন স্থানে যে কোনরূপে উপরত হইলেও, দেহরূপ উপাধির অবসানে সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা-তেই লীন হন ॥ ৮ ॥

শরীরব্যাপী চৈতন্যং জাগ্রদাদি প্রভেদতঃ ।
ন ত্বেকদেশবর্ত্তিত্বমন্বয়ব্যতিরেকতঃ ॥ ৯ ॥

যে চৈতন্যরূপী জীবাত্মা এই শরীর ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজমান হই-তেছেন, অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা তাঁহাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত বলিয়া জানিবে ॥ ৯ ॥

মুহূর্ত্তমপি যো গচ্ছেন্নাসাগ্রে মনসা সহ।
সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং তস্য জন্মশতার্জ্জিতম্ ॥ ১০ ॥

যিনি চৈতন্যজ্যোতির অনুভবজন্য মুহূর্ত্তকালও নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহার শতজন্মার্জ্জিত যাবতীয় পাপও বিগলিত হয়। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির প্রথম সোপান ॥ ১০ ॥

দক্ষিণা পিঙ্গলানাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা।
দেবযানমিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী ॥ ১১ ॥

দেহের দক্ষিণদিকস্থ পদের নিম্নস্থান হইতে মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্ম পর্য্যন্ত পিঙ্গলা নামে বহ্নির ন্যায় দীপ্তিশালিনী পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী যে নাড়ী সন্নিবিষ্ট আছে, তাহার নাম দেবযান। অর্থাৎ যে সাধক পুরুষ মনকে বশীকৃত ও উল্লিখিত নাড়ীতে সন্নিহিত করিয়া, উৎকৃষ্ট বিধানে সাধনা করেন, তিনি দেবতার ন্যায় আকাশমার্গ আশ্রয় করিয়া, অনায়াসে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারেন। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বিতীয় সোপান ॥ ১১ ॥

ইড়া চ বামনিশ্বাসসোমমণ্ডলগোচরা
পিতৃযানমিতি জ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥

দেহের বামপদের নিম্ন হইতে মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্মের সংস্থান পর্য্যন্ত ইড়া নামে যে নাড়ী বিস্তৃত আছে, ঐ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় স্বল্পপ্রকাশশালিনী বাম নাসিকার নিশ্বাস সহিত সেই নাড়ীকে পিতৃযান বলিয়া অবগত হইবে। এই নাড়ীতে মন সন্নিহিত করিয়া, সাধনা করিতে পারিলেই গগনপথে আরোহণ করিয়া, পিতৃলোকের আবাসস্থান চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত গমন করা যায় ॥ ১২ ॥

গুদস্য পৃষ্ঠভাগেঽস্মিন্ বীণাদণ্ডস্য দেহভৃৎ।
দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে॥
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ॥ ১৩॥

যেরূপ বীণাযন্ত্রের অলাবু হইতে বীণাদণ্ড নামে এক খানি কাষ্ঠ লম্বিত থাকে, তদ্রূপ জীবের মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এক খণ্ড দীর্ঘ অস্থি আছে। ঐ অস্থির নাম মেরুদণ্ড। উহাই দেহ ধারণ করিয়া আছে। ঐ মেরুদণ্ডকে ব্রহ্মদণ্ড বলে। এই ব্রহ্মদণ্ডের মধ্যভাগে যে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের অভ্যন্তরে মস্তকাবধি মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ যে নাড়ী বিরাজমান, পণ্ডিতেরা সেই নাড়ীকে ব্রহ্মনাড়ী, সুষুম্না, বা জ্ঞাননাড়ী বলিয়া থাকেন। সাধক এই নাড়ীতে মন স্থির করিতে পারিলেই, ব্রহ্মলোক লাভে সমর্থ হন॥ ১৩॥

ঈড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী।
সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখম্॥ ১৪॥

ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যভাগে সুষুম্না নামে সূক্ষ্মরূপিণী নাড়ী আছে, তাহাতেই সমস্ত জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই নাড়ী হইতেই অসংখ্য সূক্ষ্ম নাড়ী বহির্গত হইয়া, শরীরের সর্ব্বস্থান পরিব্যাপ্ত করিয়াছে॥ ১৪॥

তস্যা মধ্যগতাঃ সূর্য্যসোমাগ্নিপরমেশ্বরাঃ।
ভূতলোকা দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ শিলাঃ।
দ্বীপাশ্চ নিম্নগা বেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যাকুলাক্ষরাঃ॥
স্বরমন্ত্রপুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্ব্বতঃ।
বীজজীবাত্মকস্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞপ্রাণবায়বঃ।
সুষুম্নান্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫॥

চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন, পূর্ব্ব প্রভৃতি দশদিক, কাশী প্রভৃতি ধর্ম্মক্ষেত্র, লবণ প্রভৃতি সপ্তসাগর, গঙ্গা প্রভৃতি সপ্তনদী, জম্বু প্রভৃতি সপ্তদ্বীপ, হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত, সাম প্রভৃতি সমুদায় বেদ, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র, অকার প্রভৃতি যাবতীয় স্বর ককার প্রভৃত যাবতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ সকল, ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণ সমূহ, সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ সমুদায়, মহৎ প্রভৃতি বীজাত্মক জীব ও তাহাদের আত্মা, প্রাণ প্রভৃতি বায়ু সকল, ইত্যাদি অশেষ পদার্থ পরিবৃত এই দৃশ্যমান বিশ্ব ঐ সুষুম্না নাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৫ ॥

দ্বিসপ্ততি সহস্রাণি নাড্যঃ স্যুর্ব্বায়ুগোচরাঃ।
কর্ম্মমার্গেণ সুষিরা তির্য্যঞ্চ শুষিরান্বিতা ॥ ১৬ ॥

এই দেহমধ্যে ছিদ্রময় ৭২৮০০ দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে। প্রত্যেক নাড়ীতে বায়ু সহায়ে গমনাগমন করিতে পারা যায়। যেরূপ জল তুলিবার ও নিক্ষেপ করিবার সময় পিচকারীর দণ্ড সরলভাবে তাহার ছিদ্রমধ্যে গমনাগমন করে, সেইরূপ যোগিগণ ঐ সকল ছিদ্রময় সূক্ষ্মনাড়ীর মধ্যে বায়ুর সাহায্যে যাতায়াত করিয়া, তাহাদের স্বরূপ অবগত হয়েন। ঐরূপ অবগত হওয়াই যোগসিদ্ধির প্রকৃত লক্ষণ ॥ ১৬ ॥

অধশ্চোর্দ্ধং গতাস্তাস্তু নবদ্বারাণি রোধয়ন্।
বায়ুনা সহ জীবোর্দ্ধজ্ঞানী মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭ ॥

যে সকল নাড়ী এই সুষুম্না নাড়ী হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, ইন্দ্রিয়রূপ নবদ্বার রোধ করিয়া, উর্দ্ধাধোদেশে গমন করিয়াছে, জীব বায়ুর সহিত উপরিস্থ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ সেই সমস্ত দ্বার জানিতে পারিলেই, মুক্তিলাভ করেন ॥ ১৭ ॥

অমরাবতীন্দ্রলোকোঽস্মিন্ নানাগ্রে পূর্ব্বতো দিশি।
অগ্নিলোকো হ্যথ জ্ঞেয়শ্চক্ষুস্তেজোবতী পুরী ॥ ১৮ ॥

সুষুম্না নাড়ীর পূর্ব্বদিকে নাসিকার অগ্রভাগে অমরাবতী নামে ইন্দ্রলোক এবং নেত্রমধ্যে তেজোবতী নামে অগ্নিলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্থাৎ এক গোছা ধমনী চক্ষুর নিকট গমন পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, দুই চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছে। সেই ধমনীমণ্ডলের নাম তেজোবতী। এই তেজোবতী দ্বারা দর্শনজ্ঞান সম্পন্ন হয় ॥ ১৮ ॥

যাম্যাং সংযমনী শ্রোত্রে যমলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
নৈঋত হ্যথ তৎপার্শ্বে নৈঋতো লোক আশ্রিতঃ ॥ ১৯ ॥

দক্ষিণ দিকে কর্ণের সমীপে সংযমনী নামে যমলোক ও তাহার পার্শ্বে নৈঋত দেবতার আশ্রিত নৈঋতলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্থাৎ; গো ও মনুষ্য প্রভৃতি শস্যজীবী জীবের কর্ণমূলে এরূপ একটী স্থান আছে, যেখানে অঙ্গুলি মাত্রেরও আঘাত করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহারা অচেতন হইয়া থাকে এই জন্য ঐস্থানের নাম যমলোক। এই যমলোকের পার্শ্বেই নৈঋত অর্থাৎ রাক্ষসলোক। ইহারই সাহায্যে জীব মাংসাদি কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিভাবরী প্রতীচ্যান্তু পৃষ্ঠে বারুণিকী পুরী।
বায়োর্গন্ধবতী কর্ণপার্শ্বে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২০ ॥

পশ্চিম দিকে পৃষ্ঠভাগে বরুণের অধিকৃত বিভাবরীনাম্নী নগরী ও কর্ণের পার্শ্বে বায়ুর প্রতিপালিত গন্ধবতী নামে পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে। লোকে স্নান করিয়া, আহ্নিক সময়ে পৃষ্ঠের যেস্থানে জলসংযুক্ত অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করে, সেই স্থানের নাম বিভাবরী। আর, কর্ণের সমীপে যেস্থানে চন্দনাদি লেপন করিলে, নাসিকার অভ্যন্তরে পরমাণু সহিত গন্ধ প্রবিষ্ট হয়, তাহার নাম গন্ধবতী। এবং যেস্থানের বায়ুর সাহায্যে নাসারন্ধ্রে গন্ধ সমাগত হয়, তাহার নাম বায়ুলোক ॥ ২০ ॥

সৌম্যা পুষ্পবতী সৌম্যা সোমলোকস্তু কণ্ঠতঃ।
বামকর্ণে তু বিজ্ঞেয়া দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ২১ ॥

সুষুম্না নাড়ীর উত্তরদিকে কণ্ঠদেশ হইতে বামকর্ণ পর্য্যন্ত কুবেরপুরী পুষ্পবতী প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্রলোক বামদেহ আশ্রয় করিয়া, ঐ স্থানে বিরাজমান হইতেছে ॥ ২১ ॥

বামচক্ষুষি চৈশানী শিবলোকো মনোন্মনী।
মূর্দ্ধ্নি ব্রহ্মপুরী জ্ঞেয়া ব্রহ্মাণ্ডং দেহসংশ্রিতম্ ॥ ২২ ॥

ভগবান্ ঈশান যে নাড়ীতে বাস করেন, তাহার নাম মনোন্মনী। ইহা-কেই শিবলোক বলে। উহা বামচক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপে, মস্তকে ব্রহ্মপুরী সন্নিবিষ্ট আছে। উহার নাম দেহসংস্থিত ব্রহ্মাণ্ড জানিবে। ইহাকেই সুষুম্নামূল ও মনোময় জগৎ বলিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

পাদাদধঃ স্থিতোনন্তঃ কালাগ্নিঃ প্রলয়াত্মকঃ।
অনাময়মধোধোশ্চ মধ্যমন্তর্ব্বহিঃ শিবম্ ॥ ২৩ ॥

প্রলয়কালীনপাবকপ্রতিমপ্রজ্বলিতদেহ ভগবান্ অনন্ত পদদ্বয়ের অধোদেশে বিরাজ করেন। কি অধঃ, কি উর্দ্ধ, কি মধ্য, কি অন্তর, কি বাহি সর্ব্বত্রই তিনি মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। জীব যখন সুষুম্না যোগে আনন্দসুধা পান করেন, তখন অধ ও উর্দ্ধাদি প্রদেশে যে ব্যাঘাত যোগ সংঘটিত হয়, পদতলে বিরাজিত ভগবান্ অনন্তের প্রতি ভক্তিসহ কৃতমনোনিবেশমাত্রেই তাহার নিরাকরণ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অধঃ পাদে তলং বিদ্যাৎ পাদঞ্চ বিতলং বিদুঃ।
নিতলং পাদসন্ধিস্তু সুতলং জঙ্ঘ উচ্যতে ॥ ২৪ ॥

পদের অধোদেশকে অতল; স্বয়ং পাদকে বিতল, গুল্ফের উপরিস্থ গ্রন্থিকে নিতল ও জঙ্ঘাকে সুতল বলে ॥ ২৩ ॥

মহাতলং হি জানু স্যাৎ উরুদেশে রসাতলম্।
কটিস্তলাতলং প্রোক্তং সপ্তপাতালসংজ্ঞয়া ॥ ২৪ ॥

জানুর নাম মহাতল, উরুর নাম রসাতল, কটির নাম তলাতল, এইরূপ সপ্তপাতাল জীব দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

কালাগ্নি নরকং ঘোরং মহাপাতালসংজ্ঞয়া।
পাতালং নাভ্যধোভাগে ভোগীন্দ্রফণমণ্ডলম্।
বেষ্টিতঃ সর্ব্বতোনন্তঃ স বিভ্রজ্জীবসংজ্ঞিতঃ ॥ ২৫ ॥

নাভীর অধোভাগে যেস্থানে ভোগীন্দ্র বাস করেন, সেই পাতাল মহাপাতাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জীবরূপী অনন্ত কুণ্ডল বেষ্টিত কলেবরে ঐ মহাপাতালে বিরাজ করেন ॥ ২৫ ॥

ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তু কুক্ষিতঃ।
হৃদয়ং স্বর্গলোকস্তু সূর্য্যাদিগ্রহতারকঃ ॥ ২৬ ॥

নাভিদেশের নাম ভূর্লোক, কুক্ষিদেশের নাম ভুবর্লোক এবং হৃদয়ের নাম সূর্য্যাদি গ্রহ ও তারা মণ্ডলী মণ্ডিত স্বর্গলোক। ভগবান্ স্বয়ম্ভু এই তিনলোক অধিকার করিয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, এই জন্য তাঁহাকে ত্রিধামঃ বলে ॥ ২৬ ॥

সূর্য্যসোমসুনক্ষত্রং বুধশুক্রকুজাঙ্গিরাঃ।
মন্দশ্চ সপ্তমো জ্ঞেয়ো ধ্রুবোস্তঃ সর্ব্বলোকতঃ ॥
হৃদয়ে কল্পয়েদ্যোগী তস্মিন সর্ব্বসুখং লভেৎ ॥ ২৭ ॥

যোগী পুরুষ স্বকীয় হৃদয় মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ও নক্ষত্রাদি সপ্তলোক ও ধ্রুব প্রভৃতি অন্যান্য লোক সকল কল্পনা করিবেন। ঐপ্রকার কল্পনায় পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ সর্ব্বসুখ লাভ হইয়া থাকে। ইহার যুক্তি এই, পরম পুরুষ পরমেশ্বর সর্ব্বলোকময়। তিনি অন্তর্যামী আত্মরূপে সর্ব্বদা হৃদয় দেশে বিরাজ করেন। সুতরাং ঐ প্রকার কল্পনা করিলে, তাঁহারই কল্পনা করা হয়। এইরূপ, যে হৃদয়ে ঈশ্বর আছেন, সর্ব্বদা এই প্রকার বোধ বা ভাবনা হইয়া থাকে, সে হৃদয়ে কখন আনন্দের অভাব হয়না।। ২৭ ॥

হৃদয়েস্য মহলোকো জনলোকস্তু কণ্ঠতঃ।
তপোলোকো ভ্রুবোর্মধ্যে মূর্দ্ধি সত্যং প্রতিষ্ঠি[illegible]।। ২৮

[illegible] কল্পনাময় যোগীর হৃদয়ে মহলোকি, কণ্ঠে নতালোক, ভ্রূদ্বয়ের অন্তরালে তপলোক এবং মস্তকে সত্যলোক প্রতিষ্ঠিত ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথ্বী তোয়মধ্যে বিলীয়তে।
অগ্নিনা পচ্যতে তত্বং বায়ুনা ন গ্রস্যতেপুনঃ।। ২৯ ।।

ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথিবী জলে ও জল অগ্নিতে এবং অগ্নি, বায়ুতে লয় প্রাপ্ত[illegible] ॥ ২৯ ॥

আকাশস্তু পিবেৎ বায়ুং [illegible] আকাশমেব চ।
বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।। ৩০ ।।

বায়ু আকাশে, আকাশ মনে ও মন বুদ্ধিতে লীন হয়। বুদ্ধি অহঙ্কারে অহঙ্কার চিত্তে এবং চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞে ও ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন ॥ ৩০ ॥

অহং ব্রহ্মেতি মাং ধ্যায়েৎ একাগ্রমনসা [illegible]

যে ব্যক্তি, আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া, একাগ্র-হৃদয়ে পরমাত্মস্বরূপ আমার ধ্যান করে, সে কল্পকোটিশতসঞ্চিত পাপে পরিহার প্রাপ্ত হয় ॥ ৩১ ॥

ঘটসংবৃতমাকাশং লীয়মানং যথা ঘটে।
ঘটেন ষ্টে মহাকাশং তদ্ব্রহ্মজীবঃ পরাত্মনি ॥ ৩২ ॥

ঘট ভগ্ন হইলে, সেই ঘট মধ্যস্থ ঘটসংবৃত আকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয়, তদ্রূপ অবিদ্যার ধ্বংস হইলে, সেই অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবও আপনার চরম গতি পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২॥

ঘটাকাশমিবাত্মানং বিলয়ং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানালোকং ন সংশয়ঃ ৩৩ ॥

যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান সহায়ে বিশেষ রূপে জানিতে পারে, ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে, জীবাত্মা তদ্রূপ পরমাত্মাতে লীন হয়, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহই পরমপরিপূর্ণ পরমানন্দধামে গমন করে ॥ ৩৩ ॥

তপোবর্ষসহস্রাণি একপাদস্থিতো নরঃ।
একস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩৪ ॥

লোকে যদি একপাদে অবস্থিতি করিয়া, সহস্র বর্ষ তপস্যা করে, তাহা হইলে, আমার উপদিষ্ট এই ধ্যানযোগের ষোড়শাংশের একাংশও ফল লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৪॥

ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ভ্রূণহত্যাশতানি চ।
এতানি ধ্যানযোগশ্চ দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥ ৩৫ ॥

অগ্নি যেমন দাহ্যকাষ্ঠ দগ্ধ করে, ধ্যানযোগ তেমনি সহস্র২ ব্রহ্মহত্যা ও শত২ স্ত্রী হত্যার পাতক বিনষ্ট করে ॥ ৩৫ ॥

আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বথা।

দর্ব্বী অর্থাৎ হাতা যেমন পাকরস বিদিত হয় না, তদ্রূপ চারিবেদ ও সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিয়া, আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হয় না। তদ্রূপ ব্যক্তি সর্ব্বথা বঞ্চিত॥ ৩৬॥

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য
সারং ন জানন্ খরবদ্বহেত সঃ॥ ৩৭॥

গর্দ্দভ যেমন চন্দনাদির ভার বহন করিলেও, ভারমাত্রই অবগত হয়, চন্দনের গুণাদি জানিতে পারে না, তদ্রূপ [illegible] করিয়া তাহাদের সারাংশ বুঝি [illegible] পরব্রহ্মকে জানি[illegible] [illegible]ভের ন্যায় শাস্ত্রভার [illegible] মাত্র ভারি হইয়া থাকে [illegible]

অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞস্তথৈব চ।
তীর্থযাত্রাদিগমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥ ৩৮

যতদিন না তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় তত দিন শৌচ, তপস্যা, যজ্ঞ তীর্থযাত্রাদি গমন ইত্যাদি চিত্তশুদ্ধির হেতু ভূত অনন্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে॥ ৩৮॥

স্বয়ম্মুক্তাপিতে দেহে অহং ব্রহ্মেতি সংশয়ী।
চতুর্ব্বেদধরো বিপ্রঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্ম ন বিন্দতি॥ ৩৯॥

দেহ স্বয়ং উজ্জ্বলিত হইলেও, আমি ব্রহ্ম কি না, এই প্রকার সন্দেহে যাহার মন আক্রান্ত হয়, তিনি চতুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ হইলেও, সূক্ষ্ম স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না॥ ৩৯॥

গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরং স্যাদেকবর্ণকং।

যেমন গো সকল অনেকবর্ণ হইলেও, তাহাদের ক্ষীর এক বর্ণেরই হইয়া থাকে, তদ্বৎ দেহী নানাপ্রকার হইলেও, তাহাদের জ্ঞান অর্থাৎ আত্মা একরূপ ॥ ৪০ ॥

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো
জ্ঞানেন হীনঃ পশুভিঃ সমানঃ ॥ ৪১ ॥

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এই সকল বিষয়ে পশুর সহিত মনুষ্যের কিছুমাত্র বিশেষ নাই। [illegible] জ্ঞানই মনু[illegible] পশু অপেক্ষা উৎকর্ষের

নাদবিন্দুসহস্রাণি জীবকোটিশতানি চ।
সর্ব্বঞ্চ ভস্মনির্ধূতং যত্র দেবো নিরঞ্জনম্ ॥ ৪৩ ॥

সহস্র২ নাদবিন্দু ও শত২ কোটি জীব সমস্তই ভস্মসাৎ হইয়া নিরঞ্জন ব্রহ্মে লীন হইতেছে। অতএব, আমিই সেই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই মোক্ষ[illegible]

দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় নির্ম্মমেতি মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

নির্ম্মম ও মম এই দুইটী জীবের বন্ধ ও মোক্ষের হেতু। তন্মধ্যে মম অর্থাৎ আমার ও আমি এই প্রকার দৃঢ়জ্ঞান বলেই জীব বদ্ধ এবং নির্ম্ম অর্থাৎ আমি ও আমার এই প্রকার জ্ঞানের পরিহার হইলেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ইতি ব্রহ্মজ্ঞানং নাম সপ্তমং পীঠম্।

অষ্টমপীঠম্

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন,

শাস্ত্রের শেষ নাই, কিন্তু শাস্ত্র জানিবার বহু আয়াস ও বহু পরিশ্রমে জানিতে হয়। এদিকে জীবন অতি অল্পকাল স্থায়ী। তাহাও আবার রোগশোকাদি বহুশত বিঘ্ন বিপত্তিতে উপদ্রুত। এরূপ অবস্থায় সেই অনন্ত শাস্ত্র অবগত হওয়াও সহজ নহে। অতএব হংস যেমন জল হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধি সহকারে ঐ সকল শাস্ত্রের মধ্যে যাহা সার, তাহাই গ্রহণ করিবে ॥ ৪২ ॥

পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
পুত্রদারাদি সংসারো যোগাভ্যাসস্য বিঘ্নকৃৎ ॥ ২॥

সংসারে স্ত্রী পুত্রাদি যেমন যোগাভ্যাসের বিঘ্ন সমুৎপাদন করে, বেদ, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ও যুক্তিবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক যোগাভ্যাসের অন্তরায় হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং যৎ সর্ব্বং জ্ঞাতুমিচ্ছসি।
অপি বর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছসি ॥ ৩॥

ইহা জ্ঞান, ইহা জ্ঞেয়, এইরূপে সমুদায় জানিতে ইচ্ছা হইলে, যদি সহস্রবর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হও, তাহা হইলেও, শাস্ত্রপার প্রাপ্ত হইবে না॥ ৩

বিজ্ঞেয়ং ক্ষরসন্মাত্রং জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্।
বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্॥ ৪॥

স্বরূপ পরমাত্মার ক্ষয় নাই এবং জীবন অতিক্ষণভঙ্গুর। অতএব সমুদায় শাস্ত্র বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, যাহা সত্য তাহারই উপাসনা কর॥ ৪॥

পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থনিমিত্তকম্।
জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্॥ ৫

পৃথিবীতে যে সকল জীব আছে, জিহ্বা ও উপস্থের উপভোগ জন্য [illegible] হইয়াছে। অতএব এই দুই ইন্দ্রিয়ের ভোগরহিত হইলে, পৃথিবীতে আর প্রয়োজন কি?॥ ৫॥

তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবাঃ পাষাণমৃণ্ময়াঃ।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ॥ ৬॥

আত্মধ্যানপরায়ণ যোগিগণ তোয়রূপ তীর্থ সকল পর্য্যটন ও পাষাণ-মৃন্ময় দেবতা সকলের উপাসনা করেন না। কেননা, তাহাদের [illegible]রেই, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ ও নারায়ণ প্রমুখ দেবগণ বিরাজমান আছেন॥ ৬

অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥ ৭॥

যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের অগ্নিই দেবতা, যাহারা সর্ব্বদা ভগবানেরই মনন করেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের অন্তর্যামী আত্মাই দেবতা, যাহাদের বুদ্ধি অতি অল্প, মৃৎ প্রস্তরাদি নির্ম্মিত প্রতিমাই তাহাদের দেবতা এবং যাহারা সমদর্শী. সর্ব্বদা সংস্বরূপে বিরাজমান পরব্রহ্মই তাহাদের দেবতা॥ ৭

সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন প্রপশ্যেজ্জনার্দ্দনম্।
জ্ঞানচক্ষুর্ব্বিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্যমিবোদিতম্॥ ৮॥

ভগবান জনার্দ্দন সর্ব্বত্র শান্তস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু সূর্য্য সমুদিত হইলেও, অন্ধ যেমন তাহাকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ লোকে জ্ঞানচক্ষুবিহীন বলিয়াই সেই সর্ব্বব্যাপী মহাদেবকে দর্শন করিতে পারে না॥ ৮॥

যত্রযত্র মনো যাতি তত্রতত্র পরং পদম্।
তত্রতত্র পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমুপস্থিতম্॥ ৯॥

[illegible] হইলে মন যে যে স্থানে ধাবমান হয়, সেই সেই [illegible] পদও তাহার লক্ষ্যে পতিত হইয়া [illegible]

দৃশ্যন্তে দৃশি রূপাণি গগনং ভাতি নির্ম্মলম্।
অহমিত্যক্ষরং ব্রহ্ম পরমং বিষ্ণুমব্যয়ম্॥ ১০॥

নির্ম্মল আকাশ যেমন লোকের চক্ষুতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় এবং তত্রস্থ নামরূপাদি পদার্থ সকলও যেমন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি আমিই অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম, এই প্রকার অবধারণ করেন, অব্যয়স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা তাঁহার দর্শন গোচরে সমুপস্থিত হন। ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, সচ্চিদানন্দ নিত্য সত্য পরমাত্মাকে, বাহ্য পদার্থের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়॥ ১০

অহমেকমিদং সর্ব্বমিতিপশ্যেৎ পরং সুখম্।
দৃশ্যতে তং খগাকারং খগাকারং বিচিন্তয়েৎ॥ ১১॥

যোগী পুরুষ মুদ্রিত নয়নে, আমিই এই দৃশ্যমান বিশ্ব, এইরূপে পরম সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে জ্ঞানালোক সহায়ে দর্শন করিয়া থাকেন। এবং ঐরূপ অবস্থায় তিনি যখন আপনাকে এই অখণ্ড আকাশরূপে অবলোকন করেন, তখন পরমাত্মাকে সেই আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী রূপে চিন্তা করিবেন॥ ১১॥

সকলং নিষ্কলং সূক্ষ্মং মোক্ষদ্বারবিনির্গতম্ ।
অপবর্গস্য নির্ব্বাণং পরমং বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ১২ ॥

সেই পরমাত্মা সকল, নিষ্কল, সূক্ষ্মস্বরূপ, মোক্ষদ্বারবহির্ভূত, নির্ব্বাণ মুক্তির আধার, পরমপূর্ণস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদা বিরাজমান ॥ ১২

সর্ব্বাত্মজ্যোতিরাকারং সর্ব্বভূতাধিবাসিতম্ ।
সর্ব্বত্র পরমাত্মানং ব্রহ্মাত্মা পরমাত্মনাম্ ॥ ১৩ ॥

তিনি সকলের আত্মা ও জ্ঞানজ্যোতিঃ স্বরূপে সকলের হৃদয়ক্ষেত্রে সর্ব্বকাল বিরাজ করেন। কোন স্থান বা কোন পদার্থই তাঁহা ভিন্ন নহে। সেই পরমাত্মাই, মহাত্মা যোগিগণের আত্মরূপী ব্রহ্ম ॥ ১৩ ॥

অহং ব্রহ্মেতি যঃ সর্ব্বং বিজানাতি নরঃ সদা ।
হন্যাৎ স্বয়মিমান্ কামান্ সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী ॥ ১৪ ॥

আমিই এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড ও আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানযোগযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সকলের অন্ন ভোজন ও সমুদায় দ্রব্য বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হইলেও, অনতিকাল মধ্যে এই সকলের কামনা ত্যাগ করিবেন। কেননা, কামনা ত্যাগ না হইলে, পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ॥ ১৪ ॥

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং নৈমিষং বনম্ ॥
ক্রতুকোটিসহস্রাণাং ধ্যানমেকং বিশিষ্যতে ॥ ১৫ ॥

যোগিগণ নিমেষ বা নিমিষার্দ্ধও যেখানে অবস্থিতি করেন, সেই সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও নৈমিষ প্রভৃতি তীর্থ সকল বিরাজমান হয়। যেহেতু, তাঁহারা যে অধ্যাত্মচিন্তা করেন, তাহা কোটি সহস্র যজ্ঞ অপেক্ষাও বিশিষ্টভাবাপন্ন ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনান্যদন্তি নির্দ্দহেৎ পুণ্যপাপকৌ ।
মিত্রামিত্রং সুখং দুঃখং ইষ্টানিষ্টং শুভাশুভম্ ॥
এবং মানাপমানঞ্চ তথা নিন্দাপ্রশংসনম্ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা আর কিছুই নাই, এই প্রকার নিশ্চয় সম্পন্ন যোগী পুরুষ পুণ্য পাপ অনায়াসেই দগ্ধ করেন। তাঁহার নিকট শত্রুমিত্র, সুখ দুঃখ, ইষ্ট অনিষ্ট, শুভ অশুভ, মান অপমান এবং নিন্দা প্রশংসা সকলই সমান ॥ ১৬ ॥

শতচ্ছিদ্রান্বিতা কন্থা শীতাশীতনিবারণম্।
অচলা পরমে ভক্তির্ব্বিভবৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥ ১৭ ॥

ভগবানে অচলা ভক্তি থাকিলে, বিভবে কোনরূপ প্রয়োজনই হয় না। তখন শতচ্ছিদ্র কন্থাও শীত গ্রীষ্ম নিবারণে সমর্থ হয় ॥ ১৭ ॥

ভিক্ষান্নং দেহরক্ষার্থং বস্ত্রং শীতনিবারণম্।
অশ্মানঞ্চ হিরণ্যঞ্চ শাকং শাল্যোদনন্তথা।
সমানং চিন্তয়েদ্‌যোগী যদি চিন্তামপেক্ষতে ॥ ১৮ ॥

ভগবান্ নারায়ণ যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান এবং তজ্জন্য যাহার সমুদায় চিন্তা অধিকার করিয়া আছেন, সেই যোগীর অন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই, তথাপি, যদি তাঁহার চিন্তার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে, তিনি দেহরক্ষার জন্য ভিক্ষান্ন ভোজন ও শীত নিবারণ জন্য বল্কলাদি পরিধান করিবেন। এবং শাক ও শাল্যোদন, প্রস্তর ও হিরণ্য সমান জ্ঞান করিবেন। কারণ, এই সকলে সমান জ্ঞান না হইলে, কখন অভিমান দূর হয় না, এবং অভিমান দূর না হইলে, কদাচ সুখ দুঃখাদিরও পরিহারসম্ভাবনা নাই ॥ ১৮ ॥

ধ্যানেন লভ্যতে ব্রহ্ম সমাধানসুসংযুতা।
যত্র দেবি পরং শান্তির্নির্ব্বাণং সুখমেব চ ॥ ১৯ ॥

সমাধিসহকৃত ধ্যানযোগ দ্বারাই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ ধ্যানযোগই চরম শান্তি ও নির্ব্বাণ সুখের হেতু ॥ ১৯ ॥

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মুক্তির্নৃণাং বর্ষশতৈরপি ॥ ২০ ॥

যাবৎ শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়, তাবৎ শত শত কল্প চেষ্টা করিলেও, লোকে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে না। কেননা, কর্ম্মই বন্ধনের হেতু ॥ ২০ ॥

কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন জায়তে ॥ ২১ ॥

যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ শত শত কষ্ট করিয়া সতত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষলাভ হয় না ॥ ২১ ॥

সাক্ষাৎ মোক্ষং বিদুর্জ্ঞানং জ্ঞানং পরতরং মতম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং সর্ব্বমুপাসিতম্ ॥ ২২ ॥

জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে। জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। এইজন্য সর্ব্ব প্রযত্নে ও সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানেরই উপাসনা করিবে ॥ ২২ ॥

জ্ঞাতং তত্ত্বং বিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসা বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্ ॥ ২৩ ॥

নিষ্কাম হইয়া তত্ত্ববিচার সহকারে কর্ম্ম করিলে, অজ্ঞানান্ধকার দূর ও আত্মা নির্ম্মল হয়। এই অবস্থায় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন ॥ ২৩ ॥

পাপ্মানং তরতে জ্ঞানাৎ জ্ঞানাৎ সত্যং হি লভ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানমেব সমাচরেৎ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানবলে পাপের পরিহার হয়, জ্ঞানবলে সত্যসাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়। এইজন্য সর্ব্ব প্রযত্নে একমাত্র জ্ঞানেরই আলোচনা ও অন্বেষণা করিবে ॥ ২৪ ॥

ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥ ২৫ ॥

শত শত উপবাস, জপ ও হোম করিলেও, মুক্তিলাভ হয় না। কিন্তু, আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যো মুক্তো ভবতি নান্যথা ॥ ২৬ ॥

আমি তুমি ইত্যাদি রূপনামাদি কল্পনা বালকের ক্রীড়াদ্রব্যের ন্যায়, অসার ও অস্থায়ী। তৎসমস্ত ত্যাগ করিয়া, যে ব্যক্তি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে নিষ্ঠাবান্ হয়, তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোনরূপ অন্যথাপত্তি নাই ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ মায়ার দ্বারা কল্পিত হইয়াছে, সুতরাং কিছুই নহে; একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও সকলের সার, এই প্রকার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তাবদ্বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ ॥ ২৮ ॥

লৌহের শৃঙ্খল বা স্বর্ণের শৃঙ্খল, উভয় শৃঙ্খলেই যেমন বন্ধন হইয়া থাকে, তদ্রূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্মমাত্রেই বন্ধনের হেতু ও মুক্তির অন্তরায় ॥ ২৮ ॥

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যাদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোপি ন দেহস্থঃ জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

আত্মা জাগ্রৎ প্রভৃতি সকল অবস্থার সাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ ও সত্যস্বরূপ, দ্বৈতবর্জ্জিত, এবং পরাৎপর। তিনি দেহস্থ হইলেও, দেহস্থ নহেন, এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলেই মুক্তি লাভ হয় ॥ ২৯ ॥

উৎপাদিমাত্রে ক্ষণভঙ্গুরত্বং
ব্রহ্মৈব সত্যং হি পরং বিশিষ্টম্।
তত্ত্বে পরে জাতরোহে ভবানি
নির্ব্বাণমেবং লভতে মনুষ্যঃ॥ ৩০॥

উৎপাদিমাত্রেই ক্ষণভঙ্গুর। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, সকলের প্রধান ও বিশিষ্টভাবাপন্ন। এই প্রকার পরমজ্ঞানের উদয়মাত্রেই মনুষ্যের মুক্তি লাভ হয়॥ ৩০॥

যাতীদং সকলং বিশ্বং ন স্থায়ী কিয়দণ্বপি।
বিদিত্বৈবং মহাদেবি লোকো নির্ব্বাণভাগ্ভবেৎ॥ ৩১॥

এই দৃশ্যমান বিশ্ব অবশ্যই ক্ষয় পাইবে। ইহার অণুমাত্র বা কিছুমাত্রও স্থায়ী হইবে না। এই প্রকার জ্ঞানযোগের সঞ্চার মাত্রেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে॥ ৩১॥

অহো রসসমাহৃষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেৎ নিষ্কৃতিন্তে ব্রজন্তি কিম্॥ ৩২॥

হায়, লোকে যদি মদ্যাদি বিবিধ রস পান করিয়া, সতত আহ্লাদ অনুভব করে, এবং যথেষ্ট আহার করিয়া, শরীরের পুষ্টিমাত্র সাধন করে, কোনমতেই ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন না করে, তাহা হইলে, কিরূপে তাহাদের মুক্তি লাভ হইবে॥ ৩২॥

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজিতম্।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥ ৩৩॥

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমজ্ঞান যাহার চিত্তে বিরাজ করে, তাহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও ব্রতাদির অনুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই॥ ৩৩॥

বায়ুপর্ণকণাতোয়প্রাশনে চেৎ সুখং ভবেৎ।
পন্নগাঃ কিং ন মুক্তাঃ স্যুঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥ ৩৪॥

বায়ু, পর্ণ, তণ্ডুলকণা, জল, ইত্যাদি ভক্ষণ করিলে; যদি মুক্তি লাভ হয়; তাহা হইলে, পশু, পক্ষী, সর্প ও জলচর জন্তুগণও মুক্তি লাভ করিতে পারে; কেননা, তাহারা প্রতিদিনই ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানং সমাচরেৎ॥ ৩৫ ॥

সমুদায়ই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে, যোগ বা পূজাদিতে প্রয়োজন হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মজ্ঞানই অর্জ্জন করিবে ॥ ৩৫ ॥

সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং একং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজাধ্যানধারণৈঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও অদ্বিতীয়স্বরূপ, এই প্রকার জ্ঞানযোগ সহায়ে স্বভাবতঃ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইলে, পূজা ও ধ্যান ধারণায় আর প্রয়োজন কি ॥ ৩৬ ॥

ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥ ৩৭ ॥

সমুদায় ব্রহ্ম, এই প্রকার তত্ত্ববোধ সঞ্চারিত হইলে, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ-নরক, ধ্যাতা ও ধ্যেয় সমুদায়ই পরিহৃত বা অনপেক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭

অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিন্তস্য বন্ধনং কস্মান্ মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

এই আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত, আকাশের ন্যায়, কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন। সুতরাং তাঁহার আবার বন্ধন কি? এবং দুর্বুদ্ধি পুরুষগণ কাহা হইতেই বা তাঁহার মুক্তি কামনা করে ॥ ৩৮ ॥

ন বাল্যং নাপি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ।
সদৈকরূপশিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৯ ॥

আত্মার বাল্য নাই, বার্দ্ধক্য নাই যৌবন নাই, জন্ম নাই; সর্ব্বদাই একরূপ, চিন্মাত্রস্বরূপ ও বিকারবহির্ভূত ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্য আত্মত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে ॥ ৪০ ॥

মায়াবলেই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিতয় প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই তিন পদার্থে আত্মবিচার করিলে, একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট হন। ফলতঃ, যাবৎ মায়া অর্থাৎ অজ্ঞানের সঞ্চার থাকে, তাবৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়াদিভেদে বস্তু সকলের প্রতীতি হইয়া থাকে। পরে অজ্ঞানের ধ্বংস হইলে, একমাত্র আত্মাই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বস্বরূপে প্রতিভাত হন ॥ ৪০ ॥

ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যাৎ ন মন্ত্রারাধনেন বা।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ৪১ ॥

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও মুক্তিলাভ হয় না, মন্ত্রের সাধন করিলেও, মুক্ত হওয়া যায় না। একমাত্র আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই, মুক্তি লাভ হয় ॥ ৪১ ॥

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥

দেবি! এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। ইহা জানিলে, সত্য, সত্য, ইহশরীরেই মুক্তিলাভ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ৪২ ॥

প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাদ্ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে ॥ ৪৩ ॥

আত্মাই সকলের প্রিয়, আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তুই প্রিয় নাই। সংসারে এই আত্মার সম্পর্কেই পুত্রমিত্র কলত্রাদি অন্যান্য বস্তু সকল প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

আত্মভিন্নং পশ্যতশ্চ কল্পকোটিশতৈরপি।
ন মুক্তির্জায়তে দেবি তপোদানব্রতাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥

যে ব্যক্তি আত্মা ও জগৎ এই উভয়ে ভিন্নভাব অবলোকন করে, সে শতকোটিকল্প তপস্যা, দান ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিলেও, মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না ॥ ৪৪ ॥

আত্মা হি পরমং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতে জ্ঞাতঞ্চ সর্ব্বশঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিদ্যাদাত্মানমেব হি ॥ ৪৫ ॥

আত্মাই পরমজ্ঞেয় বস্তু। যেহেতু, আত্মাকে জানিলে; সকলই জানা হয়। এই কারণে সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মাকেই বিশেষরূপে বিদিত হইবে ॥ ৪৫

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিষ্ঠিততত্ত্বে যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ ৪৬ ॥

আমি তুমি ইত্যাদি বিবিধ নামরূপকে অলীক ভাবিয়া, ত্যাগ করিয়া, নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মকে একমাত্র প্রকৃত বস্তু বোধে হৃদয়ের সহিত পরিগ্রহ করিলে, কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ৪৬ ॥

এতত্তে কথিতং দেবি পরং জ্ঞানস্য সাধনম্।
আত্মজ্ঞানং যত্র সৌখ্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭॥

দেবি! এই আমি তোমার নিকট আত্মজ্ঞান কীর্ত্তন করিলাম। সত্য সত্যই এই আত্মজ্ঞান জ্ঞান ও মুক্তির অদ্বিতীয় সাধন, সন্দেহ নাই। ৪৭ ॥

ইতি ব্রহ্মজ্ঞানং নাম অষ্টমং পীঠম্।

নবম পীঠম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কুতঃ সৃষ্টির্ভবেদ্দেব কথং সৃষ্টির্বিনশ্যতি।
ব্রহ্মজ্ঞানং কথং দেব সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতম্॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

দেব! কিরূপে সৃষ্টি হয়, কিরূপে ইহার বিনাশ হয় এবং কিরূপে-ইবা সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টি রব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি।
অব্যক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতম্॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি ও অব্যক্ত হইতেই বিনাশ হইয়া থাকে। যাহার উৎপত্তি নাই, ধ্বংস নাই, সেই ব্রহ্মজ্ঞান এই অব্যক্তেরই স্বরূপ॥ ২॥

ওঙ্কারাদক্ষরাৎ সর্ব্বাস্তে তা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশাঃ।
মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তথৈব চ॥ ৩॥

অব্যয়স্বরূপ ওঙ্কার অর্থাৎ অ, উ ও ম হইতে চতুর্দ্দশ বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, ধ্যান, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই সকলও ওঙ্কারের প্রসব॥ ৩॥

ষড়ঙ্গং বেদচত্বারি মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণানি এতা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৪॥

ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয়, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র ইত্যাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যা বলিয়া অভিহিত হয়॥ ৪॥

তাবদজ্ঞাতা ভবেৎ সর্ব্বা যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববিদ্যা স্থিরা ভবেৎ॥ ৫॥

যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, তাবৎ ঐ সকল বিদ্যায় অধিকার হয় না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলেই ঐ সমুদায় বিদ্যা স্থির হইয়া থাকে॥ ৫॥

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্য গণিকা ইব।
যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥ ৬॥

বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র সমুদায় সামান্য গণিকার সমান; কিন্তু শাম্ভবী বিদ্যা, কুলরমণীর ন্যায়, গোপনীয়া॥ ৬॥

দেহস্থা সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥ ৭॥

সমুদায় বিদ্যা, সমুদায় দেবতা ও সমুদায় তীর্থ এই দেহেই অধিষ্ঠিত আছে। গুরুর উপদেশমাত্রে ঐ সকলের জ্ঞান লাভ হয়॥ ৭॥

অধ্যাত্মবিদ্যা হি নৃণাং সৌখ্যমোক্ষকরী ভবেৎ।
ধর্ম্মকর্ম্ম তথা জপ্যমেতৎ সর্ব্বং নিবর্ত্ততে॥ ৮॥

যাহা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায়, সেই অধ্যাত্মবিদ্যাই লোকের ভুক্তিমুক্তি বিধান করে। ঐ বিদ্যা লাভ হইলে, ধর্ম্ম কর্ম্ম ও জপ ইত্যাদি কিছুরই আর প্রয়োজন হয় না॥ ৮॥

কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োমৃতম্।
দেহমধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতঃ॥ ৯॥

যেমন কাষ্ঠমধ্যে অগ্নির, পুষ্পমধ্যে গন্ধের ও জলমধ্যে অমৃতের অবস্থিতি, তদ্বৎ দেহমধ্যে যে আত্মরূপী দেবতার অধিষ্ঠান, তিনি পাপপুণ্যবর্জ্জিত॥ ৯॥

ঈড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনানদী।
ঈড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না চ বিরাজিতা ॥ ১০ ॥

ঈড়া ভগবতী ভাগীরথী, পিঙ্গলা যমুনা এবং ঈড়া ও পিঙ্গলা এই উভয়ের মধ্যে বিরাজমানা সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী বলিয়া অভিহিতা ॥ ১০

ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১ ॥

এই তিন যেখানে একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম তীর্থরাজ প্রয়াগ। এই প্রয়াগে স্নান করিবে। তাহা হইলে সর্ব্বপাপমোচন হইবে ॥ ১১ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কীদৃশী খেচরী মুদ্রা বিদ্যা চ শাম্ভবী পুনঃ।
কীদৃশ্যধ্যাত্মবিদ্যা চ তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর ॥ ১২

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন

খেচরী মুদ্রা, শাম্ভবী বিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা কাহাকে [illegible] কীর্ত্তন করুন ॥ ১২ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

মনঃ স্থিরং যত্র বিনাবলম্বনং
বায়ুঃ স্থিরো যত্র বিনা নিরোধনং।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যত্র বিনাবলোকনম্
সা এব মুদ্রা বিচরন্তী খেচরী ॥ ১৩ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যে অবস্থায় মন অবলম্বন বিনা স্থির [illegible] থাকে; প্রাণবায়ু

সমাধি বিনা স্থির ভাব অবলম্বন করে এবং দৃষ্টিও অন্য কিছুই দর্শন না করিয়া, স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, তাহার নাম খেচরী মুদ্রা ॥ ১৩ ॥

বালস্য মূর্খস্য যথৈব চেতঃ
স্বপ্নেন হীনোপি করোতি নিদ্রাম্।
তদ্বৎ গতঃ পথো নিরাবলম্বনং
সা এব বিদ্যা বিচরন্তী শাম্ভবী ॥ ১৪ ॥

বালক ও মূর্খের চিত্ত যেমন শয়ন না করিয়াও নিদ্রা যায়, তদ্বৎ যিনি বিনালম্বনে গমন করেন, তাঁহারই সেই বিদ্যার নাম শাম্ভবী বিদ্যা ॥ ১৪ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ ব্রূহি মে পরমেশ্বর।
দর্শনানি কথং দেব ভবন্তি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পরমেশ্বর! দর্শনশাস্ত্র সমুদায় কিরূপে পার্থক্যভাব ধারণ করিয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ১৫ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ত্রিদণ্ডী চ ভবেদ্ভক্তো বেদাভ্যাসরতঃ সদা।
প্রকৃতিবাদরতাঃ শাক্তা বৌদ্ধাঃ শূন্যাভিবাদিনঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যাঁহারা বেদাভ্যাসরত সেই সকল ভক্তের নাম ত্রিদণ্ডী, যাহারা প্রকৃতিবাদনিরত তাহারা শাক্ত এবং যাহারা শূন্যাদিবাদনিরত, তাহাদিগকে বৌদ্ধ বলে ॥ ১৬ ॥

অতোর্দ্ধগামিনো য়ে বা তত্বজ্ঞা অপি তাদৃশাঃ।
সর্ব্বং নাস্তীতি চার্ব্বাকা জল্পন্তি বিষয়াশ্রিতাঃ ॥ ১৭ ॥

বিষয়াশ্রিত চার্ব্বাকগণ এই সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইলে, নাস্তিক হইয়া থাকে। তাহারা কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করে না ॥ ১৭ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডলক্ষণম্।
পঞ্চভূতং কথং দেব গুণাঃ কে পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৮॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

পিণ্ডরূপ ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষণ, পঞ্চভূতের উৎপত্তি ও একবিংশতি গুণের স্বরূপ নির্দ্দেশ করুন ॥ ১৮ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অস্থিমাংসং নখশ্চৈব ত্বক্ লোমানি চ পঞ্চমম্।
পৃথ্বী পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তাঃ ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ১৯ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্, লোম এই পাঁচটী পৃথিবীর গুণ। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে, ইহা জানিতে পারা যায় ॥ ১৯ ॥

শুক্রশোণিতমজ্জা চ মলমূত্রঞ্চ পঞ্চমম্।
অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২০ ॥

শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই পাঁচটী জলের গুণ। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারা যায় ॥ ২০ ॥

নিদ্রা ক্ষুধা তৃষা চৈব ক্লান্তিরালস্য পঞ্চমম্।
তেজঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২১ ॥

নিদ্রা, ক্ষুধা, ক্লান্তি, তৃষ্ণা ও আলস্য এই পাঁচটী তেজের গুণ। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জানা যায় ॥ ২১ ॥

ধারণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচং প্রসরস্তথা।
বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২২ ॥

ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন, প্রসরণ এই পাঁচটী বায়ুর গুণ। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জানা যায় ॥ ২২ ॥

কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভশ্চ পঞ্চমম্।
নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ ২৩ ॥

কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা, লোভ পাঁচটী আকাশের গুণ। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জানা যায় ॥ ২৩ ॥

আকাশাৎ জায়তে বায়ু বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী ॥ ২৪ ॥

আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে; বায়ু হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী জন্মিয়াছে ॥ ২৪ ॥

মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্ব্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্ব্বিলীয়তে তু খে ॥ ২৫ ॥

পৃথিবী জলে লীন হয়; জল তেজে, তেজ বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

পঞ্চতত্ত্বাৎ ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বাৎ তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ২৬ ॥

এই পঞ্চতত্ত্ব হইতে সৃষ্টি হয়। এবং পঞ্চতত্ত্ব হইতেই তত্ত্বের লয় হইয়া থাকে। যিনি এই পঞ্চতত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনিই তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন ॥ ২৬ ॥

স্পর্শনং রসনং চৈব ঘ্রাণং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রম্।
পঞ্চেন্দ্রিয়মিদং তত্ত্বং মনঃ সাধনমিন্দ্রিয়ম্ ।। ২৭ ॥

স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, দর্শন ও শ্রবণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নাম তত্ত্ব। মন এই সকল ইন্দ্রিয়ের সাধন ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং সর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
সাকারাশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি ॥ ২৮ ॥

সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড এই দেহ মধ্যে ব্যবস্থিত রহিয়াছে। সাকার পদার্থ মাত্রেরই লয় হইয়া থাকে; নিরাকারের কখন ধ্বংস হয় না ॥ ২৮ ॥

নিরাকারং মনো যস্য নিরাকারসমো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাকারন্তু পরিত্যজেৎ ।। ২৯ ।।

যাহার মন নিরাকার, অর্থৎ কিছুতেই লিপ্ত বা সংসক্ত নহে, সেই ব্যক্তিই নিরাকার অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান হইয়া থাকে। এই হেতু সর্ব্ব প্রযত্নে সাকার বস্তুর চিন্তা ত্যাগ করিবে ।। ২৯ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

আদিনাথ মম ব্রূহি সপ্তধাতুঃ কথং ভবেৎ।
আত্মা চৈবান্তরাত্মা চ পরমাত্মা কথং ভবেৎ ।। ৩০ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

আদিনাথ! সপ্ত ধাতু, আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ কীর্ত্তন করুন ।। ৩০ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শুক্রশোণিতমজ্জা চ মেদো মাংসঞ্চ পঞ্চমম্।
অস্থিত্বক্ চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতা ॥ ৩১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি, ত্বক এই সমস্ত ধাতু দেহমধ্যে ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

শরীরঞ্চৈবমাত্মানং অন্তরাত্মা মনো ভবেৎ।
পরমাত্মা ভবেৎ শূন্যো মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৩২ ॥

দেহের নাম আত্মা এবং মনকে অন্তরাত্মা বলে। আর, মন যাহাতে লীন হয়, তাহার নাম পরমাত্মা। এই পরমাত্মা শূন্যস্বরূপ ॥ ৩২ ॥

রক্তধাতুর্ভবেন্মাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎ পিতা।
শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে ॥ ৩৩ ॥

রক্তধাতু জননী, শুক্রধাতু পিতা এবং শূন্যধাতু প্রাণস্বরূপ। এই তিনের সমবায়ে গর্ভপিণ্ড সমুদ্ভূত হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কথমুৎপদ্যতে বাচঃ কথং বাচা বিলীয়তে।
বাক্যস্য নির্ণয়ং ব্রূহি দেবদেব মহেশ্বর ॥ ৩৪ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন।

কিরূপে বাক্যের উদ্ভব হয় এবং কিরূপেই বা বাক্য দ্বারা মনের লয় হইয়া থাকে। সেই বাক্যের নির্ণয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসোৎপদ্যতে বাচঃ মনো বাচা বিলীয়তে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অব্যক্ত হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়, প্রাণ হইতে মন ও মন হইতে বাক্য সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং বাক্য দ্বারা মনের লয় হয় ॥ ৩৫ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কস্মিন্ স্থানে বসেৎ সূর্য্যঃ
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ শশী।
কস্মিন্ স্থানে বসেদবায়ুঃ
কস্মিন্ স্থানে বসেন্মনঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

কোন্ স্থানে সূর্য্য বাস করে, কোন্ স্থানে চন্দ্র বাস করে, কোন স্থানে বায়ু বাস করে এবং কোন্ স্থানেই বা মন বাস করে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রো নাভিমূলে দিবাকরঃ।
সূর্য্যাগ্রে বসতে বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে বসতে মনঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

চন্দ্র তালুমূলে, সূর্য্য নাভিমূলে, বায়ু সূর্য্যের অগ্রে এবং মন চন্দ্রের সম্মুখদেশে অবস্থিতি করে ॥ ৩৭ ॥

সূর্য্যাগ্রে বসতে চিত্তং চন্দ্রাগ্রে জীবিতং প্রিয়ে।
এতদযুক্তং মহাদেবি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥ ৩৮ ॥

সূর্য্যের অগ্রে মন ও চন্দ্রের অগ্রে প্রাণ অবস্থিতি করে, গুরুর উপদেশ দ্বারা জানিতে পারা যায় ॥ ৩৮ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কস্মিন স্থানে বসেৎ শক্তিঃ কস্মিন্ স্থানে বসেৎ শিবঃ।
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ কালঃ জরা কেন প্রজায়তে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

কোন্ স্থানে শক্তি, কোন্ স্থানে মহাদেব ও কোন্ স্থানে মৃত্যু অবস্থিতি করে এবং কিরূপেইবা ব্যাধির উদ্ভব হয় ॥ ৩৯ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

পাতালে বসতে শক্তির্ব্রহ্মাণ্ডে বসতে শিবঃ।
অন্তরীক্ষে বসেৎ কালঃ জরা তেন প্রজায়তে ॥ ৪০ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

পাতালে শক্তি, ব্রহ্মাণ্ডে মহাদেব ও অন্তরীক্ষে মৃত্যুর অবস্থিতি। এই মৃত্যু হইতেই ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

আহারং কাঙ্ক্ষতে কোসৌঃ ভুঞ্জতে চ পিবতে কথম্।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তৌ চ কো বাসৌ প্রতিবুদ্ধতি ॥ ৪১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

কে আহারের কামনা করে, কেইবা ভোজন করে ও পান করে এবং কেইবা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সময়ে জাগিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আহারং কাঙ্ক্ষতে প্রাণো ভুঞ্জতেপি হুতাশনঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তৌ চ বায়ুর্হি প্রতিবুদ্ধতি ॥ ৪২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

প্রাণ আহারের কামনা করে, অগ্নি ভোজন করে, এবং বায়ু জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সকল অবস্থায় জাগিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীপীঠমালামহাতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে তত্ত্বং
নাম নবম পীঠম্।

দশম পীঠম্ ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।

কো বা করোতি কর্ম্মাণি কো বা লিপ্যেত পাতকৈঃ ।
কো বা করোতি পাপানি কো বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন ।

কে কর্ম্ম করে ও কেইবা পাপে লিপ্ত হয়, এবং কে পাপ করে ও কেইবা পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

মনঃ করোতি কর্ম্মাণি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈঃ ন চ পাতকৈঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন ।

মনই কর্ম্ম করে ও মনই পাতকে লিপ্ত হয়, আবার, মন ভগবানে সমাস্থিত হইলে, পাপ বা পুণ্য কিছুতেই সমাক্রান্ত হয় না ॥ ২ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কস্য চ ।
কার্য্যস্য কারণং ব্রূহি কথং কিঞ্চ প্রসাদনম ॥ ৩ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন ।

জীব কিরূপে শিব হয় ? কার্য্যের কারণ কিরূপ এবং কিরূপেইবা প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ ।
কার্য্যং হি কারণং তঞ্চ পুনর্ব্বোধো বিশিষ্যতে ॥ ৪ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

ভ্রান্তি দ্বারা বদ্ধ হইলেই জীব হয়. আবার, ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইলেই, সদাশিব হয়। তুমি কার্য্য ও কারণ সমস্তই। কিন্তু একমাত্র জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তাহাতেই প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

মনোন্যত্র শিবোন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ ॥ ৫ ॥

মন, শিব, শক্তি ও প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত আছে ভাবিয়া, অজ্ঞানান্ধ জনগণ, এই তীর্থ, এই তীর্থ, ইত্যাকার ভ্রমবাক্যে দেশে দেশে পর্য্যটন করে ॥ ৫ ॥

আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মুক্তির্ব্বরাননে ॥ ৬ ॥

অয়ি বরাননে! আত্মাই তীর্থ। জীব ইহা জানে না। অতএব কিরূপে তাহার মুক্তি লাভ হইবে ॥ ৬ ॥

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্ব্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ ৭ ॥

বেদকে বেদ বলে না। যিনি নিত্যস্বরূপ ব্রহ্ম; তিনিই বেদ। যিনি সেই ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ, তিনিই বিপ্র এবং তিনিই বেদপারগ ॥ ৭ ॥

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগিভিঃ পীতং তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৮ ॥

সমুদায় শাস্ত্র ও সমুদায় বেদ মন্থন করিয়া, যোগিগণ সারাংশ ও পণ্ডিতেরা তক্ররূপ অসার অংশ পান করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানং অব্যক্তং চেতনাময়ম্ ॥ ৯ ॥

সমুদায় শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে। এবং সমুদায় বিদ্যাও লোকের মুখেই রহিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যরূপ অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান কখন উচ্ছিষ্ট হইবার নহে ॥ ৯ ॥

ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ ॥ ১০ ॥

তপস্যাকে তপস্যা বলে না; ব্রহ্মচর্য্যই উৎকৃষ্ট তপস্যা। যিনি ঊর্দ্ধরেতা হইয়া, তপস্যা করেন, তিনি মনুষ্য নহেন, দেবতা ॥ ১০ ॥

ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ।
তস্য ধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং মোক্ষং ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

ধ্যানকেও ধ্যান বলে না; শূন্য অর্থাৎ আকাশস্বরূপ ভগবানে লীন মনই প্রকৃত ধ্যান। ঐরূপ ধ্যানের প্রসাদেই জীবের সুখ ও মোক্ষ লাভ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥

ন হোমং হোমমিত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু হূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণঃ হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

হোমকেও হোম বলে না; কিন্তু সমাধি সময়ে প্রাণরূপ ঘৃত দ্বারা ব্রহ্মরূপ অনলে যে হোম করা যায়, তাহাই প্রকৃত হোম ॥ ১২ ॥

পাপকর্ম্ম ভবেদ্‌ভব্যং পুণ্যঞ্চৈব প্রবর্ত্ততে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্ত্রব্যঞ্চ ত্যজেদ্‌বুধঃ ॥ ১৩ ॥

যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে। সুতরাং পাপ বা পুণ্য যাহা হইতেছে, তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। অতএব যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, পাপ সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

যাবদ্‌বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবদ্‌জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪ ॥

যতদিন না তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, ততদিন বর্ণভেদ ও বংশমর্য্যাদার অহঙ্কার হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে, বর্ণ ও বংশ-মর্য্যাদার অভিমানাদি দূর হয়॥ ১৪॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

যত্ত্বয়া কথিতং জ্ঞানং নাহং জানামি শঙ্কর।
নিশ্চয়ং ব্রূহি দেবেশ মনো যত্র বিশীয্যতে॥ ১৫॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

আপনি যে জ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, আমি তাহা অবগত নহি। মন এরূপ জ্ঞানেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষরূপে উহা কীর্ত্তন করুন॥ ১৫॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

মনো বাক্যং তথা কর্ম্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে।
বিনা স্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে॥ ১৬॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যেমন সুষুপ্তি সময়ে সমুদায় লীন হয়, তদ্বৎ মন, বাক্য ও কর্ম্ম যে জ্ঞানে লয় পায়, তাহার নাম ব্রহ্মজ্ঞান॥ ১৬॥

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তো চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
বালভাবস্তথাভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে॥ ১৭॥

যে জ্ঞানের উদয় হইলে, আর কাহারও সহিত কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না, চিন্তা নিদ্রা ও স্পৃহা দূর হয় এবং শান্তি সঞ্চরিত ও বালকের ন্যায় স্বভাব সমাগত হয়, তাহার নাম ব্রহ্মজ্ঞান॥ ১৭॥

শ্লোকার্দ্ধন্তু প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং তত্ত্বদর্শিভিঃ।
সর্ব্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে ॥ ১৮॥

তত্ত্বদর্শিগণ যে শ্লোকার্দ্ধ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি। যে অবস্থায় সমুদায় চিন্তা দূর হইয়া, মন ব্রহ্মে লীন হয়, তাহার নাম যোগ ॥ ১৮॥

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা সমাধিমধিগচ্ছতি।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাৎ এব নশ্যতি ॥ ১৯॥

নিমেষ বা নিমিষার্দ্ধ সমাধিস্থ হইলে, শতজন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৯॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কস্য নাম ভবেচ্ছক্তিঃ কস্য নাম ভবেচ্ছিবঃ।
এতন্মে ব্রূহি ভো দেব পশ্চাৎ জ্ঞানং প্রকাশয়॥ ২০॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

কাহার নাম শক্তি, কাহারই বা নাম শিব, ইহা আমার নিকট বলুন। পরে জ্ঞান প্রকাশ করিবেন ॥ ২০॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

চলচ্চিত্তে বসেৎ শক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেৎ শিবঃ।
স্থিরচিত্তে ভবেদ্দেবী সদেহস্থোপি সিদ্ধতি ॥ ২১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

শক্তি চঞ্চল চিত্তে ও শিব সুস্থির হৃদয়ে অবস্থান করেন। স্থিরচিত্ত ব্যক্তি ইহশরীরেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ২১॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কস্মিন্ স্থানে ত্রিধা শক্তিঃ ষট্‌চক্রঞ্চ তথৈবচ।
একবিংশতি ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তপাতালমেব চ॥ ২২॥

পার্ব্বতী কহিলেন।

কোন্ স্থানে ত্রিধাশক্তি, একবিংশতি ব্রহ্মাণ্ড ও সপ্তপাতাল অধিষ্ঠিত আছে, কীর্ত্তন করুন॥ ২২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ঊর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তির্ভবেদ্‌গুহ্যঃ।
মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যতীতং নিরঞ্জনম্॥ ২৩॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

কণ্ঠদেশে ঊর্দ্ধশক্তি, গুহ্যদেশে অধঃশক্তি ও নাভিদেশে মধ্যশক্তি যিনি এই শক্তিত্রয়ের অতীত, তিনিই নিরঞ্জন ব্রহ্ম॥ ২৩॥

আধারং গুহ্যচক্রন্তু স্বাধিষ্ঠানঞ্চ লিঙ্গকে।
মণিপূরং নাভিচক্রং হৃদয়ন্তু অনাহতম্॥
বিশুদ্ধং কণ্ঠচক্রন্তু মূর্দ্ধঞ্চ সহস্রদলম্।
চক্রভেদং ময়াখ্যাতং চক্রাতীতং নমোনমঃ॥ ২৪॥

গুহ্যদেশে আধার চক্র, লিঙ্গে স্বাধিষ্ঠান চক্র, নাভিতে মণিপুর চক্র, হৃদয়ে অনাহত চক্র, কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্র, এবং মস্তকে সহস্রদল চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি এই চক্রভেদ কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই চক্র সকলের অতীত, তাঁহাকে নমস্কার

কায়োর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকঃ স্বধঃ পাতালমেব চ।
উর্দ্ধমূলমধঃ সাগ্রং বৃক্ষাকারঃ কলেবরঃ ॥ ২৫ ॥

এই দেহের উর্দ্ধভাগে ব্রহ্মলোক, ও নিম্নভাগে পাতাললোক। ইহার উর্দ্ধভাগে মূল ও নিম্নভাগ অগ্রভাগযুক্ত; সুতরাং এই শরীর বৃক্ষের ন্যায় ॥ ২৫ ॥

একাদশ পীঠম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শিব শঙ্কর ঈশান ব্রূহি ত্বং পরমেশ্বর।
দশ বায়ু কথং দেব দশদ্বারাণি চৈব হি ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

হে শিব! হে শঙ্কর! হে ঈশান! হে পরমেশ্বর! হে দেব! দশ বায়ু ও দশ দ্বারই বা কিরূপ?

শ্রীমহাদেব উবাচ।

হৃদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ুরপানো গুদসংস্থিতঃ।
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিতঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

হৃদয়ে প্রাণবায়ু, গুহ্যে অপান বায়ু, নাভিতে সমান বায়ু ও কণ্ঠে উদান বায়ু প্রতিষ্ঠিত আছে।

ব্যানঃ সর্ব্বগতো দেহে সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতঃ।
নাগ উর্দ্ধগতো বায়ুঃ কূর্ম্মস্তীর্থাণি সংস্থিতঃ ॥ ৩ ॥

ব্যান বায়ু দেহের সর্ব্বস্থল ব্যাপিয়া আছে; নাগবায়ু উর্দ্ধে, কূর্ম্ম বায়ু তীর্থে অবস্থিতি করে ॥ ৩ ॥

কৃকরঃ ক্ষোভিতে চৈব দেবদত্তোপি জৃম্ভণে।
ধনঞ্জয়ো নাদঘোষে নিবিশোচ্চৈব শাম্যতি ॥ ৪ ॥

কৃকর নামক বায়ু ক্ষোভণে, দেবদত্তনামক বায়ু জৃম্ভণে এবং ধনঞ্জয় নামক বায়ু নাদঘোষে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪ ॥

এতে বায়ুর্নিরালম্বো যোগিনাং যোগসম্মতঃ।
নব দ্বারঞ্চ প্রত্যক্ষং দশমং মন উচ্যতে ॥ ৫ ॥

উল্লিখিত দশ বায়ু যোগিগণের যোগসম্মত ও অবলম্বনশূন্য। এতদ্ভিন্ন চক্ষু কর্ণ ও নাসিকাদি নব দ্বার প্রত্যক্ষ এবং মন দশম দ্বার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

নাড়ীভেদঞ্চ মে ব্রূহি সর্ব্বগাত্রেষ সংস্থিতম্।
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী চৈব প্রসূতা দশনাড়িকা ॥ ৬ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

যে সকল নাড়ী শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত আছে, এবং কুণ্ডলী হইতে যে দশনাড়ী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ৬ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ঈড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চোর্দ্ধগামিনী।
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ প্রসরা গমনারতা ॥
অলম্বুষা যশা চৈব দক্ষিণাঙ্গে সমাশ্রিতা।
কুহুশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে চ ব্যবস্থিতা ॥ ৭ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ী শরীরের উর্দ্ধভাগে প্রতিষ্ঠিত আছে। গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা ও প্রসরা এই তিন নাড়ী স্থিতিস্থাপক-ধর্ম্ম বিশিষ্ট। অলম্বুষা ও যশা দক্ষিণাঙ্গে এবং কুহু ও শঙ্খিনী বাম অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৭ ॥

এতাসু দশনাড়ীষু নানা নাড়ী প্রসূতিকাঃ।
দ্বিসপ্ততি সহস্রাণি শরীরে নাড়িকাস্মৃতাঃ ॥ ৮ ॥

এই দশ নাড়ী হইতে অন্যান্য বিবিধ নাড়ী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এইরূপে শরীরের মধ্যে সমুদায়ে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী সংস্থিত আছে॥ ৮॥

এতাং যো বিন্দতে যোগী স যোগী যোগলক্ষণঃ।
জ্ঞাননাড়ী ভবেদ্দেবি যোগিনাং সিদ্ধিদায়িনী॥ ৯॥

যে যোগী উল্লিখিত নাড়ী সকল সম্যকরূপে বিদিত হইয়াছেন, তিনিই যোগবিৎ। দেবি! এই সকল নাড়ীর মধ্যে জ্ঞাননাড়ীই যোগিগণের সিদ্ধি বিধান করে॥ ৯॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভূতনাথ মহাদেব ব্রূহি মে পরমেশ্বর।
ত্রয়ো দেবাঃ কথং দেব ত্রয়ো ভাবাস্ত্রয়োগুণাঃ॥ ১০॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

হে ভূতনাথ মহাদেব! হে পরমেশ্বর! তিন দেবতার স্বরূপ এবং তাঁহাদের ভাবত্রয় ও গুণত্রয়ই বা কিরূপ, আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১০

শ্রীমহাদেব উবাচ।

রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা সত্ত্বভাবস্থিতো হরিঃ।
ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োগুণাঃ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

ব্রহ্মা রজঃস্বভাব, হরি সত্ত্বস্বভাব ও মহাদেব তমঃস্বভাব। এইরূপে তিন দেবতা ও তিনগুণ কথিত হইয়া থাকে॥ ১১॥

একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্ম বিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে॥ ১২॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতাই এক। যে ব্যক্তি ইহাদিগকে পরস্পর পৃথক মনে করে, তাহার মুক্তি লাভ হয় না॥ ১২॥

বীর্য্যরূপী ভবেদ্‌ব্রহ্মা বায়ুরূপী ভবেৎ হরিঃ।
মনোরূপী ভবেৎ রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥১৩॥

ব্রহ্মা বীর্য্যরূপী, হরি বায়ুরূপী ও মহাদেব মনোরূপী। এইরূপে তিন দেবতা ও তিনগুণ কথিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

দয়াভাবান্বিতো ব্রহ্মা শুদ্ধভাবান্বিতো হরিঃ।
অগ্নিভাবান্বিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা দয়াভাবে, বিষ্ণু শুদ্ধভাবে, ও রুদ্র অগ্নিভাবে অবস্থিতি করেন। এইরূপে তিন দেবতা ও তিনগুণ কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

এবংভূতং পরং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে ॥ ১৫॥

চরাচর সমুদায় জগৎ একমাত্র পরব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইহার দ্বৈধভাব কল্পনা করে, তাহার মুক্তি হয় না ॥ ১৫ ॥

অহং সৃষ্টিরহং কালোপ্যহং ব্রহ্মাপ্যহং হরিঃ।
অহং রুদ্রোপ্যহং শূন্যমহং ব্যাপি নিরঞ্জনম্ ॥ ১৬ ॥

আমি সৃষ্টি, আমি কাল, আমি ব্রহ্মা, আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র ও আমি শূন্য। এইরূপে আমিই সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন ব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

অহং সর্ব্বাত্মকং দেবি নিষ্কামো গগনোপমঃ।
স্বভাবনির্ম্মলং শান্তং স এবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

দেবি! আমি সকলের আত্মা; আমি নিষ্কাম ও আমি আকাশ স্বরূপ। এবং আমিই নির্ম্মলস্বভাব জ্ঞানস্বরূপ পরিব্রহ্ম, সন্দেহ নাই ॥ ১৭

জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ শূরো ব্রহ্মচারী সুপণ্ডিতঃ।
সত্যবাদী ভবেদ্‌ভক্তো দাতা ধীরো হিতে রতঃ ॥ ১৮

যিনি জিতেন্দ্রিয়, শূর, ব্রহ্মচারী, পরম পণ্ডিত, সত্যবাদী, দাতা, ধীর ও সকলের উপকারী, তিনিই প্রকৃত ভক্ত ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলং দয়া স্মৃতা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দয়াধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মচর্য্য তপস্যার মূল ও দয়া ধর্ম্মের মূল। এই হেতু সর্ব্বপ্রযত্নে দয়া ধর্ম্মের আশ্রয় করিবে ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীপীঠমালা মহাতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে
একাদশ পীঠম্।

দ্বাদশ পীঠম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

যোগেশ্বর জগন্নাথ উমায়াঃ প্রাণবল্লভ।
বেদসন্ধ্যাতপোধ্যানং হোমকর্ম্ম কুলং কথম্ ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

হে যোগেশ্বর! হে জগন্নাথ। হে উমার প্রাণবল্লভ! বেদ, সন্ধ্যা তপস্যা, ধ্যান, হোম ও কুলের স্বরূপ কি, কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরোঃ শিষ্যে নিবেদনম্।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা চানৃণী ভবেৎ ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

গুরু শিষ্যকে যে একমাত্র অক্ষর প্রদান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা প্রদান করিলে, অঋণী হওয়া যায় ॥ ২ ॥

যস্য কস্য ন দাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং সুগোপিতম্।
যস্য কস্যাপি ভক্তস্য সদ্গুরুস্তস্য দীয়তে ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান অতীব গোপনীয়। যাহাকে তাহাকে দেওয়া উচিত নহে, তবে সদ্গুরু যে কোন ভক্তকে প্রদান করিতে পারেন ॥ ৩ ॥

মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াম্।
সন্ন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্বুধঃ ॥ ৪ ॥

বিবেকী পুরুষ মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, ধ্যান, হোম, জপ, বলিক্রিয়া সন্ন্যাস ইত্যাদি সমুদায় লৌকিক ক্রিয়া ত্যাগ করিবেন ॥ ৪ ॥

সংসর্গাৎ বহবো দোষা নিঃসঙ্গাৎ বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যতী সঙ্গং পরিত্যজেৎ ।। ৫ ।।

সংসর্গ হইতে বহু দোষ ও অসংসর্গ হইতে বহুল গুণ প্রাদুর্ভূত হয়। এই কারণে যতী পুরুষ সর্ব্ব প্রযত্নে সংসর্গ ত্যাগ করিবেন॥ ৫॥

অকারঃ সাত্বিকো জ্ঞেয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তামসঃ প্রোক্তস্ত্রিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।। ৬ ।।

অকার সাত্বিক, উকার রাজসিক ও মকার তামসিক বর্ণ জানিবে। এই তিনের সমবায়ই প্রকৃতি কথিত হইয়া থাকে॥ ৬।

অক্ষরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ।
ঈশ্বরান্নিঃসৃতা সা হি প্রকৃতির্গুণবন্ধনাৎ ।। ৭ ।।

প্রকৃতি যেমন অবিনাশিনী, স্বয়ং ঈশ্বরও তদ্বৎ অবিনশ্বর। প্রকৃতি গুণত্রয়ের সম্মিলনস্বরূপ ঈশ্বর হইতে বিনিঃসৃতা হইয়াছে॥ ৭॥

সা মায়া পালনী শক্তিঃ সৃষ্টিঃ সংহারকারিণী।
অবিদ্যা মোহিনী যা সা শব্দরূপা যশস্বিনী ।। ৮ ।।

মায়াস্বরূপিণী শব্দরূপিণী যশস্বিনী প্রকৃতিই সর্ব্বলোকমোহিনী অবিদ্যা। এবং সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকে॥ ৮

অকারশ্চৈব ঋগ্বেদ উকারো যজুরুচ্যতে।
মকারঃ সামবেদস্তু ত্রিষু যুক্তোপ্যথর্ব্বণঃ॥ ৯॥

অকার ঋগ্বেদ, উকার যজুর্ব্বেদ, মকার সামবেদ এই তিন বেদ পরস্পর সংযুক্ত হইলেই, তাহাকে অথর্ব্ববেদ বলে॥ ৯॥

ওঙ্কারস্তু প্লুতো জ্ঞেয়স্ত্রিনাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ।
অকারস্তু থ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে॥ ১০॥

ওঙ্কারের নাম প্লুত ও ত্রিনাদ। অকার ভূলোক ও উকার ভুবলোক ॥ ১০ ॥

স ব্যঞ্জনো মকারস্তু স্বর্গলোকো বিধীয়তে।
অক্ষরৈস্ত্রিভিরেতৈশ্চ ভবেদাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১ ॥

মকার স্বর্গলোক। আত্মা এই তিন বর্ণে ব্যবস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

অকারঃ পৃথিবী জ্ঞেয়ঃ পীতবর্ণেন সংযুতঃ।
অন্তরীক্ষমুকারস্তু বিদ্যুদ্বর্ণ ইহোচ্যতে ॥ ১২ ॥

অকারের বর্ণ পীত। এবং উহা পৃথিবী জানিবে। উকারেব বর্ণ বিদ্যুদ্বৎ। উহা অন্তরীক্ষ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১২ ॥

মকারঃ স্বরিতিজ্ঞেয়ঃ শুক্লবর্ণেন সংযুতঃ।
ধ্রুবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ত্রিভিস্ত্বেবং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

মকার শ্বেতবর্ণ ও স্বর্গনামে পরিগণিত। এইরূপে অকার, উকার ও মকারের সমবায়ে ব্যবস্থিত ওঁ এই একমাত্র অক্ষরই অবিনাশী ব্রহ্ম ॥ ১৩ ॥

স্থিরাসনো ভবেন্নিত্যং চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
আশু স জায়তে যোগী নান্যথা শিবভাষিতম্ ॥ ১৪ ॥

নিত্য স্থিরাসন হইবে এবং চিন্তা ও নিদ্রা ত্যাগ করিবে। তাহা হইলে, স্বল্পকাল মধ্যেই যোগী হইবে। শিবের এইবাক্য মিথ্যা হইবার নহে ॥ ১৪ ॥

য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি চ দিনে দিনে
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই পরম ব্রহ্মজ্ঞান পাঠ ও শ্রবণ করেন, সে সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা হইয়া, শিবলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

স্থূলস্য লক্ষণং ব্রূহি কথং মনো বিলীয়তে।
পরমার্থঞ্চ নির্ব্বাণং স্থূলসূক্ষ্মস্য লক্ষণম্॥ ১৬॥

পার্ব্বতী কহিলেন॥

স্থূল দেহের লক্ষণ কি? মন কিরূপে লয় প্রাপ্ত হয়? পরমার্থ, নির্ব্বাণ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের লক্ষণ কি? সমুদায় কীর্ত্তন করুন॥ ১৬॥

শ্রীমহাদেব উবাচ

পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
স্থূলরূপী স্থিতোহয়ং সূক্ষ্মঞ্চ হ্যন্যথা স্থিতম্॥ ১৭॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ দেহ বলে। সূক্ষ্ম দেহ অন্য প্রকারে ব্যবস্থিত হইয়াছে।

মনো বিলীয়তে তত্র বাসনাক্ষয় এব চ।
পরমার্থঞ্চ নির্বাণং তদেবাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ ১৮॥

বাসনার ক্ষয় হইলেই, মনের লয় হইয়া থাকে। মনীষিগণ মনের এই লয়াবস্থাকেই পরমার্থ নির্ব্বাণ নামে অভিহিত করেন॥ ১৮॥

যুষ্মদস্মৎপ্রকারেণ বাসনা বিততে ধ্রুবম্।
বলগতে মানবো যত্র কূপভেকসমুস্থিতঃ॥ ১৯॥

আমি তুমি বা আমার তোমার এই প্রকার ভেদজ্ঞান সহকারে বাসনার আবিষ্কার ও বিস্তার হইয়া থাকে। মনুষ্য এই বাসনাবশে কূপমণ্ডুকের ন্যায় বিবল্গিত হয়॥ ১৯॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বাসনাক্ষয়মেব তু।
সদা সমাচরেৎ দেবি সর্ব্বলোকশুভাবহম্॥ ২০ ॥

এই কারণে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে বাসনার ক্ষয় বিষয়ে সমুদ্যত হইবে। বাসনার ক্ষয় হইলে, সকল লোকেই শুভ সংগ্রহ হইয়া থাকে॥ ২০ ॥

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ২১ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, সহস্র সহস্র অশ্বমেধ বা শত শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও, তাহার ষোড়শাংশের একাংশও লাভ করিতে পারা যায় না॥ ২১ ॥

সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলং লভতে শুচিঃ॥ ২২॥
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।

শুচি হইয়া, সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থে পর্য্যটন করিলেও, ব্রহ্মজ্ঞান জনিত পুণ্যের ষোড়শী কলা প্রাপ্ত হওয়া যায় না॥ ২২ ॥

ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যো যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্॥ ২৩ ॥

কি মিত্র, কি পুত্র, কি পিতা, কি বান্ধব, কি স্বামী, কেহই গুরুর সমান নহেন। যেহেতু, গুরুদেব পরমপদ প্রদর্শন করেন॥ ২৩॥

তস্মাৎ যত্নপরো নিত্যং সদ্গুরুং সংশ্রয়েৎ নরঃ॥
সংসারপারতমসঃ সদ্যো নিস্তারকারকম্॥ ২৪॥

এইজন্য সর্ব্বদা যত্নপরায়ণ হইয়া, সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। দেখ, সদ্গুরু সদ্য সংসাররূপ অপার অন্ধকারের পার সংঘটন করেন॥ ২৪ ॥

ইতি পরমার্থবিজ্ঞানেনামৈকাদ্বাদশ পীঠম্।

ত্রয়োদশ পীঠম্

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ব্রূহি দেব পরং জ্ঞানং ভবনিস্তারকারণম্।
মনোপশমনং দিব্যং আত্মপ্রসাদনন্তথা॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

যাহার দ্বারা সংসারনিস্তার হয়, মনের উপশম হয় ও আত্মপ্রসাদ সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই পরমজ্ঞান কীর্ত্তন করুন॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ মনশ্চৈব পঞ্চভূতানি যানি চ।
ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চৈব যাশ্চান্যাঃ পঞ্চদেবতা॥
তাশ্চৈব মনসঃ সর্ব্বে নিত্যমেবাভি মানতঃ।
জীবেন সহ গচ্ছন্তি যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥ ২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

জীব যাবৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মাকে দেখিতে না পায়, তাবৎ তাহার ভৌতিক ভাবের ক্ষয় না হওয়াতে, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী পঞ্চদেবতা, ইহারা অভিমান বশতঃ জীবের সহিত গমন করে। ফলতঃ আমি তুমি বা আমার তোমার, ইত্যাকার অহঙ্কার ও অভিমানের ক্ষয় না হইলে, কখনই মুক্তি লাভ হয় না। যতদিন সংসারে আসক্তি থাকে, অথবা যতদিন আপনাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা ইত্যাদি বলিয়া জ্ঞান থাকে, ততদিন অহঙ্কারের বিনাশ হয় না॥ ২॥

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন দেহে পশ্যতি মানবাঃ।
দেহে নষ্টে কুতো বুদ্ধির্বুদ্ধিনাশে কুতোজ্ঞতা ॥ ৩ ॥

যোগশীল পুরুষগণ ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, দেহমধ্যে সেই সর্ব্বব্যাপী সনাতন আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। অনন্তর যখন তাঁহার দেহ বিনষ্ট হয়, তখন সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার রূপ দিব্যজ্ঞান বলে তাঁহার বুদ্ধি স্বীয় কারণে লীন হয়। বুদ্ধি লীন হইলে, অজ্ঞান আর কিরূপে থাকিতে পারে? ॥ ৩ ॥

তাবদেব নিরোধঃ স্যাৎ যাবত্তত্ত্বাং ন বিন্দতি।
বিদিতে চ পরে তত্ত্বে একমেবানুপশ্যতি ॥ ৪ ॥

যতদিন না তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, ততদিন ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত রহিবে। অনন্তর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, সেই অদ্বিতীয়স্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিতে পাইবে ॥ ৪ ॥

নবচ্ছিদ্রান্বিতা দেহাঃ স্রবন্তে জালিকা ইব।
ব্রহ্মণৈব ন শুদ্ধং স্যাৎ পুমান্ ব্রহ্ম ন বিন্দতি ॥ ৫ ॥

যেরূপ সচ্ছিদ্র সলিলপাত্র হইতে জলরাশি ক্ষরিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শতছিদ্রযুক্ত দেহ হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান অনবরত ক্ষরিত হইতেছে। দেহাভিমান ও রাগদ্বেষাদি ত্যাগ করিয়া, সাক্ষাৎ ব্রহ্মের ন্যায়, নির্ম্মল না হইলে কোনরূপেই সেই পরমানন্দময় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ৫ ॥

অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং মত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে ॥ ৬ ॥

এই দেহ রাগদ্বেষাদি মলভারে পরম পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাতে যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বিরাজ করেন, তিনি সুখদুঃখাদি পার্থিব ধর্ম্মের

অতীত, এবং অভিমানাদি দোষসমূহের বহির্ভূত। তজ্জন্য তিনি সাতিশয় শুদ্ধস্বরূপ। যিনি তত্ত্বজ্ঞানবলে মার্জ্জিতবুদ্ধি হইয়া, দেহ ও দেহী উভয়ের পার্থক্য অবগত হন, তিনি কখন শোকগ্রস্ত হন না॥ ৬॥

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকারজতং যথা।
যাবন্ন জায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্॥ ৭॥

যেপর্য্যন্ত শুক্তিজ্ঞান না জন্মে, তাবৎ শুক্তিকে রজত বলিয় হয়। সেইরূপ, যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ অসত্য জগৎকে সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এই ব্রহ্ম সকলের অধিষ্ঠান ও সর্ব্বথা দ্বৈতবর্জ্জিত॥ ৭॥

সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেসত্যবদ্ভবেৎ॥ ৮॥

এই সংসার রাগদ্বেষাদিতে পরিপূর্ণ; সুতরাং অন্তঃকরণের বিকার বিশেষস্বরূপ স্বপ্নের ন্যায় অলীক ও অসার। স্বপ্ন যেমন স্বপ্নসময়ে সত্য ও জাগ্রৎ অবস্থায় সম্পূর্ণ মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়, এই সংসার তদ্রূপ অবিদ্যাবলে সত্য ও বিদ্যা প্রভাবে অসত্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকে॥ ৮॥

পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতম্।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে॥ ৯॥

জীবের এই স্থূল দেহ পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে প্রাক্তন কর্ম্মবশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে সুখ দুঃখের ভোগায়তন স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন॥ ৯॥

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥ ১০॥

প্রাণ ও অপানাদি পঞ্চ প্রাণ, চক্ষু ও কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত ও পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব সমন্বিত, অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে সমদ্ভূত দেহকে লিঙ্গদেহ বলে। এই লিঙ্গদেহই জীবের ভোগসাধন স্বরূপ ॥ ১০ ॥

সদা সর্ব্বগতোপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ ॥ ১১ ॥

আত্মা সর্ব্বগত হইলেও, সর্ব্বত্র প্রকাশিত হন না। একমাত্র বুদ্ধিতেই প্রকাশিত হয়েন। তথাহি, সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলাদি স্বচ্ছ পদার্থে যেমন প্রতিফলিত হয়, মৃত্তিকাদি মলিন বস্তুতে সেরূপ নহে ॥ ১১ ॥

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণম্।
তদ্বৃত্তিসাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা ॥ ১২ ॥

যেরূপ রাজার শক্তিতেই রাজপুরুষগণের ক্ষমতা পরিচালিত হয়; তদ্বৎ আত্মার শক্তিতেই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার বিনির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই কারণে আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ও তাহাদের ব্যাপারাদির সাক্ষী বলিয়া অবগত হইবে॥ ১২

আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থে প্রবর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ ॥ ১৩ ॥

যেরূপ লোক সকল সূর্য্যের আলোক আশ্রয় করিয়া, স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি আত্মচৈতন্য অবলম্বন করিয়াই, স্ব স্ব ব্যাপার সাধন করে ॥ ১৩ ॥

দেহেন্দ্রিয়গুণান্ কর্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি।
অধ্যস্যন্তে বিবেকেন গগনে নীলতাদিবৎ ॥ ১৪ ॥

আকাশের বাস্তবিক কোন বর্ণ নাই, ভ্রম বশতই তাহাতে নীল পীতাদি বিবিধ বর্ণের আরোপ হইয়া থাকে। সেইরূপ, অজ্ঞানবলেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে দেহেন্দ্রিয়াদির গুণ কর্ম্ম সকল অধ্যারোপিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধো ন জাত্বিতি।
জীবঃ সর্ব্বমলং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি ॥ ১৫ ॥

আত্মার বিকার নাই এবং বুদ্ধিরও বোধ নাই। জীব ঐ উভয়কে অভিন্ন ভাবিয়া, আপনাকে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টাবোধে বিমোহিত হয় ॥ ১৫ ॥

রজ্জুসর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানশ্চেন্নির্ভয়ো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

যেরূপ অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুকে সর্প ভাবিয়া ভয় হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা-বশেই আত্মাকে জীব ভাবিয়া লোকের ভয় সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং রজ্জু বোধ হইলে যেমন সর্পভয় দূর হয়, তদ্রূপ আমি জীব নহি, আমি পরমাত্মা, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে, উল্লিখিত ভয়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

আবিদ্যকং শরীরাদি দৃশ্যং বুদ্বুদবৎ ক্ষরম্।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নির্ম্মলম্ ॥ ১৭ ॥

শরীরাদি অবিদ্যাকল্পিত দৃশ্য বস্তু সকল বুদ্বুদের ন্যায়, ক্ষণবিনশ্বর। আমি ব্রহ্ম, এইরূপ নির্ম্মল পদার্থ ঐ শরীরাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, জানিবে ॥ ১৭ ॥

দেহান্যত্বান্ন তজ্জন্মজরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ।
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গো নিরিন্দ্রিয়তয়া ন চ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্ম দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ। এইজন্য, তাঁহার জন্ম নাই, জরা নাই, কৃশতা নাই ও লয় প্রভৃতি নাই। এইজন্য ইন্দ্রিয়শূন্য বলিয়া, তাহাতে রূপ রস ও গন্ধ স্পর্শাদি বিষয় সকলেরও সহিত কোনরূপ সম্পর্ক নাই ॥ ১৮ ॥

নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নির্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নির্বিকারো নিরাকারো নিত্যমুক্তোস্মি নির্মলঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মের গুণ নাই, ক্রিয়া নাই, ধ্বংস নাই, বিকল্প নাই, অবিদ্যাদি মলিনতা নাই এবং কোন বিকার বা আকার নাই। তিনি নিত্যমুক্ত ও নির্মল ॥ ১৯ ॥

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥ ২০ ॥

বেদে যাঁহাকে নিত্য শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত, দ্বৈতবর্জ্জিত, অখণ্ডস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম ॥ ২০ ॥

অহমাকাশবৎ সর্ব্বং বহিরন্তর্গতং সদা।
সদা সর্ব্বসমং শুদ্ধং নিঃসঙ্গং নির্মলং ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥

সেই অহং স্বরূপ ব্রহ্ম আকাশের ন্যায়, সকলের অন্তরে বাহিরে অধিষ্ঠান করেন, কোন কারণেই তাঁহার ক্ষয় বা ধ্বংস নাই; সর্ব্বদা সকল বস্তুতে সমভাবে বিরাজ করেন, তথাচ তাঁহার কোনপ্রকার দোষ নাই; তিনি সর্ব্বথা নির্লিপ্ত, নির্মল ও অবিচলিতস্বরূপ ॥ ২১ ॥

এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্ ॥ ২২ ॥

এইপ্রকার নিরন্তর পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ব্রহ্ম, ইত্যাকার সংস্কার সঞ্চরিত হইলেই, রসায়ন যেমন রোগ সকলের নিরাকরণ করে, তদ্বৎ সেই জ্ঞান সহায়ে অবিদ্যাক্ষেপ সমস্ত তিরোহিত হয় ॥ ২২ ॥

বিবিক্তদেশ আসীনো বিরাগো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ ॥ ২৩ ॥

বিবিক্ত দেশে উপবেশন, রাগদ্বেষাদি বিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমন পূর্ব্বক অনন্যবুদ্ধি হইয়া সেই অনন্তস্বরূপ অদ্বিতীয়স্বরূপ আত্মাকে ভাবনা করিবে ॥ ২৩ ॥

আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়া সুধীঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্ম্মলাকাশবৎ সদা ॥ ২৪ ॥

সুবুদ্ধি পুরুষ বুদ্ধি সহায়ে আত্মাতে অখিল দৃশ্যজাত লয় করিয়া নির্ম্মল আকাশের ন্যায়, অনন্তস্বরূপ সর্ব্বাধার সেই একমাত্র আত্মাকে সর্ব্বদা ভাবনা করিবে ॥ ২৪ ॥

রূপবর্ণাদিকং সর্ব্বং বিহায় পরমার্থবিৎ।
পরিপূর্ণচিদানন্দস্বরূপেণাবতিষ্ঠতি ॥ ২৫ ॥

পরমার্থবিৎ পুরুষ রূপবর্ণাদিবিশিষ্ট যাবতীয় বাহ্য বিষয় পরিহার করিয়া, পরমপূর্ণস্বভাব জ্ঞানানন্দ স্বরূপে অবস্থিতি করিবেন ॥ ২৫ ॥

জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মায় জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ভেদ নাই। এই জন্য মন দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। কিন্তু তিনি জ্ঞানানন্দস্বরূপ। এইজন্য ভক্তের হৃদয়ে স্বয়ংই বিরাজমান হন ॥ ২৭ ॥

এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতিজ্বালা সর্ব্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ॥ ২৭ ॥

এইরূপে আত্মরূপ অগ্নিজনক কাষ্ঠে ধ্যানরূপ মথন করিলে, জ্ঞানরূপ হুতাশন সমুত্থিত হইয়া, অজ্ঞানরূপ ইন্ধন দগ্ধ করে ॥ ২৮ ॥

অরুণেনৈব বোধেন পূর্ব্বং তত্তিমিরে হৃতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ॥ ২৮ ॥

দিবাকর যেরূপ অরুণের সহায়তায় সমুদায় অন্ধকার নিরাকরণ করিয়া, সমুদিত হন, আত্মা তদ্রূপ জ্ঞানজ্যোতি দ্বারা অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিয়া, স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

স্থাণৌ পুরুষবদ্‌ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্‌ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে ॥ ২৯ ॥

যেরূপ ভ্রমবশে মুড়াগাছকে পুরুষ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান বশে ব্রহ্মকে জীব বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অনন্তর জ্ঞানের উদয়ে, জীবের যথার্থ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, ব্রহ্মকে আর জীব বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৩০ ॥

তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নং জ্ঞানমঞ্জসা।
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ ॥ ৩০ ॥

যেরূপ দিকের প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, দিগ্‌ভ্রমাদি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তত্ত্বস্বরূপের অনুভব সহায়ে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা আমি আমার ইত্যাকার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোন্যন্ন কিঞ্চন।
মৃদো যদ্বদ্‌ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে ॥ ৩১ ॥

ঘট ও শরাবাদি বস্তু সকল যেরূপ একমাত্র মৃত্তিকারই পরিণাম বা বিকার স্বরূপ, অন্য বস্তুর নহে, তদ্রূপ সমস্ত জগৎ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ এইরূপে পরিপূর্ণস্বরূপ একমাত্র আত্মাকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন ॥ ৩২ ॥

সম্যগ্বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
এবঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৩৩ ॥

সম্যগ্রূপবিজ্ঞানবিশিষ্ট যোগী পুরুষ জ্ঞানচক্ষু সহায়ে স্বীয় আত্মাতে এই অখিল জগৎ ও অখিল জগতে সেই একমাত্র আত্মাকেই দর্শন করে ॥ ৩৩ ॥

জীবন্মুক্তস্তু তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজেৎ ভ্রমরকীটবৎ ॥ ৩৪ ॥

যাহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, তাদৃশ জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পুর্ব্বোপাধি গুণ সকল পরিত্যাগ করেন এবং তৈলপায়ী কীট যেমন প্রগাঢ় চিন্তাবশে ভ্রমরকীটের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা করিয়া, তদীয় স্বরূপে পরিণত হন ॥ ৩৪ ॥

তীর্ত্বা মোহার্ণবং হিত্বা রাগদ্বেষাদিরাক্ষসান্।
যোগী শান্তিসমাযুক্ত আত্মারামো বিরাজতে ॥ ৩৫ ॥

রাম যেরূপ সাগর পার হইয়া, রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া, সুহৃৎ ও অমাত্য প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, যোগী সেইরূপ মোহ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া, রাগদ্বেষাদি রাক্ষসগণের সংহার পুরঃসর জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতির সহিত মিলিত ও আত্মারাম হইয়া, বিরাজ করেন ॥ ৩৫ ॥

বাহ্যানিত্যসুখাসক্তিং হিত্বাত্মসুখনির্বৃতঃ।
ঘটস্থদীপবৎ শশ্বদন্তরেব প্রকাশতে ॥ ৩৬ ॥

যোগী পুরুষ বাহ্য অনিত্য সুখাসক্তি ত্যাগ করিয়া, আত্মসুখে নির্বৃত হইয়া ঘটমধ্যস্থ দীপপ্রভার ন্যায়, অন্তরে সর্ব্বদা প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৭ ॥

যাঁহাকে পাইলে, সকল পাওয়া হয় ও যাঁহাকে জানিলে সকল জানা হয় এবং যিনি সকল সুখের চরমসীমা, তিনিই ব্রহ্ম, জানিবে ॥ ৩৭

যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্‌ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৮ ॥

যাঁহাকে দেখিলে, আর কিছুই দেখিতে হয় না, অথবা যাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে আর জন্মিতে হয় না, কিম্বা যাঁহাকে জানিলে আর কিছুই জানিতে হয় না, তিনিই ব্রহ্ম, জানিবে ॥ ৩৮ ॥

তির্য্যগূর্দ্ধমধঃপূর্ণং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৯ ॥

যিনি তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ অধঃ সর্ব্ব প্রকারে বা সকল অবস্থাতেই পরিপূর্ণ, যিনি সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, যাঁহার অন্ত নাই, কোনকালে বিনাশ ও স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই, তিনিই ব্রহ্ম, জানিবে ॥ ৩৯ ॥

অতদ্‌ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ম্।
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৪০ ॥

বেদান্তে যাঁহাকে ইহা নহে, ইহা নহে, বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছে, যিনি দ্বৈতরহিত, ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ স্বরূপ, এবং যাঁহার স্বজাতীয় বা বিজাতীয় কোন প্রকার ভেদ নাই, তিনিই ব্রহ্ম, জানিবে ॥ ৪০ ॥

অখণ্ডানন্দরূপস্য তস্যানন্দলবাশ্রিতাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনো ভবাঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মাদি ব্যক্তিবর্গ সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দকণা

আশ্রয় করিয়া, স্ব স্ব উপাধির তারতম্যানুসারে আনন্দ অনুভব করেন ॥ ৪১ ॥

তদযুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদর্থিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে ॥ ৪২ ॥

যেহেতু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মে মিলিত আছে এবং যেহেতু যাবতীয় ব্যবহার তাঁহাতেই সংযুক্ত রহিয়াছে, সেইহেতু, দুগ্ধে যেরূপ সর্ব্বতোভাবে ঘৃত ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ সেই ব্রহ্ম সকল ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজমান হইতেছেন ॥ ৪২ ॥

অনণ্বস্থূলমহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ম্।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

যিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন ও দীর্ঘ নহেন, যাঁহার জন্ম নাই, বিনাশ নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, বর্ণ নাই ও নাম নাই, তিনিই ব্রহ্ম, জানিবে ॥ ৪৩ ॥

যদ্‌ভাসা ভাস্যতেঽর্কাদির্ভাস্যৈর্যত্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৪৪ ॥

সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সমুদায় যাঁহার জ্যোতিতে প্রতিভাত হয়; কিন্তু যিনি সূর্য্যাদি স্বপ্রকাশ্য বস্তু দ্বারা প্রকাশিত হন না এবং যাঁহার প্রকাশে দৃশ্যমান পদার্থজাত প্রকাশিত হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম, জানিবে ॥ ৪৪ ॥

স্বয়মন্তর্বহির্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিপ্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ ॥ ৪৫ ॥

অগ্নি যেমন লৌহপিণ্ডের অন্তর বাহির প্রকাশ করিয়া, স্বয়ং প্রকাঃ

শিত হয়, সেই ব্রহ্ম তেমনি সমুদায় পদার্থের অন্তর বাহির ব্যাপ্ত করিয়া প্রকাশসাধন করতঃ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোন্যন্ন কিঞ্চন।
ব্রহ্মান্যদ্ভাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা ॥ ৪৬ ॥

সেই ব্রহ্ম জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। মরুভূমিতে প্রকাশমান মরীচিকা যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ ব্রহ্মভিন্ন প্রকাশমান বস্তুমাত্রেই মিথ্যা ॥ ৪৬ ॥

দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্যদ্ব্রহ্মণোন্যন্ন বিদ্যতে।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

যাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নহে। যেহেতু, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অক্ষয় স্বরূপে প্রতিভাত হয়েন ॥ ৪৭ ॥

ইতি পরমার্থবিজ্ঞাননামকং
ত্রয়োদশপীঠং সমাপ্তম্।

চতুর্দ্দশ পাঠম।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

অধুনা ব্রূহি দেবেশ গৃহধর্ম্মং সনাতনম্।
যং কৃত্বা লভতে সৌখ্যং সর্ব্বসৌভাগ্যসঙ্গতম ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

দেবেশ। অধুনা সনাতন গৃহধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন। যাহার অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন সুখ সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

গৃহিণাং বহু কর্ত্তব্যং যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
অতএব মহেশানি গার্হস্থ্যং প্রথমং বিদুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

গৃহিদিগকে অনেক কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মাদি সমুদায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই কারণেই গার্হস্থ্য আশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত আছে ॥ ২ ॥

ঈশ্বরং প্রথমং বিদ্ধি কর্ত্তব্যং পরমেশ্বরি।
আত্মানঞ্চ ততো বিদ্ধি কর্ত্তব্যং সর্ব্বসন্নিধিম্ ॥ ৩ ॥

ঈশ্বরসাধন প্রথম কর্ত্তব্য এবং আত্মসাধন দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। এই দ্বিবিধ কর্ত্তব্য অন্যান্য যাবতীয় কর্ত্তব্যের নিধান ॥ ৩ ॥

গার্হস্থ্যং আদিমং স্থানং দ্বয়োরেব মহেশ্বরি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গার্হস্থ্যং শুভমাচরেৎ ॥ ৪ ॥

গার্হস্থ্য আশ্রম এই দ্বিবিধ কর্ত্তব্য সাধনের প্রথম ক্ষেত্র। এইকারণে সর্ব্বপ্রযত্নে গার্হস্থ্য আশ্রমের অনুসরণ করিবে ॥ ৪ ॥

পিতৃমাতৃপরো ভূত্বা সেবতে বহুযত্নতঃ।
মাতা স্যাৎ প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ পিতা চ পুরুষঃ পরঃ ॥ ৫ ॥

গৃহী পুরুষ পিতৃমাতৃপরায়ণ হইয়া, বহু যত্ন সহকারে তাঁহাদের সেবা করিবে। মাতা সাক্ষাৎ প্রকৃতি এবং পিতা সাক্ষাৎ পুরুষ ॥ ৫ ॥

ন মাতা ভবনে যস্য পিতা বা পরমেশ্বরি।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং ইত্যেবং বিদুষাং মতিঃ ॥ ৬ ॥

পিতা বা মাতা যাহার গৃহে নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্ত্তব্য; পণ্ডিতগণ এইরূপ মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

নমেত পিতৃচরণৌ পিবেৎ পাদোদকং সদা।
বহেদাজ্ঞাং তথা দেবি বিচারং পরিহায় চ ॥ ৭ ॥

গৃহী পুরুষ প্রতিদিন পিতা মাতার চরণ বন্দনা ও তাঁহাদের পাদোদক পান এবং তাঁহাদের আজ্ঞা যথাবিধি পালন করিবে। এ বিষয়ে কোন বিচার করিবে না ॥ ৭ ॥

কীটযোনিং ন গন্তুং চেৎ মতিস্তৎ সর্ব্বথা শুভে।
নাবজ্ঞাং কুত্রচিৎ কুর্য্যাৎ জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা ॥ ৮ ॥

যদি কীটযোনি গমন করিতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে, জানিয়া বা না জানিয়াই হউক, তাঁহাদের প্রতি কোনকালে কোনরূপে অবজ্ঞা করিবে না ॥ ৮ ॥

যৎপ্রীতো দেবতা প্রীতাঃ সর্ব্বা এব ন সংশয়ঃ।
কো মূঢ়ঃ সাধনে দেবি নাভ্যসেৎ সর্ব্বথা তয়োঃ ॥ ৯ ॥

যে পিতা মাতা সন্তুষ্ট থাকিলে, সমুদায় দেবতা প্রসন্ন হন, কোন মূঢ় সেই পিতা মাতার প্রীতিসাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্ন না করিবে ॥৯॥

মাতা স্বর্গং পিতা স্বর্গং চতুর্ব্বর্গঞ্চ পার্ব্বতি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তয়োঃ প্রীতিং সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

পিতা মাতা উভয়েই স্বর্গ এবং উভয়েই চতুর্ব্বর্গ; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের প্রীতিসাধন করিবে ॥ ১০ ॥

সৌভ্রাত্রং দুর্লভং রত্নং সর্ব্বসৌভাগ্যসাধনম্।
তৃণৈরপি সমাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে দন্তিনঃ যতঃ ॥ ১১ ॥

তৃণ সকল পরস্পর একত্র করিয়া, রজ্জুর আকারে পরিণত করিলে, তদ্দ্বারা হস্তিদিগকেও বন্ধন করা যায়। এই কারণে ভ্রাতৃগণের মধ্যে সদ্ভাব থাকা কর্ত্তব্য। সৌভ্রাত্ররূপ পরম রত্ন সকল সৌভাগ্যের সাধন ॥ ১১ ॥

তদন্যথা নাবসাদঃ স্যাৎ বিপদা শতসঙ্গতঃ।
সন্তোষং পরমং বিদ্ধি সুখঞ্চ নিত্যবর্দ্ধিতম্ ॥ ১২ ॥

যেখানে সৌভ্রাত্ররূপ পরম রত্ন বিরাজমান, সপরিবারে কখন শত শত বিপদঘটনার সহিত অবসাদ উপস্থিত হয় না। প্রত্যুত, তথায় নিত্যবর্দ্ধিত সুখ ও সন্তোষ বিরাজমান হয় ॥ ১২ ॥

একবৃক্ষে শাখা যদ্বৎ ভিন্নভাবো ন বিদ্যতে।
ভ্রাতরো ন তথা ভিন্নাঃ পিতৃসাদৃশ্যেন পার্ব্বতি ॥১৩॥

এক বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন শাখা সকল যেরূপ পরস্পর অভিন্ন, তদ্রূপ এক পিতা হইতে সমুদ্ভূত ভ্রাতৃগণ পরস্পর ভেদশূন্য ॥ ১৩ ॥

কলহো যত্র তেষাং বৈ তত্র লক্ষ্মীর্ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিগ্রহং মা সমাচরেৎ॥ ১৪॥

যে গৃহে ভ্রাতৃগণ পরস্পর কলহ করে, তথায় লক্ষ্মী অবস্থিতি করেন না। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে কলহ পরিত্যাগ করিবে॥ ১৪॥

রক্ষয়েৎ যত্নতো দারান্ প্রীণয়েদভিলাসতঃ।
আত্মা বৈ জায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ জায়া ইতি স্মৃতম্॥ ১৫॥

আত্মা পুত্ররূপে পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, সেই হেতু, তাহার নাম জায়া বলিয়া পরিগণিত। এই কারণে যত্ন সহকারে স্ত্রীর রক্ষা ও মনোরথ পূরণ দ্বারা তাহার প্রীতি সংবিধান করিবে॥ ১৫॥

বিদ্যামভ্যাসয়েৎ পুত্রান্ আত্মবৎ পরিচারতঃ।
পরলোকহিতার্থায় ঐহিকার্থায় পার্ব্বতি॥ ১৬॥

পুত্র সাক্ষাৎ আত্মার সমান। অতএব সবিশেষ যত্ন সহকারে তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবে। তাহা হইলে, ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গল লাভ হইবে॥ ১৬॥

পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূন্ আত্মমঙ্গলকাম্যয়া।
অবিচারপরো ভূত্বা এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৭॥

আপনার মঙ্গলকামনায় অবিচারিত চিত্তে স্বজন ও বন্ধুবর্গের পোষণ করিবে। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম॥ ১৭॥

জনন্যা বর্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রয়োজিতঃ।
উত্তমঃ পালয়েত্তেষাং সোধমস্তান্ পরিত্যজেৎ॥ ১৮॥

এই দেহ জননী কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত ও জনক কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি তাহাদের পালন করে, সেই উত্তম ও যে ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সেই অধম॥ ১৮॥

এবামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মোহ্যেষ সনাতনঃ ॥ ১৯ ॥

শত শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও, সতত ইহাদের প্রীতিসাধন করিবে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম ॥ ১৯ ॥

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ২০ ॥

গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞান করিয়া, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করিবে ॥ ২০ ॥

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতৈরপি ॥ ২১ ॥

গৃহী ব্যক্তির প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, অতিথি ও ভ্রাতৃবর্গকে ত্যাগ করিয়া ভোজন করিবে না ॥ ২১ ॥

বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈবলোকে গার্হ্যসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ ॥ ২২ ॥

যে গৃহস্থ পিতা মাতাদি গুরুবর্গ ও বন্ধুদিগকে বঞ্চনা করিয়া, আত্মোদর ভরণ জন্য ভোজন করে, সে ইহলোকে নিন্দনীয় ও পরলোকে নরকগামী হয় ॥ ২২ ॥

স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বান্ অন্যথা নারকী ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

স্বীয় স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে, পর রমণীকে স্পর্শ করিবে না। দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, পরস্ত্রীকে স্পর্শ করিলে, নরকগামী হইতে হয় ॥ ২৩ ॥

বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া ।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ ॥ ২৪ ॥

প্রাজ্ঞ পুরুষ নির্জ্জনে পরস্ত্রীর সহিত শয়ন, বা অবস্থান করিবে না ; এবং কোন রমণীর প্রতি অযুক্ত বাক্য প্রয়োগ ও শৌর্য্য প্রদর্শন করিবে না ॥ ২৪ ॥

যস্মিন্ নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা ।
সর্ব্বধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবত্যা প্রিয় এব সঃ ॥ ২৫ ॥

পতিব্রতা ভার্য্যা যে ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্টা, সে তোমার প্রীতি সম্ভোগ ও সমুদায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান জনিত ফল লাভ করে ॥ ২৫ ॥

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি তাড়য়েৎ দশতস্ততঃ ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রমিবাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রগণের লালন, পঞ্চদশ পর্য্যন্ত তাড়ন এবং ষোড়শ বর্ষ উপস্থিত হইলে, পুত্রের প্রতি মিত্রবৎ ব্যবহার করিবে ॥ ২৬ ॥

বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরযেদ্ গৃহকর্ম্মসু ।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥ ২৭ ॥

বিংশতিবর্ষ বয়স হইলে, পুত্রদিগকে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত ও আপনার সমান জ্ঞান করিয়া, তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে ॥ ২৭ ॥

এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি ।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদগৃহী ॥ ২৮ ॥

গৃহস্থ এইরূপ বিধানে ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যবর্গের পালন ও সন্তোষ সম্পাদন করিবে ॥ ২৮ ॥

বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ বিভবে সতি পার্ব্বতি ।
পালয়েৎ অতিথীন্ ভৃত্যানুদাসীনাংস্তথৈব চ ॥ ২৯ ॥

সম্পত্তি থাকিতে গৃহস্থ কখন শঠতা করিবে না। যথাসাধ্য ব্যয় পূর্ব্বক অতিথি, ভৃত্য ও উদাসীনবর্গের পালন করিবে ॥ ২৯ ॥

পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ।
বিত্তশাঠ্যং যঃ করোতি বিভবে সতি পার্ব্বতি ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি সম্পত্তি থাকিতে, বিত্তশাঠ্য প্রদর্শন করে, সে পাতকগ্রস্ত; লোকনিন্দিত ও পশু মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

নিদ্রালস্যং দেহযত্নং নাতিরিক্তং সমাচরেৎ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে সর্ব্বথাতি বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩১ ॥

অতিরিক্ত নিদ্রা যাইবে না। এবং দেহের অতিমাত্র যত্ন করিবে না। অশন ও বসন প্রভৃতিতে অতিমাত্র আসক্তি সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে ॥ ৩১ ॥

মিতাহারো মিতনিদ্রো মিতবাঙ্‌মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৩২ ॥

আহার, নিদ্রা, মৈথুন এই সকলের পরিমিত ব্যবহার করিবে। মিত ভাষী, বিনয়ী, শুচি, দক্ষ, বিশুদ্ধস্বভাব ও সকল কার্য্যে আলস্যহীন হইবে ॥ ৩২ ॥

জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ।
আচারপূতো বিনয়ী বান্ধবে চ ভবেৎ গুরৌ ॥ ৩৩ ॥

নিন্দিত লোকের সমাদর ও মানীর অনাদর করিবে না। সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধচরিত্র হইবে এবং বান্ধব ও গুরুজনের প্রতি নম্র ব্যবহার করিবে ॥ ৩৩

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ।
গুরুণা লঘুনা বাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ গৃহী আপনার যশ বা পৌরুষ নিজমুখে কীর্ত্তন করিবে না। এবং যশস্বী পুরুষ গুরু বা লঘু কাহার সহিত বিবাদ করিবে না ॥ ৩৪ ॥

মিথ্যাং দ্রোহমসৎসঙ্গং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জয়েৎ।
বিদ্যামর্থং যশো ধর্ম্মং যত্নবান উপার্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

মিথ্যা বলিবে না, কাহারও অনিষ্ট করিবে না, অসৎসঙ্গে বাস করিবে না; বিদ্যা, অর্থ, যশ ও ধর্ম্ম সবিশেষ উদ্যোগ সহকারে উপার্জ্জন করিবে ॥ ৩৫ ॥

জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্ত্যঃ স্যাদ্দৃঢ়ব্রতঃ।
অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

জিতেন্দ্রিয় হইবে, প্রসন্নচিত্ত হইবে, সুচিন্ত্য হইবে, দৃঢ়ব্রত হইবে, অপ্রমত্ত হইবে, দীর্ঘদর্শী হইবে, এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিষয়ক সম্বন্ধ বিশেষরূপে বিচার করিয়া, সমুদায় কার্য্য করিবে ॥ ৩৬ ॥

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মশ্লাঘাং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বথা ধৈর্য্যশালী হইবে, সত্য মৃদু প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিবে; আত্মশ্লাঘা বা পরের নিন্দা করিবে না ॥ ৩৭ ॥

সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্ননুরক্তাঃ সুহৃজ্জনাঃ।
গায়ন্তি যদ্যশো লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

পিতা মাতা যাহার প্রতি সন্তুষ্ট, সুহৃদ্বর্গ যাহার প্রতি অনুরক্ত এবং লোক সকল যাহার যশোগানে প্রবৃত্ত, সেই ব্যক্তিই লোকত্রয় জয় করিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

সত্যব্রতো দয়াশীলো দীনানামুপকারকঃ।
বিরক্তঃ পরদারেষু তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৩৯ ॥

যে ব্যক্তি সত্যব্রত, দয়াবান্ দীনগণের উপকারী, এবং পরদার পরাঙ্মুখ, সেই লোকত্রয় জয় করিয়াছে ॥ ৩৯ ॥

কামক্রোধৌ বশে যস্য নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যবিহীনো তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৪০ ॥

কাম ও ক্রোধ যাহার বশীভূত, পরের বস্তুতে যাহার স্পৃহা নাই, এবং যাহার দম্ভ বা মাৎসর্য্য কিছুই নাই, সেই ব্যক্তি লোকত্রয় জয় করিয়াছে ॥ ৪০ ॥

অসংশয়াত্মা সুশ্রদ্ধঃ শাস্ত্রবাচারতৎপরঃ।
সদ্দাসনে স্থিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৪১ ॥

যাহার আত্মা সংশয়হীন, পরলোকে যাহার অতিমাত্র বিশ্বাস, যে ব্যক্তি শৈবাচারপরায়ণ ও সাধুগণের আদিষ্ট পদবীর অনুসারী, সেই লোকত্রয় জয় করিয়াছে ॥ ৪১ ॥

জ্ঞানং যত্র ক্ষমা যত্র সর্ব্বত্র সমদর্শনম্।
নিশ্চয়ং বিদ্ধি মাহেশি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৪২ ॥

যে ব্যক্তি জ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সর্ব্বত্র সমদর্শী; হে মাহেশি! নিশ্চয় জানিবে, সেই ব্যক্তি লোকত্রয় জয় করিয়াছে ॥ ৪০ ॥

শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

শৌচ দ্বিবিধ, বাহ্য শৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ। তন্মধ্যে পরব্রহ্মে আত্ম সমর্পণের নাম আন্তরিক শৌচ ॥ ৪৩ ॥

অদ্ভির্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণম্।
দেহশুদ্ধির্ভবেদ্যেন বাহ্যং শৌচং তদুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

জল দ্বারা বা ভস্ম দ্বারা মলাপকর্ষণ পূর্ব্বক দেহশুদ্ধির নাম বাহ্য শৌচ ॥ ৪৪ ॥

কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ প্রিয়ে।
মনঃ পূতং ভবেদ্যেন গৃহস্থস্তং তদাচরেৎ ॥ ৪৫ ॥

প্রিয়ে! এই শৌচাশৌচ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব। যাহাতে মনঃপূত হইবে, গৃহস্থ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৪৫ ॥

নিদ্রান্তে মৈথুনস্যান্তে ত্যাগান্তে মলমূত্রয়োঃ।
ভোজনান্তে মলেস্পৃষ্টে বহিঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ৪৬ ॥

নিদ্রার পর, স্ত্রীসংসর্গের পর, মলমূত্রপরিত্যাগের পর, আহারের পর মলস্পর্শ করিলে, বাহ্য শৌচ বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

স ধন্যঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যবদ্ধঃ যো ভবেদ্ভুবি মানবঃ ॥ ৪৮ ॥

যে ব্যক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, সেই পৃথিবীতে ধন্য, কৃতী ও পরমার্থবিৎ ॥ ৪৭ ॥

ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ বাপি মাতৃবৎ পরিপালয়েৎ।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা ॥ ৪৮ ॥

স্ত্রী যদি সাধ্বী ও পতিব্রতা হয়, তাহা হইলে, ঘোর কষ্টেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না, জননীর ন্যায় সর্ব্বদা পালন করিবে, কদাচ তাড়না করিবে না ॥ ৪৮ ॥

ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং কৃচিদাচরেৎ ॥ ৪৯ ॥

ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, মিষ্ট বাক্য, এই সকল দ্বারা সর্ব্বদা স্ত্রীর সন্তোষ সম্পাদন করিবে, কখনও তাঁহার অপ্রিয় আচরণ করিবে না ॥ ৪৯ ॥

সৌহার্দং ব্যবহারাশ্চ প্রবৃত্তিঃ প্রকৃতির্নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বেদিতব্যং মহেশ্বরি ॥ ৫০ ॥

সহবাস ও তর্ক দ্বারা লোকের সৌহার্দ, ব্যবহার, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অবগত হইবে ॥ ৫০ ॥

ব্যবহারেণ জায়ন্তে শত্রবো বান্ধবাস্তথা।
ইতি মত্বা মহেশানি সাধুশীলঃ সদা ভবেৎ ॥ ৫১ ॥

ব্যবহার দ্বারাই লোকে লোকের শত্রু বা মিত্র হইয়া থাকে। ইহা বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা সাধুশীল হইবে ॥ ৫১ ॥

অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্মানুসংচরেৎ ॥ ৫২ ॥

চেষ্টা যেমন অবস্থার অনুগত, ক্রিয়া তেমনি সময়ের অনুগামিনী। অতএব অবস্থা ও সময় পরিদর্শন পুর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৫২ ॥

যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়কৃৎ সদা।
মিতবাঙ্মিতহাসঃ স্যাৎ মান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ ॥ ৫৩

যাহাতে লব্ধ বস্তুর রক্ষা ও অলব্ধ দ্রব্যের সমাগম হয়, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে রত হইবে, দক্ষ ও ধার্ম্মিক হইবে; সকলের প্রিয়কারী হইবে; এবং সর্ব্বজনসমক্ষে, বিশেষতঃ মান্য ব্যক্তির নিকট মিতভাষী ও মিতহাস্য হইবে ॥ ৫৩ ॥

মাপ্রিয়ং কস্যচিৎ কুর্য্যাৎ বদেৎ চিন্তেৎ কদাচন।
গৃহস্থোঽসাবিতি দেবি ধর্ম্ম এব সনাতনঃ ॥ ৫৪ ॥

কাহার অপ্রিয় অনুষ্ঠান বা তাহার চিন্তাও করিবে না এবং কাহাকে কখন অপ্রিয় কথা কহিবে না ॥ ৫৪ ॥

আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনম্।
গৃহ্যকং বস্তুজাতঞ্চ সদা স্বচ্ছং প্রশস্যতে॥ ৫৫॥

আসন, বসন, পাত্র, শয্যা, যান, নিকেতন ও গৃহসামগ্রী সমুদায় যত পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন হইবে, ততই প্রশস্ত॥ ৫৫॥

সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা।
গৃহস্থো নিয়তং কুর্য্যাৎ নৈবাতিষ্ঠেৎ নিরুদ্যমঃ॥ ৫৬।

গৃহস্থ আহ্নিক কার্য্য সমাপন করিয়া, নিয়ত গৃহকর্ম্ম বা অধ্যয়ন করিবে; নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া থাকিবে না॥ ৫৬॥

পুণ্যতীর্থে পুণ্যতিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
জপং দানং প্রকুর্ব্বীত শ্রেয়সাং সাধনায় বৈ॥ ৫৭॥

পুণ্য তীর্থে, পুণ্য তিথিতে ও চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণে জপ ও দান করিলে, শ্রেয় লাভ হইবে॥ ৫৭॥

মাসবৎসরপক্ষাণামারম্ভদিনমাহ্নিকে।
চতুর্দ্দশাষ্টমী শুক্লা তথৈবৈকাদশী কুহূঃ॥
নিজজন্মদিনঞ্চৈব পিত্রোর্ম্মরণবাসরঃ।
বৈধোৎসবদিনঞ্চৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৮॥

মাসের প্রথম দিন, বৎসরের প্রথম দিন, পক্ষের প্রথম দিন, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, শুক্লপক্ষীয় একাদশী, অমাবস্যা, আপনার জন্মদিন, পিতামাতার মরণবাসর, বিধিবিহিত উৎসব দিন, এই সকলকে পুণ্যকাল বলে॥ ৫৮॥

গঙ্গানদী মহানদ্যো গুরোঃ সদনমেব চ।
প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৫৮॥

গঙ্গানদী, মহানদী, গুরুগৃহ ও প্রসিদ্ধ দেবতাস্থান 'পুণ্যতীর্থ' বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে॥ ৫৮॥

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্ ॥ ৫৯ ॥

পতির মর্য্যাদা বা পতির সেবা করিতে জানে না, এবং ধর্ম্মের শাসন অবগত নহে, পিতা এরূপ বালিকা কন্যার বিবাহ দিবেন না ॥ ৫৯ ॥

নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়াৎ নরাকৃতিপশুংস্তথা।
বহূপকারকাং গাশ্চ মাংসাদান্ রসবর্জ্জিতান্ ॥ ৬০ ॥

নরমাংস, নরাকৃতি পশুর মাংস, বহূপকারী গোর মাংস এবং গৃধ্রাদি মাংসভোজী জন্তুগণের নীরস মাংস ভোজন করিবে না ॥ ৬০ ॥

ভূমিজাতানি সর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে।
ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ ॥

ভূমিজাত, গ্রামজাত ও অরণ্যজাত বিবিধ ফলমূল স্বেচ্ছানুসারে ভোজন করা যাইতে পারে ॥ ৬১ ॥

অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমম্।
অশক্তৌ ক্ষত্রবিশাং বৃত্তৈর্নির্ব্বাহমাচরেৎ ॥ ''

অধ্যাপন ও যাজন এই দুটি ব্রাহ্মণের বিহিত ব্রত। এই দুইয়ে অশক্ত হইলে, ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের বৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে ॥ ৬২ ॥

ক্ষত্রিয়াণাং ব্রতং দেবি সংগ্রামো ভূমিশাসনম্।
অত্রাশক্তৌ বণিগ্বৃত্তিং শূদ্রবৃত্তিমথাশ্রয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

সংগ্রাম ও রাজ্যশাসন ক্ষত্রিয়ের উৎকৃষ্ট ব্রত। এ বিষয়ে অশক্ত হইলে বৈশ্যবৃত্তি অথবা শূদ্র বৃত্তি অবলম্বন করিবে ॥ ৬৩ ॥

বণিজ্যাশক্তবৈশ্যানাং শূদ্রবৃত্তমদূষণম্ ।
শূদ্রাণাং পরমেশানি সেবাবৃত্তির্বিধীয়তে ॥

বৈশ্যের বৃত্তি বাণিজ্য। তাহাতে অপারগ হইলে, শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করা তাহার পক্ষে দোষাবহ নহে। সেবাই শূদ্রের বিহিত বৃত্তি ॥ ৬৪

অদ্বেষ্টা নির্ম্মমঃ শান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ম্মৎসরো নিষ্কপটঃ স্ববৃত্তৌ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥

ব্রাহ্মণ দ্বেষরহিত, মমতারহিত, মৎসররহিত, কপটরহিত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও শান্তস্বভাব হইয়া, স্ববৃত্তির অনুসরণ করিবেন ॥ ৬৫ ॥

অধ্যাপয়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা শিষ্যান্ সন্মার্গগামিনঃ ।
সর্ব্বলোকহিতৈষী স্যাৎ পক্ষপাতবিনির্মুখঃ ॥ ৬৬ ॥

ব্রাহ্মণ পুত্রবুদ্ধিতে সন্মার্গবর্ত্তী শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন, সকল লোকের হিতৈষী হইবেন, পক্ষপাতবিহীন হইবেন ॥ ৬৬ ॥

মিথ্যাবাক্যমসূয়াঞ্চ ব্যসনাপ্রিয়ভাষণম্ ।
নীচৈঃ প্রসক্তিং দম্ভঞ্চ সর্ব্বথা সংপরিত্যজেৎ ॥ ৬৭ ॥

ব্রাহ্মণ মিথ্যাকথা, অসূয়া, ব্যসন, অপ্রিয় ভাষণ, নীচের সহিত সংসর্গ দম্ভ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৬৭ ॥

নিশ্চিত্য বস্তু তন্মূল্যমুভয়োঃ সম্মতৌ শিবে ।
পরস্পরাঙ্গীকরণং ক্রয়সিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে বস্তু ও তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ য়া, পরস্পর তাহাতে অঙ্গীকার বদ্ধ হইলে, ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া ক ॥ ৬৮ ॥

ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানাং অন্যথা ভবতি প্রিয়ে ॥ ৬৯ ॥

অদৃষ্ট বস্তু সকলের গুণ শ্রবণ দ্বারাই ক্রয়সিদ্ধি হয়। কিন্তু গুণের বিপর্য্যয় হইলে, ক্রয় অসিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানাং অন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ ॥ ৭০ ॥

কুঞ্জর, উষ্ট্র ও তুরঙ্গ ইহাদের গুণশ্রবণ দ্বারাই ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হয়। গুণের বিপর্য্যয় হইলে, ক্রয় বিক্রয় অসিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
যদ্যদঙ্গীকৃতং মর্ত্তৈস্তত্তৎ কার্য্যং শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ৭১ ॥

ঋণ, কৃষি, বাণিজ্য, ফলতঃ সমুদায় ব্যাপারেই যেরূপ অঙ্গীকার করা যায়, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করাই শাস্ত্রসম্মত ॥ ৭১ ॥

মত্তবিক্ষিপ্তবালানাং অরিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে।
রোগবিভ্রান্তবুদ্ধীনাং অসিদ্ধৌ দানবিক্রয়ৌ ॥ ৭২ ॥

মত্ত, বিক্ষিপ্ত, বালক, অরিগ্রস্ত এবং রোগা বুদ্ধিশুদ্ধিশূন্য, এরূপ ব্যক্তিগণের দান বিক্রয় অসিদ্ধ ॥ ৭২ ॥

ইতি গার্হস্থ্যোদিধর্ম্মনির্ণয় নামকং
চতুর্দ্দশপীঠং সমাপ্তম্।

পঞ্চদশ পীঠম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

গৃহস্থানামশেষাণাং ধর্ম্মানকথয়ৎ প্রভো।
সন্ন্যাসবিহিতান্ ধর্ম্মান্ কৃপয়া বক্তুমর্হসি॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

আপনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিলেন। অধুনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বং শৃণু সাম্প্রতম্॥ ২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

কলিতে অবধূতাশ্রমকেই সন্ন্যাস বলে। যেরূপে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর॥ ২॥

ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥ ৩॥

ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে, যখন সমুদায় কর্ম্মাকর্ম্ম রহিত হয়, এবং অধ্যাত্মবিদ্যায় নিপুণতা জন্মে, তখন সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিবে॥ ৩॥

বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বা সমর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রব্রজ্য নারকী ভবেৎ ॥ ৪ ॥

বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু পুত্র, পতিব্রতা স্ত্রী ও অসমর্থ বন্ধু বা পোষ্যবর্গ ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলে, নরকগামী হইতে হয় ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চকর্ম্মাধিকারিতা ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য সামান্যবর্ণ এই পাঁচ বর্ণেরই কুলাবধূত সংস্কার আছে ॥ ৫ ॥

সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মাণি পরিতোষ্য পরানপি।
নির্ম্মমো বিনয়াদ্গচ্ছেন্নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

গৃহকর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন ও আত্মীয় বান্ধবাদির পরিতোষ সংবিধান ও ইন্দ্রিয়দিগকে বিশেষরূপে জয় করিয়া, কামনাহীন ও মমতাহীন হইয়া, নিলয় হইতে প্রস্থান করিবে ॥ ৬ ॥

আহূয় স্বজনান্ বন্ধূন্ গ্রামস্থান্ প্রতিবেশিনঃ।
প্রীত্যানুমতিমান্বিচ্ছেৎ গৃহান্নির্গমিমুর্জনঃ ॥ ৭ ॥

গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রম আশ্রয়ে অভিলাষী হইলে, স্বজন, বান্ধব, প্রতিবেশী ও গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া, প্রীতি সহকারে তাহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিবে ॥ ৭ ॥

তেষামনুজ্ঞামাদায় প্রণম্য পরদেবতান।
গ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষো গৃহাদিয়াৎ ॥ ৮ ॥

তাহাদের অনুজ্ঞা গ্রহণ ও পরদেবতাকে প্রণাম করিয়া, গ্রাম প্রদক্ষিণ করত নিরপেক্ষ হইয়া, গৃহ হইতে বিনির্গত হইবে ॥ ৮ ॥

মুক্তঃ সংসারপাশেভ্যঃ পরমানন্দনির্বৃতঃ।
কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গত্বা সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥ ৯ ॥

এইরূপে সংসারপাশ হইতে মুক্ত ও পরমানন্দপানে নিবৃত হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞ কুলাবধূতের নিকট গমন করিয়া, বক্ষ্যমাণ বিধানে প্রার্থনা করিবে ॥ ৯ ॥

গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মন্ মমৈতদ্গতং বয়ঃ।
প্রসাদং কুরু মে নাথ সন্ন্যাসগ্রহণং প্রতি ॥ ১০ ॥

হে পরব্রহ্মন্! গৃহাশ্রমে আমার এই বয়স অতিবাহিত হইয়াছে। আমি সংন্যাস গ্রহণ করিব। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১০ ॥

নিবৃত্তগৃহকর্ম্মাণং বিচার্য্য বিধিবদ্গুরুম্।
শান্তং বিবেকিনং বীক্ষ্য দ্বিতীয়াশ্রমমাদিশেৎ ॥ ১১ ॥

গুরু তাহার গৃহস্থাশ্রমের কার্য্যজাত সমাহিত, শান্তি উদিত ও বিবেক সংঘটিত হইয়াছে কি, না, বিচার ও পরিদর্শন করিয়া, তাহাকে দ্বিতীয় আশ্রমে দীক্ষিত করিবেন ॥ ১১ ॥

ততঃ শিষ্যঃ কৃতস্নানো যতাত্মা বিহিতাহ্নিকঃ।
ঋণত্রয়বিমুক্ত্যর্থং দেবর্ষীনর্চ্চয়েৎ পিতৄন্ ১২ ॥

অনন্তর শিষ্য কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া, সংযত হৃদয়ে ঋণত্রয়বিমুক্তির জন্য দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের অর্চনা করিবে ॥ ১২ ॥

দেবা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্বগণৈঃ সহ।
ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ দেবব্রহ্মর্ষয়স্তথা ॥
অত্র যে পিতরঃ পূজ্যা বক্ষ্যামি শৃণু তানপি ॥ ১৩ ॥

দেবগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, রুদ্রের অনুচরবর্গ, সনকাদি ঋষিগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, ভৃগ্বাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, এবং পিতৃগণ ইহাঁদের যেরূপে পূজা করিতে হইবে, শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

পিতা পিতামহশ্চৈব প্রপিতামহ এব চ।
মাতা পিতামহী দেবি তথৈব প্রপিতামহী ॥
মাতামহাদয়োপ্যেবং মাতামহ্যাদয়োপি চ ॥ ১৪ ॥

পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহ প্রপিতামহ, প্রপিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহ, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহী, অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ, ইহাদের পূজা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

প্রাচ্যামৃষীন্ যজেদ্দেবান্ দক্ষিণস্যাং পিতৃন্ যজেৎ।
মাতামহান্ প্রতীচ্যাঞ্চ পূজয়েন্ন্যাসকর্ম্মণি ॥ ১৫ ॥

তৎকালে পূর্ব্বদিকে ঋষিগণ ও দেবগণের, দক্ষিণদিকে পিতৃগণেরও পশ্চিমদিকে মাতামহগণের পূজা করিবে ॥ ১৫ ॥

সমর্চ্চ্য বিধিবৎ তেভ্যঃ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্।
পূর্ব্বাদিক্রমতো দদ্যাদাসনানাং স্বয়ং স্বয়ম্।
দেবাদীন্ ক্রমতস্তত্র বাহ্যপূজাং সমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া, সকলের নিমিত্ত দুই দুই আসন স্থাপন ও তাহাতে ক্রমান্বয়ে দেবাদির আহ্বান পুরঃসর পূজা করিয়া, পিণ্ড প্রদান বিধির অনুসারে যথাক্রমে পিণ্ড প্রদান করিবে ॥ ১৫ ॥

সমাপ্য শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি গুরুদর্শিতবর্ত্মনা
মুমুক্ষুশ্চিত্তশুদ্ধ্যর্থমিমং মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ১৬ ॥

উক্তরূপে শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন করিয়া, গুরুর উপদিষ্ট বিধানে চিত্ত শুদ্ধির জন্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্র শত বার জপ করিবে ॥ ১৬ ॥

মন্ত্র যথা ;—

হ্রীং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতোৎ
উপাসনানুসারেণ বেদ্যাং মণ্ডলপূর্ব্বকম্।
সংস্থাপ্য কলসং তত্র গুরুঃ পূজাং সমারভেৎ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রজপসমাধানান্তর গুরু উপাসনাবিধির অনুসারে বেদীতে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে কলস স্থাপনপুরঃসর পূজাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ১৭ ॥

ততস্তু পরমং ব্রহ্ম ধ্যাত্বা শাম্ভববর্ত্মনা।
বিধায় পূজাং ব্রহ্মজ্ঞো বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ ॥ ১৮ ॥

অনন্তর শিবোক্ত পদ্ধতিক্রমে পরব্রহ্মের ধ্যান করিয়া, পূজা সমাধানান্তর বহ্নি স্থাপন করিবেন ॥ ১৮ ॥

প্রাগুক্ত সংস্কৃতে বহ্নৌ স্বকল্পোক্তহুতিং গুরুঃ
দত্ত্বা শিষ্যং সমাহূয় সাকল্যং হাবয়েত্তু তম্ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর গুরু প্রাগুক্ত সংস্কৃত বহ্নিতে স্বকল্পোক্ত আহূতি প্রদান করিয়া, শিষ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক সাকল্য হোম করিবে ॥ ১৯ ॥

আদৌ ব্যাহৃতিভির্হুত্বা প্রাণহোমং প্রকল্পয়েৎ।
প্রাণাপানৌ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ ॥ ২০ ॥

প্রথমে বাহ্নতি দ্বারা হোম করিয়া, প্রাণহোম দ্বারা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচ বায়ুর পৃথক পৃথক হোম করিবে ॥ ২০ ॥

তত্ত্বহোমং ততঃ কুর্য্যাদ্দেহাত্মাধ্যাসমুক্তয়ে ।
পৃথিবী সলিলং বহ্নির্ব্বায়ুরাকাশমেবচ ।
গন্ধো রসশ্চ রূপঞ্চ স্পর্শঃ শব্দো যথাক্রমাৎ ।
ততো বাক্ পাণিপাদাশ্চ পায়ূপস্থৌ ততঃ পরম্ ।
শ্রোত্রং ত্বক্ নয়নং জিহ্বা ঘ্রাণং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ ।
মনো বুদ্ধিশ্চ চিত্তঞ্চাহংকারো দেহজাঃ ক্রিয়াঃ ।
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি যানি চ ।
এতানি মে পদান্তে চ শুদ্ধ্যন্তাং পদমুচ্চরেৎ ।
হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং দ্বিঠ ইত্যপি ॥ ২১

অনন্তর দেহে আত্মার অধ্যাসবিনিবৃত্তির জন্য তত্ত্ব হোম করিবে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শ্রোত্র, ত্বক্, নয়ন, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, যাবতীয় দেহজ ক্রিয়া, সমুদায় ইন্দ্রিয়কার্য্য ও প্রাণকর্ম্মসমূহ, এই সমুদায় পদোচ্চারণ সহকারে শুদ্ধ্যন্তাং অর্থাৎ শুদ্ধ হউক, এই পদ উচ্চারণ করিয়া, হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা ইত্যাদি পদ পাঠ করিবে ॥ ২২ ॥

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বানি কর্ম্মাণি দৈহিকানি চ ।
হুত্বাগ্নৌ নিষ্ক্রিয়ো দেহমৃতবচ্চিন্তয়েত্ততঃ ॥ ২২ ॥

এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও যাবতীয় দেহজ ক্রিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া, কর্ম্মহীন হইয়া, নিজদেহ মৃতবৎ ভাবনা করিবে ॥ ২২ ॥

বিভাব্য মৃতবৎ কায়ং রহিতং সর্ব্বকর্ম্মণা।
স্মরংস্তৎ পরমং ব্রহ্ম যজ্ঞসূত্রং সমুদ্ধরেৎ ॥২৩॥

স্বীয় শরীরকে উৎক্রান্ত মৃতবৎ সর্ব্বকর্ম্মবহির্ভূত ভাবনা করিয়া, পরব্রহ্মের ধ্যানধারণাপুরঃসর স্কন্ধ হইতে যজ্ঞসূত্র উত্তোলিত করিবে ॥ ২৩ ॥

ঐং ক্লীং হংস ইত্যাদি মন্ত্রেণ স্কন্ধাদুত্তার্য্য মন্ত্রবিৎ।
যজ্ঞসূত্রং করেকৃত্বা পবিত্বা ব্যাহৃতি ত্রয়ম্।
বহ্নিজায়াং সমুচ্চার্য্যং ঘৃতাক্তমনলেক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥

ঐং ক্লীং হংস ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে স্কন্ধদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র উত্তোলিত ও হস্তে ধৃত করিয়া, ব্যাহৃতিত্রয়পাঠানন্তর স্বাহাশব্দসমুচ্চারণ ও ঐ যজ্ঞসূত্রকে ঘৃতাক্ত করত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৪ ॥

হুত্বৈবমুপবীতঞ্চ কামবীজং সমুচ্চরন্।
ছিত্বা শিখাং করে কৃত্বা ঘৃতমধ্যে নিয়োজয়েৎ। ২৫ ॥

এইরূপে যজ্ঞোপবীত হোম ও ক্লীং উচ্চারণ করিয়া, শিখাচ্ছেদন ও হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ঘৃতমধ্যে নিয়োজিত করিবে ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মপুত্রি শিখে ত্বং হি বালরূপা তপস্বিনী।
দীয়তে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোস্তু তে ॥
কামং মায়াং কূর্চ্চমস্ত্রং বহ্নিজায়ামুদীরয়ন্।
তস্মিন্ সুসংস্কৃতে বহ্নৌ শিখাহোমং সমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

অনন্তর হে শিখে! তুমি ব্রহ্মপুত্রী, তুমি বালরূপা, তুমি তপস্বিনী। তোমাকে অগ্নিতে স্থান দিতেছি। তুমি প্রস্থান কর। তোমাকে নমস্কার। এই প্রকারে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, ক্লীং, হ্রীং হূং, ফট্, স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠানন্তর সেই সুসংস্কৃত অগ্নিতে শিখাহোম সমাচরণ করিবে ॥ ২৬ ॥

শিখামাশ্রিত্য পিতরো দেবা দেবর্ষয়স্তথা।
সর্ব্বাণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নিবসন্তি শিখোপরি ॥ ২৭ ॥

পিতৃগণ, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ এবং সমুদায় আশ্রমকর্ম্ম এই শিখা আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করেন ॥ ২৭ ॥

অতঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বাঃ দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ।
শিখাসূত্রপরিত্যাগাদ্দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ২৮ ॥

অতএব সেই দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও দেবতা সকলের সম্যক রূপে তর্পণ করিয়া, শিখা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মময় হওয়া যায় ॥ ২৮ ॥

যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাৎ দ্বিজন্মনাম্।
শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংস্ক্রিয়া ॥
ততো মুক্তশিখাসূত্রঃ প্রণমেৎ দণ্ডবৎ গুরুম ॥ ২৯ ॥

যজ্ঞসূত্র ও শিখা ত্যাগ হইলেই, ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। আর শূদ্র ও সামান্য বর্ণের শিখা হোম করিলেই, সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিখা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ হইলে, গুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥ ২৯ ॥

গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্।
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয় ॥ ৩০ ॥

গুরুদেব উক্তরূপে প্রণত শিষ্যকে উত্থাপিত করিয়া, তাহার দক্ষিণ কর্ণে এইরূপ বলিবেন, অয়ি মহাপ্রাজ্ঞ! তুমিই সেই ব্রহ্ম। তুমি সোহং হংসঃ চিন্তা করিবে ॥ ৩০ ॥

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো স্বভাবেন সুখং চর ॥ ৩১ ॥

তুমি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কারী হইয়া, স্বভাবানুসারে সর্ব্বত্র বিচরণ কর ॥ ৩১ ॥

ততো ঘটঞ্চ বহ্নিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ।
আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসা গুরুঃ॥ ৩২ ॥

অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ গুরু ঘট ও অগ্নি বিসর্জ্জন করিয়া, শিষ্যকে আত্ম-স্বরূপ বিবেচনা করত মস্তক দ্বারা প্রণাম করিবেন॥ ৩২॥

নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তত্ত্বস্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে॥ ৩৩॥

প্রণাম মন্ত্র যথা, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে ও আমাকে বারম্বার নমস্কার। তুমিই এই জগৎ এবং এই জগৎই তুমি। তোমাকে নমস্কার॥ ৩৩॥

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং তত্ত্বজ্ঞানাং জিতাত্মনাম্।
স্বমন্ত্রেণ শিখাচ্ছেদাৎ সন্ন্যাসগ্রহণং ভবেৎ॥ ৩৪॥

যাহারা ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তত্ত্বজ্ঞ ও জিতচিত্ত, তাঁহারা নিজমন্ত্র সমুচ্চারণ পূর্ব্বক শিখাচ্ছেদন করিলেই সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন॥ ৩৪॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ।
স্বেচ্ছাচারপরাণাস্তু প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে॥ ৩৫॥

যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান সহায়ে বিশুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ সংবিধান অথবা পূজা করিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইলেও, কোনরূপ প্রত্যবায় প্রাপ্ত হন না॥ ৩৫॥

ততো নির্দ্বন্দ্বরূপো সৌ নিষ্কামঃ স্থিরমানসঃ।
বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্যঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ো ভুবি॥ ৩৬॥

অনন্তর শিষ্য নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কাম, নিশ্চলচিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া স্বেচ্ছানুসারে পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন॥ ৩৬॥

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ব্রহ্মরূপেণ বিভাবয়ন্।
বিস্মরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি ॥ ৩৭ ॥

তৎকালে তিনি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায়ই ব্রহ্মস্বরূপ বিভাবনা করিয়া, নামরূপাদি বিশিষ্ট এই দৃশ্যমান জগৎ বিস্মৃত হইয়া, আত্মাতে আত্মার ধ্যান করিবেন ॥ ৩৭ ॥

অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তঃ নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী নিরহরেৎ ক্ষিতৌ ॥ ৩৮ ॥

তিনি আবাসহীন, শঙ্কাহীন, সঙ্গহীন; মমতাহীন, অহঙ্কার হীন ও ক্ষমাশীল সন্ন্যাসী হইয়া, ভূতলে বিচরণ করিবেন ॥ ৩৮ ॥

মুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্যোগক্ষেম আত্মবিৎ।
সুখদুঃখসমো ধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ॥ ৩৯ ॥

তিনি বিধি বা নিষেধের বশীভূত হইবেন না, লব্ধ বস্তুর রক্ষা ও অলব্ধ বস্তুর লাভে যত্ন করিবেন না; এবং তিনি আত্মজ্ঞানী, সুখ দুঃখে সমজ্ঞান বিশিষ্ট, ধীর, জিতাত্মা ও স্পৃহাহীন হইবেন ॥ ৩৯ ॥

স্থিরাত্মা প্রাপ্তদুঃখোপি সুখপ্রাপ্তেপি নিস্পৃহঃ।
সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরাকুলঃ ॥

দুঃখ উপস্থিত হইলে, বিচলিত হইবেন না, সুখ উপস্থিত হইলে, তাহাতে স্পৃহা করিবেন না; সর্ব্বদা আনন্দময়, শুচি, শান্ত, নিরপেক্ষ ও নিরাকুল হইবেন ॥ ৪০ ॥

নোদ্বেজকঃ স্যাজ্জীবানাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ।
বিগতামর্ষভীদম্ভো নিঃসংকল্পো নিরুদ্যমঃ ॥ ৫৮ ॥

কখন কোন জীবের উদ্বেগ উৎপাদন করিবেন না; সর্ব্বদা সকল

প্রাণির হিতানুষ্ঠান করিবেন, ভয় ও অমর্ষ বিহীন, সমগুণসম্পন্ন, সংকল্প বিরহিত ও উদ্যমবর্জ্জিত হইবেন॥ ৪১॥

শোকদ্বেষবিমুক্তঃ স্যাৎ শত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ।
শীতবাতাতপ সহঃ সমো মানাপমানয়োঃ॥ ৪২॥

শোক দ্বেষ ত্যাগ করিবেন, শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান করিবেন, শীত বায়ু ও আতপ সহ্য করিবেন, এবং মান ও অপমান সমান ভাবিবেন॥ ৪২॥

সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তুনা।
নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্ব্বিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী॥ ৪৩॥

ইষ্টানিষ্টে সমদর্শী হইবেন; যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হইবেন, গুণত্রয়ের অতীত হইবেন, বিকল্পশূন্য হইবেন, লোভত্যাগী হইবেন এবং সঞ্চয় বিমুখ হইবেন॥ ৪৩॥

যথা সত্যমুপাশ্রিত্য মৃষা বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি।
আত্মাশ্রিতস্তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ॥ ৪৪॥

এই বিশ্ব মিথ্যা হইলেও, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া যেমন অবস্থিতি করিতেছে, দেহও তদ্রূপ মিথ্যা হইলে, আত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে, এই প্রকার অবগত হইয়া, সুখী হইবেন॥ ৪৪॥

ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্বং স্বং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্।
আত্মা সাক্ষী নির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈব মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥ ৪৫

ইন্দ্রিয় সকলই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পন্ন করে; আত্মা তাহার সাক্ষীমাত্র, কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ইহা জানিয়া, মোক্ষভাগী হইবেন॥ ৪৫॥

ধাতু প্রতিগ্রহং নিন্দাং অনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪৬॥

কোনরূপ ধাতব দ্রব্য গ্রহণ, পরের নিন্দা, মিথ্যা ব্যবহার, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ ও অসূয়া এই সকল সন্ন্যাসী ত্যাগ করিবেন॥৪৬

সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে নরে তথা।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্বদা সমদর্শী হইবে; কীট, দেব বা মনুষ্য ইহাদের কোনরূপ বিশেষ করিবে না। সকল কার্য্যেই, সমুদায়ই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান করিবে ॥ ৪৭ ॥

বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাৎ তস্মাৎ সমাগতম্।
দেশং কালং তথা পাত্রমশ্নীয়াদবিচারন্ ॥ ৪৮ ॥

বিপ্রের অন্ন, চণ্ডালের অন্ন অথবা যে সে ব্যক্তির অন্ন, দেশ, কাল বা পাত্র বিচার না করিয়া, ভক্ষণ করিবে ॥ ৪৮ ॥

অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ।
অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ ॥ ৪৯ ॥

স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইলেও, বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বের বিচার দ্বারা কাল যাপন করিবেন ॥ ৪৯ ॥

সন্ন্যাসিনং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ ॥ ৫০ ॥

সন্ন্যাসিদিগের মৃত দেহ কখন দাহ করিতে নাই; গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিয়া, হয়, মৃত্তিকায়, না হয়, জলমধ্যে নিমজ্জিত করিবে ॥ ৫০ ॥

অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্।
স্বভাবাৎ জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মসংকুলে ॥ ৫১ ॥

যাহারা যোগ বা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহারা সর্ব্বদা বিষয়-ভোগে অভিলাষী, তাদৃশ ব্যক্তিগণ স্বভাবতই কর্ম্মকাণ্ডে রতিমান হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

তত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চ্চজপসাধনে।
শ্রেয়স্তদেব জানন্তু তত্রৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ ॥ ৫২ ॥

তাহারা সেই কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণক্রমে ধ্যান পূজা ও জপ সাধন করিয়া থাকে এবং সেই জপাদি সাধনেই দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া, তাহাকেই শ্রেয় বলিয়া, জ্ঞান করিবে ॥ ৫২ ॥

অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তাণি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া ॥ ৫৩ ॥

এই জন্যই আমি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বহুবিধ কর্ম্ম বিধান কীর্ত্তন ও নানা প্রকার নামরূপ কল্পনা করিয়াছি ॥ ৫৩ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্মসংন্যসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেৎ মুক্তিভাগ জনঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে এবং কর্ম্ম সন্ন্যাস না হইলে, শুদ্ধ জপ পূজাদি সাধন দ্বারা শত কল্পেও মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ৫৪ ॥

কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট কুলাবধূত মনুষ্য হইলে। জীবন্মুক্ত ভাবে গৃহস্থ তাহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভাবিয়া, বিশিষ্ট বিধানে পূজা করিবেন ॥ ৫৫

যতের্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ।
তীর্থব্রততপোদানসর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৫৬ ॥

যতির দর্শনমাত্রেই সর্ব্বপাতকবিমুক্তি এবং তীর্থ পর্য্যটন, ব্রতানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ও সমুদায় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

ইতি সন্ন্যাসধর্ম্মনির্ণয় নামকং
পঞ্চদশ পীঠম্।

ষোড়শ পীঠম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ শ্রুতা মে ত্বৎ প্রসাদতঃ।
সংস্কারান্ সর্ব্ববর্ণানাং অধুনা ব্রূহি শঙ্কর ॥১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

আপনার প্রসাদে বর্ণ ও আশ্রম সকলের বিহিত আচার ও ধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম। অধুনা সমুদায় বর্ণের সংস্কারবিধি কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
অধিকারঃ কুতো বা স্যাৎ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি ॥ ২

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

সংস্কার ব্যতিরেকে যেমন দেহশুদ্ধি হয় না, সেইরূপ, দৈব বা পৈত্র কর্ম্মেও কখন অধিকারী হওয়া যায় না ॥ ২ ॥

অতো বিপ্রাদিভির্ব্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্তসংস্ক্রিয়াঃ।
কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্রহিতেপ্সুভিঃ ॥ ৩ ॥

এই হেতু উভয়লোকে হিতকাম যাবতীয় বর্ণ স্বস্ববর্ণবিহিত সংস্কার সকল সর্ব্বথা যত্ন সহকারে সম্পাদন করিবেন ॥ ৩ ॥

জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণং অন্নাশনমতঃপরম্।
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥ ৪ ॥

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও উদ্বাহ এই দশবিধ সংস্কার ॥ ৪ ॥

সর্ব্বেষাং শুভকর্ম্মণাং আদিভূতা কুশণ্ডিকা।
তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তাং দেববন্দিতে ॥ ৫ ॥

কুশণ্ডিকা সমুদায় শুভকার্য্যের আদি। এইজন্য প্রথমেই তাহা বলিব, শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

রম্যে পরিষ্কৃতে দেশে তুষাঙ্গারাদিবর্জ্জিতে।
হস্তমাত্রপ্রমাণেন স্থণ্ডিলং রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ৬ ॥

তুষ ও অঙ্গারাদি বর্জ্জিত রমণীয় পরিষ্কৃত দেশে হস্তমাত্র পরিমাণে স্থণ্ডিল রচনা করিবে ॥ ৬ ॥

তিস্রো রেখা বিধাতব্যা প্রাগগ্রাস্তত্র মণ্ডলে।
কুর্চ্চেনাভ্যুক্ষ্য তাঃ সর্ব্বা বহ্নিনা বহ্নিমাহরেৎ ॥ ৭ ॥

অনন্তর সেই মণ্ডলে পূর্ব্বাভিমুখ তিনটী রেখা অঙ্কিত ও হুঁ এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষিত করিয়া, রং এই মন্ত্র পাঠ সহকারে অগ্নি আহরণ করিবে ॥ ৭ ॥

আনীয় বহ্নিং তৎপার্শ্বে স্থাপয়েদ্ বাগ্ভবং স্মরন্ ॥ ৮

অনন্তর অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক ঐং এই বীজ স্মরণ করিয়া, মণ্ডলের পার্শ্বে স্থাপন করিবে ॥ ৮ ॥

ততস্তস্মাজ্জ্বলদ্দারু গৃহীত্বা দক্ষপাণিনা।
ক্রীং ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহা ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ৭

অনন্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সেই অগ্নি হইতে একখানি প্রজ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া, হ্রীং ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দক্ষিণ দিকে রাক্ষসের অংশ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৯॥

ইত্থং প্রতিষ্ঠিতং বহ্নিং পাণিভ্যামাত্ম সংমুখম্ ।
উদ্ধৃত্য তাসু রেখাসু মায়াদ্যাং ব্যাহৃতিং স্মরন্ ।
সংস্থাপ্য তৃণদারুভ্যাং প্রবলীকৃত্য পাবকম্ ।
সমিধে দ্বে ঘৃতাক্তে চ হুত্বা তস্মিন্ হুতাশনে ।
স্বকর্ম্মবিহিতং নাম কৃত্বাধ্যায়েদ্ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১০ ॥

এইরূপে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি দুই হস্ত দ্বারা উত্থাপিত করিয়া, মায়াবীজ উচ্চারণ ও ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া, আপনার সম্মুখে ঐ রেখাত্রয়ের উপরি উক্ত অগ্নি স্থাপনান্তর তৃণকাষ্ঠ দ্বারা উদ্দীপিত করিবে। অনন্তর সেই অনলে ঘৃতাক্ত সমিধদ্বয় আহুতি দিয়া, ঐ অগ্নির স্বকর্ম্মবিহিত নামকরণ সহকারে ধনঞ্জয়নামক অগ্নির ধ্যান করিবে ॥ ১০ ॥

বালার্কারুণসংকাশং সপ্তজিহ্বং দ্বিমস্তকম্ ।
অজারূঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ।
ধ্যাত্বৈবং প্রাঞ্জলিভূ্ত্বা বাহয়েদ্ধব্যবাহনম্ ॥ ১১ ॥

ঐ ধনঞ্জয়-অগ্নির বর্ণ বালার্ক সদৃশ অরুণান্বিত, তাঁহার সাত জিহ্বা, দুই মস্তক, বাহন অজ, হস্তে শক্তি ও মস্তকে জটা মুকুট। এইরূপে কৃতাঞ্জলিপুটে ধ্যান করিয়া, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অগ্নির আবাহন করিবে ॥ ১১

মায়ামেহ্যেহি পদতঃ সর্ব্বামর বদেৎ প্রিয়ে ।
হব্যবাহপদান্তে চ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ ।
অধ্বরং রক্ষরক্ষেতি নমঃ স্বাহা ততোবদেৎ ॥ ১২ ॥

প্রথমে মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া, পরে, সর্ব্বামরপদ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর হব্যবাহপদ উচ্চারণ করিয়া, মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ অধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ স্বাহা এই পদ বিন্যস্ত করিবে। একবারে প্রয়োগ যথা, হ্রীং এহ্যেহি সর্ব্বামর হব্যবাহ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহাধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ স্বাহা ॥ ১২ ॥

ইত্যাবাহ্য হব্যবাহমরং তে যোনি রুচ্চরন্ ।
যথোপচারৈঃ সংপূজ্য সপ্তজিহ্বাং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩ ॥

এইরূপে অগ্নির আবাহন করিয়া, অরং তে যোনিঃ, ইত্যাদি পদ প্রয়োগ পূরঃসর পাদ্যাদি উপচারে পূজা করত জিহ্বার অর্চ্চনা করিবে ॥ ১৩ ॥

কালী কপালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা ।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বনিরূপিণী চ
লোলায়মানেতি চ সপ্তজিহ্বাঃ ॥ ১৪ ॥

উল্লিখিত সপ্ত জিহ্বার নাম যথা, কালী, কপালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বনিরূপিণী ॥ ১৪ ॥

ততোঽগ্নেঃ পূর্ব্বমারভ্য সহকীলালপাণিনা ।
উত্তরান্তং মহেশানি ত্রিধা প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর অগ্নির পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তর দিক পর্য্যন্ত তিন বার জলহস্তে অগ্নিকে প্রোক্ষিত করিবে ॥ ১৫ ॥

তথৈব যাম্যরভ্য কৌবেরান্তং হুতাশিতুঃ ।
ত্রিধা পর্য্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ ততো যজ্ঞীয়বস্তুনঃ ॥ ১৬ ॥

অনন্তর দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া, পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত তিনবার অগ্নির ও যজ্ঞীয় বস্তুর প্রেক্ষণ করিবে ॥ ১৬ ॥

পরিস্তরেত্ততো দর্ভৈঃ পূর্ব্বস্মাদুত্তরাবধি।
উদক্‌সংস্থৈরুত্তরাগ্রৈঃ প্রাগগ্রৈরন্যাদিক্‌স্থিতৈঃ ॥ ১৭ ॥

অনন্তর পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। উত্তরদিকের কুশগুলি উত্তরমুখ ও পূর্ব্বদিকের কুশগুলি পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া স্থাপন করিবে ॥ ১৭ ॥

অগ্নিং দক্ষিণতঃ কৃত্বা গত্বা ব্রহ্মাসনান্তিকম্।
বামাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং ব্রহ্মণঃ কল্পিতাসনাৎ ॥
গৃহীত্বা কুশপত্রৈকং হ্রীং নিরস্তঃ পরাবসুঃ।
ইত্যুক্ত্বাগ্নের্দক্ষিণস্যাং নিক্ষিপেত্তুৎকরাদিনা ॥ ১৮ ॥

অনন্তর অগ্নিকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া, ব্রহ্মাসন সমীপে গমন করিয়া; বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা ব্রহ্মাদির নিমিত্ত কল্পিত আসন হইতে একটী কুশপত্র গ্রহণ পূর্ব্বক, হ্রীং নিরস্তঃ পরাবসুঃ, এই প্রকার কহিয়া, অগ্নির পশ্চিমদিকে নিক্ষেপ করিবে ॥ ১৮ ॥

ইতি কুশণ্ডিকানামকং

ষোড়শ পীঠম্।

সপ্তদশ পাঠম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

অধুনা ব্রূহি দেবেশ যোগং তত্ত্বমনুত্তমম্।

ধর্ম্মাদি সাধনং সর্ব্বং যৎ কৃত্বা মুক্তিভাগ্ জনঃ॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

অধুনা যোগরূপ অনুত্তম তত্ত্ব ও ধর্ম্মাদি যাবতীয় সাধন কীর্ত্তন করুন যাহার অনুষ্ঠান করিলে, লোকে মোক্ষভাগী হয়॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

মানোদম্ভো মহামানঃ ক্রোধলোভৌ বরাননে।
অমর্ষ আত্মগরিমা ক্ষমাভাবস্তথৈবচ।
অসূয়াপরতা দ্বেষো হিংসা মৎসর এব চ।
মদো দমো দুরাকাঙ্ক্ষা বিস্ময়ঃ কৌতুকং তথা॥
অহঙ্কারো বৃথারম্ভো বিনয়াভাব এব চ।
ঔদ্ধত্যং ভক্তিহানিশ্চ শ্রদ্ধাহানিস্তথৈবহি॥
অপ্রেমপরতা চৈব সত্যত্যাগো বরাননে॥
অধর্ম্মনিত্যতা দেবি অরতিশ্চ তথৈবহি॥
ইত্যেবমাদয়ো দোষাঃ পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং ত্যাগো যোগমাহুস্তত্ত্বজ্ঞাশ্চ মনীষিণঃ॥ ২॥

মান, দম্ভ, মহামান, ক্রোধ, লোভ, অমর্ষ, আত্মগরিমা, অক্ষমা, অসূয়া, দ্বেষ, হিংসা, মাৎসর্য্য, মদ, অদম, দুরাকাঙ্ক্ষ, বিস্ময়, কৌতুক, অহঙ্কার, বৃথারম্ভ, অবিনয়, ঔদ্ধত্য, অভক্তি, অশ্রদ্ধা, প্রেমাভাব, অসত্য, অধর্ম্মনিত্যতা ও অরতি ইহাদিগকে পণ্ডিতেরা দোষ বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ এই সকল দোষের ত্যাগকেই যোগনামে নির্দ্দেশ করেন॥ ২॥

ন যত্র দোষো গুণ এব সর্ব্বং
তদ্ ব্রহ্ম বিদ্যাৎ পরমং পরাৎপরম্।
তস্মাদ্বিমায়ে গুণবান্ ভবেচ্চ
যদ্যস্য রূপ্যং নহি তস্য দূরম॥ ৩॥

যাঁহাতে দোষ নাই, সমুদায়ই গুণ, তিনি পরাৎপর পরম ব্রহ্ম, জানিবে। এইজন্য গুণবান্ হইবে। যে বস্তু যাহার স্বরূপ, সে সেই বস্তুতে মিলিত হইয়া থাকে॥ ৩॥

ন তত্র নিয়মঃ কশ্চিৎ উপবাসাদিকঃ প্রিয়ে।
বনে বা বিজনে বাপি আসনানি পৃথক্ পৃথক্॥ ৪॥

ব্রহ্মের সাধনে উপবাসাদি কোনরূপ নিয়ম অনুষ্ঠান করিতে হয় না। বনে বা বিজনেও বাস করিতে হয় না এবং কোনপ্রকার আসনবন্ধন করিবারও আবশ্যকতা নাই॥ ৪॥

শিরোবেষ্টং যথা দেবি নাসাস্পর্শো বিধীয়তে।
বৃথা তদবৎ মহেশানি নিয়মব্রতমেব তৎ। ৫॥

যেমন শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকাস্পর্শ পণ্ডশ্রম বলিয়া পরিগণিত হয়, ব্রহ্মসাধনে তদ্রূপ উল্লিখিত ব্রত নিয়মাদিও অনর্থক শ্রমমাত্র।

আত্মা এব সদা সাক্ষাৎ ব্রহ্মচৈতন্যমেব চ।
সর্ব্বত্র বিদ্যতে দেবি সমং তৎসাধনং সুখম্॥ ৬॥

সেই পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ আত্মা ও চৈতন্যরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। অতএব, তাঁহার সাধনে আবার ক্লেশকঠিনতা কি ? ॥ ৬॥

যত্র ক্রিয়াসাধ্যহানিস্তত্রৈবৈ পরিহীয়তে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ক্রিয়াহীনো ভবেৎ পুমান্ ॥ ৭ ॥

যেখানে ব্রত নিয়মাদি বিবিধ ক্রিয়া যোগের অনুষ্ঠান, সেইখানেই ব্রহ্মসাধন দুর্ঘট হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ক্রিয়াহীন হইবে ॥ ৭ ॥

নিষ্ক্রিয়ং লভতে বিদ্বান্ ক্রিয়াত্যাগাচ্চ পার্ব্বতি।
ইতি যোগঃ সমাখ্যাতো ব্রহ্মসাধনমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥

ক্রিয়া ত্যাগ করিলেই, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু, ব্রহ্ম স্বয়ং ক্রিয়াহীন। ক্রিয়াত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসাধন যোগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ক্রিয়য়া বধ্যতে লোকো বাধ্যতে ক্রিয়য়া তথা।
উর্ণনাভির্যথা দেবি জালবিস্তারযোগতঃ ॥ ৯ ॥

লোকে ক্রিয়া দ্বারাই বদ্ধ ও ক্রিয়া দ্বারাই বাধ্য হইয়া থাকে। উর্ণনাভি যতই জাল বিস্তার করে, ততই তাহাতে বদ্ধ হয় ॥ ৯ ॥

ত্যক্তেন্দ্রিয়সমাযোগঃ সাধকঃ সিদ্ধিভাগ ভবেৎ।
গৃহ এব মহেশানি মুচ্যতে ন তু সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

যিনি ইন্দ্রিয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মের সাধনা করেন, তিনি গৃহে থাকিয়াও, সিদ্ধি ও মুক্তিলাভে অধিকারী হন, সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং পরিত্যাগো যোগ উৎকৃষ্ট উচ্যতে।
যত্র মুক্তিঃ সদা দেবি ভুক্তিশ্চ শাশ্বতী তথা ॥ ১১ ॥

ইন্দ্রিয়সঙ্গপরিত্যাগই উৎকৃষ্ট যোগ কথিত হইয়া থাকে। ঐরূপ যোগ দ্বারা নিত্য ভুক্তি ও নিত্য মুক্তি লাভ হয় ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদা যোগযুক্তস্য পাপং পুণ্যং ন বিদ্যতে
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সঙ্গমৈন্দ্রিয়কং ত্যজেৎ ॥ ১২ ॥

সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সঙ্গ পরিত্যাগরূপ যোগযুক্ত গৃহী পাপ বা পুণ্য কিছুতেই লিপ্ত হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ইন্দ্রিয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে ॥ ১২ ॥

মাতৃবৎ পরদারেষু আত্মবৎ সর্ব্বজন্তুষু ।
লোষ্ট্রবৎ পরদ্রব্যেষু পশ্যেৎ যোগঃ পরো হি সঃ ॥ ১৩ ॥

পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, সকল প্রাণীকে আত্মবৎ ও পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিবে। এইরূপ জ্ঞান করাই উৎকৃষ্ট যোগ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যো জপেৎ লক্ষকং প্রিয়ে ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ ক্ষুভ্যন্তে যুবতীজনঃ ।
ভয়লজ্জাং পরিত্যজ্য সম্মুখং ভজতে তথা ।
দ্বিলক্ষজপমাত্রেণ সহসা সাধ্যতে প্রভু ।
তীর্থে যথা কুলং শীলং ত্যক্ত্বা লজ্জাং ভয়ং তথা ॥ ১৪

যে সাধক ইন্দ্রিয় জয় করিয়া, পরব্রহ্মের একলক্ষ জপ করে, যুবতীজন তাহার দর্শনমাত্র ক্ষুব্ধা হইয়া, ভয় লজ্জা ত্যাগ করিয়া, তদীয় সম্মুখে সমাগত হয় এবং তীর্থে যেমন কুল, শীল, লজ্জা, ভয় ত্যাগ করিয়া, গমন করে, দুই লক্ষ বার জপ করিলে, তদ্রূপ তাহারা সহসা সাধকের সম্মুখীনা হয় ॥ ১৪ ॥

ত্রিলক্ষজপনাদ্দেবি মণ্ডলৈর্মণ্ডলেশ্বরাঃ ।
বশীভূতা ভবিষ্যন্তি নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ১৫ ॥

তিন লক্ষ বার জপ করিলে, মণ্ডলের সহিত মণ্ডলেশ্বরগণ বশীভূত হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥

দ্বিগুণাজ্জপনাত্তস্য বাহ্যতেহ্য নিশং তথা।
যক্ষৈর্নাগগণৈঃ সার্দ্ধং রাক্ষসৈরপি ভাবিনি ॥ ১৬ ॥

ছয় লক্ষ বার জপ করিলে, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণ অহর্নিশ তাহাকে বহন করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

জপাৎ পঞ্চদশাদ্দেবি সিদ্ধাপ্সরোগণস্তথা।
গন্ধর্ব্বা বশাস্তস্য নাস্তি কার্য্যা বিচারণা।
সর্ব্বজ্ঞত্বং ভবেত্তস্য শ্রুতিবিজ্ঞানমেবচ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চদশ লক্ষ জপ করিলে, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরোগণ নিঃসন্দেহই বশীভূত হয় এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব ও শ্রবণবিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

জপাদষ্টাদশাদ্দেবি সর্ব্বগত্বং ভবিষ্যতি।
জীবন্ দেবশরীরস্থ কামগামী তথৈব চ।
প্রবিষ্টুং ক্ষমতে মধ্যং পৃথিব্যা নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অষ্টাদশ লক্ষ বার জপ করিলে, জীবিত থাকিয়াই, দেবদেহ ধারণ পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমনাগমন ও পৃথিবীর মধ্যেও প্রবেশ করিতে সামর্থ্য জন্মে, সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥

অষ্টাবিংশজপাৎ ধীমান্ কামরূপো ভবিষ্যতি।
বিদ্যাধরাণাং প্রবলো হ্যধিপো নিশ্চয়ং তথা॥ ১৯ ॥

আটাশ লক্ষ জপ করিলে, কামরূপ, প্রবলশালী বিদ্যাধরগণের অধিপতি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

ত্রিংশল্লক্ষজপাদ্‌ব্রহ্মবিষ্ণুসাদৃশ্যভুগ্‌ভবেৎ।
ষষ্ঠিলক্ষজপাৎ রৌদ্রং নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ২০ ॥

ত্রিশ লক্ষ জপ করিলে, ব্রহ্ম ও বিষ্ণুর সদৃশ ও ষাষ্ঠি লক্ষ জপ করিলে রুদ্রের সমান হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥

অশীতিলক্ষকাৎ দেবি সর্ব্বেষাং রঞ্জকো ভবেৎ।
কোটিজাপান্মহাযোগী পরমে লীয়তে পদে ॥ ২১ ॥

অশীতি লক্ষ জপ করিলে, সকলের রঞ্জক এবং কোটি জপ করিলে, পরমপদে লীন হয় ॥ ২১ ॥

সর্ব্বস্বং গুরবে দত্বা দরিদ্রায় তথৈব হি।
বর্ষত্রয়জপাৎ দেবি কৌবেরং বৈভবং লভেৎ ॥ ২২ ॥

গুরুকে বা দরিদ্রকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া, বর্ষত্রয় জপ করিলে, কুবেরের সমান ধনী হয় ॥ ২২ ॥

নিষ্কামজপনাৎ তত্র শুদ্ধসত্ত্বাৎ তথৈব চ।
ষণ্মাসিকাৎ সর্ব্বসিদ্ধিগুণরূপধনাদিষু ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বকামনাবিহীন হইয়া, সত্ত্বশুদ্ধি সহকারে জপ করিলে, ছয়মাস মধ্যেই রূপ, গুণ, ধন, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, যশ, প্রতিপত্তি, বিদ্যা, বৈভব, কাম, অর্থ, মোক্ষ, স্বর্গ, ফলতঃ সকল বিষয়েই সিদ্ধি লাভ হয় ॥২৩ ॥

ওঁ তৎসদিতিমন্ত্রেণ নিজমন্ত্রযুক্তা যদি।
পুরশ্চর্য্যং জপেদ্দেবি নিঃসঙ্গো নিরবগ্রহঃ।
সর্ব্বত্র সমদৃগ্‌ভূত্বা নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতিঃ ॥
কালত্রয়জিতঃ সদ্যো রোগশোকবহিষ্কৃতঃ ॥ ২৪ ॥

সঙ্গহীন, মমতাহীন, আগ্রহহীন, অহঙ্কারহীন ও সমদর্শী হইয়া, ওঁ তৎসৎ ইতি মন্ত্র গুরুদত্ত নিজ মন্ত্রের সহিত একযোগে উচ্চারণ পূর্ব্বক পুরশ্চরণ সহকারে জপ করিলে, রোগশোক বিহীন এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালের বিষয় অবগত হয় ॥ ২৪ ॥

মাসৈকং সংযমী ভূত্বা জপনাচ্ছৃণু পার্ব্বতি।
ধৃতিমান্ স্মৃতিমান্ দেবি কান্তিমান্ বুদ্ধিমাংস্তথা।
বিদ্যাবান্ দীপ্তিমাংশ্চৈব জ্ঞাতিমাংশ্চ তথৈব হি॥
মেধাবান্ বলবান্ বীর্য্যশৌর্য্যধৈর্য্যসমন্বিতঃ॥ ২৫॥

একমাস সংযমী হইয়া, জপ করিলে, ধৃতিমান্, স্মৃতিমান্, কান্তিমান্, বিদ্যাবান্, দীপ্তিমান্, প্রজ্ঞাবান্, মেধাবান্, বলবান্, ধৈর্য্যবান্, বীর্য্যবান্ ও শৌর্য্যবান্ হওয়া যায়॥ ২৫॥

নিত্যং স বর্দ্ধতে লোকে দেববদ্ধ্রহ্মবৎ প্রিয়ে।
ন জরা বিদ্যতে তস্য ন মৃত্যুর্নচ সংক্ষয়ঃ।
ন ভীতির্নচ বৈকল্যং বৈফল্যং বা তথৈব হি॥
ন দৈন্যং ন চ কার্শ্যং বা মালিন্যং বা কদাচন।
না ভাবো কুত্রচিৎ দেবি কৃতহানির্ভবিষ্যতি॥ ২৬॥

সংযমী হইয়া, ঐরূপ জপ করিলে, দেববৎ ও ব্রহ্মবৎ নিত্য বর্দ্ধিত হওয়া যায়। জরা, মৃত্যু বা সংক্ষয়, অথবা ভয় কখন তাহারে আক্রমণ করিতে পারে না। সে কখন ব্যাকুল বা কোন বিষয়ে বিচল বা অকৃত মনোবায় হয় না; যাহা মনে করে, তাহাই করিতে পারে। সে কখন কৃশ বা মলিন, অথবা দীনদরিদ্র কিম্বা কোন বিষয়ে কোনরূপ অভাবগ্রস্ত হয় না॥ ২৬॥

লক্ষ্মী সরস্বতী তস্য সেবিকা নিশ্চয়ং ভবেৎ।
অহর্নিশং মহাদেবি ক্ষান্তিঃ পুষ্টিশ্চ নিত্যশঃ॥ ২৭॥

লক্ষ্মী, সরস্বতী, ক্ষমা, পুষ্টি, ইহাঁরা অহর্নিশ বা নিত্যশ তাহার সেবা করেন॥ ২৭॥

ন ক্লেদো বিদ্যতে তস্য ন ভেদো মোহ এবতু।
অবসাদো প্রমাদো বা নিবৃত্তির্নিবর্তিস্তথা ॥ ২৮ ॥

সে কখন ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ, অবসন্ন, মালিন্যসম্পন্ন, মোহাচ্ছন্ন, প্রমাদসমাপন্ন এবং কোন বিষয়ে নিবৃত্ত বা নিরুৎসাহ হয় না ॥ ২৮ ॥

তেজঃপ্রতাপৌ বলবিক্রমৌ চ
প্রভাপ্রভাবৌ সহ ওজ এব।
সর্ব্বং মহেশানি সমেধিতং স্যাৎ
ন কুত্র হানিঃ প্রলয়েপি পার্ব্বতি ॥ ২৯ ॥

তাহার তেজ, প্রতাপ, বল, বিক্রম, প্রভা, প্রভাব, সর্ব্বসহিষ্ণুতা ও ওজস্বিতা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপ সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোনকালে কোনরূপে ক্ষয় বা লয় প্রাপ্ত হয় না ॥২৯ ॥

ন মায়া ন চ মন্ত্রং বা চৌষধং শৃণু পার্ব্বতি।
নেন্দ্রজালং ন শাস্ত্রং বা প্রভূতং তস্য বৈ কুতঃ ॥ ৩০ ॥

মায়া, মন্ত্র, ঔষধ, ইন্দ্রজাল বা শাস্ত্র কিছুই তাহার উপরি প্রভুত্ব প্রকাশে সমর্থ হয় না ॥ ৩০ ॥

নাগ্নৌ স দহ্যতে কুত্র জলে বা মজ্জতে প্রিয়ে।
শস্ত্রৈর্ব্বা বিধ্যতে দেবি ছিদ্যতে হ্যসিভিস্তথা ॥ ৩১ ।

সে কখন অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে মগ্ন হয় না, অস্ত্রে বিদ্ধ হয় না এবং খড়্গে ছিন্ন হয় না ॥ ৩১ ॥

জলমধ্যে পৃথ্বিমধ্যে খমধ্যে দূরবর্ত্তিনি।
বায়ুমধ্যে বাহ্নমধ্যে সর্ব্বং স পশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ৩২ ॥

জলের ভিতর, পৃথিবীর ভিতর, অতিদূরবর্ত্তী আকাশের ভিতর,

বায়ুর ভিতর ও অগ্নির ভিতর কোথায় কি আছে, সে তৎ সমস্তই দেখিতে পায় ॥ ৩২ ॥

ন দূরং বিদ্যতে তস্য কুত্রচিৎ ভুবনে প্রিয়ে।
হস্তামলকবৎ সর্ব্বং তস্যৈব শৃণু পার্ব্বতি ॥ ৩৩ ॥

চতুর্দ্দশ ভুবন মধ্যে কুত্রাপি তাহার দূর নহে। সে একস্থানে বসিয়া বিশ্ব জগতের যাবতীয় বস্তু হস্তামলকবৎ সুস্পষ্ট দর্শন করে ॥ ৩৩ ॥

জলং বহ্নিং নয়েৎ দেবি বহ্নিঞ্চ জলবৎ তথা ॥
রজ্জুং সর্পং তথা সর্পং রজ্জুং বা শৃণ শঙ্করি ॥ ৩৪ ॥

সে জলকে অগ্নি ও অগ্নিকে জল এবং রজ্জুকে সর্প ও সর্পকে রজ্জু করিতে পারে ॥ ৩৪ ॥

যদৃচ্ছাকরণে তস্য শক্তিশ্চাপি ন হন্যতে।
ইন্দ্রাদ্যৈরমরৈর্দেবি ন মৃষা মম ভাষিতম্ ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে সে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে। ইন্দ্রাদি অমরগণও তাহার এই যদৃচ্ছাকরণশক্তির ব্যাঘাত করিতে পারেন না ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মসিদ্ধিঃ পরা সিদ্ধিঃ শাম্ভবী তস্য নিম্নগা।
সর্ব্বসিদ্ধির্ব্রহ্মসিদ্ধৌ নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মসিদ্ধিই সকল সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ। তাহার নীচেই শাম্ভবী সিদ্ধি। নিশ্চয় জানিও, এই ব্রহ্মসিদ্ধিতেই সকল সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩৬ ॥

ইতি যোগনিয়মাদি নির্ণয় নামকং
সপ্তদশ পীঠম্।

অষ্টাদশ পীঠম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যেহহং শাম্ভবীং সিদ্ধিমুত্তমাম্।
যত্র জ্ঞানং যত্র বিদ্যা প্রতিষ্ঠা শাশ্বতী তথা ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অধুনা আমি জ্ঞান, বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠার আধার শাম্ভবীসিদ্ধি কীর্ত্তন করিব ॥ ১ ॥

শিবোহহমিতি মন্ত্রেণ পুরশ্চর্য্য বিশেষতঃ।
সর্ব্বং শিবময়ং জ্ঞাত্বা সঙ্গং সর্ব্বত্র সংত্যজেৎ ॥ ২ ॥

আমি শিব, এইপ্রকার মন্ত্র সহায়ে বিশিষ্টরূপ পুরশ্চরণ করিয়া, সমস্তই শিবময় জানিয়া, সর্ব্বত্র আগ্রহ ও আসক্তি ত্যাগ করিবে ॥ ২ ॥

ন মায়াং কপটং কৃত্বা নীচবৃত্তেন বা তথা।
অর্থমুপার্জ্জয়েদ্দেবি যথাপ্রাপ্তেন সংচরেৎ ॥ ৩ ॥

মায়া বা কপট অথবা অন্যবিধ নীচবৃত্তি সহকারে অর্থ উপার্জ্জন করিবে না; সৎপথে থাকিয়া, যাহা পাইবে, তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৩ ॥

মাসষট্‌কং মহাদেবি বিবেকঃ সংভবিষ্যতি।
ইতি কৃত্বা তদা সিদ্ধির্জানীয়াৎ নিশ্চয়ং শুভে ॥ ৪ ॥

ছয়মাস ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলে, বিবেক উদিত ও তৎপ্রভাবে নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হইবে, জানিবে ॥ ৪ ॥

ক্ষুৎস্তম্ভনং তথা নিদ্রাস্তম্ভনং বলবীর্য্যয়োঃ।
কার্য্যশক্তিসমাহারো তত্র বৈ পরিসিধ্যতি ॥ ৫ ॥

শিবসিদ্ধ হইলে, লোকে যেমন অনবরত কুম্ভকর্ণের ন্যায় রাশি রাশি আহার করিতে পারে, তেমনি দুই চারি মাস একেবারেই কিছুই না খাইয়া, উপবাসে থাকতে পারে। পুনশ্চ, শিবসিদ্ধ হইলে, দুই চারি মাস নিদ্রা যাইয়া বা দুই চারি মাস দিন রাত্রি জাগিয়া থাকা যায়; দুই চারি মণ বস্তুকে দুই চার সের ওজনের ন্যায় অনায়াসে বহন করা যায়; একাকী দুই চারি শত লোকের ন্যায়, কার্য্য করিতে পারা যায়, এবং রাবণাদির ন্যায়, সহস্র সহস্র ললনার, মনোরঞ্জনে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ৫ ॥

শূন্যতা পূর্ণতামেতি স্থূয়তে দহনং রবিঃ।
তিমিরং জ্যোতিরূপং স্যাৎ শিবসিদ্ধৌ বরাননে ॥৬

শিবসিদ্ধ হইলে, দর্শনমাত্র শূন্য কলস প্রভৃতি জলপূর্ণ হয় এবং সূর্য্যের উত্তাপে অগ্নি প্রজ্বলিত ও অন্ধকারকে আলোকে পরিণত করিতে পারা যায়। রাজা নল ইহ

অদৃশ্যো বহুদৃশ্যো বা সিংহব্যাঘ্রগজাকৃতিঃ।
সর্পাদীনাং বিষং হন্তুং অমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৭ ॥

সহসা সকলের সমক্ষে অদৃশ্য হওয়া যায়; আবার সিংহ ব্যাঘ্র ও গজ প্রভৃতি বহুবিধ আকারে অথবা একবারে শত শত ব্যক্তির স্বরূপে কিম্বা একাকী বহুসংখ্যারূপে আবির্ভূত হইতে সামর্থ জন্মে। এবং সর্পাদি যাবতীয় বিষধর জন্তুর বিষ হরণ করিয়া, অমৃতরূপে পরিণত করিতে পারা যায় ॥ ৭ ॥

মৃতং সঞ্জীবিতং কুর্য্যাৎ রোগমারোগ্যমেবচ।
বিপদং সম্পদং কুর্য্যাৎ দুঃখমেব সুখং বহু ॥ ৮ ॥

শিবসিদ্ধ পুরুষ মৃতকে জীবিত, রোগকে আরোগ্য, বিপদকে সম্পদ ও দুঃখকে সুখ করিতে পারে ॥ ৮ ॥

গুণং বেত্তি সর্ব্বথৈব রসং বেত্তি মহেশ্বরি।
নিরপেক্ষো বিজোনীয়াৎ নাস্তি কার্য্যবিচারণা ॥ ৯ ॥

কোন্ বস্তুর কি গুণ বা তাহাতে কোন্ দ্রব্য যোগাদি করিলে, কিরূপ প্রক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়, বিনা-উপদেশে শুদ্ধ তত্তৎ বস্তুর আকারমাত্র দেখিয়া তাহা বলিতে পারে ॥ ৯ ॥

নেত্রাদিচিহ্নমাত্রেণ আয়ুরারোগ্যমেবচ।
মৃত্যুং ধনং স্থিতিং ব্যয়ং সর্ব্বমেব বদিষ্যতি ॥ ১০ ॥

লোকের দৃষ্টি প্রভৃতি নানানা চিহ্ন দেখিয়া, তাহার আয়ু, আরোগ্য, আয়, ব্যয়, স্থিতি, মৃত্যু প্রভৃতি সমুদায় বলিতে পারে ॥ ১০ ॥

স্ত্রীপুংসাং চরিত্রং বেত্তি আকারমাত্রদর্শনাৎ।
মেলনং ছেদনং দেবি ভেদনং বা তয়োঃ শুভে ॥ ১১ ॥

কোন্ স্ত্রী ও কোন্ পুরুষের কিরূপ চরিত্র, তাহাদের মধ্যে কাহার কাহার প্রণয়, বিরহ বা বিবাদ সংঘটন হইবে, তাহাদের আকারমাত্র দর্শনেই তাহা বলিতে পারে ॥ ১১ ॥

বিনা মন্ত্রৌষধং দেবি বশীকরণমাচরেৎ।
স্তম্ভনোচ্চাটনং চৈব মারণং ছেদনং তথা ॥ ১২ ॥

মন্ত্র ও ঔষধ ব্যতিরেকেই বশীকরণ, স্তম্ভন, উচ্চাটন, মারণ ও মোহন করিতে পারে ॥ ১২ ॥

ক্রোশমাত্রং চলেৎ সাধু পাদমাত্রং মহেশ্বরি।
তালমাত্রং চরেৎ চৈব তিলমাত্রং মহেশ্বরি ॥ ১৩ ॥

এক ক্রোশ পথ চলিতে তাহার এক পাও লাগে না সে তাহাকে তিল করিতে পারে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্ববিদ্যাবিধিজ্ঞঃ স্যাৎ সর্ব্বভাষাবিশারদঃ ।
মাসমধ্যাৎ মহাদেবি সর্ব্বকার্য্যেষু পারগঃ ॥ ১৪ ॥

সে এক মাস মধ্যেই সমুদায় বিদ্যায় ও সমুদায় ভাষায় এবং সমুদায় কার্য্যে পারদর্শী ও সুনিপুণ হয় ॥ ১৪ ॥

পশূনাং পক্ষিণাং চৈব সর্ব্বেষাং শৃণু পার্ব্বতি ।
আকারেঙ্গিততত্ত্বজ্ঞো মাসমধ্যে ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

সে একমাস মধ্যেই পশু পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবের আকার, ইঙ্গিত ও অভিপ্রায়াদি বুঝিতে পারে ॥ ১৫ ॥

ইতি শাম্ভবীসিদ্ধি নামকং

অষ্টাদশ পীঠম্ ।

ঊনবিংশতি পীঠম।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

যানি চিহ্নানি মরণান্নৃণাং পূর্ব্বং ভবন্তি হি।
তানি চিহ্নানি কতিচিৎ ব্রূহি মে সত্যমীশ্বর ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে লোকের যে সমুদায় চিহ্ন হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে প্রধান কয়টী নির্দ্দেশ করুন ॥ ১ ॥

বদামি কালচিহ্নানি জায়ন্তে যানি দেহিনাম্।
মৃত্যৌ নিকটমাপন্নে তত্রৈতানি নিশাময় ॥ ২ ॥

মৃত্যু নিকট হইলে, লোকের যে সকল কালচিহ্ন ঘটিয়া থাকে, তাহার মধ্যে কতিপয় প্রধান চিহ্ন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যস্যৈ নাসাপুটে বায়ুর্যস্য রাত্রিন্দিবং প্রিয়ে।
অখণ্ডমেব তস্যায়ুঃ ক্ষয়েদহ্নিত্রয়েণ হি ॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

রাত্রিন্দিন যাহার দক্ষিণ নাসাপুটে সর্ব্বক্ষণ শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয়, তিন দিন মধ্যে নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ন দৃষ্টা নাসিকা যেন নেত্রভ্রমরদৃষ্টকম্।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুর্যদি বাপি পিতামহঃ ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি আপনার নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতে না পায়, তাহা ছয়মাস মধ্যেই মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বয়ং ব্রহ্মাও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

ন দৃষ্টারুন্ধতী যেন সপ্তর্ষীণাঞ্চ মধ্যতঃ।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুর্যদি বাপি পিতামহঃ ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিনী অরুন্ধতীকে দেখিতে না পায়, স্বয়ং পিতামহ সহায় হইলেও, ছয়মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ॥ ৫

স্নানস্য সময়ে চৈব মৃত্যুজ্ঞানং বিধীয়তে।
হৃদি শুষ্কং ভবেদ্যস্য ষণ্মাসন্তস্য জীবনম্ ॥ ৬ ॥

স্নান সময়ে লোকের মৃত্যুজ্ঞান বিহিত হইয়া থাকে। তৎকালে যাহার হৃদয় শুষ্ক হয়, সে ছয়মাসমাত্র জীবিত থাকে ॥ ৬ ॥

বুদ্ধিজ্ঞানং ক্রিয়াহীনং বিপরীতন্তু জায়তে।
দ্বিমাসেন ভবেন্মৃত্যুঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

যাহার বুদ্ধি ও জ্ঞান ক্রিয়াহীন ও বিপরীত হইয়া থাকে, সত্যই তাহার দুই মাস মধ্যে মৃত্যু ঘটে; সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

দ্ব্যহোরাত্রং ত্র্যহোরাত্রং বায়ুর্ব্বহতি সন্ততম্।
সার্দ্ধৈকমাসং তস্যেদং জীবিতং খলু চোচ্যতে ॥ ৮ ॥

যাহার শ্বাসবায়ু দুই দিবারাত্র বা তিন রাত্রিদিন সমভাবে প্রবাহিত হয়, দেড়মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বহির্নাসাপুটযুগে দশাহানি নিরন্তরম্।
বায়ুশ্চেৎ সহ সংক্রান্তঃ স জীবতি দিনদ্বয়ম্ ॥ ৯ ॥

যাহার শ্বাসবায়ু ক্রমাগত উভয় নাসাপুটের বহির্ভাগে সমভাবে প্রবাহিত হয়, সে দিনদ্বয়মাত্র জীবিত থাকে ॥ ৯ ॥

নাসাবর্ত্মদ্বয়ং হিত্বা যস্য বায়ুর্মুখাদ্বহেৎ।
স চেদ্দিনদ্বয়ং জিত্বা ততো যমপুরং ব্রজেৎ॥ ১০॥

যাহার শ্বাসবায়ু দুই নাসাপুটই পরিত্যাগ করিয়া, মুখ দিয়া বাহির হয়, সে দুইদিনমাত্র জীবিত থাকিয়া, পরে যমপুরে গমন করে॥ ১০॥

সূর্য্যে সপ্তমরাশিস্থে জন্মসংস্থে নিশাকরে।
পূর্ণঃ স কালো দ্রষ্টব্যো যদি যাম্যে বহেদ্রবিঃ॥ ১১॥

সূর্য্য জন্মরাশি হইতে সপ্তম রাশিতে অবস্থিতি করিলে, চন্দ্র জন্ম রাশিস্থ হইলে এবং বায়ু সর্ব্বদা দক্ষিণ নাসাপুটে সঞ্চরণ করিলে, সেই ব্যক্তির কাল পূর্ণ হইয়াছে, জানিবে॥ ১১॥

অকস্মাদ্বীক্ষতে যস্তু পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
তস্মিন্নেব ক্ষণে রূপং স জীবেদ্বৎসরদ্বয়ম্॥ ১২॥

যে ব্যক্তি অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট পুরুষমূর্ত্তি অবলোকন করে এবং পরক্ষণেই রূপান্তর দর্শন করিয়া থাকে, সে দুই বৎসরমাত্র জীবিত রহে॥ ১২

যস্য বীর্য্যং মলং মূত্রং ক্ষুতং স্যাদসমন্তরম্।
ইহৈকদা ভবেদ্বাপি অব্দং তস্যাচুরুচ্যতে॥ ১৩॥

যাহার বীর্য্য, মল, মূত্র ও ক্ষুত ঠিক পরে পরে বা এক সময়েই হইয়া থাকে, তাহার এক বৎসর পরে মৃত্যু হয়॥ ১৩॥

ইন্দ্রনীলনিভং ব্যোম্নি নাকং ধুম্রং সমীক্ষতে।
ইতস্ততঃ প্রসৃমরং ষণ্মাসঞ্চ স জীবতি॥ ১৪॥

যে ব্যক্তি আকাশের ইন্দ্রনীল প্রভা বা ধূমের ন্যায় বর্ণ নিরীক্ষণ অথবা চতুর্দ্দিক্ ধূসরবর্ণ অবলোকন করে, সে ছয়মাসমাত্র বাঁচিয়া থাকে॥ ১৪॥

অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
আসন্নমৃত্যুর্ন পশ্যেচ্চতুর্থং মাতৃমণ্ডলম্ ॥ ১৫ ॥

অরুন্ধতী বা ধ্রুবনক্ষত্র অথবা আকাশ বা মাতৃমণ্ডল দেখিতে না পাইলে, মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

ভাদ্রেরবিবারে সূর্য্যস্য পুষ্টীকৃত্য দিবাকরম্।
প্রকৃত্যাপ্সু ন পশ্যেৎ ষণ্মাসেন মৃত্যুভাগ্ভবে ॥ ১৬

ভাদ্রমাসে রবিবারে সূর্য্যের পুরশ্চরণ করিয়া, জলমধ্যে তাঁহার প্রকৃতমূর্ত্তি দেখিতে না পাইলে, ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

বেত্তি নীরাদি বস্ত্বন্যৎ কট্বম্লাদি রসন্য চ।
অকামাদন্যথা ভাবং ষণ্মাসেন স মৃত্যুভাক্ ॥ ১৭ ॥

যে ব্যক্তি অকস্মাৎ জল প্রভৃতি বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ করে এবং কটু ও অম্ল প্রভৃতি রসেরও অন্যথাভাব প্রতীতি করিয়া থাকে, তাহার ছয়মাস মধ্যে মৃত্যু হয় ॥ ১৭ ॥

ষণ্মাসেন লভেন্মৃত্যুং কণ্ঠৌষ্ঠরসনা যদা।
শুষ্যন্তি সততং তস্য নরস্য তালুপঞ্চমাঃ ॥ ১৮ ॥

যাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, রসনা ও তালু সতত শুষ্ক হয়, তাঁহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

রেতঃ কবচনেত্রান্তং মালিন্যং ভজতে প্রিয়ে।
স এব যাম্যং নগরং ষষ্ঠে মাসি ব্রজেন্নরঃ ॥ ১৯ ॥

যাহার শুক্র, মস্তক ও নেত্রপ্রান্ত মলিন হয়; সে ষষ্ঠমাসে যমভবনে গমন করে ॥ ১৯ ॥

সংপ্রবৃত্তে নিধুবনে মধ্যান্তে ক্ষৌতি যো নরঃ।
নিশ্চিতং পঞ্চমে মাসি ধর্ম্মরাজাতিথির্ভবেৎ ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি স্ত্রীসম্ভোগ সময়ে মধ্য ও অবসানে হাঁচিয়া থাকে, সে পঞ্চমমাসে যমালয়ে গমন করে ॥ ২০ ॥

দ্রুতমারুহ্য শকটং ঘূর্ণিতং যস্য মস্তকম্।
ধ্রুবং প্রয়াতি তস্যায়ুঃ ষণ্মাসাৎ পরিসংক্ষয়াৎ ॥২১॥

দ্রুত শকট আরোহণ করিলে, যাহার মস্তক ঘুরিয়া উঠে, ছয়মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥২১॥

সুস্নাতস্যাপি যস্যাশু হৃদয়ং পরিশুষ্যতি।
চরণৌ চ করৌ চাপি ত্রিমাসং তস্য জীবিতম্॥ ২২॥

সুন্দররূপে স্নান করিলেও, যাহার হৃদয়, চরণ ও হস্ত শীঘ্র শুষ্ক হয় সে তিনমাস মাত্র জীবিত থাকে ॥ ২২ ॥

প্রতিবিম্বং ভবেদ্যস্য পদং খণ্ডপদাকৃতি।
পাংশৌ বা কর্দ্দমে বাপি পঞ্চমাসান্ন জীবতি ॥ ২৩ ॥

যাহার পদ বা প্রতিবিম্ব পাংশু বা কর্দমে পতিত হইলে খণ্ডাকৃতি এবং যাহার প্রতিবিম্বও তদ্রূপ আকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে, সে পাঁচ মাসের অধিক বাঁচে না ॥ ২৩ ॥

দেহঃ প্রকম্পতে যস্য দেহরন্ধ্রেপি নিশ্চলঃ।
কৃতান্তদূতা বধ্নন্তি চতুর্থে মাসি নিশ্চিতম্ ॥ ২৫ ॥

যাহার দেহ কম্পিত হইলেও, দেহরন্ধ্র নিশ্চল হইয়া থাকে, তাহার চতুর্থ মাসে মৃত্যু হয় ॥ ২৪ ॥

নিজস্য প্রতিবিম্বস্য নিশ্চলেষূদকাদিষু।
উত্তমাঙ্গং ন পশ্যেদ্যঃ ষণ্মাসেন বিনশ্যতি ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি স্থির জল প্রভৃতিতে আপনার ছায়া মস্তকহীন অবলোকন করে, তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

মতিঃ ভ্রংশ্যেৎ স্থলে বাপি ধনুরৈন্দ্রং ন পশ্যতি।
রাত্রৌ চন্দ্রদ্বয়ং বাপি দিবা দ্বৌ চ দিবাকরৌ॥
দিবা চ তারকাচক্রং রাত্রৌ ব্যোম্নি বিভাবসুম।
যুগপচ্চ চতুর্দ্দিক্ষু শক্রকোদণ্ডমণ্ডলম্॥
ভূধরে ভূধরাগ্রে বা গন্ধর্ব্বনগরালয়ম্।
দিবানিশং চ নৃত্যঞ্চ এতে পঞ্চত্বহেতবঃ॥ ২৬॥

যাহার স্থলকে জল বলিয়া বোধ হয়, যে ব্যক্তি ইন্দ্রধনু দেখিতে না পায়, যে ব্যক্তি রাত্রিতে দুই চন্দ্র ও দিবসে দুই সূর্য্য দর্শন করে, যে ব্যক্তি দিবাভাগে নক্ষত্রমণ্ডল ও রাত্রিতে আকাশে অগ্নি দেখিয়া থাকে, যে ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে একবারে ইন্দ্রধনুমণ্ডল দর্শন করে এবং যে ব্যক্তি পর্ব্বতে বা পর্ব্বতের অগ্রভাগে গন্ধর্ব্বনগরালয় ও দিবানিশ নৃত্য অবলোকন করিয়া থাকে, ইহারা সকলেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়॥ ২৬॥

করারুদ্ধশ্রবণঃ সংশৃণোতি ন চ ধ্বনিম্।
স্থূলঃ কৃশঃ কৃশঃ স্থূলস্তদা মাসান্ন বর্ত্ততে॥ ২৭॥

যে ব্যক্তি হস্ত দ্বারা কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিয়া, কর্ণকুহরের ধ্বনি শ্রবণ করিতে না পায় এবং যে ব্যক্তি স্থূল থাকিয়া, সহসা কৃশ হয় অথবা কৃশ থাকিলে সহসা স্থূল হয়, একমাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ২৭॥

যঃ পশ্যত্যাত্মনশ্ছায়াং দক্ষিণাশাসমাশ্রিতাম্।
দিনানি পঞ্চ জীবিত্বা পঞ্চত্বমুপযাতি সঃ॥ ২৮॥

যে ব্যক্তি আপনার ছায়াকে দক্ষিণদিকস্থ অবলোকন করে, সে পাঁচ দিন মাত্র জিবীত থাকে॥ ২৮॥

প্রেক্ষ্যতে ভক্ষ্যতে দেহঃ পিশাচাসুররাক্ষসৈঃ।
ভূতৈঃপ্রেতৈঃ শ্বভিগৃধ্রৈর্গোমায়ুমৃগশূকরৈঃ।
স্বপ্নে স্বং জীবিতং দৃষ্ট্বা বর্ষান্তে যমমীক্ষতে॥২৯॥

যে ব্যক্তি এইরূপ স্বপ্ন দেখে, যে, ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, অসুর, কুকুর, গৃধ্র, গোমায়ু, মৃগ ও শূকর সকল তাহার দেহ ভক্ষণ অথবা দর্শন করিতেছে, সে এক বৎসর জীবিত থাকিয়া, যমকে অবলোকন করে॥ ২৯॥

গন্ধপুষ্পাংশুকৈঃ দিব্যৈঃ স্বাং তনুং ভূষিতাং নরঃ।
যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নসময়ে স্বষ্টৌ মাসান্ন জীবতি॥ ৩০॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে স্বীয় শরীরকে গন্ধ, পুষ্প ও অংশুকাদি দ্বারা অলঙ্কৃত অবলোকন করে, সে আটমাসের অধিক বাঁচে না॥ ৩০॥

পাংশুরাশিঞ্চ বল্মীকং যূপদণ্ডমথাপি বা।
যোধিরোহতি বৈ স্বপ্নে সোষ্টমাসাৎ প্রণশ্যতি ৩১॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে ভস্মরাশি বল্মীক ও যূপদণ্ডে আরোহণ করে, সে আটমাসের অধিক বাঁচে না॥ ৩১॥

রাসভারূঢ়মাত্মানং তৈলাভ্যঙ্গঞ্চ মণ্ডিতম্।
যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নসময়ে যমলোকং স গচ্ছতি॥ ৩২॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে গর্দ্দভে আরূঢ়, অথবা মণ্ডিত অবলোকন করে, সে যমলোকে গমন করিয়া থাকে॥ ৩২॥

স্বযোনৌ স্বতনৌ বাপি যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নগোচরঃ।
তৃণানি শুষ্ককাষ্ঠানি ষষ্ঠে মাসে ন তিষ্ঠতি॥ ৩৩॥

যে স্বপ্নে আপনার যোনিকে অথবা শরীরে তৃণ বা শুষ্ক কাষ্ঠরাশি দর্শন করে, সে ষষ্ঠমাসে যমলোকে গমন করিয়া থাকে॥ ৩৩॥

লৌহদণ্ডধরং কৃষ্ণং পুরুষং কৃষ্ণবাসসম্।
স্বয়ং যোগ্রস্থিতং পশ্যেৎ ত্রিমাসান্ন চ লঙ্ঘয়েৎ॥ ৩৪॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে লৌহদণ্ডধর, কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণবস্ত্রে পরিবৃত পুরুষকে আপনার সম্মুখে অবলোকন করে, সে তিন মাসের অধিক বাঁচে না॥ ৩৪॥

কালীং কুমারীং যঃ স্বপ্নে বধ্নীয়াদ্‌বাহুপাশকৈঃ।
ষণ্মাসেন চ স বীক্ষেৎ নগরীং শমনাশ্রয়াম্‌ ॥ ৩৫ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণা কুমারীকে বাহুপাশে বদ্ধ করে, সে ছয়মাসের মধ্যে যমপুরে সমাগত হয় ॥ ৩৫ ॥

নরো যো বানরারূঢ়ো গচ্ছেৎ প্রাচীং দিশং স্বপন্‌।
দিনৈঃ স মাসৈর্বীক্ষেত নগরীং শমনাশ্রয়াম্‌ ॥ ৩৬ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে বানরে আরোহণ করিয়া, প্রাচীদিকে গমন করে, সে এক মাসের মধ্যে, শমনভবনে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

কৃপণোঽপি বদান্যো বা বদান্যঃ কৃপণোঽপিবা।
প্রকৃতের্বিকৃতিশ্চৈব তদা পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ ৩৭ ॥

কৃপণ যদি সহসা বদান্য হয় এবং বদান্য যদি সহসা কৃপণ হয় এবং এইরূপে যদি সহসা প্রকৃতির বিকৃতি হয়, তাহা হইলে, পঞ্চত্ব ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

দেবমার্গং ধ্রুবং শক্রং সোমচ্ছায়ামরুন্ধতীম্‌।
যো ন পশ্যেৎ দূরস্থোঽপি ন জীবেৎ বৎসরাৎ পরম্‌ ॥ ৩৮

যে ব্যক্তি দূরস্থ হইয়াও, দেবমার্গ, ধ্রুবনক্ষত্র, ইন্দ্রধনু, চন্দ্রের ছায়া, বা অরুন্ধতী দেখিতে না পায়, সে বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না ॥ ৩৮ ॥

রশ্মিশূন্যং সূর্য্যবিম্বং বহ্নিঞ্চৈব তথা প্রিয়ে।
দৃষ্টৈকাদশমাসাচ্চ ন চোর্দ্ধং স চ জীবতি ॥ ৩৯।

সূর্য্যবিম্ব ও অগ্নিকে রশ্মিশূন্য দর্শন করিলে, এগার মাসের অধিক বাঁচিতে হয় না ॥ ৩৯ ॥

হন্যতে কাকপংক্তিভিঃ পাংশুবর্ষতি বামতঃ।
স্বচ্ছায়ামন্যথা দৃষ্ট্বা চতুঃপঞ্চ স জীবতি ॥ ৪০ ॥

কাক সকল যাহাকে চারিদিক্ হইতে ঠোকরাইয়া থাকে, যাহার বামপার্শ্বে ভস্মবৃষ্টি হয় এবং যে ব্যক্তি আপনার ছায়ার অন্যথাভাব অবলোকন করে, সে চারিদিনের মধ্যে মরিয়া যায় ॥ ৪০ ॥

অশুভ্রাং বিদ্যুতং দৃষ্ট্বা দক্ষিণাং দিনমাশ্রিতম্।
তথা শক্রধনুর্ব্বাপি জীবিতঞ্চ ত্রিমাসকম্ ॥ ৪১ ॥

যে ব্যক্তি দক্ষিণদিকে কৃষ্ণবর্ণ বিদ্যুৎ অথবা ইন্দ্রধনু দর্শন করে, সে তিন মাসমাত্র বাঁচিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

ঘৃতে তৈলে তথাদর্শে তোয়ে চ তনুমাত্মনঃ।
যশ্চ পশ্যেদশিরস্কাং মাসাদূর্দ্ধং ন জীবতি ॥ ৪২ ॥

যে ব্যক্তি ঘৃতে, তৈলে, আদর্শে অথবা জলমধ্যে আপনার মস্তকশূন্য প্রতিবিম্ব দর্শন করে, সে মাসের অধিক বাঁচে না ॥ ৪২ ॥

যস্য বক্ত্রে শবগন্ধো গাত্রে বসনয়োরপি।
তস্যার্দ্ধমাসিকং জ্ঞেয়ং যোগিনোপি চ জীবিতম ॥ ৪৩ ॥

যাহার মুখ, গাত্র ও বস্ত্র সর্ব্বত্র শবগন্ধ, সে যোগী হইলেও, অর্দ্ধমাসের অধিক বাঁচে না ॥ ৪৩ ॥

যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য কপোলমাশু শুষ্যতি।
পীতঞ্চাপি জলং পশ্যেদ্দশাহং তস্য জীবনম্ ॥ ৪৪ ॥

স্নাতমাত্রেই যাহার কপোল আশু শুষ্ক হয় এবং যে ব্যক্তি জলকে পীতবর্ণ অবলোকন করে, সে দশদিনমাত্র বাঁচে ॥ ৪৪ ॥

ঋক্ষবানরয়ানস্থো যো গচ্ছেদ্দক্ষিণাং দিশম্।
স্বপ্নে পশ্যতি তস্যাপি মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥ ৪৫॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে ঋক্ষ বা বানরযানে আরোহণ করিয়া, দক্ষিণদিকে গমন করিতে দেখে, তাহার মৃত্যু নিঃসংশয়॥ ৪৫॥

রক্তকৃষ্ণাম্বরধরা গায়ন্তী বা হসন্তী বা।
দক্ষিণাশাং নয়েন্নারী স্বপ্নে সোঽহি ন জীবতি॥ ৪৬॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ বসন ধারিণী রমণী কর্তৃক গান ও হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে নীত হয়, তাহারও জীবন সংশয় হইয়া থাকে॥ ৪৬॥

নগ্নং ক্ষপণকং স্বপ্নে পরাক্রান্তং মহাবলম্।
একং বা বীক্ষবন্তং তং বিদ্যান্মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥ ৪৭॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে মহাপরাক্রান্ত নগ্ন ক্ষপণক দর্শন করে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত, জানিবে॥ ৪৭॥

কেশাঙ্গারচিতাভস্ম ভুজগা নির্জ্জলাং নদীম্।
দৃষ্টা স্বপ্নে দশাহে বা মৃত্যুরেকাদশেঽহনি॥ ৪৮॥

স্বপ্নে কেশ, অঙ্গার, চিতাভস্ম, অথবা বক্রগামিনী জলহীনা নদী অবলোকন করিলে, দশদিনে বা একাদশাহে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৪৮॥

আমস্তকং যস্তু দেহং নিমগ্নং পঙ্কসাগরে।
স্বপ্নে পশ্যেৎ প্রিয়েয় সদ্যো মৃত্যুং স লভতে নরঃ॥ ৪৯

যে ব্যক্তি স্বপ্নে স্বীয় মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর পঙ্কসাগরে নিমগ্ন অবলোকন করে, সে সদ্য যমলোকে গমন করিয়া থাকে॥ ৪৯॥

সূর্য্যোদয়ে শিবা যস্য ক্রোশন্তী যাতি সম্মুখম্।
বিপরীতং পরীতং বা সদ্যো মৃত্যুং স গচ্ছতি ॥ ৫০ ॥

সূর্য্যোদয়সময়ে যাঁহার সম্মুখে বা পশ্চাতে অথবা চতুর্দ্দিকে চীৎকার সহকারে গমন করে, তাহার সদ্য মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

যস্য বৈ ভুক্তমাত্রস্য হৃদয়ং বাধ্যতে ক্ষুধা।
জায়ন্তে দন্তহর্ষশ্চ স গতায়ুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥

আহার করিবামাত্র, যাহার তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং দন্তহর্ষ হইয়া থাকে, তাহার আয়ুক্ষয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই ॥ ৫১ ॥

শক্রায়ুধং চার্দ্ধরাত্রে চন্দ্রমা গ্রহণং দিবা।
দৃষ্ট্বা পশ্যেত সংক্ষীণমাত্মজীবিতমাত্মবিৎ ॥ ৫২ ॥

যে ব্যক্তি অর্দ্ধরাত্রে ইন্দ্রধনু এবং দিবসে চন্দ্রগ্রহণ অবলোকন করে, তাহার আয়ুক্ষয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ৫২ ॥

নাসিকা বক্রতামেতি কর্ণয়োর্নম্রতোন্নতিঃ।
নেত্রে বাষ্পং ক্ষরেৎ যস্য স গচ্ছেৎ যমমন্দিরম্ ॥ ৫৩ ॥

যাহার নাসিকা বক্র হয়, কর্ণযুগল নত বা উন্নত হয় এবং নেত্রে বাষ্প ক্ষরিত হয়, সে যমমন্দিরে গমন করে ॥ ৫৩ ॥

আরক্ততামেতি মুখং জিহ্বা চ সামিষা সদা।
তদা প্রাজ্ঞো বিজানীয়াৎ মৃত্যুমাসন্নমাত্মকম্ ॥ ৫৪ ॥

মুখ সর্ব্বদা রক্তবর্ণ ও জিহ্বা আমিষযুক্ত বোধ হইলে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার মৃত্যু নিকট, জানিবে ॥ ৫৪ ॥

পিধায় কর্ণ নির্ঘোষং ন শৃণোত্যাত্মসম্ভবম্।
নশ্যতে চক্ষুষোর্জ্যোতির্যস্য সোপি ন জীবতি ॥ ৫৫ ॥

কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া, আপনার শব্দ শুনিতে না পাইলেও চক্ষুর জ্যোতি বিনষ্ট হইলে, আর বাঁচিতে হয় না ॥ ৫৫ ॥

দ্বাদশদলচক্রস্থো মৃত্যুকালশ্চ বীক্ষ্যতে।
চৈত্রাদিমাসসংখ্যানি লিখ্যতে দ্বাদশেদলে ॥ ৫৬ ॥

একটী দ্বাদশদলচক্র অঙ্কিত করিয়া, তাহাতে মৃত্যুকাল পরীক্ষা করিবে ॥ ৫৬ ॥

মেষাদিরাশয়ঃ স্থাপ্যাঃ সূর্য্যাদিলিখ্যতে গ্রহঃ।
জন্মঋক্ষং জন্মরাশিং বীক্ষ্যতে মৃত্যুকালকে ॥ ৫৭ ॥

উক্ত চক্রের দ্বাদশদলে মেষাদি দ্বাদশরাশি, চৈত্রাদি দ্বাদশ মাস ও সূর্য্যাদি গ্রহ স্থাপন করিবে। পরে জন্মনক্ষত্র ও জন্মরাশি বেধ বিবেচনা করিয়া, মৃত্যুকাল নির্ণয় করিবে ॥ ৫৭ ॥

শনিভৌমকেতুরাহুরাশিবিদ্ধে তু কষ্টকম্।
ঋক্ষবিদ্ধে রাশিবিদ্ধে কালমৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

যদি শনি, মঙ্গল, কেতু ও রাহুর সহিত জন্মরাশির বেধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। যদি রাশিবেধ বা নক্ষত্র বেধ হয়, তাহা হইলে, কালমৃত্যু হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥

সূর্য্যবেধে মনস্তাপং বুধে সৌখ্যং প্রবর্ত্ততে।
চন্দ্রেবিদ্ধেবিজানীয়াৎ সদা স্ত্রীসুখসম্পদঃ ॥ ৫৯ ॥

সূর্য্যবেধ হইলে মনস্তাপ, বুধ বিদ্ধ হইলে সুখ, চন্দ্রবেধ সুখ সম্পদ ও স্ত্রী লাভ হয় ॥ ৫৯ ॥

ভৃগুবেধে রাজ্যলাভঃ মাসে মাসে বিচারেৎ।
বর্ষং দ্বাদশমাসানি মৃত্যুকালে বদন্তি চ ॥ ৬০ ॥

শুক্রের সহিত বেধ হইলে, রাজ্যপ্রাপ্তি হয়। এইরূপে মাসে মাসে মৃত্যুকাল বিচার করিয়া, স্থির করিবে ॥ ৬০ ॥

অহোরাত্রং যদৈকত্র বহতে পাত্রমধ্যতঃ।
তদা তস্য ভবেদায়ুঃ সংপূর্ণং বৎসরত্রয়ম্ ॥৬১॥

যদি এক দিন ও এক রাত্রি ক্রমাগত নাসাপুটে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে, সংপূর্ণ তিন বৎসর বাঁচিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

অহোরাত্রদ্বয়ং পশ্যেৎ পিঙ্গলায়াং সদাগতিম্।
তস্য বর্ষদ্বয়ং প্রোক্তং জীবিতং তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ৬২ ॥

দুই দিন দুই রাত্রি পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ু প্রবাহিত হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তত্ত্ববেদিগণ এইরূপ বলিয়াছেন ॥৬২॥

ত্রিরাত্রং বহতে যস্য বায়ুরেকপুরে স্থিতঃ।
সংবৎসরং তদা আয়ুঃ প্রবদন্তি মুনীশ্বরাঃ ॥ ৬৩ ॥

তিন দিন ও তিন রাত্রি ক্রমাগত উভয় নাসাপুটে বায়ু প্রবাহিত হইলে, মুনীশ্বরগণ বলিয়া থাকেন, সংবৎসর জীবিত থাকে ॥ ৬৩ ॥

রাত্রৌ চন্দ্রো দিবা সূর্য্যো মাসমেকং নিরন্তরম্।
ভবেন্মৃত্যুর্নরস্যাস্য ষণ্মাসাভ্যন্তরে ধ্রুবম্ ॥ ৬৪ ॥

এক মাস নিরন্তর রাত্রিতে চন্দ্র ও দিবসে সূর্য্য দর্শন করিলে, ছয়মাস মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

এতানি কালচিহ্নানি সন্ধানি চ বহূনি চ।
জ্ঞাত্বাভ্যাসং নরোযোগমথবাকাশিকং ব্রজেৎ ॥৬৫॥

উল্লিখিত বহুবিধ কালচিহ্ন ও সন্ধান সকল অবগত হইয়া, যোগাভ্যাস অথবা কাশিবাস করিবে ॥ ৬৫ ॥

ওঁ নমঃ কালরূপায় কালজ্ঞানং কুরু কুরু স্বাহা। অযুতেন জপাৎ সিদ্ধিঃ ॥ ৬৬ ॥

ওঁ নমঃ কালরূপায় কালজ্ঞানং কুরু কুরু স্বাহা, এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে, মৃত্যুজ্ঞানে ক্ষমতা জন্মে॥ ৬৬ ॥

কৃত্তিকায়াং কদাচিদ্বৈ ব্যাধিরুৎপদ্যতে কৃচিৎ।
নবরাত্রং ভবেৎ পীড়া ত্রিরাত্রং রোহিণীষু চ ॥ ৬৭ ॥

কৃত্তিকা নক্ষত্রে কদাচিৎ কৃচিৎ রোগ জন্মিলে, নয় রাত্রি ভোগ হয়; রোহিণীনক্ষত্রে তিন রাত্রি ॥ ৬৭ ॥

মৃগশীর্ষে পঞ্চরাত্রং আর্দ্রা প্রাণৈর্বিমুচ্যতে।
পুনর্বসৌ চ পুষ্যায়াং সপ্তরাত্রং বিধীয়তে ॥ ৬৮ ॥

মৃগশিরায় পাঁচ রাত্রি, আর্দ্রায় মৃত্যু, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যায় পাঁচ রাত্রি রোগ ভোগ হয় ॥ ৬৮ ॥

নবরাত্রং তথাশ্লেষা চিত্রায়ামর্দ্ধমাসিকম্।
মাসদ্বয়ং ভবেৎ স্বাত্যাং বিশাখে বিংশতির্দ্দিনম্ ॥ ৬৯ ॥

অশ্লেষায় নয় রাত্রি, চিত্রায় এক পক্ষ, স্বাতীতে দুইমাস ও বিশাখায় বিশ দিন ভোগ হয় ॥ ৬৯ ॥

অনুরাধা দশাহানি শ্মশানান্তং মঘাসু চ।
দ্বৌ মাসৌ পূর্ব্বফল্গু দ্বিপঞ্চকম্ ॥ ৭০ ॥

অনুরাধায় দশদিন, মঘায় মৃত্যু, পূর্ব্বফল্গুনীতে দুই মাস ও উত্তর ফল্গুনীতে দশ দিন ভোগ ॥ ৭০ ॥

হস্তায়াং সপ্তমে মোক্ষঃ জ্যেষ্ঠায়ামর্দ্ধমাসকম্।
মূলেন জায়তে শেষং পূর্ব্বাষাঢ়া দ্বিপঞ্চকম্ ॥ ৭১ ॥

হস্তায় সাত দিন, জ্যেষ্ঠায় অর্দ্ধমাস, মূলায় প্রাণহানি, পূর্ব্বাষাঢ়ায় দশদিন ভোগ ॥ ৭১ ॥

ঊনবিংশোত্তরাষাঢ়া দ্বৌ মাসৌ শ্রবণা তথা।
ধনিষ্ঠায়ামর্দ্ধমাসং বারুণে চ দশাহিকম্ ॥ ৭২ ॥

উত্তরাষাঢ়ায় ঊনিশ দিন, শ্রবণায় দুই মাস, ধনিষ্ঠায় অর্দ্ধমাস, শতভিষায় দশদিন ॥ ৭২ ॥

পূর্ব্বভাদ্রপদে দেবি ঊনবিংশতি বাসরান্ চ
ত্রিপক্ষঞ্চাপ্যহির্বুধ্নে রেবত্যাং দশরাত্রকম্ ॥ ৭৩ ॥

পূর্ব্বভাদ্রপদে ঊনবিংশতি দিন, উত্তরভাদ্রপদে তিন পক্ষ, রেবতী নক্ষত্রে দশরাত্রি ভোগ ॥ ৭৩ ॥

অহোরাত্রে চাশ্বিনীষু ভরণ্যাঞ্চ গতায়ুষঃ।
এবং ক্রমেণ জানীয়ান্নক্ষত্রেণ যথোদিতম্ ॥ ৭৪ ॥

।নীতে অহোরাত্র, ভরণীতে মৃত্যু ॥ ৭৪ ॥

উরগশতভিষাদ্রা স্বাতিমূলাত্রিপূর্ব্বা
শনিরবিকুজবারা ক্রূরতারাবিরুদ্ধোঃ।
যদি ভবতি চতুর্থী চাষ্টমী ভূতষষ্ঠী
পরিহর তিথিয়েতাং রোগিণাং মৃত্যুকালঃ ॥ ৭৫ ॥

অশ্লেষা, শতভিষা, আর্দ্রা, স্বাতি, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ এই সকল নক্ষত্রে শনি, রবি কিম্বা মঙ্গলবারে এবং ষ অষ্টমী, চতুর্থী ও চতুর্দ্দশী এই কয় তিথিতে পীড়া হইলে, মৃত্যু হ থাকে ॥ ৭৫ ॥

পঞ্চমী চন্দ্রবারে চ দ্বিতীয়া চ বৃহস্পতৌ।
শুক্রে চৈব চতুর্থী চ রোগিণাং মৃত্যুমাদিশেৎ ॥ ৭৬ ॥

সোমবারে পঞ্চমী, বৃহস্পতিবারে দ্বিতীয়া; ও শুক্রবারে চতুর্থীযুক্ত তিথিতে রোগ হইলে, মৃত্যু হয় ॥ ৭৬ ॥

সপ্তাহং বারযোগেন ত্রিগুণং তিথিসংযুতম্।
তিথিনক্ষত্রয়োর্মাসাং ত্রিভিঃ কালেন জীবতি ॥ ৭৭ ॥

বারদোষে সাত দিন, তিথিদোষে একুশ দিন, তিথি ও নক্ষত্রযোগে পীড়া হইলে, এক মাস ভোগ হয়। আর; তিথি, নক্ষত্র ও বার এই তিন যোগে পীড়া হইলে, মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

ইতি মৃত্যুজ্ঞাননামকং

ঊনবিংশতি পীঠম্।

বিংশতি পীঠম্ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইদানীং শৃণু মাহেশি বিবিধজ্ঞানমুত্তমম্ ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ নর সিদ্ধো ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন ।

ইদানীং বিবিধ জ্ঞান নাম উৎকৃষ্ট তন্ত্রপ্রকরণ শ্রবণ কর । উহার শ্রবণমাত্রেই লোকে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

গৃহীত্বা চামৃতামূলং রবিবারেঽভিমন্ত্রিতম্ ।
তস্য চূর্ণং ছায়াশুষ্কং শর্করাভক্ষণাদ্বলী ॥ ২ ॥

রবিবারে ওঁ নমঃ অমুকস্য বলপরাক্রমং কুরু কুরু স্বাহা । এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত বার জপ করিয়া গুলঞ্চের মূল গ্রহণ ও ছায়ায় শুষ্ক করত; চূর্ণ করিবে । উক্ত চূর্ণ শর্করার সহিত ভক্ষণ করিলে, লোকে বলশালী হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মহাসৌখ্যকরী পুংসাং তস্যোপরি গবাং পয়ঃ ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নারী ভবতি কিঙ্করী ॥ ৩ ॥

এই ঔষধ সেবনের পর গোদুগ্ধ পান করিলে, মহাসুখ সমুৎপন্ন ও নারী কিঙ্করী হইয়া থাকে। যাঁহাকে তাঁহাকে এই ঔষধ বলিবে ॥ ৩ ॥

গৃহীত্বা তু রবৌ বারে ভণ্ডিকাং শুচিপূর্ব্বিকাম্।
ছায়াশুষ্কন্তু তচ্চূর্ণং অশ্বগন্ধাসমন্বিতম্॥
মুষলীং গোক্ষুরৈশ্চৈব বিজয়াবীজসংযুতম্।
একবর্ণগবাং ক্ষীরৈঃ সহ পীবেৎ টঙ্কমাত্রতঃ॥
বলপুষ্টিকরং দেহস্তম্ভনং ধাতুবৃদ্ধিদম্।
সিদ্ধিযোগমিদং তন্ত্রং কামদেবো ভবেন্নরঃ॥ ৪॥

রবিবারে শুদ্ধ হইয়া উক্ত মন্ত্র জপ সহকারে মঞ্জিষ্ঠা গ্রহণ ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া, চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। ঐ চূর্ণে অশ্বগন্ধা, তালমূলী, গোক্ষুর, সিদ্ধিবীজ, এই সমুদায় দ্রব্য সম পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত টঙ্কমাত্র পরিমাণে সেবন করিবে। সেবন করিলে, বলপুষ্টি, ধাতুবৃদ্ধি, দেহস্তম্ভ ও সাক্ষাৎ কামদেব হইয়া থাকে॥ ৪॥

ইতি বলবর্দ্ধননামকং

বিংশতি পীঠম্।

একবিংশতি পীঠম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় অমুকস্য অমুকেন বিজয়ং কুরু কুরু স্বাহা ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন

এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত বার জপ করিয়া, নিম্ন লিখিত কার্য্য করিলে, নিশ্চয়ই বিবাদে জয় লাভ হয় ॥ ১ ॥

ধুস্তূরং করবীরঞ্চ হ্যপামার্গস্য মূলকম্।
হরিতালসমাযুক্তং তিলকং সুদিনে কৃতম্।
অজাক্ষীরেণ সংপেষ্য রণে রাজকুলে জয়ী।
বিবাদে দ্যূতকার্য্যে চ নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ২ ॥

ভালদিন দেখিয়া, ধুতুরা, করবীর, অপামার্গ এই তিনটীর মূল ও হরিতাল সমভাগে ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া, কপালে তিলক করিলে, রণে, রাজকুলে, বিবাদে ও দ্যূতকার্য্যে জয়ী হওয়া যায়। মহাদেবের এই বাক্য অন্যথা হইবার নহে ॥ ২ ॥

ইতি জয়সাধননামকং
একবিংশতি পীঠম্।

দ্বাবিংশতি পীঠম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি গাত্রস্পন্দনজং ফলম্।
যজ্জ্ঞাত্বা চ বিজানীয়াৎ শুভাশুভফলং নরঃ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অতঃপর গাত্রস্পন্দনজনিত ফল কীর্ত্তন করিব। যাহা অবগত হইলে, লোকে শুভাশুভ ফল পরিজ্ঞাত হয়॥ ১॥

শিরস্পন্দনমৈশ্বর্য্যং ললাটং রোগকারণম্।
লাভশ্চ দক্ষিণে নেত্রে কলহং বামলোচনে।
উভয়োঃ শোকবার্ত্তাঞ্চ নাসোর্ম্মরণমেব চ॥ ২॥

শির স্পন্দিত হইলে, ঐশ্বর্য্য, ললাট স্পন্দিত হইলে রোগ, দক্ষিণ নেত্র স্পন্দনে লাভ, বামনেত্র স্পন্দনে কলহ, উভয় নেত্র স্পন্দনে শোক-বার্ত্তা, এবং নাসিকাস্পন্দনে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ২॥

ওষ্ঠে তু কলহশ্চৈব অধরে মিষ্টভোজনম্।
দন্তমূলস্পন্দনেন অবশ্যং মাংসভোজনম্॥ ৩॥

ওষ্ঠস্পন্দনে কলহ, অধরস্পন্দনে মিষ্টভোজন, দন্তমূলস্পন্দনে অবশ্য মাংসভোজন হইয়া থাকে॥ ৩॥

বামকর্ণে বহুশ্রুতং গানশ্রুতিশ্চ দক্ষিণে।
কণ্ঠে মারাত্মকং রোগং কদাচিজ্জীবনং ভবেৎ॥ ৪॥

বামকর্ণস্পন্দনে বস্তুশ্রবণ, দক্ষিণকর্ণস্পন্দনে গীতশ্রবণ এবং কণ্ঠস্পন্দনে মারাত্মক রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অর্থলাভো দক্ষভুজে স্ত্রীলাভো বামভুজকে।
লক্ষ্মীবৃদ্ধির্দক্ষপৃষ্ঠে বামে চ পরদারকম্।
উভৌ চ শ্রীবৃদ্ধিঃ স্যান্নাভৌ চ মরণং ভবেৎ ॥ ৫ ॥

দক্ষিণভুজস্পন্দনে অর্থলাভ, বামভুজস্পন্দনে স্ত্রীলাভ, পৃষ্ঠের দক্ষিণ ভাগস্পন্দনে শ্রীবৃদ্ধি, বামভাগস্পন্দনে পরদার, উভয়ভাগস্পন্দনে শ্রীবৃদ্ধি এবং নাভিস্পন্দনে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

দক্ষকট্যাং বস্ত্রলাভো বামে মিত্রসমাগমঃ।
উৎসবশ্চোভয়োঃ কট্যোর্লিঙ্গে চ যুবতীস্ত্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

দক্ষিণকটিস্পন্দনে বস্ত্রলাভ, বামকটিস্পন্দনে মিত্রলাভ, উভয়কটিস্পন্দনে উৎসব ও লিঙ্গস্পন্দনে যুবতী লাভ হয় ॥ ৬ ॥

ভূমিলাভো দক্ষগণ্ডে বামে বুদ্ধিরুভে ধনম্।
বিদেশগমনং গুহ্যে দক্ষে রাজভয়ং পদে।
বামপাদে চ গমনং উভয়ো রাজসেবনম্ ॥ ৭ ॥

বামগণ্ডস্পন্দনে বুদ্ধি, উভয়গণ্ডস্পন্দনে ধন, গুহ্যস্পন্দনে বিদেশ গমন, দক্ষিণপাদস্পন্দনে রাজভয়, বামপদস্পন্দনে গমন, উভয়পদস্পন্দনে রাজসেবালাভ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ইতি স্পন্দনকথননামকং
দ্বাত্রিংশতি পাঠম্।

ত্রয়োবিংশতি পীঠম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

পূর্ব্বং পুত্রবতী যা সা কুচিদ্বন্ধ্যা ভবেদ্যদি।
কাকবন্ধ্যা তু সা জ্ঞেয়া চিকিৎসা তত্র কথ্যতে ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যে রমণী একবার একমাত্র পুত্র প্রসব করিয়া, আর প্রসব না করে, তাহার নাম কাকবন্ধ্যা। কাকবন্ধ্যার চিকিৎসা বলিতেছি ॥ ১ ॥

বিষ্ণুক্রান্তাং সমূলান্তু পিষ্ট্বা মাহিষ দুগ্ধকে।
মাহিষ নবনীতেন ঋতুকালে তু ভক্ষয়েৎ ॥ ২ ॥

অপরাজিতা লতা মূলের সহিত মহিষদুগ্ধে পেষণ করিয়া, মহিষ নবনীতের সহিত ঋতুকালে ভক্ষণ করিবে ॥ ২ ॥

এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাৎ পথ্যমুক্তঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
গর্ভং সা লভতে নারী কাকবন্ধ্যা সুশোভনম্ ॥ ৩ ॥

এইরূপ সপ্তাহ সেবন করিলে, কাকবন্ধ্যা সুশোভন গর্ভ ধারণ করে ॥ ৩ ॥

অশ্বগন্ধায়া মূলন্তু শ্রাবয়েৎ পুষ্যভাস্করে।
পেষয়েন্মাহিষক্ষীরৈঃ পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা।
সপ্তাহাল্লভতে গর্ভং কাকবন্ধ্যা চিরায়ুষম্ ॥ ৪ ॥

রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধার মূল উত্তোলন করিয়া, মহিষ দুগ্ধে পেষণ করত চারি তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। সপ্তাহ এইরূপ করিলে, কাকবন্ধ্যার চিরজীবী পুত্র লাভ হয় ॥ ৪ ॥

ওঁ নমঃ শক্তিরূপায় অস্যা গৃহে পুত্রং কুরু কুরু স্বাহা।
অষ্টোত্তরশতজপেন সিদ্ধিঃ ॥ ৫ ॥

এই মন্ত্র এক শত অষ্টবার জপ করিয়া উক্ত কার্য্য করিলে, সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ৫ ॥

ইতি কাকবন্ধ্যাচিকিৎসানামকং

ত্রয়োবিংশতি পীঠম্।

চতুর্ব্বিংশতি পীঠম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

পুরুষেণ স্ত্রিয়া বাপি কার্য্যোঙ্গরাগ এব চ।
সম্ভোগসুখসিদ্ধ্যর্থমাদৌ গন্ধবিধিং শৃণু ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সম্ভোগসুখসিদ্ধির জন্য অঙ্গরাগ করিবে। এই জন্য প্রথমে গন্ধবিধানবর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

কদম্বপত্রং লোধ্রঞ্চ অর্জ্জুনং তু সপুষ্পকম্।
পিষ্ট্বা গাত্রোদ্বর্ত্তঞ্চ দুর্গন্ধিচয়নাশকম্ ॥ ২ ॥

কদম্বপত্র, লোধ্র, অর্জ্জুন পুষ্প একত্রে পেষণ করিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, দুর্গন্ধি বিনাশ হয় ॥

সচন্দনোশীরকরালপত্রৈঃ
কোল্যথামজ্জাগুরুনাগপুষ্পৈঃ।
পিষ্ট্বা শরীরং প্রমদাহটেন
চিরপ্রভূতং বিনিহন্তি গন্ধম্॥ ৩॥

চন্দন, বেণার-মূল, বালা, তেজপত্র, বদরী বীজ, অগুরু, নাগকেশর একত্রে পেষণ করিয়া, গাত্রে মর্দ্দন করিলে, শরীরের দুর্গন্ধ চিরকালের জন্য দূর হয়॥৩॥

ইতি দেহরঞ্জনম।

মুখরঞ্জনম্।

মরিচং রোচনাযুক্তং সংপিষ্য মুখমালিপেৎ।
তরুণ্যাঃ পিটকাঃ সর্ব্বাঃ নশ্যন্তি মুখসম্ভবাঃ॥ ১॥

মরিচ ও রোচনা পেষণ পুর্ব্বক মুখে মাখিলে, তরণীর মুখব্রণ সমুদায় বিনষ্ট হয়॥ ১॥

মাতুলঙ্গজটাসর্পিঃশিলাগোশকৃতো রসঃ।
মুখকান্তিকরো লেপঃ পিড়কাতিনকালজিৎ॥ ২॥

ছোলঙ্গ লেবুর রস, ঘৃত; মনঃশিলা এই কয় দ্রব্য গোময় রসে পেষণ করিয়া, মুখে লেপন করিলে, মুখকান্তি বৃদ্ধি ও ব্রণ সকল বিনষ্ট হয়॥ ২॥

মনঃশিলা তথা লোধ্রদ্বিনিশাসর্ষপাঃ সমাঃ।
বারিপিষ্টো হিতো লেপো বদনে শ্যামিকা হরেৎ॥ ৩॥

মনঃশিলা, লোধ্র, দারুহরিদ্রা, ও সর্ষপ সমভাগে জলে পেষণ করিয়া মুখে মাখিলে, মুখের কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩॥

চূর্ণং মুরামাংসীকেশরকুষ্ঠকানাং
প্রাতর্দিশান্তে পরিলোড়ি যা স্ত্রী।
অপ্যর্দ্ধমাসেন মুখস্য বাসঃ
কর্পূরতুল্যো ভবতি প্রকাশঃ ॥ ৪ ॥

মুরামাংসী, নাগকেশর, কুড় এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা সময়ে প্রত্যহ লেপন করিলে, অর্দ্ধমাস মধ্যেই কর্পূরের ন্যায়, মুখগন্ধ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পিষ্ট্বা মসূরং ঘনসারকেন
মুহুর্মুহুস্তেন বিলিপ্য বক্ত্রম্।
নশ্যন্তি গন্ধাঃ পিড়কা প্ররূঢ়া
মাসার্দ্ধমাত্রেণ বিলাসিনীনাম্ ॥ ৫ ॥

মসূর ও কর্পূর একত্রে পেষণ পূর্ব্বক বারম্বার মুখে লেপন করিলে, মাসার্দ্ধমাত্রেই রমণীগণের মুখগন্ধ ও তজ্জাত ব্রণাদি বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

ইতি মুখরঞ্জনম্।

কেশরঞ্জনম্।

ত্রিফলা লৌহচূর্ণন্তু বারিণা পেষয়েৎ সমম্।
দ্রবং তুল্যেন তৈলেন পাচয়েন্মৃদু বহ্নিনা ॥ ১ ॥

ত্রিফলা ও লৌহচূর্ণ সমভাগে জলে পেষণ করিয়া, উভয়ের সম পরিমাণ তৈলে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে ॥ ১ ॥

তৈলতুল্যৈর্ভৃঙ্গরসৈর্যাবত্তৈলঞ্চ পাচয়েৎ।
স্নিগ্ধভাণ্ডগতং ভূমৌ স্থিতং মাসান্ সমুদ্ধরেৎ ॥ ২ ॥

তৈলের সমপরিমাণ ভৃঙ্গরাজ রস দিয়া পাক করিবে। যতক্ষণ ভৃঙ্গরাজের রস থাকিবে, ততক্ষণ পাক করিতে হইবে। পরে তৈলভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, কোন স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপন করিয়া, মাটিতে পুতিয়া রাখিবে। অনন্তর একমাস গত হইলে উত্তোলন করিবে ॥ ২ ॥

সপ্তাহং লেপয়েৎ পেষ্যং কদলীরসসংযুতম্।
ত্রিফলেন চ সংযুক্তং রুদ্রজটাসমন্বিতম্ ॥ ৩ ॥

প্রথম সপ্তাহ কদলীরসের সহিত, দ্বিতীয় সপ্তাহ ত্রিফলের সহিত, রুদ্র জটার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কেশে মাখাইবে ॥ ৩ ॥

সপ্তাহ লেপঃ কর্ত্তব্যঃ কেশাঃ স্যুর্ভ্রমরোপমাঃ।
যাবজ্জীবং ন সন্দেহো নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ৪ ॥

তিন সপ্তাহ ঐরূপ করিলে, যাবজ্জীবন কেশ সকল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। আমার এই বাক্য অন্যথা হয় না ॥ ৪ ॥

কাকোলীপত্রমূলং সহচরসহিতং কেতকীনাঞ্চ কন্দকং।
ছায়াশুষ্কঞ্চ ভৃঙ্গং ত্রিফলরসযুতং তৈলমধ্যে নিধায় ॥
তৎ ক্ষিপ্তং লৌহপাত্রে ক্ষিতিতলে নিহিতে মাসমেকঞ্চ যাবৎ
কেশাঃ কাশপ্রকাশা হ্যলিকুলসদৃশা জায়ন্তে পক্ষমাত্রাৎ ॥ ৫ ॥

কাকোলীর পত্র ও মূল, পীত ঝিন্টী, কেতকীর মূল এই সকল দ্রব্য ছায়াতে শুষ্ক করিয়া, ভীমরাজ ও ত্রিফলার রস মিশ্রিত করত তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ তৈল লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মাটিতে একমাস পুতিয়া রাখিবে। একমাস পরে তুলিয়া, কেশে মাখিলে, কাশ পুষ্পের ন্যায়, শুভ্রবর্ণ কেশপাশও পক্ষ মধ্যে ভ্রমরের ন্যায়, কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥ ৫ ॥

ইতি রঞ্জননামকং চতুর্ব্বিংশতি
পাঠম্।

পঞ্চবিংশতি পীঠম্ ।

নিম্বকাষ্ঠেন মধুনা ধূপয়িত্বা * * স্ত্রিয়ঃ ।
সুভগাসৌ ভবেন্নারী পতির্দাসো ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥

নিম্বকাষ্ঠ ও মধু একত্রে * * * তে ধূপ প্রদান করিলে, স্ত্রী সুভাগ্য ও তাহার দাসী হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

খঞ্জরীটস্য মাংসস্য মধুনা সহ লেপয়েৎ ।
প্রাতঃকালে * * লেপাৎ পুরুষো দাসতামিয়াৎ ॥ ২ ॥

খঞ্জরীট পক্ষিমাংস মধুর সহিত পেষণ করিয়া * * প্রাতঃকালে লেপণ করিলে, পুরুষ দাস হয় ॥ ২ ॥

সৈন্ধবং কৃষ্ণলবণং কাঞ্জিকং মৎস্যপিত্তকম্ ।
মধুসর্পিঃসিতাযুক্তং কুর্য্যাত্তু * * লেপয়েৎ ।
যঃ পুমান্ রমতে দেবি নান্যাং স জাতু গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

সৈন্ধব লবণ, বিটলবণ, কাঞ্জিক, মৎস্যপিত্ত মধু, ঘৃত ও চিনি একত্রে পেষণ করিয়া * * * লেপ দিলে, পুরুষ আর কোন রমণীতে আসক্ত হয় না ॥ ৩ ॥

কেশরং চৈব বিলুঞ্চ পঙ্কজঞ্চ নিরাময়ম্ ।
ধাতকীফলপুষ্পঞ্চ জম্বুদুগ্ধেন সংযুতম্ ॥
পিষ্ট্বা মধুযুতং লেপাৎ বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্ ।
বৃদ্ধা নবপ্রসূতা যা দুর্ভগা সুভগা ভবেৎ ॥ ৪ ॥

নাগকেশর, তেলাকুচা, পদ্ম, ধাইফুল, ও ধাইফল জামের রস ও দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, মধুর সহিত লেপন করিলে, বন্ধ্যা পুত্রবতী

হয়, দুর্ভগা সুভগা হয় এবং এবং বৃদ্ধা স্ত্রীও নবপ্রসূতা হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ইতি পতিবশীকরণং সৌভাগ্য জননং
নামকং পঞ্চবিংশতিপীঠম্ ।

ষড়বিংশতি পীঠম

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্ব্বং মাং ত্বাং দম দম স্বাহা ।

ইতি মন্ত্রমেকাদশবারং জপ্তা পুষ্পমভিমন্ত্র্য যস্যৈ দীয়তে সা তস্য বশ্যা ভবতি ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন ।

ওঁ চামুণ্ডে দম দম স্বাহা পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া যে কোন স্ত্রীকে প্রদান করিলে, সে নিশ্চয়ই বশীভূতা হইবে ॥ ১॥

ওঁ কামদেব হস্তস্পর্শং উত্তমং কুরু কুরু স্বাহা ।

অনেন সপ্তধাভিমন্ত্র্য যাং স্পৃশতি সা বশ্যা ভবতি ॥ ২

ওঁ কামদেব ইত্যাদি মন্ত্র শতবার পড়িয়া, যে স্ত্রীকে স্পর্শ করা যায় সেই বশীভূত হয় ॥ ২ ॥

অপভাষাং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং স্ত্রীবশীকরণম্ ।
যস্য সাধনমাত্রেণ শক্তিসাধনমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অধুনা অপভাষায় স্ত্রীবশীকরণ মন্ত্র বলিব । ঐ মন্ত্রের সাধনমাত্র বিশিষ্টরূপ শক্তি সাধন হয় ॥ ৩ ॥

মন্ত্র যথা,

অচল ঘাটে নিচল পানি। তাহাতে উপজিল কালের বাঘিনী। কালের বাঘিনী বল মা তোরে। অমুকীর প্রাণচিত্ত আনিয়া দেখাবে। হরিণের রক্ত, মাছের পিত্ত। তোল করিয়া পোরাম অমুকীর পাঁচ প্রাণ চিত্ত ॥ ৪ ॥

মন্ত্রেণানেন দেবেশি ত্রিবারং সলিলং পিবেৎ।
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা চ যা নারী তস্য দাসী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫ ॥

এই মন্ত্রে তিনবার জল পড়িয়া পান করিবে, স্ত্রীলোক সমুদায় ত্যাগ করিয়া, সেই পুরুষের নিশ্চয়ই অনুগামিনী হয় ॥ ৫ ॥

পুনর্ব্বসুর্ঋক্ষে হরেৎ পুষ্পং ভরণ্যাস্তু ফলং তথা।
পল্লবঞ্চ বিশাখায়াং হস্তায়াং পত্রমেব চ ॥
মূলায়ান্তু তথা মূলং ধুস্তুরস্য সমানয়েৎ।
পিষ্ট্বা কর্পূরযোগেন রোচনাকুঙ্কুমেন চ।
তিলকৈঃ স্ত্রীবশ্যং স্যাৎ যদি সাক্ষাত দরুন্ধতী ॥ ৬ ॥

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ধুতুরার ফুল, ভরণীতে তাহার ফল, বিশাখায় পল্লব, হস্তায় পত্র, ও মূলায় মূল আহরণ করিয়া কর্পূর, রোচনা ও কুঙ্কুমের সহিত পেষণ করতঃ তিলক করিলে, সাক্ষাৎ অরুন্ধতীও বশীভূত হন, অন্য স্ত্রীলোকের কথা কি বলিব ॥ ৬ ॥

ইতি স্ত্রীবশীকরণং নাম ষড়্বিংশপীঠম্।

সপ্তবিংশ পীঠম্।

কপিত্থরসকহ্লারং পিপ্‌লী মধুযষ্টিকা।
মধুনা চ সমং পিষ্ট্বা লেপনাচ্চ বরাঙ্গয়োঃ॥
দম্পত্যা প্রতিমাপ্নোতি প্রাণান্তেনাপি গচ্ছতি॥ ১॥

কপিত্থরস, শ্বেতপদ্ম, পিপুল, ও যষ্টিমধু মধুর সহিত সমভাগে পেষণ করিয়া, পরস্পরে বরাঙ্গে লেপন করিলে, স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যে প্রাণান্তেও বিচ্ছেদ ঘটে না॥ ১॥

সৈন্ধবঞ্চ মহাদেবী পারাবতমলং তথা।
মধুনা লেপনান্নিত্যং দম্পত্যোঃ প্রণয়োঽক্ষয়ঃ॥
কুর্য্যাদ্বশীকৃতং যক্ষধূপৈশ্চ তিলকং তথা॥ ২॥

সৈন্ধব, মধু ও পারাবতমল একত্রে পেষণ করিয়া, লেপন করিলে দম্পতির প্রণয় অক্ষয় হয়। এবং যক্ষধূপ দ্বারা কপালে তিলক করিলে পরস্পর বশীভূত হইয়া থাকে॥ ২॥

ব্রহ্মযষ্টি বচাকুষ্ঠং মধুনা সহ পেষয়েৎ।
অঙ্গলেপাচ্চ বনিতা ভর্ত্তারং নান্যমিচ্ছতি॥ ৩॥

বামনহাটী, বচ ও কুড় সমভাগে মধুর সহিত পেষণ করিয়া, অঙ্গে লেপন করিলে, স্ত্রীলোক সে পুরুষ ভিন্ন অন্যের কামনা করে না॥ ৩॥

নীলোৎপলং সমং পূগং প্রদদ্যাচ্চাপরাজিতাম্।
পিষ্ট্বা চ নাভিলেপেন বশং যাতি বরাঙ্গনা॥ ৪॥

নীল উৎপল, সুপারি ও অপরাজিতা সমভাগে পেষণ করিয়া নাভিতে লেপন করিলে, রমণী বশীভূতা হয়॥ ৪॥

ইতি দম্পতিপ্রীতিজননং নাম
সপ্তবিংশতি পীঠম্।

অষ্টাবিংশ পাঠম্।

ওঁ নমো ভাস্করায় ত্রিলোকাত্মনে।
অমুক মহীপতিং মে বশীকুরু কুরু স্বাহা ॥ ১ ॥

এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া নিম্নলিখিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ১ ॥

অপামার্গস্য বীজানি গৃহীত্বা পুষ্যভাস্করে।
পানে পানে প্রদাতব্যং রাজবশ্য করং পরম্ ॥ ২ ॥

অপামার্গের বীজ পুষ্যানক্ষত্রে গ্রহণ করিয়া, খাওয়াইলেও রাজা বশীভূত হন ॥ ২

করে সুদর্শনামূলঞ্চ বদ্ধা রাজপ্রিয়ো ভবেৎ।
হরিতালমশ্বগন্ধাকর্পূরঞ্চ মনঃশিলা ॥
অজাক্ষীরেণ তিলকং রাজবশ্যকরং পরম্ ॥ ৩ ॥

সুদর্শনার মূল হস্তে বন্ধন করিলে, রাজার প্রিয় হওয়া যায়। এবং হরিতাল, অশ্বগন্ধা, কর্পূর ও মনঃশিলা ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া, তিলক করিলে, রাজা বশীভূত হন ॥ ৩ ॥

কুঙ্কুমং চন্দনঞ্চৈব কর্পূরং তুলসীদলম্।
গবাং ক্ষীরেণ তিলকং রাজবশ্যকরং পরম্ ॥ ৪ ॥

কুঙ্কুম, চন্দন, কর্পূর, তুলসীদল, গোদুগ্ধে পেষণ করিয়া তিলক করিলে রাজাকে বশ করা যায় ॥ ৪ ॥

ইতি রাজবশীকরণং নাম অষ্টাবিংশ পাঠম্।

উনবিংশ পটলম্।

কৃষ্ণধুস্তূরপত্রাণাং রসং রোচনাসংযুতম্।
ভূর্জ্জপত্রে লিখেন্মন্ত্রং শ্বেতকরবীরলেখনৈঃ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণধুতুরার পাতার রস গোরোচনা সংযুক্ত করিয়া, শ্বেতকরবীর কলমে ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্র লিখিবে। ১।

যস্য নাম লিখেন্মধ্যে খদিরাঙ্গারেণ তাপয়েৎ।
শতযোজনগাগ়াতি নান্যথা শঙ্করোদিতম্। ২।

ঐ মন্ত্র মধ্যে যাহার নাম লিখিয়া, খদির কাষ্ঠের অঙ্গারে উহা উত্তপ্ত করিবে, সে ব্যক্তি শত যোজন দূরে থাকিলেও, আকৃষ্ট হইবে। আমার এই কথার অন্যথা নাই। ২ ॥

নৃকপালে লিখেন্মন্ত্রং গোরোচনয়ৈব চ।
তাপয়েৎ খদিরাঙ্গারে ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ প্রযত্নতঃ ॥
উর্ব্বশী চাপি আয়াতি নান্যথা মম ভাষিতম্।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং দেবানামপি দুর্লভম্। ৩।

মনুষ্যের কপালাস্থিতে গোরোচনা দ্বারা কোন ব্যক্তির নামে মন্ত্রসহ লিখিয়া খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে যত্নসহকারে তিন সন্ধ্যা উত্তাপ প্রদান [illegible] উর্ব্বশী হয়, তাহা হইলে, আকৃষ্ট হইবে, আমার [illegible] দেখে ব্যক্তিকে ইহা দিবে না, কেননা, [illegible] ৩ ॥

অনামিকারক্তেন লিখেন্মন্ত্রঞ্চ ভূর্জ্জকে।
[illegible] লিখেন্নাম মধুমধ্যে চ নিক্ষিপেৎ। ৪।

অনামিকা অঙ্গুলির রক্তে মন্ত্রসহ ভূর্জ্জপত্রে যাহার নাম লিখিয়া মধু মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ৪ ॥

তদা চাকর্ষণং যাতি সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং দেবানামপি দুর্লভম্। ৫।

সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইবে। ইহার নাম সিদ্ধিযোগ; ইহা দেবগণেরও দুর্লভ। সুতরাং যাহাকে তাহাকে দিবে না।

এই সকল কার্য্য করিবার সময় নিম্ন লিখিত মন্ত্র অষ্টাধিক শতবার জপ করিলে, সিদ্ধিলাভ হয়। মন্ত্র যথা,—

ওঁ নমঃ আদিপুরুষায় অমুকং আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা।

ইতি আকর্ষনাম উনত্রিংশ পীঠম্।

ত্রিংশ পীঠম্

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

শৃণু সিদ্ধিং মহাদেবি যক্ষিণী সাধনং শুভম্।
যস্য সাধনমাত্রেণ সর্ব্বে সিদ্ধমনোরথাঃ॥ ১॥

অতঃপর যক্ষিণীমন্ত্রসাধন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই মন্ত্রের সাধনমাত্রে সমুদায় মনোরথ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। ১।

অশ্বত্থবৃক্ষমারুহ্য জপেদেকাগ্রমানসঃ।
ধনদায়ী যক্ষিণী চ ধনং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ২॥

অশ্বত্থবৃক্ষে আরোহণ করিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র একমনে জপ করিলে, ধনদায়ী যক্ষিণী প্রসন্ন হইয়া, ধন দান করিবেন॥ ২॥

ওঁ ঐং ক্লীং শ্রীং ধনং কুরু কুরু স্বাহা ॥ ৩ ॥

এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে, সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ৩ ॥

তুলসীমূলমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
অকস্মাৎ রাজ্যমাপ্নোতি নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ৪ ॥

তুলসীবৃক্ষের মূলে আরোহণ করিয়া, একাগ্রমনে নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিলে, অকস্মাৎ রাজ্যলাভ হয়। আমার এই কথার অন্যথা হয় না ॥ ৪ ॥

ওঁ ক্লীং ক্লীং নমঃ ॥ ৫ ॥

এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে ॥ ৫ ॥

ধাত্রীমূলসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
অশুভক্ষয়যক্ষিণ্যোহ্যশুভক্ষয়কারিণী ॥ ৬ ॥

ধাত্রী মূলে আরোহণ করিয়া, একাগ্রচিত্তে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র জপ করিলে, অশুভক্ষয়ানাম্নী যক্ষিণী সাধকের সমুদায় অশুভ বিনাশ করেন। ৬।

ওঁ ঐং ক্লীং নমঃ। অযুতং জপেৎ সিদ্ধিঃ ॥ ৭ ॥

এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে, সিদ্ধি হয়। ৭।

চূতবৃক্ষসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ৮ ॥

আম্রবৃক্ষে আরোহণ করিয়া, একতানচিত্তে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র জপ করিলে, অপুত্রের পুত্র লাভ হয়। আমার এই কথার অন্যথা নাই। ৮।

ওঁ হ্রুঁ হ্রীঁ হ্রুঁ পুত্রং কুরু কুরু স্বাহা ॥ ৯ ॥

এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে। ৯।

বটবৃক্ষসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
মহালক্ষ্মীর্যক্ষিণী চ স্থিরলক্ষ্মীশ্চ প্রাপ্যতে ॥ ১০।

বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়া, একাগ্রমানসে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র জপ করিলে, মহালক্ষ্মীরূপিণী যক্ষিণী প্রসন্ন হইয়া স্থিরলক্ষ্মী প্রদান করিয়া থাকেন॥ ১০॥

ওঁ হ্রীঁ ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ১১॥

এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে। ১১॥

অর্কমূলসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
যক্ষিণী চ জয়ানাম সর্বকার্য্যে জয়ঙ্করী॥ ১২॥

অর্কমূলে আরোহণ করিয়া, এক মনে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র জপ করিলে; জয়ানাম্নী যক্ষিণী সর্ব কার্য্যে জয় সাধন করেন। ১২।

অঙ্কোলবৃক্ষমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
রাজাধিরাজো ভবতি নান্যথা মম ভাষিতম্॥ ১৩॥

অঙ্কোল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, একচিত্তে জপ করিলে, যক্ষিণীর প্রসাদে রাজাধিরাজ হওয়া যায়। তৎকালে ওঁ হৌঁ নমঃ, এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে। ১৩।

কুশমূলসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
সর্বকার্য্যাণি সিধ্যন্তি নান্যথা মম ভাষিতম্॥ ১৪॥

কুশমূলে আরোহণ করিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিলে, সর্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়। আমার এই বাক্যের অন্যথা হয় না। ১৪।

ওঁ বাঙ্ময্যৈ নমঃ॥ ১৫॥

এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে। ১৫।

অপামার্গে সমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।

বাচাং সিদ্ধির্ভবেৎ সত্যং নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ১৬ ॥

অপামার্গে আরোহণ করিয়া, একাগ্রচিত্তে জপ করিলে, সত্য বাক্‌সিদ্ধি হয়। তৎকালে। ১৬।

ওঁ হ্রীং ভারত্যৈ ঈং নমঃ ॥ ১৭ ॥

এই মন্ত্র অযুত বার জপ করিবে। ১৭।

ওঁ উদুম্বরসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।

ভবেৎ পুস্তকসংসিদ্ধিঃ সর্ববিদ্যাশ্চতুর্দশঃ ॥ ১৮ ॥

যজ্ঞডুম্বুর বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, একাগ্রচিত্তে নিম্ন লিখিত ম জপ করিলে, পুস্তকসিদ্ধি ও চতুর্দ্দশ বিদ্যা সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১৮।

ওঁ হ্রীং শ্রীসারদায়ৈ নমঃ ॥ ১৯ ॥

এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে। ১৯।

নির্গুণ্ডীমূলমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।

বিদ্যাপ্রাপ্তির্ভবেন্নিত্যং জ্ঞানপ্রাপ্তিশ্চ শাশ্বতী ॥ ২০ ॥

নিসিন্দা বৃক্ষের মূলে আরোহণ করিয়া, একাগ্রচিত্তে, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে নিত্য বিদ্যা প্রাপ্তি ও জ্ঞান প্রা হইয়া থাকে। ২০।

শ্বেতগুঞ্জাসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।

সন্তোষানাম যক্ষিণ্যো দদাতি বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ২১ ॥

শ্বেত কুঁচ বৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া, একাগ্রচিত্তে নিম্ন লি মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে, সন্তোষানাম্নী যক্ষিণী বাঞ্ছিত ফল প্র

মন্ত্র যথা।

ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ।

প্রবিশ্য নগরপ্রান্তে লক্ষসংখ্যং জপেন্মনুম্।
পদ্মপত্রৈর্ঘৃতোপেতৈঃ কৃত্বা হোমং দশাংশতঃ॥ ২২॥

নগরের প্রান্তভাগে গোপনে গমন করিয়া, ঘৃতসংযুক্ত পদ্ম পত্র দ্বারা দশ সহস্র হোম করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্র জপ করিবে। ২২।

প্রযচ্ছত্যঞ্জনং হংসী যেন পশ্যতি ভূনিধিম্।
সুখেন তদা গৃহ্লাতি ন বিঘ্নৈঃ পরিহীয়তে॥ ২৩॥

মন্ত্র যথা,

এই মন্ত্র জপ করিলে, হংসীনাম্নী যক্ষিণী অঞ্জন প্রদান করেন। ঐ অঞ্জন চক্ষুতে প্রদান করিবামাত্র ভূগর্ভস্থ যাবতীয় নিধি লক্ষিত হইয়া থাকে এবং কোনকালে কোনরূপ বিঘ্নে পতিত হইতে হয় না॥ ২৩।

ওঁ হংসি হংসানে হ্রীং ক্লীং স্বাহা।

শুক্লপক্ষে জপেৎ তাবৎ যাবৎ পশ্যতি চন্দ্রমাঃ।
প্রতিপৎ পূর্বমারভ্য একাকী নিয়তং জপেৎ॥ ২৪॥

প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া, সমুদয় শুক্লপক্ষ প্রতিদিন রাত্রিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবে॥ ২৪॥

ওঁ অমৃতা যক্ষিণী নাম হ্যমৃতং দীয়তে তথা।
যস্মৈকস্মৈ ন দাতব্যং পীত্বাস্যমজরামরো ভবেৎ॥ ২৫॥

তৎকালে অমৃতানাম্নী যক্ষিণী অমৃত প্রদান করেন। এই অমৃত পান করিলে, অমর হওয়া যায়। সুতরাং যাহাকে তাহাকে উহা দিবে না। ॥২৫

মন্ত্র যথা। ওঁ ক্লীং চন্দ্রিকে হংসঃ ওঁ ক্লীং স্বাহা।
পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা কৃষ্ণকন্যাভিমন্ত্রিতা ॥
গললগ্না তদা দেবী স্বপ্নে বক্তি শুভাশুভম্।
ত্রৈলোক্যে যাদৃশী বার্ত্তা তাদৃশী কথয়েৎ ফলম্ ॥
কর্ণপিশাচিনী নাম নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ২৬ ॥

কোন কৃষ্ণবর্ণা কুমারীকে প্রথমে অভিমন্ত্রিতা করিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে, কর্ণ পিশাচিনী নাম্নী যক্ষিণী স্বপ্নে শুভাশুভ সমুদায় বলিয়া দেন এবং ত্রিভুবনের যেখানে যাহা হইতেছে, তাহার ফলও নির্বাচন করেন ॥ ২৬ ॥

মন্ত্র যথা। ওঁ হ্রীং চণ্ডবেগিনি বরদে স্বাহা।
একলিঙ্গং মহাদেবং ত্রিকালং পূজয়েৎ সদা ॥
ধূপং দত্ত্বা জপেৎ মন্ত্রং সংযতস্ত্রিসহস্রকম্।
মাসমেকং ততো যাতি যক্ষিণী সুরসুন্দরী ॥ ২৭ ॥

এক মাস ত্রিসন্ধ্যা ধূপ দান পূর্ব্বক সংযম সহকারে এক লিঙ্গ মহাদেবের পূজা করিয়া; নিম্নলিখিত মন্ত্র তিন সহস্রবার জপ করিলে; সুরসুন্দরীনাম্নী যক্ষিণী সাক্ষাৎকালের প্রাদুর্ভূতা হয় ॥ ২৭ ॥

দেবি দারিদ্র্যদগ্ধোস্মি তন্মে নাশকরী ভব।
দত্ত্বার্ঘ্যং প্রণমেৎ মন্ত্রী বদেৎ সা ত্বং কিমিচ্ছসি ॥
ততো দদাতি সা তুষ্টা বিত্তায়ুশ্চিরযৌবনম্ ॥ ২৮ ॥

দেবী ঐ রূপে প্রাদুর্ভূতা হইলে, সাধক এই বলিয়া অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিবে; হে দেবি! আমি দারিদ্র্যদুঃখে দগ্ধ হইয়াছি। আপনি উহা নাশ করুন।

তখন দেবী কহিবেন, তুমি কি কামনা কর? অনন্তর তিনি তুষ্টা হইয়া, অক্ষয় ধন, আয়ু ও চিরযৌবন প্রদান করেন ॥ ২৮ ॥

মন্ত্র যথা।

ওঁ হ্রীং আগচ্ছ আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা।
কুঙ্কুমেন সমালিখ্য ভূর্জ্জপত্রে সুলক্ষণে॥
প্রতিপদং সমারভ্য পূজাং কৃত্বা জপেত্ততঃ।
ত্রিসন্ধ্যং ত্রিসহস্রন্তু মাসান্তে পূজয়েন্নিশি॥
মূলং জপেদর্দ্ধরাত্রে তু সমাগত্য প্রযচ্ছতি।
দীনারাণাং সহস্রন্তু প্রত্যহং পরিতোষিতা॥ ২৯॥

প্রতিপৎতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া, সুলক্ষণযুক্ত ভূর্জ্জপত্রে সম্যকরূপে লিখিয়া, অনুরাগিণীনাম্নী যক্ষিণীর পূজা করত প্রতিদিন তিনসহস্রবার ত্রিসন্ধ্যা নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবে। এক মাস এই রূপে গত হইলে, অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পূজা করত এই মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে, যক্ষিণী প্রসন্না হইয়া প্রত্যহ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন॥ ২৯॥

মন্ত্র যথা।

ওঁ অনুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা॥ ৩০॥

ইতি যক্ষিণী সাধননাম ত্রিংশ পীঠম্।

একত্রিংশ পীঠম্।

ভৃঙ্গরাজং দণ্ডোৎপলং শ্বেতগোরচনাযুক্তম্।
পিষ্টা তু তিলকং কৃত্বা মোহয়েত্তু জগত্রয়ম্॥ ১॥

ভৃঙ্গরাজ, দণ্ডোৎপল ও শ্বেত গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া, তিলক করিলে, জগৎ মোহিত করিতে পারা যায়॥ ১॥

ওঁ সর সর ওঁ ওঁ স্বাহা।
অনেন মন্ত্রেণ উদকং সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং।
প্রাতশ্চক্ষুষি দত্ত্বা মোহয়েৎ ভুবনত্রয়ম্॥ ২॥

ওঁ সর সর ইত্যাদি মন্ত্রে সাতবার জল অভিমন্ত্রিত করিয়া, প্রাতঃকালে চক্ষুতে দিলে; ভুবনত্রয় মোহিত হইয়া থাকে॥ ২॥

ওঁ দণ্ডায় মহাদণ্ডায় স্বাহা॥ ৩॥

এই মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিলে, সব লোক মোহিত করা যায়॥ ৩॥

ওঁ রাজা প্রজা বন্ধু বান্ধব খ্যোলা মিত্রং। পরীক্ষো
ভব আনি আনি চানি চানি মোহি মোহি হ্রীং হ্রীং
শ্রীং শ্রীং জগদ্বশং ভবতু স্বাহা॥ ৪॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, মুখ প্রক্ষালন করিলে; সমস্ত লোককে বশ করিতে পারা যায়॥ ৪॥

হ্রীংকারং সপ্তধা জপ্ত্বা রসনাদ্রসসংযুতম্।
ললাটে তিলকং কৃত্বা রাজানং বশমানয়েৎ॥ ৫॥

এই মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া মনসার রসে তিলক করিলে; রাজাকে বশ করা যায়॥ ৫॥

যস্য নামগৃহীত্বা চ মায়াবীজং পঠেৎ ত্রিধা।
মুক্তকেশোর্দ্ধমুখেনৈব মুখমার্জ্জনমাচরেৎ ॥
সত্যং সত্যং মহাদেবি স সর্ব্বং বশমানয়েৎ ॥ ৬ ॥

যাহার নাম গ্রহণ করিয়া, হ্রীং এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করত মুক্তকেশে ও উর্দ্ধমুখে মুখ মার্জ্জন করিবে, সত্য সত্য সে ব্যক্তি সকলকে বশ করিয়া থাকে। ৬ ॥

ইতি মোহননাম একত্রিংশ পীঠ।

দ্বাত্রিংশ পীঠ।

অগ্নিস্তম্ভন।

আজ্যং শর্করয়া পীত্বা চর্ব্বয়িত্বা চ নাগরম্।
তপ্তলোহং মুখে ক্ষিপ্তং বক্ত্রং ন দহ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১ ॥

শর্করার সহিত ঘৃত পান ও শুঠ চর্ব্বণ করিয়া, মুখে তপ্ত লৌহ নিক্ষেপ করিলে মুখ কখন দগ্ধ হয় না ॥ ১ ॥

কুমারীকন্দমাদায় কদলীকন্দসংযুতম্।
লেপমাত্রে শরীরাণাং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে ॥ ২ ॥

ঘৃতকুমারীর মূল কদলীমূলের সহিত পেষণ করিয়া, শরীরে প্রলেপ দিলে, অগ্নিতে কখন দগ্ধ হয় না ॥ ২ ॥

মণ্ডূকস্য বসা গ্রাহ্যা কর্পূরেণৈব সংযুতা।
লেপমাত্রে শরীরাণাং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে ॥ ৩ ॥

মণ্ডূকের বসা গ্রহণ করিয়া, কর্পূরের সহিত মিলাইয়া; শরীরে মাখিলে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না ॥ ৩ ॥

পিপ্পলী মরিচং শুণ্ঠীং চর্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
দীপ্তাঙ্গারো নরৈর্ভুক্তো বক্ত্রং ন দহ্যতে ক্বচিৎ॥ ৪॥

পিপুল, মরীচ ও শুঠ বারংবার চর্ব্বণ করিয়া, প্রজ্বলিত অঙ্গার ভক্ষণ করিলেও মুখ পুড়িয়া যায় না॥ ৪॥

অর্কদুগ্ধং সমাদায় কুমারীবারি পেষয়েৎ।
লেপমাত্রে শরীরাণাং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে॥ ৫॥

শ্বেত আকন্দের রস রক্তবর্ণ ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া; শরীরে লেপন করিলে, অগ্নিস্তম্ভ সংঘটিত হয়॥ ৫॥

বসাং গৃহীত্বা মাণ্ডূকং কৌমারীরসসংযুতম্।
লেপমাত্রে শরীরাণাং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে॥ ৬॥

ভেকের চর্বি ঘৃতকুমারীর রসে মিশাইয়া, গায়ে মাখিলে, অগ্নিস্তম্ভ হইয়া থাকে॥ ৬॥

ওঁ নম অগ্নিস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা॥ ৭॥

এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া, সিদ্ধিলাভ হইলে, ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে॥ ৭॥

বুদ্ধিস্তম্ভনম্।

ভৃঙ্গরাজরসৈর্ভাব্যং সিদ্ধার্থং শ্বেতনামকম্।
এভিস্তু তিলকং দত্ত্বা বুদ্ধিস্তম্ভনমুত্তমম্॥ ৮॥

ভীমরাজের রসে শ্বেত সরিষা ভাবনা দিয়া, তাহা পেষণ পূর্ব্বক তিলক করিলে, বুদ্ধিস্তম্ভন হয়॥ ৮॥

সহদেবীমপামার্গং লৌহপাত্রে চ পেষয়েৎ।
তিলকং সর্বভূতানাং বুদ্ধিস্তম্ভনমুত্তমম্॥ ৯॥

শ্বেত বেড়েলা ও অপামার্গের মূল লৌহপাত্রে পেষণ করিয়া তিলক করিলে সকল ভূতের বুদ্ধি স্তম্ভন হয়। ৯॥

ওঁ নমো ভগবতে শত্রুণাং বুদ্ধিং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা ॥১০॥

এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিয়া ভূতসিদ্ধ হইলে, বুদ্ধিস্তম্ভন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১০ ॥

আসনস্তম্ভনম্।

শ্বেতগুঞ্জাফলং ক্ষিপ্তং নৃকপালে তু মৃত্তিকাম্।
বলিং দত্ত্বা তু দুগ্ধস্য তস্য বৃক্ষো ভবেদ্যথা ॥
তস্য শাখা লতা গ্রাহ্যা যস্যাগ্রে তাং বিনিক্ষিপেৎ।
তস্য স্থানে ভবেৎ স্তম্ভঃ সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ ॥ ১১ ॥

মনুষ্যের মাথার খুলিতে মৃত্তিকা দিয়া শ্বেত কুচের বীজ রোপণপূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা সেচন করিবে। তাহাতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে, সেই বৃক্ষের শাখা ও মূল যে ব্যক্তির সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর স্থানান্তর গমনের ক্ষমতা থাকিবে না। ইহার নাম সিদ্ধিযোগ ॥ ১১ ॥

ওঁ নমো দিগম্বরায় অমুকস্যাসনস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা ১২॥

এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া, সিদ্ধ হইলে, উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১২ ॥

শত্রুস্তম্ভন।

বরাহব্যাঘ্রভূপালচৌরশত্রুভয়োদ্ভবম্।
জাতীমূলং মুখে ক্ষিপ্তং শত্রুস্তম্ভন মুত্তমম্ ॥১৩॥

জাতীবৃক্ষের মূল মুখমধ্যে ধারণ করিলে, বরাহ, ব্যাঘ্র, ভূপাল, চৌর ও শত্রু ভয় নিবারণ হয় ॥ ১৩ ॥

শস্ত্রস্তম্ভনম্।

ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস নিকষাগর্ভসম্ভূত।
পরসৈন্যস্তম্ভন মহাভগবান্ রুদ্রোপয়তি স্বাহা ॥ ১৪ ॥

এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, নিম্ন লিখিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১৪ ॥

গৃহীত্বা রবিবারে তু বিল্বপত্রঞ্চ কোমলম্।
পিষ্ট্বা বিষসমং সদ্যঃ শস্ত্রস্তম্ভনমুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

রবিবারে কোমল বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া, সমপরিমাণে চূর্ণাদের সহিত পেষণ করত শরীরে লেপন করিলে, সদ্যঃ শস্ত্রস্তম্ভন হয় ॥ ১৫ ॥

শস্ত্রলেপঃ।

বিষ্ণুক্রান্তীয়বীজানি মন্ত্রাভাবেন গ্রাহয়েৎ।
তত্তৈলং গ্রাহয়েৎ গাত্রে বিষেণৈব সমন্বিতম্ ॥
ভল্লাতৈতৈলসংযুক্তং অহিফেণঞ্চ সংযুতম্।
নরমূত্রঞ্চ সংযুক্তং ধূস্তুরবীজচূর্ণকম্।
তালিঞ্চৈব রসং যুক্তং গন্ধকঞ্চ মনঃশিলা।
গন্ধকঞ্চৈব সংযুক্তং বটিকা ক্রিয়তে নরঃ ॥
পঞ্চটঙ্কপ্রমাণানি শস্ত্রাণে কারয়েৎ।
রণে দারুণশস্ত্রৌঘৎ খণ্ডং খণ্ডং প্রজায়তে ॥
শস্ত্রং দৃষ্ট্বা পলায়ন্তে যথা যুদ্ধেষু কাতরাঃ।
বর্ষা ভবতি শস্ত্রঞ্চ ন ভয়ং বিদ্যতে কুচিৎ ॥ ১৬ ॥

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠ সহকারে শ্বেত অপরাজিতার বীজ গ্রহণ ও তাহা হইতে তৈল বাহির করিয়া; উহার সহিত বিষ, ভেলাতৈল; অহিফেণ

ঘুঘুরাত্রি বীজ চুর্ণ, ও তালের রস, গন্ধক ও মনঃশিলা এই সমুদায় দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করত পাঁচ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। উক্ত বটিকা অস্ত্রে প্রলেপ দিলে, সেই অস্ত্র দ্বারা শত্রুর অস্ত্র খণ্ড খণ্ড হয় এবং শত্রুগণও সেই অস্ত্র দর্শনে যুদ্ধকাতর ব্যক্তির ন্যায় পলায়ন করে॥ ১৬॥

মন্ত্র যথা,

ওঁ নমো বিকরালরূপায় মহাবলায় পরাক্রমায়
অমুকস্য ভুজবলং বন্ধয় বন্ধয় দৃষ্টিং স্তম্ভয়
স্তম্ভয় পাতয় পাতয় মহীপে হুং।

এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া, সিদ্ধ হইলে, উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে॥ ১৭॥

নিদ্রাস্তম্ভনম্।

মূলং বৃহত্যা মধুকং পিষ্ট্বা নস্যং সমাচরেৎ।
নিদ্রাস্তম্ভনমেতদ্ধি নান্যথা মম ভাষিতম্॥ ১৭॥

বৃহতীর মূল যষ্টিমধুর সহিত পেষণ করিয়া, নস্য করিলে নিদ্রাস্তম্ভন হয়॥ ১৭॥

নৌকাস্তম্ভনম্।

তরণ্যাং ক্ষীরকাষ্ঠস্য কীলকং পঞ্চাঙ্গুলং ক্ষিপেৎ।
নৌকাস্তম্ভনমেতদ্ধি নান্যথা মম ভাষিতম্॥ ১॥

পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণে ক্ষীরীবৃক্ষের কাষ্ঠ নৌকামধ্যে নিক্ষেপ করিলে, নৌকা স্তম্ভিত হয়॥ ১॥

গর্ভস্তম্ভনম্।

এরণ্ডবীজং ঋত্বন্তে ভুক্তং স্তম্ভনমুত্তমম্।
ধুস্তূরস্য কটৌ বদ্ধ্বা গর্ভস্তম্ভনকং পরম্॥ ১॥

ঋতুর অন্তে এরণ্ডবীজ ভক্ষণ করিলে, গর্ভস্তম্ভন হয়। অথবা, ধুস্তূরার মূল কটিতে বন্ধন করিলে, গর্ভ স্তম্ভিত হইয়া থাকে॥ ১॥

ওঁ গর্ভং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা॥ ২॥

এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া, গর্ভস্তম্ভনে প্রবৃত্ত হইবে। ২।

গোমহিষাদিস্তম্ভনম্।

উষ্ট্রস্যাস্থি চতুর্দিক্ষু নিখনেদ্ভূতলে ধ্রুবম্।
গোমহিষ্যাদিস্তম্ভঃ স্যাৎ সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ॥ ১॥

উষ্ট্রের অস্থি গোশালার চতুর্দ্দিকে ভূমিমধ্যে প্রোথিত করিলে, গোমহিষাদি স্তম্ভিত হইবে। ইহার নাম সিদ্ধিযোগ। ১।

জলস্তম্ভনম্।

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ ঠঃ ১

এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া, জলস্তম্ভে প্রবৃত্ত হইবে॥ ১॥

ইতি স্তম্ভনং নাম পীঠম্।

দ্বাত্রিংশ পাঠম্।

সর্পভয়নিবারণম্।

অমৃতমূলকং দেবি গৃহীত্বা পুষ্যভাস্করে।
তন্মালাং ধারয়েৎ কণ্ঠে সর্পবাধাভয়ং নহি ॥ ১ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে গুলঞ্চের মূল উত্তোলন করিয়া, তাহার মালা কণ্ঠে ধারণ করিলে, সর্পভয় নিবারণ হয় ॥ ১ ॥

ব্যাঘ্রভয়নিবারণম্।

গৃহীত্বা শুভনাক্ষত্রে ধুস্তুরমূলকং তথা।
ধারয়েদ্দক্ষিণে বাহৌ ব্যাঘ্রবাধাভয়ং নহি। ১।

শুভনক্ষত্রেতে ধুতুরার মূল গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে, ব্যাঘ্রভয়নিবারণ হয় ॥ ১ ॥

অগ্নিভয়নিবারণম্।

উত্তরস্যাঞ্চ দিগ্‌ভাগে মারীচো নাম রাক্ষসঃ ॥ ১ ॥
তস্য মূত্রপুরীষাভ্যাং হুতো বহ্নিস্তম্ভঃ স্বাহা ॥ ১০ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, অগ্নিমধ্যে সপ্তাঞ্জলি সলিল নিক্ষেপ করিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় ॥ ১ ॥

বৃশ্চিকভয়নিবারণম্।

গৃহীত্বা শুভনাক্ষত্রে হ্যপামার্গস্য মূলকম্।
ধারয়েদ্দক্ষিণে কর্ণে বৃশ্চিকানাং ভয়ং নহি ॥ ১ ॥

শুভনক্ষত্রে অপামার্গের মূল গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ কর্ণে ধারণ করিলে, বৃশ্চিকভয় নিবারণ হয় ॥ ১ ॥

ইতি সর্বভয়নিবারণং নাম দ্বাত্রিংশ পীঠম্।

ত্রয়স্ত্রিংশ পীঠম্।

তারুণ্যকরণম্।

ধাত্র্যাথ্যপালাশবিড়ঙ্গবহ্নি।
শতাবরীগোক্ষুরকাম্র ত্বঞ্চ ॥
ষষ্ঠীপ্রযুক্তং মধুশর্করাভ্যাং।
নিশি প্রলিহ্যেত ঘৃতেন মিশ্রম্ ॥
বৃদ্ধশ্চ কুষ্ঠজীর্ণশ্চ বলহীনো পরাক্রমঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় তরুণো জায়তে নবঃ ॥ ১॥

আমলকী, পলাশবীজ, বিড়ঙ্গ, চিতা, শতমূল, গোক্ষুর ও হরিতকী এই সকল দ্রব্য মধু, শর্করা ও ঘৃতের সহিত রাত্রিকালে লেহন করিবে। এবং প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া উষ্ণ উষ্ণ সেবন করিবে। তাহা হইলে, বৃদ্ধ, কুষ্ঠ, জীর্ণ, বলহীন ও পরাক্রমবিহীন ব্যক্তিও তরুণ হয় ॥ ১

ভূতগ্রহপ্রশমনম্।

শিরীষপত্রপুষ্পঞ্চ রবৌ বারে সমুদ্ধরেৎ।
উলূবিষ্ঠাং গৃহীত্বা তু উক্তরোমন্ত্র সংযুতম্ ॥

শুনোবিষ্ঠা সমাযুক্তং মার্জ্জারস্যৈব সংযুতম্ ।
গোময়ঞ্চৈব সংযুক্তং গন্ধকং সংযুতং ততঃ ॥
শ্বেতগুঞ্জাসমাযুতং কটুতৈলেন পাচয়েৎ ।
ধূপং দত্বা জপেন্মন্ত্রং ভূতবাধা বিনশ্যতি ॥
রাক্ষসা ভূতবেতালদেব দানবগোচরাঃ ।
ডাকিনী প্রেতিনীচৈব ধূপং দৃষ্ট্বা পলায়তে ॥ ১ ॥

রবিবারে শিরীষবৃক্ষের পত্র ও পুষ্প গ্রহণ করিয়া, তাহার সহিত পেচকের বিষ্ঠা, উষ্ট্রের রোম, কুকুরের বিষ্ঠা, মার্জ্জারের বিষ্ঠা, গোময়, গন্ধক ও শ্বেতকুচ যথাক্রমে মিশ্রিত করত তৈলে পাক করিবে। ঐ তৈল দ্বারা ধূপ দান করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র জপ করিলে, ভূতের ভয় নিবারণ হয় এবং রাক্ষস, বেতাল, ভূত, দেব, দানব, ডাকিনী, প্রেতিনী ও অন্যান্য খেচরবর্গ ঐ ধূপ দর্শন মাত্র পলায়ন করে ॥ ১ ॥

মন্ত্র যথা,
ওঁ নমো শ্মশানবাসিনে ভূতানি পলায়মানানি কুরু কুরু স্বাহা ॥ ২ ॥

এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে, সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ২ ॥

গৃহপ্রশমনম্ ।

অর্ক মূলঞ্চ ধুস্তুরং অপামার্গস্য মূলকম্ ।
দুর্ব্বামূলং বটমূলং অশ্বত্থমূলমেব চ ॥
শমীপত্রমাম্রপত্রং পত্রমৌডুম্বরং তথা ।
মৃত্তিকা পঞ্চমধ্যস্থং দুগ্ধং ঘৃতসমন্বিতম্ ॥

তণ্ডুলং চনকং মুদ্গং গোধূমং তিলসংযুতম্।
গোমূত্রং সর্ষপাঃ শ্বেতাঃ কুশচন্দনসংযুতাঃ ॥
মধুসংমিশ্রয়েত্তৈ সন্ধ্যাকালে শনৌ দিনে।
অশ্বত্থমূলখননং গ্রহোপদ্রবশমর্দনম্।
মহাদারিদ্র্যহরণং মহাপাতকনাশনম্ ॥
চিরং জীবতি লোকে চ গ্রহপীড়া ন বাধয়েৎ ॥ ১ ॥

দূর্ব্বার মূল, বটের মূল, অশ্বত্থের মূল, শমীপত্র, আম্রপত্র, যজ্ঞডুম্বুর পত্র, আকন্দের মূল, ধুতুরার মূল, অপামার্গের মূল; এই সমুদায় দ্রব্য দুগ্ধ ও ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া, মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপন করিবে। অনন্তর ঐ পাত্রে তণ্ডুল, চণক, মুগ, গোধূম, তিল, গোমূত্র, শ্বেতসর্ষপ ও কুশ মধুর সহিত স্থাপনান্তে শনিবারে সন্ধ্যাকালে অশ্বত্থবৃক্ষের মূলদেশে পুতিয়া রাখিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা গ্রহদোষশান্তি, দারিদ্র্যদুঃখ দূর ও মহাপাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং চিরজীবী ও গ্রহবিঘ্নবিহীন হওয়া যায় ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভাস্করায় অমুকস্য সর্বগ্রহাণাং
পীড়ানাশনং কুরু কুরু স্বাহা ॥ ২ ॥

এই মন্ত্র অষ্টাধিক শতবার জপ করিয়া, উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ২ ॥

অনাহার।

পদ্মবীজং মহেশানি ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ।
সাজ্যং তৎ পায়সং কৃত্বা ভোজ্যং দ্বাদশকং দিনম্ ॥ ১ ॥

পদ্মবীজ ছাগীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, ঘৃতের সহিত পায়স করিয়া ভক্ষণ করিলে, দ্বাদশদিন না খাইয়া থাকা যায় ॥ ১ ॥

ওষধিঃ কুণ্ডলা নাম দ্বিহস্তশ্চাস্য কাণ্ডকঃ।
এরণ্ডসদৃশং পত্রং পুষ্পঞ্চাপি সুলক্ষণম্॥
তস্য কন্দং সমাদায় তাম্বূলং টঙ্কমাত্রতঃ।
ভক্ষণং প্রাতরুত্থায় ক্ষুৎপিপাসাহরং পরম্॥ ২॥

কুণ্ডলীনামে ঔষধি বৃক্ষ আছে। তাহার কাণ্ডের পরিমাণ দুই হস্ত এবং পুষ্প পল্লব এরণ্ড পত্রের ন্যায় এবং পুষ্প অতি মনোহর। ঐ বৃক্ষের মূল ও তাম্বুল দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর ভক্ষণ করিলে, ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়॥ ২॥

ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায় মম শরীরে অমৃতং কুরু
কুরু স্বাহা॥ ৩॥

এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া, সিদ্ধি হইলে, উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে॥ ৩॥

অত্যাহারকরণম্।

ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে গ্রসয় গ্রসয় শোষয়
শোষয় ক্ষোভয় ক্ষোভয় ভৈরবী আজ্ঞাপয়তি
স্বাহা॥ ১॥

এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিয়া, সিদ্ধ হইলে, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে, ভীমসেনের ন্যায়, রাশি রাশি আহার করিতে পারিবে। সিদ্ধ না হইলে, কার্য্য করিবে না॥ ১॥

গৃহীত্বা মন্ত্রিতং মন্ত্রী বিভীতকতরুপল্লবম্।
ধারয়েদ্দক্ষিণে হস্তে বিষমাহারভুগ্ ভবেৎ॥ ২॥

বহেড়া বৃক্ষের পত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া, গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলে; ভীমসেনের ন্যায়, রাশি রাশি আহার করিতে পারা যায়॥ ২॥

নিধিগ্রহণম্।

শিরীষবৃক্ষপঞ্চাঙ্গং কটুতৈলেন পাচিতম্।
বিষঞ্চৈব সমাযুক্তং ধুস্তূরবীজসংযুতম্ ॥
পঞ্চাঙ্গং করবীরঞ্চ শ্বেতগুঞ্জাসমন্বিতম্।
উষ্ট্রবিষ্ঠাসমাযুক্তং গন্ধকঞ্চ মনঃশিলা ॥
ধূপং দত্ত্বা জপেন্মন্ত্রং নিধিস্থানে বিশেষতঃ।
পলায়ন্তে নিধিং ত্যক্ত্বা যথা যুদ্ধেষু কাতরাঃ ॥
রাক্ষসা ভূতবেতালদেবদানবপন্নগাঃ।
সুখেন গৃহ্লাতি নিধিং ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে ॥ ১ ॥

শিরীষবৃক্ষের মূল, বল্কল, পত্র, ফল ও পুষ্প কটুতৈলে পাক করিয়া, বিষ, ধুতুরার বীজ, করবীর মূল, বল্কল পত্র, পুষ্প ও ফল, শ্বেতকুচ, উষ্ট্রের বিষ্ঠা, গন্ধক ও মনঃশিলা এই কয় দ্রব্য তাহাতে মিশ্রিত করিয়া, নিধিস্থানে ধূপাদি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবে। জপ করিলে, দেব, দানব, পন্নগা, রাক্ষস, ভূত, ও বেতালগণ নিধিত্যাগ করিয়া, যুদ্ধকাতর ব্যক্তির ন্যায়, পলায়ন করিয়া থাকে। তখন অনায়াসে নির্বিঘ্নে নিধিগ্রহণ করা যাইতে পারে ॥ ১ ॥

বন্ধনম্।

ওঁ অইঙ্গ ক্লীং পুরু পুরু সিদ্ধেশ্বরি অবতর অবতর স্বাহা। ওঁ দশাঙ্গুলিভীন্দলি বিরূগুহারি ভৈরুণ্ড ভৈরবী বিঘারাণী বেল্লাবন্ধ মুষ্টবন্ধ প্রাণবন্ধ কৃত্যবন্ধ রুদ্রবন্ধ নৈঋবন্ধ গ্রহবন্ধ ভূতবন্ধ রাক্ষসবন্ধ কঙ্কাল-বন্ধ বেতালবন্ধ পাতালবন্ধ আকাশবন্ধ উত্তর পশ্চিম

দক্ষিণ পূর্ব সর্বদিক্ বন্ধ বেত্যাচ বয়াচ কহ কহ
হস হস অবতর অবতর অবতর দশা বিপ্রাবোলী
দশাঙ্গুলে শতাস্ত্রবৰ্দ্ধিনী বন্ধানি হুঁং ফট্ স্বাহা ॥ ১ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, চারিদিকে গণ্ডী দিয়া তাহার মধ্যে অবস্থান করিলে, ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব, রাক্ষস, বেতাল, দৈত্য, ব্রহ্মদৈত্য, ডাকিনী, হাকিনী, শাকিনী, যোগিনী, যক্ষিণী, প্রেতিনী, পরী, দানবী ও পিশাচী প্রভৃতির ভয় থাকে না।

ডাকিনীগ্রহণনিবারণঞ্চ।

ওঁ ডং ডাং ডিং ডীং ডুং ডূং ডেং ডৈং
ডোং ডৌং ডং ডঃ অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন ডাকিনী
স্বাহা ॥ ১ ॥

এই মন্ত্রে নরাস্থিনির্ম্মিত ছয় অঙ্গুলি প্রমাণ কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, যে ব্যক্তির নাম করিয়া শ্মশান মধ্যে প্রোথিত করিবে তাহাকে নিশ্চয়ই ডাকিনী পাইবে এবং উক্ত কীলক গৃহমধ্যে পুতিলে, সপরিবারে ডাকিনী প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১॥

ওঁ সং সাং হাং অমুকং শান্তির্ভবতু স্বাহা ॥ ২ ॥

ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতসম্যুত সর্ষপ দ্বারা সহস্রবার হোম করিলে, ডাকিনী ছাড়িয়া থাকে ॥ ২ ॥

পরীকবচম্।

ওঁ লং শ্রীং কাপালিকং জং জং তিষ্ঠতি
মহিষং চং চং চর্ব শং হ সঃ ॥ ১ ॥

সার চন্দন দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে উক্ত মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিলে, পরী ছাড়িয়া থাকে ॥ ১ ॥

রাক্ষসাদিকবচম্।

ওঁ হ্রীং কুরু কুন্দে স্বাহা ॥ ১ ॥

এই মন্ত্র ধারণ করিলে; রাক্ষস ডাকিনী প্রভৃতি ছাড়িয়া থাকে ॥ ১ ॥

পিশাচসাধনম্।

ওঁ টং ট্যং টিং টীং টুং টূং টেং টৈং টোং
টৌং টং টঃ অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন পিশাচ স্বাহা ॥২॥

শাকট বৃক্ষের কাষ্ঠের নবাঙ্গুলি পরিমিত কীলক উক্ত মন্ত্রে যাহার নামে সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, চৌমাথা পথে পুতিয়া রাখিয়া, তথায় পিশাচের উদ্দেশে মাংসসহ মাসকলাই ও রক্তবর্ণ পুষ্পাদিযুক্ত অন্ন নিবেদন করিবে; তাহাকে তখনি পিশাচ পাইবে ॥ ১ ॥

ডাকিনীমন্ত্র।

ওঁ রক্তে জয় জয় রক্তে ফট্ রক্তাম্বরধারিণীং
উৎকটবেগতীং স্বাহা ॥ ১ ॥

এই মন্ত্রে সহস্রবার জপ করিলে, ডাকিনী ভয় দূর হয় ॥ ১ ॥

ব্রহ্মদৈত্যকবচম্।

ক্রাং চর্চ হুং হুং ঝং শঃ ॥ ১ ॥

এই মন্ত্র পত্রে লিখিয়া মস্তকে কবচ বন্ধন করিলে, ব্রহ্মদৈত্য ছাড়িয়া থাকে ॥ ১ ॥

ইতি বিবিধযোগোনাম ত্রয়স্ত্রিংশ পাঠম্।

চতুস্ত্রিংশ পীঠ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইদানীং শৃণু দেবেশি গ্রহাণাং চরিতং শুভম্।
তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি সর্বতন্ত্রে সুগোপিতম্॥ ১॥

মহাদেব কহিলেন; ইদানীং গ্রহচরিত শ্রবণ কর। উহা অন্য কোন তন্ত্রেই প্রকাশ করি নাই। তোমার প্রতি স্নেহ প্রযুক্তই বলিতেছি; যাহারা নেত্রগোচর হয় না, যাহাদের অবস্থিতির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, যাহারা গোপনে বিচরণাদি করে, যাহারা সহিষ্ণু এবং যাহাদের ক্রিয়া মনুষ্যের ন্যায় নহে, তাহাদিগকে গ্রহ বলিয়া থাকে॥ ১॥

অসংখ্যেয়া গ্রহগণা গ্রহাধিপতয়স্তু যে।
ব্যজ্যন্তে বিবিধাকারা ভিদ্যন্তে তে তথাষ্টধা॥ ২॥

গ্রহগণ ও গ্রহাধিপতিগণ অসংখ্যেয়, তাহাদের আকারও নানা প্রকার। তাহারা আট শ্রেণীতে বিভক্ত॥ ২॥

দেবাস্তথা শত্রুগণাশ্চ তেষাং
গন্ধর্ব্বযক্ষাঃ পিতরো ভুজঙ্গাঃ।
রক্ষাংসি যা চাপি পিশাচজাতি-
রেষোষ্টধা দেবগণা গ্রহাখ্যাঃ॥ ৩॥

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, প্রেত, ভুজঙ্গ, রাক্ষস ও পিশাচ এই অষ্ট দেবগণ গ্রহনামে বিখ্যাত॥ ৩॥

সন্তুষ্টঃ শুচিরপি চেষ্টগন্ধমাল্যো
নিস্তন্দ্রো হ্যবিতথসংস্কৃতপ্রভাষী।
তেজস্বী স্থিরনয়নো বরপ্রশ্চ
ব্রহ্মণ্যো ভবতি চ যঃ স দেবজুষ্টঃ॥ ৪॥

যাহার প্রতি দেবগ্রহের আবির্ভাব হয়, সে ব্যক্তি সন্তুষ্ট, শুচি, গন্ধ-মাল্যপ্রিয়; তন্দ্রাহীন, বিশুদ্ধসংস্কৃতভাষী; তেজস্বী, স্থিরনেত্র; বরদাতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া থাকে॥ ৪॥

সংস্বেদী দ্বিজগুরুদেবদোষবক্তা
জিহ্মাক্ষো বিগতভয়ো বিমার্গদৃষ্টিঃ।
সন্তুষ্টো ভবতি ন চান্নপানে
জাতৈর্দুষ্টাত্মা ভবতি চ দেবশত্রুজুষ্টঃ॥ ৫॥

যাহার উপরি দানবগ্রহের আবির্ভাব হয়, সে ঘর্মাক্তকলেবর, দেব দ্বিজ ও গুরুগণের দোষভাষী, কুটিলদৃষ্টি, ভয়হীন, বিমার্গদর্শী, অতিশয় দুর্বৃত্ত ও রাশি রাশি পান ভোজন করিয়াও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ৫।

হৃষ্টাত্মা পুলিনবনান্তরোপসেবী
স্বাচারঃ প্রিয়পরিগীতগন্ধমাল্যঃ।
নৃত্যন্ বা প্রহসতি চারুচাল্পশব্দং
গন্ধর্ব্বগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ॥ ৬॥

যাহার উপরি গন্ধর্ব্বগ্রহের দৃষ্টি হয়, সে হৃষ্টচিত্ত, নদীতীর ও বনান্তর নিষেবী, স্বধর্ম্মনিরত, গীত ও গন্ধমাল্য প্রিয় হইয়া থাকে এবং কখন

তাম্রাক্ষঃ প্রিয়তনুরক্তবস্ত্রধারী
গম্ভীরো দ্রুতমতিরল্পবাক্ সহিষ্ণুঃ।
তেজস্বী বদতি চ কিং দদামি কস্মৈ
যো যক্ষগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ ॥ ৭ ॥

যক্ষগ্রহের অধিষ্ঠান হইলে, লোচনযুগল তাম্রবর্ণ হয় এবং যে ব্যক্তি রক্তবস্ত্র পরিধান করে, তাহার প্রতি অনুরাগ সমুৎপন্ন, এবং সে ব্যক্তি গম্ভীর; তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অল্পভাষী, সহিষ্ণু, তেজস্বী এবং কাহাকে কি দিব, ই প্রকার বাক্যপ্রয়োগপরায়ণ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

প্রেতেভ্যো বিসৃজতি সংস্তরেষু পিণ্ডান্
শান্তাত্মা জলমপি চাপসব্যবস্ত্রঃ।
মাংসেপ্সুস্তিলগুড়পায়সাভিকামঃ তদ্ভক্তো
ভবতি পিতৃগ্রহাভিভূতঃ ॥ ৮ ॥

পিতৃগ্রহের বা প্রেতের আবেশ হইলে, সেই ব্যক্তি দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ করিয়া, কুশাস্তরণে উপবেশনপূর্ব্বক পিণ্ড ও জলদান করে ॥ ৮ ॥

ভূমৌ যঃ প্রসরতি সর্পবৎ কদাচিৎ সৃক্কণ্যৌ
বিলিহতি জিহ্বয়া প্রসক্তম্। নিদ্রালুর্গুড়-
মধুদুগ্ধপায়সেপ্সুর্বিজ্ঞেয়ো ভবতি ভুজঙ্গমেন
জুষ্টঃ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি কখন সর্পের ন্যায় ভূমিতে প্রসরণ ও কখন বা জিহ্বা দ্বারা সৃকদ্বয় লেহন করে এবং যে ব্যক্তি অতিশয় নিদ্রা যায় এবং গুড়, মধু, দুগ্ধ ও পায়স এই সকলে যাহার অভিলাষ; সে ব্যক্তি ভুজঙ্গম গ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, জানিবে ॥ ৯ ॥

মাংসাসৃগ্‌বিবিধসুরাবিকারলিপ্সুর্নির্লজ্জো
ভৃশমতিনিষ্ঠুরোতিশূরঃ। ক্রোধালুর্বিপুল-
বলো নিশাবিহারী শৌচদ্বিড়্‌ভবতি চ রাক্ষসা-
গৃহীতঃ ॥ ১০ ॥

শরীরে রাক্ষসগ্রহের অধিষ্ঠান হইলে, মাংস, রক্ত ও বিবিধ সুরা-বিকারে অভিলাষ, লজ্জাত্যাগ, অতিশয় ক্রোধ, অতিশয় বল ও অতিশয় শৌর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এবং সে ব্যক্তি অতিশয় নির্দ্দয়, নিশাবিহারী ও শৌচদ্বেষী হয় ॥ ১০ ॥

উদ্ধস্তঃ কৃশপরুষশ্চিরপ্রলাপী দুর্গন্ধো ভৃশম-
শুচিস্তথাতিলোলঃ। বহ্বাশী বিজনহিমাম্বু-
রাত্রিসেবী ব্যাচেষ্টং ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ ॥১১

পিশাচগ্রহের আবির্ভাব হইলে, লোকে উর্দ্ধহস্ত, কৃশ, পরুষস্বভাব, অত্যন্ত অশুচি ও অতিশয় চঞ্চল ও চেষ্টা শূন্য হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা প্রলাপ প্রয়োগ, রাশি রাশি আহার, নির্জ্জনে অবস্থান, শীতল জল পান, রাত্রিতে বিচরণ, রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ পর্যটন করে। এবং তাহার শরীরে দুর্গন্ধ হয় ॥ ১১ ॥

দেবগ্রহাঃ পৌর্ণমাস্যামসুরাঃ সন্ধ্যয়োরপি।
গন্ধর্ব্বাঃ প্রায়শোঽষ্টম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপদ্যথ ॥
কৃষ্ণপক্ষে চ পিতরঃ পঞ্চম্যামপি চোরগাঃ।
রক্ষাংসি নিশি পৈশাচাশ্চতুর্দ্দশ্যাং বিশন্তি চ ॥ ১২ ॥

দেবগ্রহ পৌর্ণমাসীতে, অসুরগ্রহ উভয় সন্ধ্যায়, গন্ধর্ব্বগ্রহ প্রায় অষ্টমীতে, যক্ষগ্রহ প্রতিপদে, পিতৃগ্রহ কৃষ্ণপক্ষে, উরগগ্রহ পঞ্চমীতে, রাক্ষসগ্রহ রাত্রিতে ও পিশাচগ্রহ চতুর্দ্দশীতে মানবশরীরে আবিষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

দর্পণাদীন্ যথাচ্ছায়া শীতোষ্ণং প্রাণিনো যথা।
স্বমণিং ভাস্করার্চিশ্চ যথা দেহঞ্চ দেহভৃৎ।
বিশন্তি চ ন দৃশ্যন্তে গ্রহাস্তদ্বৎ শরীরিণম্॥ ১৩॥

ছায়া যেমন দর্পণাদিতে, শীতোষ্ণ যেমন প্রাণিগণে ভাস্করার্চিঃ যেমন সূর্য্যকান্তমণিতে, ও দেহী যেমন দেহে তদ্দৃশ্যভাবে প্রবেশ করে, গ্রহগণ ও সেইরূপ অদৃশ্য হইয়া, লোকের শরীরে আবিষ্ট হয়॥ ১৩॥

তপাংসি তীব্রাণি তথৈব দানং ব্রতানি ধর্ম্মো
নিয়মশ্চ সত্যম্। গুণাস্তথাষ্টাবপি তেষু নিত্যা
ব্যস্তাঃ সমস্তাশ্চ যথাপ্রভাবম্॥ ১৪॥

কঠোর তপস্যা। দান, ব্রত, ধর্ম্ম, নিয়ম ও সত্য এই অষ্টবিধ গুণ নিত্য ঐ সকল গ্রহের প্রভাবানুসারে পূর্ণ ও অপূর্ণভাবে বিরাজমান আছে।১৪।

ন তে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি ন বা মনুষ্যান্
ক্বচিদাবিশন্তি। যে বা বিশন্তীতি বদন্তি
মোহাৎ তে ভূতবিদ্যাবিষয়াদপোহ্যাঃ॥ ১৫॥

এই সকল গ্রহ মনুষ্যের সহিত সংবিষ্ট হয় না এবং কখনও মানব দেহে প্রবেশ করে না। যাহারা অজ্ঞানপ্রযুক্ত, প্রবেশ করে, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, ভূতবিদ্যায় তাহাদের কোনপ্রকার জ্ঞান নাই॥ ১৫॥

তেষাং গ্রহাণাং পরিচারকা যে কোটীসহস্রাযুত-
পদ্মসংখ্যাঃ। অসৃগ্ বসামাংসভুজঃ সুভীমাঃ
নিশাবিহারাশ্চ সমাবিশন্তি॥ ১৬॥

এই সকল গ্রহের মধ্যে কাহারও কোটি পরিচারক, কাহারও সহস্র

কাহার অযুত ও কাহারও বা এক পদ্ম। পরিচারকগণ অতিশয় ভীষণ; রক্ত মাংস ও বসা ভক্ষণ, রাত্রিতে বিচরণ ও কখন কখন মানব দেহে প্রবেশ করে ॥ ১৬ ॥

নিশাচরাণাং তেষাং হি যে দেবগণসংস্মৃতাঃ।
তে তু তৎসত্ত্বসংসর্গাৎ বিজ্ঞেয়াস্তুতদঞ্জনাঃ ॥ ১৭ ॥

নিশাচরগণের মধ্যে যাহারা দেবগণের সহিত সম্মিলিত, তাহারা সেই দেবগণের সংসর্গবশতঃ দেবতার ন্যায় গুণ বিশিষ্ট ॥ ১৭ ॥

দেবগ্রহা ইতিপুনঃ প্রোচ্যন্তে শুচয়স্তু যে।
দেববচ্চ নমস্যন্তে প্রত্যর্থ্যন্তে চ দেববৎ ॥ ১৮ ॥

যাহারা ঐরূপ দেবতার ন্যায় গুণ বিশিষ্ট এবং যাহারা শুচিস্বভাব, তাহাদিগকে দেবগ্রহ বলে। দেবগ্রহদিগকে দেবতার ন্যায় নমস্কার এবং দেবতার ন্যায়, তাহাদের নিকট বর প্রার্থনা করিবে ॥ ১৮ ॥

হিংসাবিহারা যে কেচিৎ দিব্যভাবসমাশ্রিতাঃ।
ভূতানীতি কৃতা সংজ্ঞা তেষাং সংজ্ঞা প্রবক্তৃভিঃ ॥ ১৯ ॥

যে কোন গ্রহ দিব্যভাববিশিষ্ট হইয়াও হিংসাবৃত্তির অনুসরণক্রমে বিচরণ করে, প্রবক্তৃগণ তাহাদিগকেই ভূতনামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

গ্রহসংজ্ঞাভিভূতানি যস্মাদবেত্ত্যনয়া ভিষক্।
বিদ্যয়া ভূতবিদ্যাত্বমতএব নিরুচ্যতে ॥ ২০ ॥

যে বিদ্যা দ্বারা গ্রহগণের সংজ্ঞা ও স্বভাবাদি জানা যায়, তাহার নাম ভূতবিদ্যা ॥ ২০ ॥

তেষাং শান্ত্যর্থমন্বিচ্ছেদ্বৈদ্যস্তু সুসমাহিতঃ ॥ ২১ ॥

বৈদ্য অতি সাবধানে তাহাদের শান্তির জন্য যত্নপরায়ণ হইবেন ॥ ২১ ॥

জপ্যৈঃ সনিয়মৈর্হোমৈঃ আরভেত চিকিৎসিতুম্।
রক্তানি গন্ধমাল্যানি বীজানি মধুসর্পিষাম্॥
ভক্ষ্যাশ্চ সর্ব্বে সর্ব্বেষাং সামান্যো বিধিরুচ্যতে।
বস্ত্রাণি মদ্যমাংসানি ক্ষীরাণি রুধিরাণি চ॥
যানি যেষাং যথেষ্টানি তানি তেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ॥ ২২॥

গ্রহরোগচিকিৎসার্থ নিয়মপূর্ব্বক জপ ও হোম করিবে এবং রক্তবর্ণ-গন্ধমাল্য, বিবিধ বীজ, মধু ও ঘৃত এবং সর্বপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিবে। ইহার নাম সামান্য বিধি। বস্ত্র, মদ্য, মাংস, ক্ষীর; রুধির, ইত্যাদি যে সমুদয় দ্রব্য যে গ্রহের অভীপ্সিত, তাহা তাহাকে যথেষ্ট প্রদান করিবে॥ ২২॥

হিনস্তি মনুজান্ যেষু প্রায়শো দিবসেষু চ।
দিনেষু তেষু দেয়ানি তদ্ভূতবিনিবৃত্তয়ে॥ ২৩॥

গ্রহগণ যে যে দিনে মনুষ্যের উপরি আক্রমণ করে, সেই সেই দিনে তাহাদের শান্তিজন্য পূজাদি প্রদান করিবে॥ ২৩॥

দেবগ্রহে দেবগেহে হুত্বাগ্নিং প্রাপয়েদ্বলিম্।
কুশস্বস্তিকপূপাজ্যচ্ছত্রপায়সসম্ভৃতম্॥ ২৪॥

দেবগৃহে দেবগ্রহের উদ্দেশে হোম করিয়া, কুশ, তণ্ডুল, পিষ্টক, ঘৃত, ছত্র ও পায়স সহকারে পূজা প্রদান করিবে॥ ২৪॥

অসুরায় যথাকালং বিদধ্যাচ্চত্বরাদিষু।
চতুষ্পথে রাক্ষসস্য ভীমেষু গহনেষু বা॥
শূন্যাগারে পিশাচায় তীব্রং বলিমুপাহরেৎ॥ ২৫॥

অসুরদিগের যথাকালে চত্বরাদিতে, রাক্ষসদিগকে চতুষ্পথে অথবা ভয়ঙ্কর অরণ্যমধ্যে, এবং পিশাচদিগকে শূন্য গৃহে উৎকট বলি প্রদান করিবে॥ ২৫॥

পূর্ব্বমাচরিতৈর্মন্ত্রৈর্ভূতবিদ্যাপ্রদর্শিতৈঃ।
ন শক্যা বলিভির্জেতুং যোগৈস্তান্ সমুপাচরেৎ॥ ২৬॥

পূর্ব্বোল্লিখিত ভূতবিদ্যাদি প্রদর্শিত মন্ত্র ও বলি দ্বারা গ্রহদিগকে বশ করিতে না পারিলে, নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা তাহাদের শান্তিসাধন করিবে॥ ২৬॥

অজর্ক্ষচর্ম্মরোমাণি ভসল্যকোলূকয়োস্তথা।
হিঙ্গুমূত্রঞ্চ বস্তস্য ধূমমস্য প্রযোজয়েৎ॥
এতেন শাম্যতি ক্ষিপ্রং বলবানপি যো গ্রহঃ॥ ২৭॥

ছাগ, ভল্লুক, শজারু ও পেচা এই সকলের চর্ম্ম, রোম, এবং হিং ও ছাগমূত্র ইত্যাদি দ্রব্য একত্র করিয়া, ধূমপ্রদান করিলে, বলবান্ গ্রহও তৎক্ষণে শাম্য হইয়া থাকে॥ ২৭॥

গজাহ্বপিপ্পলীমূলব্যোষামলকসর্ষপান্।
গোধানকুলমার্জ্জারঋক্ষপিত্তপ্রভাবিতান্॥
নস্যাভ্যঞ্জনসেকেষু বিদধ্যাদ্‌যোগতত্ত্ববিৎ॥ ২৮॥

গজপিপুলের মূল, মরীচ, পিপুল ও শুঠ, আমলকী ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোসাপ, নেউল, বিড়াল ও ভল্লুকের পিত্ত উত্তম রূপে ভাবনা দিয়া, যোগতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি তদ্দ্বারা নস্য, গাত্রে লেপন ও স্নান বিধান পূর্ব্বক গ্রহশান্তি করিবে॥ ২৮॥

খরাশ্বাশ্বতরোলূককরভশ্বশৃগালজম্।
পুরীষাণং গৃধ্রকাকবরাহস্য চ পেষয়েৎ।
বস্তমূত্রেণ তৎ সিদ্ধং তৈলং স্যাৎ পূর্ব্ববদ্ধিতম্॥ ২৯॥

গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, পেচক, হস্তিশাবক, কুকুর, শৃগাল, গৃধ্র, কাক, বরাহ এই সকলের বিষ্ঠা পেষণ করিয়া, ছাগলের মূত্রে সিদ্ধ করিয়া, তৈল প্রস্তুত করিবে। এই তৈল ভূতাদিরোগের প্রধান ঔষধ॥ ৩০॥

শিরীষবীজলশুনং শুণ্ঠী সিদ্ধার্থকঞ্চ বচাম্।
মঞ্জিষ্ঠাং রজনীঞ্চ কৃষ্ণাং বস্তমূত্রেণ পেষয়েৎ॥
বর্ত্তীচ্ছায়াবিশুষ্কাস্তাঃ সপিত্তা নয়নাঞ্জনম্॥ ৩০॥

শিরীষবীজ, লশুন, শ্বেতসর্ষপ, শুঠ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য ছাগলের মূত্রে পেষণ করিয়া, বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ বর্ত্তি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া, পিত্তের সহিত চক্ষুতে অঞ্জন করিবে। ভূতগ্রহশান্তি হইবে॥ ৩০॥

নক্তমালফলং ব্যোষং মূলং শ্যোনাকবিল্বয়োঃ।
হরিদ্রে চ কৃত্বা বর্ত্তিঃ পূর্ববৎ নয়নাঞ্জনম্॥ ৩১॥

ডহরকরঞ্জার ফল, মরীচ পিপুল, ও শুঠ, শোণামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেলের মূল, এই সকল পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি করিয়া, তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিবে॥ ৩১॥

যে যে গ্রহা ন সিধ্যন্তি সর্বেষাং নয়নাঞ্জনম্।
সৈন্ধবং কটুকং হিঙ্গু বয়স্থাঞ্চ বচামপি॥
বস্তমূত্রেণ তৎ সিদ্ধং মৎস্যপিত্তেন পূর্ববৎ। ৩২॥

যে যে গ্রহ ঔষধ সেবনেও বিনিবৃত্ত না হয়, সৈন্ধব, কটুকী, হিঙ্গু, হরিতকী ও বচ ছাগমূত্র ও মৎস্যপিত্তের সহিত পেষণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ অঞ্জন করিলে, তাহাদের শান্তি হইয়া থাকে॥ ৩২॥

পুরাণসর্পির্লশুনং হিঙ্গু সিদ্ধার্থকং বচাম্।
গোলোমী চাজলোমী চ ভূতকেশী জটা তথা॥
কুক্কুটী সর্পগন্ধাশ্চ তথা কাণবিষাণিকে।
ঋষ্যপ্রোক্তা বয়স্থা চ শৃঙ্গী মোহনবল্লিকা॥

অর্কমূলং ত্রিকটুকং লতাস্রোতোঞ্জনার্জ্জুনম্।
নৈপালীহরিতালঞ্চ রক্ষ্মা যে চ কীর্ত্তিতাঃ॥
সিংহব্যাঘ্রর্ক্ষমার্জ্জারদ্বীপিবাজিগবস্তথা।
শ্বাবিচ্ছল্যকগোধানামূষ্ট্রস্য নকুলস্য চ॥
বিটত্বগ্রোমবসামূত্ররক্তপিত্তনখাদয়ঃ।
অস্মিন্ বর্গে ভিষক কুর্য্যাত্তৈলানি চ ঘৃতানি চ॥
পানাভ্যঞ্জননস্যেষু তানি যোজ্যানি জানতা॥ ৩৩॥

পুরাণঘৃত, রসুন, হিঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শ্বেতদূর্ব্বা, অজলোমী, শিবজটা, শেফালিকা, শাল্মলী, লবঙ্গ, কাণবিষাণিকা, শূকশিম্বী; হরিতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, মোহনবল্লী, আকন্দের মূল, ত্রিকটু; লতার্জুন; স্রোতোঞ্জন, অর্জ্জুন, নৈপালী হরিতাল, আতপতণ্ডুল, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বিড়াল, চিতাবাঘ, অশ্ব, গো, কুকুর, মেষ, গোসাপ, উষ্ট্র, বেজী, ও শজারু, ইহাদের বিষ্ঠা, চর্ম্ম, রোম, বসা, মূত্র, রক্ত, পিত্ত ও নখ এই সমুদায় দ্রব্য তৈল ও ঘৃতে পাক করিয়া, পান, অঞ্জন ও নস্যে প্রয়োগ করিলে, ভূতগ্রহের শান্তি হয়॥ ৩৩॥

অবপীতেঞ্জনে চৈব বিদধ্যাৎ গুটিকীকৃতমে।
বিদধীত পরীষেকে ক্কথিতং চূর্ণিতং তথা॥
উদ্ধূলনে শ্লক্ষ্মপিষ্টং প্রদেহে চাবচারয়েৎ।
এষ সর্ব্ববিকারাংস্তু মানসানপরাজিতঃ॥
হন্যাদল্পেন কালেন স্নেহাদিরপি চ ক্রমাৎ॥ ৩৪॥

উক্ত ঔষধ সকলকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, প্রথমে গুটিকা করিবে, পরে সেই গুটিকা ঘষিয়া অঞ্জন করিবে। পান ও সেবন করিতে হইলে উহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, পান ও সেবন করিবে। উদ্বর্ত্তন করিতে হইলে, উহাদিগের সূক্ষ্মচূর্ণ সেবণ করিয়া, গাত্রে মর্দ্দন করিবে॥ ৩৪॥

ন চাযুক্তং প্রযুঞ্জীত প্রয়োগং দেবতাগৃহে।
ঋতে পিশাচাদন্যেষু প্রতিকূলং ন চাচরেৎ ॥ ৩৫ ॥

দেবতাগৃহে এই সকল শান্তিকার্য্য করিবে; কোনপ্রকার অযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। এবং পিশাচ ভিন্ন অন্য কোন গ্রহের প্রতি প্রতিকূল ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবে না ॥ ৩৫ ॥

বৈদ্যাতুরৌ নিহংন্যুস্তে ধ্রুবং ক্রুদ্ধা মহৌজসঃ।
হিতাহিতবিধানঞ্চ নিত্যমেব সমাচরেৎ ॥
ততঃ প্রাপ্স্যতি সিদ্ধিঞ্চ যশশ্চ বিপুলং ভিষক্ ॥ ৩৬ ॥

প্রতিকূল ব্যবহার করিলে, মহাবলশালী গ্রহগণ ক্রুদ্ধ হইয়া, বৈদ্য ও রোগী উভয়কেই বধ করিয়া থাকে। এই জন্য নিত্য হিত বিবেচনা করিয়া, কার্য্য করিবে। তাহাতে, সিদ্ধিলাভ ও বিপুল যশঃ প্রাপ্তি হইবে ॥ ৩৬ ॥

ইতি গ্রহপ্রকরণ নাম ত্রয়স্ত্রিংশ পাঠম্।

চতুস্ত্রিংশ পাঠম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বালগ্রহাণাং বিজ্ঞানং সাধনঞ্চাপ্যনন্তরম্।
উৎপত্তিকারণঞ্চৈব শৃণু দেবি হ্যতঃপরম্॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অধুনা বালগ্রহ সকলের লক্ষণ, সাধন ও উৎপত্তিকারণ সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর॥ ১॥

স্কন্দগ্রহস্তু প্রথমং স্কন্দাপস্মার এব চ।
শকুনী রেবতী চৈব পূতনা চান্ধপূতনা॥
পূতনা শীতনামন্ত্রা চ তথৈব মুখমণ্ডিকা।
নবমো নৈগমেশশ্চ যঃ পিতৃগ্রহসংজ্ঞিতঃ॥ ২॥

স্কন্দ, স্কন্দাপস্মর, শকুনী, রেবতী, পূতনা, অন্ধপূতনা, শীতপূতনা, মুখমণ্ডিকা ও নৈগমেশ এই নয়টী বালগ্রহ॥ ২॥

বালশ্চ গৃহ্যতে যস্মাৎ তস্মাৎ বালগ্রহঃ স্মৃতঃ॥ ৩॥

এই সকল গ্রহ বালকের উপরি উপদ্রবাদি করিয়া থাকে। এই জন্য ইহাদের নাম বালগ্রহ॥ ৩॥

ধাত্রীমাত্রোঃ প্রাক্‌প্রদিষ্টাপচারাৎ শৌচভ্রংশাৎ
মঙ্গলাচাপচারাৎ। ত্রস্তান্ হৃষ্টাংস্তর্জ্জিতান্
ক্রন্দিতান্ বা পূজাহেতো হিংস্যুরেতে কুমা-
রান্॥ ৪॥

ধাত্রী ও মাতার অদৃষ্ট, অপচার, শৌচত্যাগ ও অমঙ্গল ব্যবহার ইত্যাদি কারণে উল্লিখিত গ্রহগণ পূজার নিমিত্ত বালকের প্রতি অত্যাচারাদি করিয়া থাকে। ইহাদের আবেশ হইলে, বালকেরা কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য ও কখন তর্জ্জন করে এবং কখন বা ভীত হয়॥ ৪॥

শুনাক্ষঃ ক্ষতজসগন্ধিকঃ স্তনদ্বিড় বক্রাস্যো
হতচলিতৈকপতননেত্রঃ। উদ্বিগ্নঃ সুলুলিত-
চক্ষুরল্পরোদী স্কন্দার্ত্তো ভবতি চ গাঢ়মুষ্টি-
বর্চাঃ॥ ৫॥

স্কন্দগ্রহের আবির্ভাব হইলে, বালকের চক্ষু কুকুরের ন্যায়, গায়ে ঘা ও দুর্গন্ধ, স্তনপানে বিদ্বেষ, মুখ বক্র, এক চক্ষু বিনষ্ট, অপর চক্ষু স্বাভাবিক, হস্তে দৃঢ়মুষ্টি এবং চক্ষু সুলুলিত হইয়া থাকে, এবং ঐ বালক উদ্বিগ্ন হইয়া অল্প অল্প রোদন করে॥ ৫॥

নিঃসংজ্ঞো ভবতি পুনর্ভবেৎ সসংজ্ঞঃ সংরব্ধঃ
করচরণৈশ্চ নৃত্যতীব। বিড়মূত্রে সৃজতি
বিনদ্য জৃম্ভমাণঃ ফেণঞ্চ প্রসৃজতি তৎসখাভি-
পন্নঃ॥ ৬॥

স্কন্দাপস্মারগ্রহের আবির্ভাব হইলে, বালক কখন অচেতন ও কখন বা সচেতন হয়, কখন ক্রুদ্ধ হইয়া, হস্ত পদ আছড়াইয়া যেন নৃত্য করে; কখন বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ, কখন উচ্চৈঃশব্দ সহকারে জৃম্ভণ এবং কখনবা মুখ দিয়া ফেণোদ্গম করিয়া থাকে॥ ৬॥

স্রস্তাঙ্গো ভয়চকিতো বিহঙ্গগন্ধিঃ সংস্রাবিব্রণ-
পরিপীড়িতঃ সমন্তাৎ। স্ফোটৈশ্চ প্রচিততনুঃ
সদাহপাকৈর্বিজ্ঞেয়ো ভবতি শিশুঃ ক্ষতঃ-
শকুন্যা॥ ৭॥

শকুনীগ্রহের আবির্ভাব হইলে, বালকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিলিত, মন ভয়চকিত, শরীর পক্ষীর ন্যায় গন্ধে পরিপূরিত, সমুদায় গাত্র পূয-স্রাবী ব্রণে পরিপীড়িত এবং দাহ ও পাক সমেত স্ফোটকসমূহে পরি-ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

রক্তাস্যো হরিতমলোঽতিপাণ্ডুদেহঃ শ্যাবো বা
জ্বরমুখপাকবেদনার্ত্তিঃ। রেবত্যা ব্যথিততনুশ্চ
কর্ণনাসং মৃদ্নাতি ধ্রুবমভিপীড়িতঃ কুমারঃ ॥৮॥

রেবতীগ্রহের আবির্ভাব হইলে, মুখ রক্তবর্ণ, মল হরিতবর্ণ, দেহ পাণ্ডুবর্ণ, জ্বর হইয়া ও মুখ পচিয়া বেদনা জন্য অতিমাত্র যাতনা এবং সর্ব্ব শরীর ব্যথিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

স্রস্তাঙ্গঃ স্বপিতি সুখং দিবা ন রাত্রৌ
বিড্ভিন্নং সৃজতি চ কাকতুল্যগন্ধিঃ।
ছর্দ্দ্যার্ত্তো হৃষিততনূরুহঃ কুমার-
স্তৃষ্ণালুর্ভবতি চ পূতনাগ্রহার্ত্তঃ ॥ ৯ ॥

পূতনাগ্রহের আবির্ভাব হইলে, বালকের অঙ্গ শিথিল হয়, দিবা রাত্রির মধ্যে সুখে নিদ্রা হয় না, শরীরে কাকের ন্যায় গন্ধ জন্মে; ভিন্ন অর্থাৎ ছিব্‌ড়েং মল ত্যাগ করে, ছর্দ্দিতে অতিশয় কষ্ট পায়, তৃষ্ণার আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং গাত্র শিহরিয়া উঠে ॥ ৯ ॥

যো দ্বেষ্টি স্তনমতিসারকাসহিক্কাচ্ছর্দ্দিভির্জ্বর-
সহিতাভিরর্দ্দ্যমানঃ। দুর্বর্ণঃ সততমধঃশয়োঽম্ল-
গন্ধিস্তং ব্রুয়ুর্ভিষজোঽন্ধপূতনার্ত্তম্ ॥ ১০ ॥

যে বালক স্তন পান করে না, জ্বরের সহিত অতিসার, কাস, হিক্কা, ও ছর্দ্দিতে অতিশয় পীড়িত হয়, যাহার শরীর বিবর্ণ ও অম্লের ন্যায় গন্ধে পরিপূর্ণ এবং যে বালক অধোমুখে শয়ন করে, বৈদ্যেরা বলেন; তাহার প্রতি অন্ধপূতনা গ্রহের দৃষ্টি হইয়াছে ॥ ১০ ॥

উদ্বিগ্নো ভৃশমতিবেপতে প্ররুদ্য সংলীনঃ
স্বপিতি চ যস্য চান্ত্রকূজঃ। বিস্রাঙ্গো ভৃশ-
মতিসার্য্যতেচ যস্তং জানীয়াদ্‌ভিষগিহ শীত-
পূতনার্ত্তম্ ॥ ১১॥

যে বালক উদ্বিগ্ন ও অতিমাত্র বেপমান হইয়া, অত্যন্ত রোদন ও মাটীতে যেন মিশাইয়া শয়ন করিয়া থাকে, এবং যাহার অন্ত্র শব্দায়মান, সর্ব্বশরীর শিথিল ও ঘন ঘন বিষ্ঠা ত্যাগ হয়, তাঁহার প্রতি শীতপূতনা গ্রহের আবির্ভাব হইয়াছে, জানিবে ॥ ১১ ॥

ম্লানাঙ্গঃ সুরুচিরপাণিপাদবক্ত্রো বহ্বাশী
কলুষশিরাবৃতোদরো যঃ। সোদ্বেগো ভবতি
চ মূত্রতুল্যগন্ধিঃ স জ্ঞেয়ঃ শিশুরথ বক্ত্র মণ্ডি-
তার্ত্তঃ ॥ ১২ ॥

যাহার অঙ্গ ম্লান, পাণি পাদ ও মুখ অতিশয় উজ্জ্বল, আহার অতি অধিক, উদর কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহ আবৃত ও যাহার গাত্রে মূত্রতুল্য গন্ধ এবং যে বালক সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন, তাহার প্রতি মুখমণ্ডিকাগ্রহের দৃষ্টি হইয়াছে, জানিবে ॥ ১২ ॥

সঃ ফেণং বমতি বিনম্যতেচ মধ্যে সোদ্বেগং
বিলপতি চোর্দ্ধমীক্ষমাণঃ। জ্বর্য্যেত প্রততমথো
বসাসগন্ধির্নিঃসংজ্ঞো ভবতি হি নৈগমেশজুষ্টঃ ॥১৩

যে বালক ফেণ বমন, উদ্বিগ্ন হইয়া বিলাপ ও ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করে, জ্বরে অভিভূত ও অচেতন হইয়া থাকে, এবং যাহার কটি বিনত ও শরীরে বসার ন্যায় গন্ধ বিনিঃসৃত হয়, তাহার প্রতি নৈগমেশ গ্রহের আবির্ভাব হইয়াছে, জানিবে ॥ ১৩ ॥

প্রস্তব্ধো যঃ স্তনদ্বেষী মুহূর্তেচাবিশন্ মুহুঃ।
তং বালং ন চিরাদ্ধন্তি গ্রহঃ সংপূর্ণলক্ষণঃ॥
বিপরীতমতঃ সাধ্যং চিকিৎসেত চিরার্দ্দিতম্॥ ১৪॥

যে বালক নিঃশব্দে থাকে, স্তন পান করে না, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত ও আবিষ্ট হয়, গ্রহগণ অপ্রতিহত পরাক্রমে তাহারে অচিরাৎ বিনষ্ট করে। চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিবে না; ইহার বিপরীত হইলে, তৎক্ষণাৎ, তাহার চিকিৎসা করিবে। কোনমতে বিলম্ব করিবে না॥ ১৪॥

গৃহেপুরাণহবিষাভ্যজ্য বালং শুচৌ শুচিঃ।
সর্ষপান্ প্রকিরেত্তেষাং তৈলৈর্দীপঞ্চ কারয়েৎ॥
সদা সন্নিহিতশ্চাপি জুহুয়াৎ হব্যবাহনম্।
সর্বগন্ধৌষধীবীজৈর্গন্ধমাল্যৈরলংকৃতম্॥
অগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যশ্চ স্বাহা স্বাহেতি সংস্মরন্।
নমঃ স্কন্দায় দেবায় গ্রহাধিপতয়ে নমঃ॥
শিরসা ত্বাভিবন্দেহং প্রতিগৃহ্লীষ মে বলিম্।
নিরুজো নির্বিকারশ্চ শিশুর্মে জায়তাং ধ্রুবম্॥ ১৫॥

শুচি হইয়া, বালককে পবিত্রগৃহে রাখিয়া পুরাতন ঘৃতে অভ্যক্ত করিয়া, উক্ত গৃহে সর্ষপ বিকিরণ, তৈলের প্রদীপ প্রজ্বলন ও বালকের নিকট সর্ব্বদা হোম করিবে॥ এবং সর্ব্বপ্রকার গন্ধ, ঔষধি, বীজ ও গন্ধমাল্য দ্বারা বালককে, অলঙ্কৃত করিয়া, অগ্নিয় স্বাহা, কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা, এই প্রকার স্মরণ পুর্ব্বক, নমঃ স্কন্দায় দেবায়, ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে॥ ১৫॥

স্কন্দগ্রহোপসৃষ্টানাং কুমারাণাঞ্চশস্যতে।
বাতঘ্নক্রমপত্রাণাং নিঃক্কাথঃ পরিষেচনে॥ ১৬॥

স্কন্দগ্রহের আবির্ভাব হইলে, বাতঘ্নবৃক্ষের পত্রজলে সিদ্ধ করিয়া, বালককে স্নান করাইলে, ভাল হয়॥ ১৬॥

তেষাং মূলেষু সিদ্ধঞ্চ তৈলমভ্যঞ্জনেহিতম্।
সর্বগন্ধসুরামণ্ডকৈটর্য্যা হোমমিষ্যতে ॥ ১৭ ॥

বাতঘ্নবৃক্ষের মূল তৈলে সিদ্ধ করিয়া, সেই তৈল মাখাইলে ভাল হয়। এবং সর্ব্ব প্রকার গন্ধদ্রব্য, সুরামণ্ড ও কটফল দ্বারা হোম করিলে, পীড়া শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

দেবদারুণি রাস্নায়াং মধুরেষু চ দ্রুমেষু চ।
সিদ্ধং সর্পিশ্চ সক্ষীরং পানমস্মৈ প্রযোজয়েৎ ॥ ১৮ ॥

দেবদারু, রাস্না ও মধুর বৃক্ষ এই সকলকে ঘৃতে ও দুগ্ধে পাক করিয়া, পানার্থ প্রদান করিবে ॥ ১৮ ॥

সর্ষপাঃ সর্পনির্ম্মোকবচা কাকাদনী ঘৃতম্।
উষ্ট্রাজাবিগবাশ্চৈব রোমাণ্যুদ্ধূপনং শিশোঃ ॥ ১৯ ॥

সর্ষপ, সাপের খোলস, বচ; শ্বেতকুচ ও ঘৃত এবং উষ্ট্র, ছাগ, মেষ ও গাভির রোম এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া, শিশুকে লেপিত করিবে ॥১৯॥

সোমবল্লীমিন্দ্রবল্লীং শমীং বিল্বস্য কণ্টকান্।
মৃগাদন্যাশ্চ মূলানি গ্রথিতান্যেব ধারয়েৎ ॥ ২০ ॥

সোমলতা, ইন্দ্রবল্লী, শমী, বিল্ব কণ্টক ও রাখালশসার মূল মালা গাঁথিয়া, বালককে পরাইবে ॥ ২০ ॥

রক্তানি মাল্যানি তথা পতাকা রক্তাশ্চ গন্ধা
বিবিধাশ্চ ভক্ষ্যাঃ। ঘণ্টা চ দেবায় বলির্নিবেদ্যঃ
সকুক্কুটঃ স্কন্দগৃহে হিতায় ॥ ২১ ॥

রক্তমালা, রক্তপতাকা, রক্তগন্ধ, রক্তবর্ণের বিবিধ খাদ্য, ঘণ্টা ও কুকুট এই সকল দ্রব্য বালকের কল্যাণ কামনায় স্কন্দগৃহে বলি স্বরূপ প্রদান করিবে ॥ ২১ ॥

স্নানং ত্রিরাত্রং নিশি চত্বরেষু কুর্য্যাৎ পুনঃ
শালিষবৈর্নবৈশ্চ। অদ্ভিশ্চ গায়ত্র্যভিমন্ত্রি-
তাভিঃ প্রক্ষালনং চাহুতিভিশ্চ বহ্নেঃ ॥ ২২ ॥

বলিদানানন্তর নূতন শালিধান্য ও যবসহকৃত সলিলে গায়ত্রীপাঠ-পুরঃসর তিন রাত্রি নিশিতে চত্বরসমূহে স্নান করিয়া, হোম করিবে। ২২॥

রক্ষামতঃ প্রবক্ষ্যামি বালানাং পাপনাশিনীম্।
অহন্যহনি কর্ত্তব্যা যাভিষগ্ভিরতন্দ্রিতৈঃ ॥ ২৩ ॥

অতঃপর রক্ষামন্ত্র বলিতেছি। চিকিৎসকালে প্রতিদিন আলস্য ত্যাগ করিয়া, এই রক্ষাবিধির অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৩ ॥

রক্ষা মন্ত্র যথা,

তপসাং তেজসাংচৈব যশসাং বপুষাং তথা।
নিধানং যোব্যয়ো দেবঃ সতে স্কন্দঃ প্রসীদতু ॥ ২৪ ॥

যিনি তপঃ, তেজঃ, যশঃ, ও বপুঃ এই সকলের বিধান, যাঁহার ক্ষয় নাই; সেই স্কন্দ তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৪ ॥

গ্রহসেনাপতির্দেবো দেবসেনাপতিস্তথা।
দেবসেনারিপুহরঃ পাতু ত্বাং ভগবান্ গুহঃ ॥ ২৫ ॥

যিনি গ্রহগণের সেনাপতি, যিনি দেবগণের সেনানায়ক ও যিনি দেবসেনাগণের শত্রুসংহারক, সেই ভগবান্ স্কন্দ তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ২৫ ॥

দেবদেবস্য মহতঃ পাবকস্য চ যঃ সুতঃ।
গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ সতেশর্ম্ম প্রযচ্ছতু ॥ ২৬ ॥

যিনি দেবদেব মহামহিম অগ্নির, গঙ্গার, উমার ও কৃত্তিকাগণের পুত্র, সেই স্কন্দ তোমার সুখ বিধান করুন ॥ ২৬ ॥

রক্তমাল্যাম্বরঃ শ্রীমান্ রক্তচন্দনভূষিতঃ।
রক্তদিব্যবপুর্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চসূদনঃ ॥ ২৭ ॥

যিনি রক্তবর্ণ মাল্য ধারণ করেন, যিনি রক্তবর্ণ চন্দনে অলঙ্কৃত, যাহার বপুঃ রক্তবর্ণ ও দিব্যভাবাপন্ন সেই শ্রীমান্ স্কন্দ তোমারে রক্ষা করুন ॥ ২৭

ইতি স্কন্দগ্রহপ্রতিষেধঃ

বিল্বঃশিরীষো গোলোমী সুরসাদিশ্চ যোগণঃ।
পরিষেকঃ প্রযোক্তব্যঃ স্কন্দাপস্মারশান্তয়ে ॥
সর্বগন্ধবিপক্বন্তু তৈলমভ্যঞ্জনেহিতম্ ॥ ১ ॥

স্কন্দাপস্মারগ্রহের আবির্ভাব হইলে, বিল্ব, শিরীষ, শ্বেতদুর্ব্বা, সুরসাদিগণ এই সমুদায় দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই জলে বালককে স্নান করাইবে। সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্যে তৈল পাক করিয়া, গাত্রে মাখাইলে, পীড়ার শান্তি হয় ॥ ১ ॥

ক্ষীরীবৃক্ষাদিকষায়ে চ কাকোল্যাদিগণে তথা।
বিপক্তব্যং ঘৃতে বাপি পানীয়ং পয়সান্বিতম্ ॥
উৎসাদনং বচাহিঙ্গুযুক্তং স্কন্দগ্রহে হিতম্ ॥ ২ ॥

ক্ষীরীবৃক্ষের কাথ ও কাকোল্যাদিগণ ঘৃতে পাক করিয়া, দুগ্ধের সহিত পান করাইবে। এবং বচ ও হিঙ্গু দ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন করিবে। ইহা বিলক্ষণ উপকারী। ২ ॥

গোধোলূকপুরীষাণি কেশাহস্তিনখাঘৃতম্।
বৃষভস্য চ রোমাণি যোজ্যান্যুদ্ধূপনেপি চ॥
অনন্তাং কুক্কুটীং বিম্বীং মর্কটীঞ্চাপি ধারভয়েৎ॥ ৩॥

গাধা ও পেচকের বিষ্ঠা, কেশ, হস্তিনখ, ঘৃত, বৃষভের রোম এই সকল দ্রব্যে ধূপ দিবে। এবং দূর্ব্বা, শাল্মলীর মূল, তেলাকুচার মূল, ও শুকশিম্বীর মূল গাঁথিয়া পরিবে।৩॥

পক্বাপক্বানি মাংসানি প্রসন্নং রুধিরং পয়ঃ।
ভূতোদনে নিবেদ্যঞ্চ স্কন্দাপস্মারিণোবটে॥
চতুঃপথে চ কর্ত্তব্যং স্নানমস্য যতাত্মনা॥ ৪॥

পক ও অপক্ব মাংস; রক্ত দুগ্ধ ও অন্যান্য ভূতোদন নিবেদন করিয়া, সংযত হৃদয়ে বালককে চতুষ্পথে স্নান করাইবে। এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে॥ ৪॥

স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ স্কন্দস্য দয়িতঃ সখা।
বিশাখসংজ্ঞশ্চ শিশোঃ শিবোস্তুবিকৃতাননঃ॥ ৫॥

যিনি স্কন্দের পরম প্রিয় সখা, যাহার অন্যতর নাম বিশাখ, সেই বিকৃতবদনস্কন্দাপস্মারগ্রহ বালকের প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ৫॥

ইতি স্কন্দাপস্মার-প্রতিষেধঃ।

শকুনাভিপরীতস্য কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা।
বেতস্রাম্রকপিত্থানাং নিঃক্বাথঃ পরিষেচনে॥
কষায়মধুরৈস্তৈলং কার্য্যমভ্যঞ্জনে শিশোঃ॥ ১॥

শকুনিগ্রহের দৃষ্টি হইলে, বেত, আম, কয়েদবেল, এই সমুদায়ের ক্বাথ করিয়া; বালককে স্নান করাইবে এবং কষায় ও মধুর দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, গায়ে মাখাইবে॥ ১॥

মধুকোশীরহ্রীবের সারিবোৎপলপদ্মকৈঃ।
রোধপ্রিয়ঙ্গুমঞ্জিষ্ঠা গৈরিকৈঃপ্রদিহেচ্ছিশুম্॥
ব্রণেষুক্তানি চূর্ণানি পথ্যানি বিবিধানি চ॥ ২॥

যষ্টিমধু, বেণার মূল, বালা, অনন্তমূল, উৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, গৈরিক, সমুদয় পেষণ করিয়া বালককে মাখাইবে। এবং গাত্রে ব্রণ থাকিলে, তাহাদের চূর্ণ করিয়া প্রদান ও বিবিধ পথ্য বিধান করিবে॥ ২॥

স্কন্দগ্রহে ধূপনানি তানীহাপি প্রযোজয়েৎ।
শতাবরীমগেরারুনাগদন্তীনিদিগ্ধিকাঃ॥
লক্ষণাং সহদেবীঞ্চ বৃহতীঞ্চাপিধারয়েৎ॥ ৩॥

স্কন্দগ্রহের আবির্ভাবে যেপ্রকার ধূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই প্রকার ধূপন প্রয়োগ করিবে। এবং শতমূলী, কর্কটী, কণ্টিকারি, লক্ষণা ও বৃহতী এই সকল খাইতে দিবে॥ ৩॥

তিলতণ্ডুলকং মাল্যং হরিতালং মনঃশিলা।
বলিরেষঃ কর গুস্য নিবেদ্যো নিয়তাত্মনা॥ ৪॥

সংযত হৃদয়ে তিল, তণ্ডুল, মালা, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যে পূজা প্রদান করিবে॥ ৪॥

নিকুঞ্জেচ প্রযোক্তব্যঃ স্নানমস্যযথাবিধি।
স্কন্দগ্রহোপশমনং ঘৃতং তচ্চেহপূজিতম্॥
কুর্য্যাচ্চ বিবিধাং পূজাং শকুন্যাঃ কুসুমৈঃ শুভৈঃ॥ ৫॥

নিকুঞ্জমধ্যে বালককে বিধিপূর্ব্বক স্নান করাইয়া স্কন্দগ্রহের শান্তি জন্য যে ঘৃতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই ঘৃত দিয়া শান্তি কর্ম্ম করিবে। তৎপরে বিবিধ পবিত্র কুসুম প্রদানপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে শকুনীগ্রহের পূজা করিবেন॥ ৫

অন্তরীক্ষচরা দেবী সর্বালঙ্কারভূষিতা।
অধোমুখী তীক্ষ্ণতুণ্ডা শকুনীতেপ্রসাদতু। ৬॥

অন্তরীক্ষচারিণী, সর্ব্বালঙ্কার শোভিনী, অধোমুখী, তীক্ষ্ণতুণ্ডা দেবী শকুনী তোমার প্রতি প্রসন্না হউন। ৬।

দুর্দর্শনামহাকায়া পিঙ্গাক্ষী ভৈরবস্বরা।
লম্বোদরী শঙ্কুকর্ণা শকুনী তে প্রসীদতু। ৭॥

যাঁহার দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর, দেহ অতি বৃহৎ, চক্ষু অতি পিঙ্গলবর্ণ, স্বর অতি ভীষণ ও উদর অতি লম্বমান, সেই শঙ্কুকর্ণী শকুনী তোমার প্রতি প্রসন্না হউন। ৭।

ইতি শকুনীগ্রহপ্রতিষেধঃ।

অশ্বগন্ধাজশৃঙ্গী চ শারিবাসপুনর্নবা।
সহদেবী বিদারীচ কষায়াঃ সেচনেষ্টিতাঃ।
তৈলমভ্যঞ্জনেকার্য্যং কুষ্ঠসর্জ্জরসেপিবা। ৮॥

রেবতীগ্রহের আবির্ভাব হইলে, অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, অনন্তমূল, পুনর্নবা সহদেবী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড এই সকলের কষায় করিয়া, বালককে স্নান করাইবে। এবং কুড় ও ধুনাতে তৈল পাক করিয়া, গায়ে মাখাইবে। ৮।

ধবাশ্বকর্ণককুভধাতকীতিন্দুকীষু চ।
কাকোল্যাদিগণেচৈব পানীয়ং সর্পিরিষ্যতে। ৯॥

বট, শাল, অর্জ্জুন, ধাতকী গাব ও কাকোল্যাদিগণে ঘৃত পাক করিয়া বালককে খাইতে দিবে। ৯।

কুলত্থাঃ শঙ্খচূর্ণঞ্চ প্রদেহাঃ সর্বগন্ধিকাঃ ॥ ১০ ॥

কয়েৎবেল, শঙ্খচূর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য একত্র করিয়া, গাত্রে লেপন করিবে ॥ ১০ ॥

গৃধ্রোলূকপুরীষাণি যবা যবফলঘৃতম্।
সন্ধ্যয়োরুভয়োঃ কার্য্যমেতদ্ধূপনং শিশোঃ ॥ ১১ ॥

গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ, যব, পেঁয়াজ, ঘৃত এই সকলের ধূপন প্রস্তুত করিয়া, প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করিবে ॥ ১১ ॥

বরুণারিষ্টকময়ং রুচকং সেন্দুকং তথা।
সততং ধারয়েচ্চাপি কৃতং বা পৌত্রজীবকম্ ॥ ১২ ॥

বরুণ, নিম, বিড়ঙ্গ ও কর্পূর এবং জীবপুত্রিকা এই সকল কণ্ঠে মালা গাঁথিয়া, সর্ব্বদা বালককে পরাইয়া রাখিবে ॥ ১২ ॥

শুক্লাঃ সুমনসো লাজা পয়ঃশাল্যোদনস্তথা।
বলির্নিবেদ্যো গোতীর্থে রেবত্যৈ প্রয়তাত্মনা ॥
সঙ্গমে চ ভিষক্ স্নানং কুর্য্যাদ্ধাত্রীকুমারয়োঃ ॥ ১৩ ॥

শর্করা, গোধূম, দৈ, শাল্যোদন এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রয়ত হৃদয়ে গোতীর্থে রেবতীর পূজা করিবে। এবং কোন নদীসঙ্গমে বালক ও ধাত্রী উভয়কে স্নান করাইবে ॥ ১৩ ॥

পূজামন্ত্র যথা,—

নানাবস্ত্রধরা দেবী চিত্রমাল্যানুলেপনা।
চলৎকুণ্ডলিনী শ্যামা রেবতীতে প্রসীদতু ॥ ১৪ ॥

বিবিধবস্ত্রধারিণী, বিচিত্র মাল্যানুলেপনশালিনী, চঞ্চলকুণ্ডল শোভিনী, শ্যামবর্ণা রেবতী তোমার প্রতি প্রসন্না হউন ॥ ১৪ ॥

লম্বাঙ্গকাল বিনতা তথৈব বহুপুত্রিকা।
রেবতীসততং মাতা সাতে দেবী প্রসীদতু ॥ ১৫ ॥

যাহার শরীর লম্বিত ও বিনতা এবং প্রকৃতি অতি ভয়ঙ্কর, সেই বহুপুত্রিণী মাতা দেবী রেবতী তোমার প্রতি প্রসন্না হউন ॥ ১৫ ॥

ইতি রেবতীপ্রতিষেধঃ।

কপোতবঙ্কারণুকো বরুণঃ পারিভদ্রকঃ।
আস্ফোতাঃ চৈবযোজ্যাঃ স্যুর্বালানাং পরিষেচনে ॥ ১ ॥

পুতনাগ্রহের দৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মীবৃক্ষ, শ্যোনাক, বরুণ, নিম্ব, দুরালভা এই সকলের ক্বাথ করিয়া, বালককে স্নান করাইবে ॥ ১ ॥

বচা বয়স্থা গোলোমী হরিতালং মনঃশিলা।
কুষ্ঠং সর্জ্জরসং চৈব তৈলার্থে বার্গইষ্যতে ॥ ২ ॥

বচ, হরিতকী, শ্বেতদূর্বা, হরিতাল, মনঃশিলা, কুড়, ধুনা এই সকল তৈলে পাক করিয়া মাখাইবে ॥ ২ ॥

হিতং ঘৃতং তুগাক্ষীর্য্যাং সিদ্ধং মধুরকেষু চ।
কুষ্ঠতালীশখদিরং চন্দনস্যন্দনে তথা ॥ ৩ ॥

বংশলোচন, মধুরাদিগণ, ঘৃত, তালীশপত্র, খদির; রক্তচন্দন, তিলিকা বৃক্ষ এই সকলে ঘৃত পাক করিয়া, মাখাইবে ॥ ৩ ॥

দেবদারুবচাহিঙ্গু কুষ্ঠং গিরিদকদম্বকম্।
এলাহরেণবশ্চাপি যোজ্যা চোদ্ধূনানে সদা ॥ ৪ ॥

দেবদারু, বচ, হিঙ্গু, কুড় ধারাকদম্ব, এলাইচ ও রেণুকা এই সকল দ্রব্য দ্বারা ধুপ দিবে ॥ ৪ ॥

গন্ধনাকুলিকুম্ভিকা মজ্জানোবদরস্য চ।

কর্কটাস্থিঘৃতঞ্চৈব ধূপনং সর্ষপৈঃ সহ ॥ ৫ ॥

রাস্না, পাটলাবৃক্ষ, বদরীমজ্জা, কর্কটাস্থি ঘৃত, সর্ষপ, এই সকলের ধূপ দিবে ॥ ৫ ॥

কাকাদনীং চিত্রফলাং বিম্বীং গুঞ্জাঞ্চধারয়েৎ।

মৎস্যোদনঞ্চ কুর্বীত কৃশরাং পললংস্তথা ॥

শরাবসম্পুটে কৃত্বা বলিং শূন্যগৃহে হরেৎ ॥ ৬ ॥

শ্বেতগুঞ্জা, কণ্টিকারি, তেলাকুচা ও গুঞ্জা এই সকলের মালা গাঁথিয়া বালককে ধারণ করাইবে। মৎস্য, অন্ন, তিল, তণ্ডুল, ও মাংস এই সকল দ্রব্য নূতন শরাবে স্থাপন করিয়া, শূন্য গৃহে বলি দিবে ॥ ৬ ॥

উচ্ছিষ্টেনাভিষেকেণ শিরসি স্নানমিষ্যতে।

পূজ্যা চ পূতনাদেবী বলিভিঃ সোপহারকৈঃ ॥ ৭ ॥

উচ্ছিষ্ট সলিলে বালককে শিরঃস্নান করাইয়া, উপহার সহিত বলি প্রদান সহকারে পূতনার পূজা করিবে ॥ ৭ ॥

পূজামন্ত্র যথা,—

মলিনাম্বরসংবীতা মলিনা রুক্ষমূর্দ্ধজা।

শূন্যালয়াশ্রিতা দেবী দারকং পাতু পূতনা ॥ ৮ ॥

মলিনাম্বরধারিণী, মলিনাঙ্গী, রুক্ষকেশপাশ শালিনী, শূন্য গৃহ নিবাসিনী দেবী পূতনা বালককে রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

দুর্দর্শনাসুদুর্গন্ধা করালা মেঘকালিকা।

ভিন্নাগারাশ্রয়াদেবী দারকং পাতু পূতনা ॥ ৯ ॥

মেঘের ন্যায় কালীবর্ণা, অতীবভীষণা নিরতিশয় দুর্গন্ধ সম্পন্না, ভগ্নগৃহ নিবাসনা, দুর্দর্শনা দেবী পূতনা বালককে রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

ইতি পূতনাপ্রতিষেধঃ।

তিক্তকদ্রুমপত্রাণাং কার্য্যঃ ক্বাথোবসেচনে।
সুরা সৌরবীকং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা॥
তথা সর্জ্জরসশ্চৈব তৈলার্থ্যমুপদিশ্যতে॥ ১॥

অন্ধপূতনার আবির্ভাব হইলে, পটলপত্রের কাথে বালককে স্নান করাইয়া এবং সুরা, কাঁজি, কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা ও ধুনা এই সকলের তৈলপাক করিয়া, গায়ে মাখাইবে॥ ১॥

পিপ্পল্যঃ পিপ্পলীমূলং বর্গো মধুরকো মধু।
শালপর্ণী বৃহত্যা চ ঘৃতার্থমুপদিশ্যতে॥
সর্বগন্ধৈঃ প্রদেহশ্চ গাত্রেষক্ষোশ্চ শীতলৈঃ॥ ২॥

পিপুল; পিপুলের মূল, মধুরাদিগণ, মধু, শালপাণী, বৃহতী ও কণ্টিকারী ঘৃতে পাক করিয়া বালককে মাখাইতে হইবে এবং যাবতীয় গন্ধদ্রব্য পেষণ করিয়া, শীতল অবস্থায় গায়ে ও চক্ষুতে লেপন করিবে॥ ২॥

পুরীষং কৌক্কুটং কেশাংশ্চর্মসর্পত্বচন্তথা।
জীর্ণাঞ্চ ভিক্ষুসংঘাটীং ধূপনাযোপকল্পয়েৎ॥
কুক্কুটীং মর্কটীং শিম্বীং অনন্তাঞ্চাপি ধারয়েৎ॥ ৩॥

কুক্কুটের বিষ্ঠা, কেশ; চর্ম্ম, সাপের খোলস, পুরাতন ভিক্ষাপাত্র, এই সমুদায় দ্রব্য ধূপন প্রয়োগ করিবে। শাল্মলী, আলকুশী, শিম্বীমুল ও দূর্ব্বা এই সমুদায় দ্রব্য বালককে ধারণ করাইবে॥ ৩॥

মাংসমামং তথা পক্বং শোণিতঞ্চ চতুঃপথে।
নিবেদ্যমন্তশ্চগৃহে শিশোরক্ষানিমিত্ততঃ॥
শিশোশ্চস্নানংকুর্য্যাৎ সর্বগন্ধাদিকৈঃ শুভৈঃ॥ ৪॥

কাচামাংস পক্বমাংস, রক্ত এই সমুদায় দ্রব্য চতুষ্পথে ও গৃহমধ্যে শিশুর রক্ষা জন্য নিবেদন করিয়া, সর্ব্বপ্রকার গন্ধাদিসহকারে স্নানকার্য্য সমাহিত করিবে॥ ৪॥

স্নানমন্ত্র যথা ——

করালা পিঙ্গলমুণ্ডা কষায়াম্বরধারিণী।

দেবী বালমিমং প্রীতা সংরক্ষত্বন্ধপুতনা ॥ ৫ ॥

অতীবভয়ঙ্করী, পিঙ্গলবর্ণা, মুণ্ডিতমুণ্ডা, কষায়বস্ত্রধারিণী দেবী অন্ধপুতনা প্রসন্না হইয়া, বালককে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

ইতি অন্ধপুতনাপ্রতিষেধঃ।

কপিত্থং সুবহাং বিম্বীস্তথা বিল্বং প্রচীবলম্।

নন্দীং ভল্লাতকীঞ্চাপি পরিষেকে প্রযোজয়েৎ ॥ ১ ॥

শীত পুতনার আবির্ভাব হইলে, কয়েদবেল, শেফালীকা, তেলাকুচা, বিল্ব, প্রচীবল, বট ও ভল্লাতকী এই সকলের কাথে বালককে স্নান করাইবে ॥ ১ ॥

বস্তমূত্রং গবাং মূত্রং মুস্তঞ্চ সুরদারুচ।

কুষ্ঠাঞ্চ সর্বগন্ধাঞ্চ তৈলার্থমবচারয়েৎ ॥ ২ ॥

ছাগমূত্র, গোমূত্র, মুথা, দেবদারু, কুড়, সর্ব্বগন্ধা এই সকলের তৈল করিয়া, বালককে মাখাইবে ॥ ২ ॥

রোহিণীসর্জ্জখদিরপলাশককুভত্বচঃ।

নিঃক্বাথ্য তস্মিন্ নিক্বাথে সক্ষীরং বিপচেত্তু তম্ ॥ ৩ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, সর্জ্জরস, খদির, পলাশ, ও অর্জ্জুন এই সকলের ত্বকে কাথ করিয়া, তাহাতে দুগ্ধ প্রদান করিবে ॥ ৩ ॥

গৃধ্রোলূকপুরীষাণি বস্তগন্ধাহিহেত্বচঃ।

নিম্বপত্রাণি মধুকং ধূপনার্থে প্রযোজয়েৎ

ধারয়েদপিলম্বাঞ্চ গুঞ্জাং কাকাদনীং তথা ॥ ৪ ॥

গৃধ্র ও পেচকের বিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, সাপের খোলস, নিমপাতা, যষ্টিমধু এই সকলের ধূপক প্রয়োগ করিবে। এবং গুঞ্জা, কাকাদনী ও লম্বারমালা গাঁথিয়া পরিতে দিবে ॥ ৪ ॥

নদ্যাং মুদ্গকৃতৈশ্চান্নৈস্তর্পয়েচ্ছীতপূতনাম্।
দেবৈব্য দেয়শ্চোপহারো বারুণীরুধিরং তথা।
জলাশয়ান্তে বালস্য ধূপনংচোপদিশ্যতে ॥ ৫ ॥

মুগের অন্ন প্রস্তুত করিয়া, বিবিধ উপহার, মদিরা ও রক্তের সহিত নদী তীরে অন্ধপুতনার তৃপ্তিজন্য নিবেদন করিবে এবং জলাশয়ের প্রান্ত-ভাগে বালককে লইয়া গিয়া স্নান করাইবে ॥ ৫ ॥

স্নানমন্ত্র যথা —

মুদ্গৌদনাশনাদেবী সুরাশোণিতপায়িনী।
জলাশয়ালয়া সাতু পাতু ত্বাং শীতপূতনা ॥ ৬ ॥

যিনি মুদ্গোদন ভক্ষণ, সুরা শোণিত সেবন ও জলাশয়ে বাস করেন, সেই শীতপূতনা তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

ইতি শীতপূতনাপ্রতিষেধ।

কপিত্থবিল্বতর্কারী বংশগন্ধর্বহস্তকাঃ।
কুবেরাক্ষী চ যোজ্যাঃ স্যুর্বালানাং পরিষেচনে ॥ ১ ॥

কপিত্থ, বিল্ব, জয়ন্তী, বংশলোচন, এরণ্ডবৃক্ষ, ও পাটলী এই সকলের ক্বাথ করিয়া, বালককে অভিষেক করিলে, মুখমণ্ডিকাগ্রহের শান্তি হয় ॥ ১ ॥

স্বরসৈর্ভৃঙ্গরজানাং তথাজহরিগন্ধয়োঃ।
তৈলং বসাঞ্চসংযোজ্য পচেদভ্যঞ্জনেশিশোঃ ॥ ২ ॥

ভীমরাজের স্বরস, অজাগন্ধা, অশ্বগন্ধা, তৈল ও বসার সহিত পাক করিয়া বালককে মাখাইবে ॥ ২ ॥

মধুলিকায়াং পয়সি তুগাক্ষীর্য্যাঙ্গণে তথা।
মধুরে পঞ্চমূলে চ কনীয়সি ঘৃতং পচেৎ॥ ৩॥

মৌরী, দুগ্ধ, বংশলোচন, মধুরাদিগণ, ও শালপাণী, পৃশ্নিপাণী, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর এই সকলের ঘৃত করিয়া বালককে খাওয়াইবে॥ ৩॥

বচাসর্জ্জরসং কুষ্ঠং সর্পিশ্চোদ্ধূপনেহিতম্।
ধারয়েদপি জিহ্বাশ্চ চাষচীবল্লিসর্পজাঃ॥ ৪॥

বচ, ধুনা, কুড়, ঘৃত এই সকলের ধুপন প্রয়োগ করিবে এবং স্বর্ণ তকের জিহ্বা, ও সর্পের জিহ্বা ধারণ করিয়া দিবে॥ ৪॥

বর্ণকং চূর্ণকং মাল্যমঞ্জনং পারদং তথা।
মনঃশিলাঞ্চোপীহরেদ্‌গোষ্ঠমধ্যে বলিং তথা॥ ॥
পায়সং সপুরোডাসং বল্যর্থমুপহারয়েৎ।
মন্ত্রপূতাভিরদ্ভিশ্চ তত্রৈব স্নপনং হিতম্॥ ৫॥

হরিতাল, চূর্ণ, মালা, অভ্যাঞ্জন, পারদ, মনঃশিলা, পায়স ও সংস্কৃত ঘৃত দ্বারা গোষ্ঠমধ্যে বলি প্রদান করিয়া, মন্ত্রপূত সলিলে বালককে সেই স্থানেই স্নান করাইবে॥ ৫॥

মন্ত্র যথা,—

অলঙ্কৃতা রূপবতী সুভগা কামরূপিণী।
গোষ্ঠমধ্যালয়রতা পাতু ত্বাং মুখমণ্ডিকা॥ ৬॥

অলংকৃতা রূপবতী সুভগা কামরূপিণী ও গোষ্ঠ মধ্যে নিবাসিনী মুখমণ্ডিকা তোমাকে রক্ষা করুন॥ ৬॥

ইতি মুখমণ্ডিকাপ্রতিষেধঃ।

বিল্বাগ্নিমন্থপূতিকাঃ কার্য্যাঃস্যুঃ পরিষেচনে।
সুরাসৌবীরধান্যাম্লৈঃ পরিষেকশ্চ শস্যতে॥ ১॥

নৈগমেষগ্রহের আবির্ভাব হইলে, বিল্ব, অগ্নিমন্থ, পুতিকা, সুরা, কাঁজি ধান্যাম্ল এই সকলের কাথে স্নান করাইলে ভাল হয়॥ ১॥

প্রিয়ঙ্গুসরলামন্তা শতপুষ্পাকুটন্নটৈঃ।
পচেত্তৈলং সগোমূত্রৈর্দধিমস্তম্লকাঞ্জিকৈঃ॥ ২॥

প্রিয়ঙ্গু, সরলকাষ্ঠ, শতমূলী, শুলফা, কৈবর্ত্তমুস্তক, দধি, ঘোল, গোমূত্র ও কাঁজি এই সকলের তৈল করিয়া, বালককে মাখাইবে॥ ২॥

পঞ্চমূলদ্বয়ক্কাথে ক্ষীরং মধুরকেষু চ।
পচেদ্ঘৃতঞ্চ মেধাবী খর্জ্জুরীমস্তকেপিচ॥ ৩॥

দশমূলের ক্বাথ, দুগ্ধ, মধুরাদিগণ, ও খর্জ্জুরের মাথা এই সকলের ঘৃত করিয়া খাওয়াইবে॥ ৩॥

বচাং বয়স্থাং গোলোমীং জটিলাং বাপিধারয়েৎ।
উৎসাদনংহিতং চাত্রস্কন্দাপস্মারনাশনম্॥ ৪॥

বচ, হরিতকী, শ্বেতদূর্ব্বা, জটামাংসী এই সকল পরিতে দিবে এবং স্কন্দাপস্মারগ্রহের প্রতিষেধজন্য বিহিত উদ্বর্ত্তন প্রয়োগ করিবে॥ ৪॥

সিদ্ধার্থকবচাহিঙ্গু কুষ্ঠঞ্চবাক্ষতৈঃ সহ।
ভল্লাতকাজমেদাশ্চ হিতমুদ্ধূপনং শিশোঃ॥ ৫॥

শ্বেতসর্ষপ। বচ, হিঙ্গু, কুড়, আতপচাল, ভেলা ও যবানী, এই সকলের ধূপন প্রয়োগ করিবে॥ ৫॥

মর্কটোলূকগৃধ্রাণাং পুরীষাণি নবগ্রহে।
ধূপঃ সুপ্তে জনেকার্য্যো বালস্যহিতমিচ্ছতা॥ ৬॥

বালকের হিতাভিলাষী ব্যক্তি বানর, পেচক ও গৃধিনীর বিষ্ঠা দ্বারা ধূপন প্রয়োগ করিবে॥ ৬॥

তিলতণ্ডুলকং মাল্যং ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধানিচ।
কুমারপিতৃমেষায় বৃক্ষমূলে নিবেদয়েৎ।
বলিং ন্যগ্রোধবৃক্ষেষু তিথৌ ষষ্ঠ্যাং নিবেদয়েৎ
অধস্তাদ্ বট বৃক্ষস্য স্নপনং চোপদিশ্যতে ॥ ৭ ॥

তিলতণ্ডুল, মালা ও বিবিধ খাদ্য সংগ্রহপূর্ব্বক ষষ্ঠীতিথিতে বটবৃক্ষের মূলদেশে নৈগমেষগ্রহের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া, ঐ বৃক্ষের তলদেশেই বালককে স্নান করাইবে ॥ ৭ ॥

স্নানমন্ত্র যথা—

অজাননশ্চলাক্ষিভ্রূঃ কামরূপী মহাযশাঃ।
বালং পালয়িতা দেবো নৈগমেষোঽভিরক্ষতু ॥ ৮ ॥

যাঁহার মুখ ছাগমুখসদৃশ, যাঁহার লোচন ও ভ্রূ চঞ্চল, সেই কামরূপী মহাযশা, সকলের পালয়িতা নৈগমেষ বালককে রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

ইতি নৈগমেষপ্রতিষেধঃ।

ইতি বালগ্রহপ্রতিষেধো নাম চতুস্ত্রিংশপীঠম্।

পঞ্চত্রিংশ পাঠ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে পরীক্ষাং পুরুষস্ত্রিয়াম্।
যৎ শ্রুত্বা লভতে সৌখ্যং সার্ব্বলৌকিকমুত্তমম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন; স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পরীক্ষা শ্রবণ কর। উহা শুনিলে সর্ব্বলোকে পরমসুখলাভ হয় ॥ ১ ॥

শিরো বিশালো নরপূজিতঃ স্যাৎ,
উরো বিশালো ধনধান্যভোগী।
বিশালহস্তো নরপুঙ্গবশ্চ,
কট্যা বিশালো বহুপুত্রদারঃ ॥ ২ ॥

যে পুরুষের মস্তক বিশাল; সে সকল লোকের পূজনীয় হয়; যাহার বক্ষঃস্থল বিশাল, সে ধনধান্যভোগী হয়; যাহার হস্ত বিশাল, সে সকল লোকের শ্রেষ্ঠ হয় এবং যাহার কটি বিশাল, তাহার বহুপুত্র ও বহু স্ত্রী হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ন শ্রীস্ত্যজতি রক্তাক্ষং নার্থঃ কনকপিঙ্গলম্।
দীর্ঘবাহুং ন চৈশ্বর্য্যাং ন মানং প্রচিতং বলম্ ॥ ৩ ॥

যাহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ, সে কখন লক্ষ্মীছাড়া হয় না, যাহার বর্ণ কনকের ন্যায় পিঙ্গল, সে কখন অর্থহীন হয় না; যাহার বাহু দীর্ঘ, সে কখন ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হয় না এবং যাহার কলেবর মান অর্থাৎ গৌরববিশিষ্ট, সে কখন বলশূন্য হয়না ॥ ৩ ॥

কৃশাতিলোমশাঃ পুংসঃ কুটিলাক্ষাঃ কুচেলকাঃ।
কর্কশাঃ কাকজিহ্বাশ্চ তে দরিদ্রা ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

কৃশ, অতিলোমশ, কুটিলঃ কদর্য্যবস্ত্রধারী, কর্কশপ্রকৃতি ও কাকের ন্যায় জিহ্বাবিশিষ্ট পুরুষগণ নিঃসন্দেহ দরিদ্র হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

বক্রনাসাশ্চ বক্রাস্যাস্তে নরা দুষ্টমানসাঃ।
পিঙ্গনেত্রাঃ শিরাবন্তস্তে নরা দুষ্টমানসাঃ ॥ ৫ ॥

যাহাদের নাসিকা বক্র, মুখ বক্র, নেত্র পিঙ্গলবর্ণ ও শরীর বহুল শিরাবিশিষ্ট, তাহারা দুষ্টবুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বক্রশিরাস্তাম্রকেশাস্তে নরা দুষ্টমানসাঃ ॥ ৬ ॥

যাহাদের মস্তক বক্র ও কেশপাশ তাম্রবর্ণ, তাহারা দুষ্টবুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

পৃথুকেশী কপিনেত্রা কাকবৎস্বরভাষিণী।
কৃষ্ণা কপিলকেশী চ ত্যক্তব্যা সা সদা বুধৈঃ ॥ ৭ ॥

যে স্ত্রীর কেশ স্থূল; নেত্র বানরের ন্যায়; স্বর কাকের সমান, কেশ কপিলবর্ণ ও শরীর কৃষ্ণবর্ণ, পণ্ডিতগণ কোনকালেই তাহাকে পরিগ্রহ করিবে না ॥ ৭ ॥

পীনোরুঃ কম্বুকণ্ঠা সমসিতদশনা পদ্মপত্রায়তাক্ষী
বিম্বোষ্ঠী তুঙ্গনাসা গজপতিগমনা দক্ষিণাবর্ত্তনাভিঃ।
স্নিগ্ধা চোত্তানকেশী কনকরুচিরতনুঃ পূর্ণচন্দ্রাননা বা
ভর্ত্তা তস্যাঃ ক্ষিতীশো ভবতি চ সুভগা পুত্রপৌত্রান্বিতা চ ॥৮

যে স্ত্রীর উরুদ্বয় স্থূল, কণ্ঠ শঙ্খের সমান, দশন সম ও শ্বেতবর্ণ, চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত, ওষ্ঠ বিম্বসদৃশ, নাসিকা উন্নতাকৃতি, গজপতি সদৃশ, নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত, সর্ব্বশরীর স্নিগ্ধ, কেশপাশ কুঞ্চিত, তনু কনকবৎ কান্তিসম্পন্ন; মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, সেই রমণী সৌভাগ্যশালিনী ও পুত্রপৌত্র-সম্পন্না এবং তাহার স্বামী রাজা হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

যস্যা গুল্‌ফন্তু দীর্ঘং স্যাৎ ছিদ্রং পাণিতলে তথা।
প্রলাপং ভাষতে নিত্যং তাং নারীং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৯ ॥

যাহার গুল্‌ফ দীর্ঘ, পাণিতল গহ্বরবিশিষ্ট এবং যে রমণী প্রলাপ-ভাষিণী, তাহাকে ত্যাগ করিবে ॥ ৯ ॥

পিঙ্গলাক্ষী কূপগণ্ডা বিরলৈর্দশনৈর্যুতা।
ক্ষুদ্রনেত্রাতিখর্ব্বাচ দীর্ঘা দীর্ঘশিরোরুহা ॥
কপিলা দুর্মুখী চৈব সচ্ছিদ্রাঙ্গুলিরেব হি।
লম্বোষ্ঠী স্থূলনাসা চ গমনে সত্বরা তথা ॥
দন্তুরা কৃষ্ণজিহ্বাচ দাসপত্নী ভবেদ্ধি সা।
নিশ্চয়ং শৃণু মাহেশি যদি স্যাৎ রাজপুত্রিকা ॥ ১০ ॥

যাহার অক্ষি পিঙ্গলবর্ণ, গণ্ডস্থল কূপবিশিষ্ট, দশন সকল নিতান্ত বিরল সন্নিবিষ্ট, নেত্র অতি ক্ষুদ্র, আকৃতি অতীব খর্ব্ব, কলেবর ও কেশপাশ দীর্ঘ, বর্ণ কপিল, অঙ্গুলি সকল ছিদ্রবিশিষ্ট, ওষ্ঠ লম্বিত, নাসিকা স্থূল, গতি অতি দ্রুত, দন্তপংক্তি উন্নত, এবং জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, সে রাজনন্দিনী হইলেও দাসের সহধর্ম্মিণী হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

যস্যা গমনমাত্রেণ ভূমিকম্পঃ প্রজায়তে।
বহ্বাশিনী প্রগণ্ডা চ তাং নারীং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১ ॥

যাহার গমনমাত্রে ভূমি কাঁপিয়া উঠে এবং যে রমণী প্রগণ্ডা ও অতিশয় আহার করে; তাহারে ত্যাগ করিবে ॥ ১১ ॥

অত্যুৎকটৌ পদৌ যস্যা বক্ষশ্চ বিস্তৃতং তথা।
উত্তরৌষ্ঠে চ রোমাণি শীঘ্রং সা ভক্ষয়েৎ পতিম্ ॥ ১২ ॥

যাহার পদযুগল অতিশয় উৎকট; বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, এবং উত্তর ওষ্ঠ লোমবিশিষ্ট, সেই রমণী শীঘ্রই স্বামীকে ভক্ষণ করে ॥ ১২ ॥

পারাবতাক্ষী যা কাচিৎ যা কাচিৎ স্থূলনাসিকা।
সহস্রস্বামিনং হন্তি বিশালাক্ষি বিবর্জ্জিতা ॥ ১৩ ॥

যে স্ত্রীর চক্ষু পারাবতের ন্যায় ক্ষুদ্র, এবং যাহার নাসিকা স্থূল, সে সহস্র স্বামীকে বিনাশ করে ॥ ১৩ ॥

বিরলা দশনা যস্যাঃ কৃষ্ণাঙ্গী কৃষ্ণজিহ্বিকা।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্তি দ্বিতীয়ং সা চ বিন্দতি ॥ ১৪ ॥

যাহার দশন সকল বিরল, অঙ্গ ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, সে প্রথম স্বামীকে বিনাশ করিয়া দ্বিতীয় স্বামির সহচারিণী হয় ॥ ১৪ ॥

রম্যাঙ্গী সুরতে পুত্রান্ প্রাপ্নোতি বিপুলং সুখম্।
স্থূলজঙ্ঘা স্থূলনেত্রা দুর্ম্মুখা দুর্ভগা ভবেৎ। ১৫ ॥

যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রমণীয়, সে বহু পুত্রের জননী ও বহুল সুখভাগিনী হয়। আর স্থূলজঙ্ঘা, স্থূলনেত্রা ও দুর্ম্মুখা রমণী নিতান্ত দুঃখশালিনী হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

যা হি চম্পকবর্ণা চ নীলপঙ্কজলোচনা।
রাজপত্নী ভবেৎ সা তু ধ্রুবং দাসকুলোদ্ভবা ॥ ১৬ ॥

চম্পকের ন্যায় বর্ণ ও নীলপদ্মের ন্যায় লোচন বিশিষ্ট রমণী দাস কুলে উৎপন্না হইলেও, রাজমহিষী হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

মধ্যে কৃশা কম্বুকণ্ঠী সুন্দরী কনকপ্রভা।
ভৃত্যানাঞ্চ সহস্রাণাং স্বামিনীং তাং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৭ ॥

কৃশমধ্যা কম্বুকণ্ঠী সুন্দরী কনকবর্ণা রমণী সহস্র ভৃত্যের স্বামিনী বলিয়া, পণ্ডিতসমাজে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

নেত্রে যস্যাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা
স্যাদ্দুঃশীলা শ্যাবলোলেক্ষণা চ।
কূপৌ যস্যাঃ গণ্ডয়োঃ সস্মিতায়াঃ
নিঃসন্দিগ্ধং বন্ধকীং তাং বদন্তি ॥ ১৮ ॥

যাহার নেত্র কেকর অথবা পিঙ্গল কিম্বা কৃষ্ণাকপিশমিশ্রিত বর্ণ বিশিষ্ট এবং হাস্য করিলে, যাহার গণ্ডস্থলে কূপ অর্থাৎ গর্ত্তের মত হইয়া থাকে, সে নিঃসন্দেহ বন্ধকী ও দুঃশীলা হয় ॥ ১৮ ॥

কামচাররতা দেবি দুষ্টবুদ্ধিবশংবদাঃ।
সদা সংসারমার্গে চ নিরতা বিরতাঃ শুভে ॥
পরমার্থে মহেশানি তেষাং জানীহি নিশ্চিতম্।
কুযোনৌ ভবতে জন্ম বহুদৌর্ভাগ্যশালিনি ॥ ১৯ ॥

যাহারা যথেচ্ছাচাররত, দুষ্টবুদ্ধির বশীভূত, সর্ব্বদা সংসার মার্গে নিরত ও পরমার্থে বিরত, নিশ্চয় জানিও, তাহারাই ঐরূপ কুপুরুষ ও কুস্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৯ ॥

অমাবস্যাং পৌর্ণমাসীং অষ্টমীদ্বয়মেব চ।
গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যস্য পিতৃশ্রাদ্ধদিনং তথা।
বর্জ্জয়েৎ সংগমং দেবি সৌভাগ্যায় বিশেষতঃ ॥ ২০ ॥

অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী শুক্লাঅষ্টমী ও কৃষ্ণাঅষ্টমী, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ এবং পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধদিন; এই সকল সময়ে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সঙ্গত হইবে না। সঙ্গত না হইলে, সুন্দর ও সুলক্ষণ পুত্র কন্যা লাভ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

দুর্ভাবনা তথোদ্বেগো ব্যাধিভিঃ পরিতাপনম্।
কুযোনৌ গাধয়েৎ জন্ম সঙ্গমে চ বিশেষতঃ॥ ২১॥

দুর্ভাবনা, উদ্বেগ ও বিবিধ রোগের যাতনা, এই সকল অবস্থায় স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সঙ্গত হইলে, দুর্ভগা কন্যা ও দুর্ভগী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ২১॥

বিরক্তেঃ শয়নে বাপি মৈথুনং পরিবর্জ্জয়েৎ।
নষ্টচিত্তস্য দুষ্টস্য জায়তে সদৃশঃ সুতঃ॥ ২২॥

স্ত্রী পুরুষ বিরক্ত অবস্থায় কখন মিলিত হইবে না। যে ব্যক্তি নষ্টচিত্ত ও দুষ্টপ্রকৃতি, তাহার অনুরূপ সন্তান লাভ হইয়া থাকে। ২২॥

ধর্ম্মাৎ সুতঃ সর্ব্বশী ও সত্যাৎ সর্ব্বসুখান্বিতঃ।
ন্যায়াৎ সর্ব্বসুখশ্চৈব নিয়তং বিদ্ধি পার্ব্বতি॥ ২৩॥

ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায় এই সকলের পরিচর্য্যা করিলে; যথাক্রমে সর্ব্বশীল ও সর্ব্বসুখসমন্বিত পুত্রলাভ হইয়া থাকে। ২৩॥

ইতি স্ত্রীপুরুষপরীক্ষা নাম পঞ্চদশ পীঠম্।

ষট্‌ত্রিংশ পাঠম্

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ ভক্তানামুপকারক।
অধুনা ব্রূহি দেবেশ যোগাচারকথাঃ শুভাঃ॥ ১॥

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে ভক্তগণের উপকারক! অধুনা সর্ব্বলোক সুখাবহ যোগাচারকথাকীর্ত্তন করুন॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

সুরাজ্যে ধার্ম্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
একান্তে মঠিকামধ্যে স্থাতব্যং হঠযোগিনা॥ ২॥

যে দেশের রাজা অতি প্রজা রক্ষক ও সুন্দররূপ শাসন করেন, যেখানে ধর্ম্মের আলোচনা হইয়া থাকে, যেখানে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট নাই এবং কোনপ্রকার উপদ্রবও নাই, এইরূপ প্রদেশে একান্তে যোগমঠিকা মধ্যে যোগিরা বাস করিবেন॥ ২॥

অল্পদ্বারমরন্ধ্রগর্ত্তপিটকং নাত্যুচ্চনীচায়তম্
সম্যগ্গোময়সান্দ্রলিপ্তমমলং নিঃশেষবাধোজ্ঝিতম্।
বাহ্যে মণ্ডপকূপবেদিরুচিরং প্রাকারসংবেষ্টিতম্
প্রোক্তং যোগমঠস্য লক্ষণমিদং সিদ্ধৈর্হঠাভ্যাসিভিঃ॥ ৩॥

যোগমঠ ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট, রন্ধ্রহীন-গর্ত্তসম্পন্ন, নাতি উচ্চ নাতি নীচ নাতি আয়ত, সম্যক্‌রূপে গোময়লিপ্ত, পরিষ্কৃত; সর্ব্বপ্রকার বাধাশূন্য, বহির্ভাগে কূপ, মণ্ডপ ও বেদিকাবিশিষ্ট এবং প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। সিদ্ধ হঠযোগিগণ যোগমঠের এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ ৩॥

কটুম্লতিক্তলবণোষ্ণহরীতশাক,
সৌবীরতৈলতিলসর্ষপমৎস্যমদ্যম্।
অজাদি মাংসং দধিতক্রকুলত্থকোল-
পিণ্যাকহিঙ্গুলশুনাদ্যমপথ্যমাহুঃ ॥ ৪ ॥

কটু, অম্ল, তিক্ত, লবণ, উষ্ণদ্রব্য, হরীতশাক, বদরী, তৈল, তিল, সর্ষপ, মৎস্য, মদ্য; অজাদিমাংস, দধি, তক্র, কুলত্থকলায়, বরাহমাংস, পিণ্যাক; লশুন ও হিঙ্গু প্রভৃতি পদার্থ সকল যোগিগণের অভক্ষ্য ॥ ৪ ॥

গোধূমশালিযবষাষ্টিকশোভনান্ন-
ক্ষীরাদ্যখণ্ডনবনীতসিতামধূনি।
শুণ্ঠীকপোলকফলাদিকপঞ্চশাকং
মুদ্গাদি দিব্যমুদকঞ্চ যতীন্দ্রপথ্যম্ ॥ ৫ ॥

গোধুম, শালি, যব, ক্ষীরাদিখণ্ড, নবনীত, সিতা, মধু, ঘৃতাদি যোগিগণের পথ্য ॥ ৫ ॥

অভ্যাসকালে প্রথমং শস্তং ক্ষীরাম্বুভোজনম্।
ততোভ্যাসে দৃঢ়ীভূতে ন তাদৃঙ্ নিয়মগ্রহঃ ॥ ৬ ॥

যোগাভ্যাসের প্রথমে একমাত্র দুগ্ধ ও জলপান প্রশস্ত। অনন্তর অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইলে, আর সেরূপ নিয়ম করিবার আবশ্যকতা নাই ॥ ৬

নির্মমো নিরহঙ্কারো নিশ্ছিদ্রো নিরুপদ্রবঃ।
যোগাভ্যাসে রতো ভূত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৭ ॥

অহঙ্কার, মমতা, লোকের ছিদ্রান্বেষণ ও আপনার ছিদ্রসমূহ এবং পরদ্রোহ ও আত্মদ্রোহ পরিহার পুরঃসর যোগাভ্যাসে রত হইলে, সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আয়ুঃক্ষয়ো বিন্দুহীনাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে ॥ ৮ ॥

স্ত্রী সঙ্গ করিলে, বিন্দু হানি হয়, বিন্দুহানি হইলে; আয়ুক্ষয় ও অসামর্থ্য ঘটিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

তস্মাৎ স্ত্রীণাং সঙ্গত্যাগং কুর্য্যাদভ্যাসমাদরাৎ।
যোগাদীনাং ততঃ সিদ্ধিঃ সততং বিন্দুধারণাৎ ॥ ৯ ॥

অতএব স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক যোগ অভ্যাস করিবে। বিন্দু ধারণ করিলে, যোগাদি সমুদয় সতত সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

লীলাবিলাসসম্মোহযাত্রোৎসবরতং প্রিয়ে।
যোগবিঘ্নং মূর্ত্তিমন্তং আহুরেবং মণীষিণঃ ॥ ১০ ॥

বিবিধ লীলা বিলাস; আমোদ প্রমোদ প্রভৃতিতে উন্মত্ততা; যাত্রা ও মহোৎসব প্রভৃতিতে আসক্তি ইত্যাদি ব্যাপারপরম্পরা মূর্ত্তিমান যোগবিঘ্ন। অতএব তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিবে ॥ ১০ ॥

গুরূপদেশবশগো ভূত্বাদেবি প্রযত্নতঃ।
যোগাভ্যাসে রতোযোগী কার্য্যং কৃত্বা বিধানতঃ ॥ ১১ ॥

প্রযত্ন সহকারে সদ্গুরুর বশবর্ত্তী হইয়া, যথাবিধানে নিয়মিত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১১ ॥

বস্তির্নাতিস্ত্রাটকঞ্চপূরণং রেচনং তথা।
যোগস্য বিহিতং কার্য্যং শৃণুদেবি সমাহিতা ॥ ১২ ॥

দেবি! সমাহিতা হইয়া শ্রবণ কর। বস্তি, নতি, ত্রাটক, পূরণ ও রেচন ইত্যাদি ব্যাপারপরম্পরা যোগসাধনের উপযোগী। সেইজন্য তাহাদের সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥

চতুরঙ্গুলবিস্তারং হস্তপঞ্চদশেন তু।
গুরূপদিষ্টমার্গেণ সিক্তবস্ত্রং শনৈর্গ্রসেৎ।
ততঃ প্রত্যাহরেচ্চৈতৎ আননং বস্তিকর্ম্মতৎ॥ ১৩॥

দৈর্ঘ্যে ১৫ হস্ত ও প্রস্থে ৪ অঙ্গুলি একখণ্ড জলসিক্ত বস্ত্র গুরুর উপদিষ্ট পথ দ্বারা ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া, পরে তাহা বাহির করিবে ইহার নাম বস্তিকর্ম্ম॥ ১৩॥

কাসশ্বাসপ্লীহকুষ্ঠকফরোগানাং বিংশতি।
ধৌতকর্ম্মপ্রসাদেন শুধ্যন্তে নচ সংশয়ঃ॥ ১৪॥

এই বস্তি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কাশ, শ্বাস, প্লীহা, কুষ্ঠ ও কফরোগ প্রভৃতি কুড়িপ্রকার রোগের শান্তি হইয়া থাকে। ইহার অন্যতর নাম ধৌতি কর্ম্ম॥ ১৪॥

নাসয়াবেশ্য সূত্রঞ্চ আহরেৎ মুখমার্গতঃ।
ন তিং বিদুর্মহাদেবি যোগস্য সাধনং শুভম্॥ ১৫॥

নাসামার্গে সূত্র প্রবিষ্ট করিয়া মুখ দিয়া, বাহির করার নাম নতি কর্ম্ম॥ ১৫॥

আসনং বহুধাতত্রবিহিতং শৃণু ভাবিনি।
প্রধানতঃ প্রবক্ষ্যামি যোগস্য সাধনং শুভম্॥ ১৬॥

এতদ্ব্যতীত যোগসাধনের উপযোগী বিবিধ আসন বিহিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রধানের নামকীর্ত্তন করিতেছি॥ ১৬॥

বামোরুপরিদক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা
পাণ্যো রুপরিতস্য বন্ধনবিধৌধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ম্ ॥
অঙ্গুষ্ঠং হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ
এতদ্ব্যাধিবিনাশকারি যমিনাং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে ॥১৭॥

বাম উরুর উপরি দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুর উপরি বামপদ স্থাপন করিয়া যেরূপ কোন বস্তু বন্ধন করিতে হয়, সেইরূপে পশ্চাৎদিক্ দিয়া, দুই হস্ত দ্বারা অঙ্গুষ্ঠধারণ করিবে এবং চিবুক বক্ষঃস্থলে রাখিয়া, নাসাগ্রে বদ্ধদৃষ্টি হইবে। ইহার নাম পদ্মাসন, ইহা দ্বারা সমুদায় ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

পূরকং কুম্ভকং দেবি রেচকঞ্চৈব সঙ্গতম্।
যোগাদ্যসাধনং তত্র বিহিতং শৃণু ভাবিনি ॥ ১৮ ॥

এতদ্ব্যতীত, পূরক; কুম্ভক; রেচক, এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়া, যোগসাধনের সঙ্গত উপায় বলিয়া, শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

তস্যাধিকতরাভ্যাসাৎ ভূমিত্যাগশ্চ জায়তে।
পদ্মাসনস্থ এবাসৌ ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে ॥ ১৯ ॥

কুম্ভক যোগের অধিকতর অভ্যাস করিলে, ভূমিত্যাগ হয়। তখন পদ্মাসনস্থ যোগী ভূমিত্যাগ করিয়া, শূন্যে অবস্থিতি করেন ॥ ১৯ ॥

নিরাধারো বিচিত্রংহি তদাসামর্থ্যমুদ্বহেৎ।
অল্পং বা বহুধা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতেকৃচিৎ ॥ ২০ ॥

অনন্তর আধারবিহীন হইয়া, বিচিত্র শক্তিধারণ করেন। তখন অল্প বা অধিক আহার করিলেও; তাঁহাদের কোনরূপ পীড়া বা ব্যামোহ উপস্থিত হয় না ॥ ২০ ॥

শরীরলঘুতা দীপ্তির্জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
কৃশত্বঞ্চ শরীরস্য তস্য জায়েত নিশ্চিতম্। ২১॥

ঐরূপ অভ্যাস প্রভাবে শরীরের লঘুতা, দীপ্তি, জঠরানল বর্দ্ধিত ও দেহের কৃশতা সংঘটিত হয়॥ ২১॥

মুদ্রা তত্র বিধেয়াঃ স্যুঃ খেচরীপ্রমুখাঃ প্রিয়ে।
ভ্রূঃকপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য বন্ধয়েৎ॥
ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিরপ্যেষা মুদ্রা খেচরী সম্মতা॥ ২২॥

তদ্ব্যতীত, যোগসাধনের উপযোগী বিবিধ মুদ্রা বিহিত হইয়াছে। ঐ সকল মুদ্রার মধ্যে খেচরীপ্রভৃতি মুদ্রা সকল প্রধান। কপালবিবরের মধ্যে জিহ্বাকে ব্যাবৃত ও বদ্ধ করিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করার নাম খেচরী মুদ্রা॥ ২২॥

অধঃশিরঃ পাদমূর্দ্ধে কৃত্বা তৎ প্রথমং দিনম্।
সাধয়েৎ তৎক্ষণং দেবি শনৈঃ বহু সমভ্যসেৎ॥ ২৩॥

প্রথমদিন কিয়ৎক্ষণ অধোদিকে মস্তক ও ঊর্দ্ধপদ স্থাপন করিয়া সাধনা করিবে। পরে দিন দিন অল্প অল্প করিয়া, অধিকতর উহা অভ্যাস করিবে॥ ২৩॥

বার্দ্ধক্যলক্ষণং দেবি ষণ্মাসাৎ নাশয়েৎ ধ্রুবম্।
মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ চৈব প্রহরং প্রত্যহং কৃতে॥ ২৪॥

প্রতিদিন এক প্রহরকাল ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলে, ছয়মাস মধ্যে শুক্ল কেশ, ও মাংস শৈথিল্যপ্রভৃতি যাবতীয় বার্দ্ধক্যচিহ্ন দূর ও মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকে॥ ২৪॥

সমভ্যাসাৎ তদাধ্যানং ঘটিকাষষ্টিমেবচ।
বায়ুং নিরুধ্য তাং ধ্যায়েৎ দেবতামিষ্টদায়িনীম্ ॥ ২৫ ॥

তৎকালে ষাটদণ্ড অর্থাৎ সমস্ত দিন রাত্রিই বায়ু নিরোধ করিয়া; অভীষ্ট দেবতার ধ্যান করিবে ॥ ২৫ ॥

ধ্যানস্য বশগো ভূত্বা ত্যক্ত্বা সঙ্গঞ্চ সর্ব্বথা।
ভবেদ্দেবি মহাবীর্য্যো হ্যণিমাদিগুণান্বিতঃ ॥ ২৬ ॥

সংসারসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া, ধ্যানের বশীভূত হইলে, শরীরে অসীম বীর্য্যের আবির্ভাব ও অণিমাদি করণের সঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

কদাচিৎ স্বেচ্ছয়া দেবো ভূত্বা স্বর্গেচ সঞ্চরেৎ।
মনুষ্যো বাপি যক্ষো বা স্বেচ্ছয়াপি ক্ষণাৎ ভবেৎ ॥
সিংহো ব্যাঘ্রো গজোবাপি স্যাদিচ্ছাতোস্যজন্মতঃ ॥ ২৭ ॥

তৎকালে কখন ইচ্ছাবশতঃ দেবতা হইয়া, স্বর্গে বিচরণ করে; কখন মনুষ্য ও কখন বা ইচ্ছাক্রমে ক্ষণমধ্যে যক্ষ হইয়া থাকে এবং কখন জন্মান্তরে সিংহ ব্যাঘ্র ও হস্তী প্রভৃতির আকার পরিগ্রহ করে ॥ ২৭ ॥

ইতি যোগাচারনাম ষট্‌ত্রিংশ পাঠ।

সপ্তত্রিংশ পটলম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অধুনা শৃণু দেবেশি সর্ব্বলোকশুভাবহম্।
বিষাণাং হরণং বক্ষ্যে তব স্নেহাত্তু কেবলম্॥
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে।
পঞ্চবিংশতিভিভেদৈর্বিজ্ঞেয়ং স্থাবরংবিষম্॥ ১॥

বিষ প্রধানতঃ দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। তন্মধ্যে স্থাবর বিষ ২৫ভাগে বিভক্ত॥ ১॥

বহবো বৎসনাভশ্চ মুস্তকং পুষ্করং বিষম্।
ক্রূরং শঠং কর্ম্মঠঞ্চ হরিদ্রাকালকূটজম্॥
ইন্দ্রবজ্রং চৈববীরং হরিতং গালবং বিষম্।
শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ মেষশৃঙ্গী হলাহলম্॥
শাকুটং বজ্রশৃঙ্গীচত্বঅক্রূরং পুণ্ডরীককম্
সংকোচং মধুপাকঞ্চ মস্থরং রোহিণং তথা॥ ২॥

বৎসনাভ, মুস্তক, পুষ্কর, ক্রূর, শঠ, কর্ম্মঠ, হরিদ্রা, কালকূট, ইন্দ্রবজ্র, বীর, হরিত, গালব, শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, মেষশৃঙ্গী, হলাহল, শাকুট, বজ্রশৃঙ্গী, অক্রূরং; পুণ্ডরীক, সঙ্কোচ, মধুপাক, মস্থর, রোহিণ, এই পঞ্চবিংশতি স্থাবর বিষ॥ ২॥

অত্র স্থাবরবিষহরণম্।

এষাং দেহপ্রবিষ্টানাং শৃণুলক্ষণমুচ্যতে।
বান্তিমূর্চ্ছাতিসারঞ্চ ভ্রান্তিং শূলঞ্চকম্পনম্॥
কাশশ্বাসৌ তীব্রদাহো লক্ষয়েদ্দশনং স্বয়ম্॥ ৩॥

এই সকল বিষ দেহপ্রবিষ্ট হইলে, বমন, মূর্চ্ছা অতিসার, ভ্রম, শূল, কম্পন, কাশ, স্বাস ও অতিশয় দাহ হইয়া থাকে॥ ৩॥

পুত্রজীবফলান্ মজ্জাং শীততোয়েন পেষয়েৎ।
ভোজনেচাঞ্জনেপানে লেপেঃ সর্ব্ববিষাপহম্ ।। ৪ ।।

জীবপুত্রিকাফলের মজ্জা শীতলজলে পেষণ করিয়া, ভোজন, অঞ্জন পান ও লেপন করিলে, সমস্ত বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

নিষ্কমাত্রো ন সন্দেহঃ কালদষ্টোহি জীবতি।
স্থাবরং জঙ্গমং ক্রূরং কৃত্রিমং যোগজন্তথা।। ৫ ।।

উক্ত ফলের মজ্জা নিষ্কপ্রমাণ ভক্ষণ করিলে, কালদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত হয় ॥ ৫ ॥

শাদ্বলং টঙ্কনং তুলাং কটূফলং রজনীবচা।
নরমূত্রেণ সংপিষ্য একৈকন্তু বিষং হরেৎ ॥ ৬ ॥

শাদ্বল, সোহাগা, তুত, কটফল, হরিদ্রা ও বচ মনুষ্যমূত্রের সহি পিষিয়া, পান করিলে, স্থাবর বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

সমূলপত্রাং সর্পাক্ষীং তথৈবদেবদালিকাম্।
গিরিকর্ণ্যাশ্চ বা মূলং নরমূত্রেণ পূর্ব্ববৎ। ৭ ॥

মূল ও পত্র সহিত সর্পাক্ষী, দেবদালিকা, ও অপরাজিতার মূল নরমূত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে, বিষনাশ হয়॥ ৭ ॥

ত্রিকটুং দেবদালীঞ্চ নস্যে সর্ব্ববিষাপহম্।
টঙ্কনং দেবদালী চ জলপানে বিষাপহম্ ॥ ৮ ॥

ত্রিকটু ও দেধান নস্য করিয়া প্রয়োগ করিলে এবং টঙ্কন ও দেধান পেষণ করিয়া, জলের সহিত পান করিলে, বিষবিনাশ হয় ॥ ৮ ॥

বৃদ্ধদণ্ডীয়মূলন্তু মধুনা সহ ভক্ষয়েৎ।
শ্বেতাঙ্কোলস্য মূলে চ মুখস্থে তিলকেথবা।
মুখস্থে রক্তমূলং বা ছায়াশুষ্কং বিষাপহম্॥ ৯॥

বামনহাটীর মূল, মধুর সহিত ভক্ষণ এবং শ্বেত আকোড়ের মূল, মুখে রাখিলে বা তিলক করিয়া পরিলে, বিষনাশ হয়। ৯।

নীলসর্পস্য পুচ্ছন্তু কৃকলাসস্য পুচ্ছকং।
তাম্রেণ বেষ্টিতং কৃত্বা মুদ্রিকাং তাঞ্চ ধারয়েৎ।
তয়া স্পৃষ্টং জলং পীতং স্থাবরং জঙ্গমং হরেৎ॥ ১০॥

কৃষ্ণসর্পের পুচ্ছ ও কৃকলাসের পুচ্ছ তামার মাদুলী করিয়া ধারণপূর্ব্বক, জলে ধুইয়া খাইলে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বপ্রকার বিষ নষ্ট হয়। ১০।

ভূনাগসত্ত্বসঞ্জাতং মুদ্রিকাং ধারয়েৎ করে।
ন তস্যাক্রমতে সত্যং বিষং স্থাবরজঙ্গমম্॥
তৎস্পৃষ্টোদকপানেন বিষং সর্ব্বং বিনশ্যতি॥ ১১॥

কেঁচো শুষ্ক করিয়া, তাহার মুদ্রিকাধারণ করিলে, কোনপ্রকার বিষই আক্রমণ করিতে পারে না, এবং তৎস্পৃষ্ট জলপান করিলেও, সমুদায় বিষ নষ্ট হয়। ১১।

শ্বেতাপরাজিতামূলং দুগ্ধেন সহমানবঃ।
পীত্বা হন্তি বিষং দেবী স্থাবরং ন চ সংশয়ঃ॥ ১২॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল দুগ্ধের সহিত পান করিলে, স্থাবর বিষ নাশ হয়। ১২।

স.সিন্ধুকাঞ্জিকং পীত্বা স্থাবরাদ্যং বিষং হরেৎ॥১৩॥

সৈন্ধব লবণের সহিত কাঞ্জিকপেষণ করিয়া পান করিলে, স্থাবর বিষ নাশ হয়॥১৩॥

মন্ত্রস্তু। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় কুঞ্চিতামৃতৌর্দ্ধতজটায় ঠঃ ঠঃ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বৌষধিমভিমন্ত্রয়েৎ॥১৪॥

ঐ সমস্ত ঔষধসেবন সময়ে, "ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে॥১৪॥

অথ সর্পবিষচিকিৎসা।

জাতীনাং নামরূপঞ্চ জঙ্গমানামিহোদিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ শ্বেতবর্ণাঃ স্যুঃ ক্ষত্রিয়া রক্তবর্ণকাঃ।
বৈশ্যাস্তু পীতবর্ণাঃ স্যুঃ কৃষ্ণবর্ণাশ্চ শূদ্রকাঃ॥১৫॥

সর্প সকলের জাতি, নাম ও রূপ বলিতেছি। শ্বেতবর্ণ সর্প সকল ব্রাহ্মণ জাতি, রক্তবর্ণ সর্প সকল ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ সর্প সকল বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ সর্প সকল শূদ্র॥১৫॥

অনন্তঃ কুলিকশ্চৈব বাসুকিঃ শঙ্খপালকঃ।
তক্ষকশ্চ মহাপদ্মঃ কর্কোটীপদ্ম এবচ॥
কুলনাগাষ্টকং হ্যেতৎ তেষাং চিহ্নং শৃণু প্রিয়ে॥১৬॥

অনন্ত, কুলিক, বাসুকি, শঙ্খপাল, তক্ষক, মহাপদ্ম, কর্কোট, পদ্ম, এই আট সর্প কুলনাগ। ইহাদের যাহার যে চিহ্ন, শ্রবণ কর॥১৬॥

শ্বেতপদ্মমনন্তস্য মূর্দ্ধ্নি পৃষ্ঠে চ দৃশ্যতে।
শঙ্খং শেষস্য শিরসি বাসুকেঃ পৃষ্ঠ উৎপলম্ ।১৭॥

অনন্তের মস্তকে শ্বেতপদ্ম, পৃষ্ঠে শ্বেতপদ্ম, কুলিকের মস্তকে শঙ্খ ও বাসুকের পৃষ্ঠে উৎপল দৃষ্ট হইয়া থাকে॥১৭॥

ত্রিনেত্রাঙ্কস্তু কর্কোটঃ তক্ষকঃ শশকাঙ্কিতঃ।
জ্বলৎত্রিশূলচন্দ্রার্দ্ধং শঙ্খপালস্য মূর্দ্ধনি।
বাজবস্তু সমো বিন্দুর্মহাপদ্মস্য পৃষ্ঠতঃ।
পদ্মপৃষ্ঠে চ দৃশ্যন্তে সুরক্তাঃ পঞ্চ বিন্দবঃ॥১৮॥

কর্কোটের ত্রিনেত্র, তক্ষকের মস্তকে শশক, শঙ্খপালের মস্তকে ত্রিশূল ও চন্দ্রার্দ্ধ, এবং মহাপদ্মের পৃষ্ঠে অতিশয় রক্তবর্ণ পাঁচটী বিন্দু লক্ষিত হইয়া থাকে॥১৮॥

এবং যো বেত্তি জাত্যাদীন্ নামচিহ্নং ময়োদিতম্।
তস্য মন্ত্রৌষধান্যেব সিধ্যন্তে নান্যথা পুনঃ।১৯॥

যে ব্যক্তি আমার কথিত এই সকল নাম, চিহ্ন ও জাতিপ্রভৃতি অবগত হয়, তাহারই মন্ত্র ও ঔষধ সিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্যের নহে॥১৯॥

দূরতস্তস্য সর্পাদ্যাঃ পশ্যন্তি গরুড়ে যথা॥২০॥

গরুড়কে দেখিয়া সর্প সকল যেমন দূরে পতিত হয়, তাহাকে দেখিয়াও তদ্রূপ হয়॥২০॥

ভীতোন্মত্তঃ ক্ষুধার্ত্তশ্চ আক্রান্তো বিষদর্পিতঃ।
আহারেচ্ছুঃ সরোষশ্চ স্বস্থানপরিরক্ষণে।
নবমো বৈরিসন্ধানো দশমঃ কালসংজ্ঞকঃ।২১॥

ভীত, উন্মত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, আক্রান্ত, বিষদর্পিত, আহারেচ্ছু, রোষযুক্ত, স্বস্থানরক্ষণে নিযুক্ত, বৈরিসন্ধানতৎপর এবং কালনামক, এই দশবিধ সর্প দংশন করে॥২১॥

উদ্যানে জীর্ণকূপে চ বটশৃঙ্গাটচত্বরে।
শুষ্কবৃক্ষে শ্মশানে চ প্লক্ষশ্লেষ্মাতকীদ্রুকে॥
দেবতায়তনাগারেষু তথা চাশাকবৃক্ষকে।
এষু স্থানেষু যে দষ্টাস্তে ন জীবন্তি মানবাঃ। ২২॥

উদ্যান, জীর্ণকূপ, বটবৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, শুষ্কবৃক্ষ, শ্মশান, পাকুড় গাছ, চালিতা গাছ, শজনাগাছ, দেবাগার; ও শাকবৃক্ষ এই সকল স্থানে; সাপ কামড়াইলে, মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ২২॥

ভ্রূমধ্যে চাধরে মূর্দ্ধ্নি জঙ্ঘামেঢ্রে ভ্রুবস্তথা।
গ্রীবাচিবুককণ্ঠেষু করমধ্যে চ তালুকে॥
স্তনয়োঃ স্কন্ধয়োঃ কুক্ষৌ লিঙ্গবৃষণনাভিষু।
মর্ম্মসন্ধিষু সর্ব্বত্র সর্পদষ্টো ন জীবতি। ২৩॥

ভ্রূমধ্যে; অধরে; মস্তকে; জঙ্ঘাদ্বয়ে, মেঢ্রে, ভ্রূযুগলে, গ্রীবায়, চিবুকে, কণ্ঠে, করমধ্যে, তালুতে; স্তনে, স্কন্ধে, কুক্ষিতে, লিঙ্গে অণ্ডকোষে, নাভিতে ও মর্ম্মসন্ধিতে সর্পদংশন হইলে, মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ২৩॥

বেদনা দংশমূলে বা নষ্টদংশোথবা ভবেৎ।
তৎক্ষণাৎ তীব্রদাহশ্চ সোঽপি কালেন ভক্ষিতঃ॥ ২৪॥

দংশমূলে বেদনা অথবা দংশনের চিহ্ন এককালেই বিলুপ্ত কিম্বা দংশনমাত্র অত্যন্ত দাহ হইলে, তাহাকেও কালে খাইয়াছে জানিবে॥ ২৪॥

সোমং সূর্য্যং তথা দীপ্তং ন পশ্যতি চ তারকম্।
দর্পণে সলিলে বাপি ঘৃততৈলেঽথবা মুখম্।
ন পশ্যেদনীক্ষমাণোঽপি কালদষ্টো ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

যেব্যক্তি দেদীপ্যমান চন্দ্র, সূর্য্য, অথবা দর্পণে, জলে, ঘৃতে বা তৈলে আপনার মুখ দেখিতে না পায়, তাহাকেও কালে কামড়াইয়াছে জানিবে ॥ ২৫ ॥

জ্ঞাত্বা কালমকালঞ্চ পশ্চাদ্‌ভেষজমাচরেৎ।
সর্পদংশে বিষং নাস্তি কালদষ্টো ন জীবতি ॥ ২৬ ॥

কাল ও অকাল বিবেচনা করিয়া, পরে সর্পদষ্ট রোগীকে ঔষধ দিবে, ঔষধ প্রয়োগে বিষ নাশ হয় বটে, কিন্তু কালে কামড়াইলে রোগী বাঁচে না ॥ ২৬ ॥

রবৌ ভৌমে শনের্ব্বারে সর্পদষ্টো ন জীবতি।
অষ্টমীপঞ্চমীপূর্ণা অমাবস্যা চতুর্দ্দশী ॥
অশুভতিথয়ঃ প্রোক্তাঃ সর্পদষ্টবিনাশিকাঃ ॥ ২৭ ॥

রবিবারে, শনিবারে, অথবা মঙ্গলবারে এবং অষ্টমী, পঞ্চমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী এবং রিক্তাদি অশুভ তিথিতে সর্পদংশন হইলে, মৃত্যু হয় ॥ ২৭ ॥

কৃত্তিকাশ্রবণামূলা বিশাখা ভরণী তথা।
পূর্ব্বাত্রিতয়স্তথা চিত্রাশ্লেষা দষ্টো ন জীবতি ॥ ২৮ ॥

কৃত্তিকা, শ্রবণা, মূলা, বিশাখা, ভরণী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ এবং চিত্রা, ও অশ্লেষানক্ষত্রে সর্পদষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় ॥ ২৮ ॥

মধ্যাহ্নে সন্ধ্যয়োশ্চৈব অর্দ্ধরাত্রে নিশাত্যয়ে ।
কালবেলা বারবেলা সর্পদষ্টো ন জীবতি ॥ ২৯ ॥

মধ্যাহ্নে, প্রাতে; সায়াহ্নে, অর্দ্ধরাত্রে, নিশাশেষে, কালবেলায় ও বারবেলায় সর্পদষ্টের মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

সর্পস্য তালুকামধ্যে দন্তো যোঽঙ্কুশসন্নিভঃ ।
বিমুঞ্চতি বিষং ঘোরং তেনায়ং কালসংজ্ঞকঃ ॥ ৩০ ॥

সর্পের তালুকামধ্যে যে অঙ্কুশাকৃতি দন্ত আছে, তাহা হইতেই সর্পের বিষ বিমুক্ত হয়। এইজন্য উহার নাম কালদন্ত বা বিষদন্ত ॥ ৩০ ॥

চক্রাকৃতিশ্চ যো দংশঃ পঙ্কজস্থ ফলাকৃতিঃ ।
সুনীলঃ শ্বেতরক্তো বা ত্রিদশোঽপি ন জীবতি ॥ ৩১ ॥

দংশনের চিহ্ন চক্রাকৃতি বা পঙ্কজস্থ ফলাকৃতি অথবা নিতান্ত নীলবর্ণ কিম্বা শ্বেতরক্তমিশ্রিতবর্ণ হইলে, দেবতারও জীবন সংশয় হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

স্রবেন্মূত্রং পুরীষং বা হৃচ্ছূলং ছর্দ্দিদাহকৃৎ ।
সানুনাসিকবাক্যঞ্চ সন্ধিভেদমথাপি বা ॥
তাম্রাভং নেত্রযুগলং অথবা কাকনীলকম্ ।
বিয়োগো দেবদষ্টাধ্যস্তং বিদ্যাৎ কালপার্শ্বগম্ ॥ ৩২ ॥

সর্প দংশন করিলে, যদি রোগীর মূত্র পুরীষ বিসর্জ্জন, হৃৎশূল; হৃদি, দাহ, বাক্ সানুনাসিক, সন্ধিভেদ, এবং নয়নদ্বয় তাম্রবর্ণ বা কাকবৎ নীলবর্ণ হয়, তাহাকে কালের পার্শ্বগত জানিবে ॥ ৩২ ॥

সেচনাচ্ছনকেনাপ শীতলেন মুহুর্মুহুঃ।
রোমাঞ্চো নভবেদ্যস্য তং বিদ্যাৎ কালভক্ষিতম্॥
তস্য তত্রাপি কর্ত্তব্যা চিকিৎসা জীবনাবধি।
রসদিব্যোষধানাঞ্চ প্রভাবস্তু কালজিৎ ভবেৎ॥ ৩৩॥

শীতল সলিলে বারংবার সেচন করিলেও, যদি রোমাঞ্চ না হয়, তাহা হইলে, তাহাকে কালে ভক্ষণ করিয়াছে, জানিবে। যাহাহউক, জীবনাবধি সর্পদষ্ট রোগীর চিকিৎসা করিবে। কেননা, দিব্য রস ও ঔষধ সকলের প্রভাবে কালকেও জয় করিতে পারা যায়॥ ৩৩॥

সূতকং গন্ধকং তুত্থং টঙ্কণং রজনীসমং।
দেবদাল্যা দ্রবৈর্মর্দ্দ্যং দিনং নিষ্কন্তু ভক্ষয়েৎ॥ ৩৪॥

পারদ, গন্ধক, তুতে, সোহাগা, হরিদ্রা; সমভাগে দেবদালের রসে এক দিবস পেষণ করিয়া; অর্দ্ধতোলাপরিমাণে ভক্ষণ করিলে, সর্পবিষ নাশ হয়॥ ৩৪॥

শ্বেতাপরাজিতামূলং দেবদালীয়লমূকম্।
বারিণা পেষিতং নস্যং কালদষ্টোঽপি জীবতি॥ ৩৫॥

শ্বেতাপরাজিতা ও দেবদাল এই দুইয়ের মূল জলে পিষিয়া, নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে; কালদষ্ট ব্যক্তিও বাঁচিয়া থাকে॥ ৩৫॥

দধিমধুনবনীতং পিপ্পলী শৃঙ্গবেরং,
মরিচমপিচ কুষ্ঠং চাষ্টমং সৈন্ধবঞ্চ।
যদি দশতি সরোষস্তক্ষকো বাসুকির্বা
যমসদনগতং স্যাদানয়েত্তুং ক্ষণং তম্॥ ৩৬॥

যদি তক্ষক বা বাসুকি সরোষে দংশন করে এবং রোগী যদি যমালয়ে গমন করিয়া থাকে; তাহা হইলেও দধি, মধু, নবনীত, পিপ্পলী, আর্দ্রক, মরিচ, কুড় ও সৈন্ধবলবণ একত্র প্রয়োগমাত্র তাহাকে তথা হইতে আনয়ন করে॥ ৩৬॥

বারিণা টঙ্কণং পীতং অথবার্কস্যমূলকম্।
সৈন্ধবংবা নৃমূত্রেণ প্রত্যেকং বিষনাশনম্॥ ৩৭॥

জলের সহিত সোহাগা বা আকন্দের মুল অথবা নরমূত্রের সহিত সৈন্ধব পান করিলে, বিষ নষ্ট হয়॥ ৩৭॥

ইন্দ্রবারুণিকামূলং শুক্লাবাথ পুনর্নবা।
বন্ধ্যাকর্কটকীমূলং মুষলীশিখিমূলিকা।
তণ্ডুলোদকপানেন প্রত্যেকং বিষনাশনম্॥ ৩৮॥

রাখালসসার মুল, শ্বেতপুনর্নবা, কাকুড়লতার মূল, তালমূল অথবা অপামার্গের মূল, তণ্ডুলোদকের সহিত ভক্ষণ করিলে, সর্পবিষ বিনষ্ট হয়॥ ৩৮॥

যদি সর্পবিষার্ত্তানাং সর্ব্বস্থানগতং বিষম্।
গোক্ষীরে রজনীং ক্বাথ্য পিবেৎ সর্ব্ববিষাপহম্॥ ৩৯॥

বিষ সর্ব্বশরীর গত হইলে, গোদুগ্ধে, হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া, তাহার ক্বাথ পান করিবে, সমুদায় বিষ নষ্ট হইবে॥ ৩৯॥

হরিদ্রাকুষ্ঠমধ্বাজ্যং ভুক্তং সর্ব্ববিষাপহম্।
গোক্ষীরেরজনী কুষ্ঠং ক্বাথমানং বিষাপহম্॥ ৪০॥

হরিদ্রা, কুড়, মধু, ঘৃত একত্রে ভক্ষণ করিলে, সমুদায় বিষ নষ্ট হয়ে এবং হরিদ্রাও কুড় গোদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ ভক্ষণ করিলে: বিষ নষ্ট হয়॥ ৪০॥

পাঠাদ্রবেণ তন্মূলং পানে স্যাৎ কালকূটজিৎ।
অর্কমূলেন সংলিপ্য দংশং বিষহরং মহৎ ॥ ৪১ ॥

আকনাদির মূল তাহার রসে পেষণ করিয়া, পান করিলে, কালকূট বিষনাশ হয়, কিম্বা অর্কমূল পেষণ করিয়া, দষ্ট স্থানে লেপ দিলে, বিষ নাশ হয় ॥ ৪১ ॥

রক্তচিত্রেন্দ্রগোপাভ্যাং তথা বিষবিনাশনম্।
কটুকীজম্বুমূলম্বা তক্রান্নৈর্বা পিবেৎ জলৈঃ।
তৎক্ষণাৎ বময়েৎ শীঘ্রং বিষযোগাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪২ ॥

রক্তচিতার মূল ও ইন্দ্রগোপকীট একত্র পেষণ করিয়া, দষ্টস্থানে প্রলেপ দিবে। কটকী ও জম্বুমূল তক্র, অন্ন বা জলের সহিত প্রয়োগ করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করাইলে, শীঘ্র বিষযোগ হইতে বিমুক্তি হয় ॥৪২॥

পূতকীরঞ্জবীজস্য মজ্জানং কারবল্লজম্।
পিষ্ট্বা পিবেৎ সসর্পিষ্কং বিষং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

পুতিকরঞ্জ ও করলা এই উভয় বীজের মজ্জা পেষণপূর্ব্বক ঘৃতের সহিত পান করাইলে, বিষনাশ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

পিপ্পলীং মরিচং কুষ্ঠং গৃহধূমং মনঃশিলাম্।
তালকং সর্ষপান্ শ্বেতান্ গবাং পিত্তেন লোড়য়েৎ।
গুটিকাঞ্জননস্যেন পানাভ্যঞ্জনলেপনাৎ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য নির্বিষীকুরুতে ক্ষণাৎ ॥ ৪৪ ॥

পিপুল, মরিচ, কুড়, গৃহধূম, মনঃশিলা, হরিতাল, শ্বেতসর্ষপ, এই সকল দ্রব্য গোপিত্তে আলোড়িত করিয়া, গুটিকা প্রস্তুত করত পান, অঞ্জন, নস্য বা অভ্যঞ্জন করিলে, স্বয়ং তক্ষকদষ্ট রোগীও তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিষ হয় ॥ ৪৪ ॥

পথ্যা ক্ষৌদ্রং মরিচঞ্চ পত্রং হিঙ্গু শিলা বচা।
জলেন গুটিকা নস্যে কালদষ্টোঽপি জীবতি ।। ৪৫ ॥

হরীতকী, মধু, মরীচ, তেজপাত, হিং, মনঃশিলা ও বচ জলের সহিত গুটিকা করিয়া, নাস দিলে, কালদষ্টও জীবিত হয় ॥ ৪৫ ॥

অশ্বগন্ধা মেঘনাদো গোমূত্রং মহিষাক্ষকম্ ।
গৃহধূমেন বা লেপঃ শিরঃকণ্ঠবিষং হরেৎ ॥ ৪৬ ॥

অশ্বগন্ধা, নাটশাক, গোমুত্র, মহিষাক্ষক ও গৃহের ঝুল একত্রে লেপ দিলে, শিরঃ ও কণ্ঠের বিষ হরণ করে ।। ৪৬ ॥

পুত্রজীবফলানাম্মজ্জাং গবাং ক্ষীরেণ পেষয়েৎ ।
লেপনাঞ্জননস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি ॥ ৪৭ ॥

জীবপুত্রিকাফলের মজ্জা গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া লেপ, অঞ্জন ও নস্য গ্রহণ করিলে কালদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত হয় ।। ৪৭ ।।

গৃহধূমং হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কং ।
অপি বাসুকিনা দষ্টো পিবেদ্দধিঘৃতান্বিতঃ ॥ ৪৮ ॥

গৃহের ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও সমূল নটিয়াশাক একত্র পেষণ করিয়া দধি ও ঘৃতের সহিত পান করিলে বাসুকিদংশনেও উপকার দর্শে ।। ৪৮ ॥

তণ্ডুলীয়কমূলন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য নির্বিষং কুরুতে ধ্রুবং ।। ৪৯ ॥

নটেশাকের মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে তক্ষকনাগের দংশনবিষ নষ্ট হয় ॥ ৪৯ ॥

কুলিকমূলনস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি।

মন্ত্রস্তু। ওঁ আদিত্য চক্ষুবাদৃষ্টঃ দৃষ্টোঽহং হরবিষং স্বাহা॥

কুলিকবৃক্ষের শস্য কালদষ্টকেও জীবিত করে।

অপরাজিতামূলস্তু ঘৃতেন ত্বগ্‌গতং বিষং॥

পরাগং রক্তগং হন্তি মাংসগং কুষ্ঠচূর্ণতঃ।

অস্থিগং রজনীযুক্তং মেদোগং কাকলীযুক্তং।

মজ্জাগং পিপ্পলীযুক্তং চণ্ডালীবন্দসংযুতং।

শুক্রগং হন্তি লৌহিত্যং তস্মাদ্দেয়াপরাজিতা॥ ৫০॥

অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত পান করিলে চর্ম্মগত বিষ, দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তগত বিষ, কুড়চুর্ণের সহিত পান করিলে, মাংসগত বিষ, হরিদ্রার সহিত পান করিলে অস্থিগতবিষ, ককোলীর সহিত পান করিলে মেদগত বিষ পিপ্পলীর সহিত পান করিলে মজ্জাগতবিষ, এবং চাণ্ডালী মূ চূর্ণের সহিত পান করিলে শুক্রগত বিষ নষ্ট হয়, অতএব সর্ব্বপ্রকার দংশনে অপরাজিতার মূল প্রয়োগ করিবে।। ৫০।।

সদ্যঃসর্পেণ দষ্টস্য বামনাসিকয়া কৃতঃ

লেপং কর্ণমূলেনাপি নৃমূত্রৈঃ সেচনঞ্চ বা।

স্তম্ভতে গরলং তেন নোর্দ্ধং ধাবতি ধাতুষু।। ৫১॥

সর্পদংশন করিবামাত্র কর্ণমূল দ্বারা বামনাসিকাতে লেপ দিয়া মনুষ্য মূত্র দ্বারা সেচন করিলে ইহাতে বিষ স্তম্ভিত হইয়া থাকে। এবং উর্দ্ধে গমন করিয়া ধাতুমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।। ৫১।।

শিরীষপুষ্পরসৈঃ সপ্তাহম্মরিচং সিতং।

ভাবিতং সর্পদষ্টানাং পানেঽপ্যঞ্জনে হিতং॥ ৫২॥

শ্বেতমরিচ শিরীষপুষ্পরসে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির পানে ও অভ্যঞ্জনে প্রয়োগ করিবে।। ৫২।

দেবদারু চিত্রকঞ্চ করবীরার্কলাঙ্গলী।
মূলানি বারিণা পিষ্ট্বা কালদষ্টহরং পিবেৎ ॥ ৫৩ ॥

দেবদারু, চিতা, করবীর, আকন্দ ও লাঙ্গলিয়া ইহাদিগের মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কালদষ্ট ব্যক্তির বিষ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৫৩ ॥

মন্ত্রৌষধ প্রয়োগেন যদি দষ্টো ন জীবতি
ছেদয়েৎ তীক্ষ্ণশস্ত্রেণ দংশস্থানে ভিষগ্বরঃ,
স্থাবরন্তু বিষং দদ্যাদষ্টো দষ্টেন হন্যতে ॥ ৫৪ ॥

যদি মন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিষ নিবারণ না হয়, তাহা হইলে বিষ-চিকিৎসক দংশনস্থান তীক্ষ্ণঅস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া সেই স্থানে কিঞ্চিৎ স্থাবর বিষ দিবে, ইহাতে বিষে বিষক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

ক্ষীরক্ষৌদ্রঘৃতৈর্যুক্তং দ্বিগুঞ্জং পায়য়েদ্বিষং।
বিষেণ লেপয়েদ্দংশং কালদষ্টোঽপি জীবতি ॥ ৫৫ ॥

দুগ্ধ, মধু ও ঘৃতের সহিত দুই রতি পরিমাণ বিষপান করাইয়া বিষ দ্বারা দংশনস্থান লেপন করিলে কালদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত হয় ॥ ৫৫ ॥

মৃতসঞ্জীবনীং খ্যাতং নির্গুণ্ডী তগরং বিষং
পিণ্ডীতগরমূলঞ্চ পুষেণোৎপাট্য যোজয়েৎ।
দংশে দেয়ং মৃতস্যাপি দষ্টো জীবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫৬ ॥

নিসিন্দামূল, তগরমূল, বিষ ও পিণ্ডিতগর মূল পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া একত্র পেষণ করত, দংশনস্থানে প্রয়োগ করিলে কালদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত হয় ॥ ৫৬ ॥

সর্পদষ্টো যদা দৈবিতং সর্পো দংশতে স্বয়ম্‌।
মুক্তোহসৌ ম্রিয়তে সর্পঃ স্বয়ং নির্ব্বিষতাং ব্রজেৎ ॥৫৭॥

সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার সর্পে দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তি মুক্ত হয় সেই সর্প প্রাণত্যাগ করে ॥৫৭॥

আষাঢ়ে শুক্লপঞ্চম্যাং কট্যাং শিরীষমূলকম্‌।
তণ্ডুলোদকপানেন সর্পদংশো ন জায়তে।
ভ্রমাদ্বাদংশতে সর্পস্তদা সর্পো বিনশ্যতি ॥৫৮॥

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে শিরীষমূল কটিতে বন্ধন করিয়া তণ্ডুলোদকপান করিলে সর্পদংশন হয় না। যদি ভ্রমবশতঃ কোন সর্প উক্ত মনুষ্যকে দংশন করে, তৎক্ষণাৎ সেই সর্প বিনষ্ট হয় ॥৫৮॥

মসূরং নিম্বপত্রাভ্যাং যোহত্তি মেষগতে রবৌ।
অতিরোষান্বিতস্তস্য তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি ॥৫৯॥

মেষসংক্রান্তিদিবসে মসূর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত বিষধর জন্তুর দংশনের ভয় থাকে না। অথবা যেব্যক্তি বৈশাখমাসে মসূর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করে, অতিরোষান্বিত তক্ষক সর্পও তাহার কিছু করিতে পারে না ॥৫৯॥

পাতালগারুড়ীমূলং লম্ববানং গৃহেস্থিতম্‌।
দৃষ্টাগচ্ছন্তি তে দূরং সর্পাদ্যাবিষকীটকাঃ॥৬০॥

পাতালগাকড়ী লতার মূল গৃহে লম্ববান করিয়া রাখিলে তাহার দর্শন মাত্রে সর্পাদি বিষকীট দূরে পলায়ন করিবে ॥৬০॥

ওঁ নমোভগবতি স্বচ্ছন্দভৈরবী মহাভৈরবীকালকূটবিষং স্ফোটয়২ বিস্ফারয়২ খাদয়২ অবতারয়২ নাস্তিবিষ হলাহল বিস সংযোগবিষ স্থাবরবিষ অত্যুগ্রবিষ জঙ্গমবিষ কালচঞ্চুয়-পেরইষ্টমন্ত্রঃ। তড়দর্ঘায়ণইথয়২ ওঁ কালায় মহাকালায় কালমর্দ্দদেবি অমৃতগর্ত্তদেবি ওঁ ওঁ ফট্২ স্বাহা ॥ ৬১ ॥

বিষনাশিনী স্বচ্ছন্দ ভৈরবীবিদ্যা কথিত হইতেছে "ওঁ নমোভগবতি ইত্যাদি মন্ত্রে রোগীকে ঝাড়িবে ও জলে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল রোগীকে পান করিতে দিবে এবং ঐ জল দ্বারা রোগীর গাত্র মার্জ্জন করিবে, ইহাতে বিষপীড়িত ব্যক্তি নির্ব্বিষ হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

ওঁ প্ল সর্পকুলায় স্বাহা। অশেষকুল সর্পকুলস্বাহা।
অনেন সপ্তাভিমন্ত্রিতং মৃত্তিকাং গৃহমধ্যে ক্ষিপেৎ
সর্পাঃ পলায়ন্তে ॥ ৬২ ॥

"ওঁ প্ল সর্পকুলায় স্বাহা,, ইত্যাদি মন্ত্রে মৃত্তিকা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলে সর্প সকল পলায়ন করিয়া থাকে ॥ ৬২

বৃশ্চিকবিষনিবারণ।

নন্তর বৃশ্চিকবিষ নিবারণ প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে।

শিরীষবীজং গোমেদং দাড়িমস্য চ মূলকং।
অর্কক্ষীরযুতং হন্তি ধূপো বৃশ্চিকজং বিষম্ ॥ ৬৩ ॥

শিরীষবীজ, গোবসা, দাড়িমের মূল ও আকন্দের দুগ্ধ একত্র করিয়া ধূপ দিলে বৃশ্চিকবিষ বিনাশ হয় ॥ ৬৩ ॥

রজনীচূর্ণধূপেণ বিষং বৃশ্চিকজং হরেৎ।
বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য গাত্রাণি ধূপধূমঞ্চ পায়য়েৎ ॥
দংশঞ্চ ধূপয়েচ্ছীঘ্রং সর্ব্বধূপেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ৬৪ ॥

হরিদ্রাচূর্ণের ধূপে বৃশ্চিকদংশনজন্য বিষ বিনষ্ট হয়। দষ্ট ব্যক্তির সর্ব্ব শরীর বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ধূপ দিবে। সর্ব্বপ্রকার ধূপে এই বিধি জানিবে ॥ ৬৪ ॥

তোয়ৈর্ব্বা নাগরং নস্যং পিবেৎ বা সৈন্ধবং ঘৃতম্।
অর্কধুস্তূরমূলম্বা জলপানে বিষাপহম্ ॥ ৬৫ ॥

বৃশ্চিকদংশনে শুণ্ঠীচূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্য গ্রহণ করিবে অথবা ঘৃত ও সৈন্ধব ভক্ষণ করিবে, কিম্বা আকন্দমূল ও ধুস্তুরমূল পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিবে, ইহাতে বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৫ ॥

পুত্রজীবফলামজ্জাং পলাশোত্থাং করাঞ্জজাম্।
মজ্জাং তোয়ৈঃ প্রয়োগোঽয়ং হন্তি বৃশ্চিকজংবিষম্ ॥
হিঙ্গুবাজললেপেন বৃশ্চিকোত্থং বিষং হরেৎ ॥ ৬৬ ॥

জীবপুত্রিকা ফলের মজ্জা পলাশবীজের মজ্জা এবং করঞ্জবীজের মজ্জা একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া দংশন স্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিকবিষ বিনাশ হয় ॥

হিঙ্গু জলের সহিত গুলিয়া দংশনস্থানে লেপন করিলেও বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৬ ॥

ঘৃতার্কদুগ্ধলেপেন যষ্ট্যা বাধূপিতেন বা।
বীজপূরকমূলস্য লেপাদ্বাপি হরীতকী॥
লেপো জাতীগুড়াভ্যাং বা হরিদ্রালেপনেন বা॥
বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি প্রত্যেকেন ন সংশয়ঃ॥ ৬৭॥

বৃশ্চিক দংশন করিলে ঘৃত ও আকন্দের ক্ষীর একত্র মিশ্রিত করিয়া দংশন স্থানে লেপ দিলে; যষ্টিমধুর ধূপ দিলে, লেবুরমূল পেষণ করিয়া লেপ দিলে, হরীতকী পেষণ করিয়া লেপন করিলে; জাতীপুষ্প ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা হরিদ্রা লেপন করিলে, তৎক্ষণাৎ বিষপীড়া নিবারণ হয়॥ ৬৭॥

কার্পাসমূলং চর্ব্বিত্বা বিষজিৎ কর্ণফুৎকৃতে। ৬৮॥

কার্পাসমূল চর্ব্বণ করিয়া কর্ণে ফুৎকার দিলে, তৎক্ষণাৎ বৃশ্চিকবিষের জ্বালার নিবৃত্তি হয়॥ ৬৮॥

গ্রাহ্যং হংসপদীমূলং প্রাতরাদিত্যবাসরে।
মুখস্থং ফুৎকৃতং কর্ণে বিষং বৃশ্চিকজং হরেৎ॥ ৬৯॥

রবিবার প্রাতঃকালে হংসপদীলতার মূল গ্রহণ করিয়া তাহা মুখে চর্ব্বণ করিয়া কর্ণে ফুৎকার দিলে বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হয়॥ ৬৯॥

"ওঁ কঃ ফট্‌স্বাহা,, অনেনাপমার্জ্জয়েন্নির্ব্বিষোভবতি।
হুঁ হ্রীঁ মঁ চঁ" ইতি মন্ত্রেণ ওলবৃন্তমৃত্তিমন্ত্র্য তেনমার্জ্জনাদ্বৃশ্চিকবিষ নাশোভবতি॥ ৭০॥

"ওঁ কঃ কট স্বাহা। ইত্যাদি গরুড়মন্ত্রে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির শরীর বরষী কাকঝার মার্জ্জন করিলে, তৎক্ষণাৎ বিষপীড়ার নিবৃত্তি হয়॥৭০॥

শিবেন ভাষিতো যোগো নাবহেলনীয়ো হয়ম্ ॥ ৭১ ॥

এই যোগ শিবকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, অতএব কোনরূপে অবহেলা করিবে না। ॥ ৭১ ॥

মূষিকাদিসর্ব্বপ্রকার জন্তুর বিষনিবারণ।

পুত্রজীবফলান্মজ্জাং শীততোয়েন পেষিতাম্।
লেপনাঞ্জননস্যৈস্তু পানাদ্বা নিকষাত্রতঃ।
ভূতসহং যদ্বিষং চাশু বিস্ফোটঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥ ৭২ ॥

পুত্রজীবফলের মজ্জা শীতল জলে পেষণ করিয়া লেপন, অঞ্জন, নস্য বা পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জন্তুর বিষ এবং বিষস্ফোটক বিনাশ পায় ॥ ৭২ ॥

মূষিকবিষহরণ।

চিঞ্চাফলসমাযুক্তং গৃহধূমং পলার্দ্ধকম্।
পুরাণাজ্যেন সপ্তাহং লিহত্যাখুবিষং হরেৎ ॥ ৭৩ ॥

৪ তোলা প্রমাণ তেঁতুল ও গৃহের ঝুল পুরাতন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহ লেহন করিলে ইন্দুর বিষ নষ্ট হয় ॥ ৭৩ ॥

শিলাতালককুষ্ঠঞ্চ ভাব্যং নিগুণ্ডিকাদ্রবৈঃ।
পানং মূষিকদষ্টানাং দত্তং তীব্রবিষং হরেৎ ॥ ৭৪ ॥

হরিতাল কুড় এই সকল দ্রব্য একত্র নিসিন্দার রসে ভাবনা দিয়া পান করিলে তীব্র মূষিকবিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥

গৃহগোধাং সমাদায় পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
লেপাদাখুবিষং হন্তি পিবেদ্বা ক্ষীরপাচিতম্॥ ৭৫॥

গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিকটিকি তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে, ইন্দুরবিষ বিনাশ হয়, অথবা উহা দুগ্ধের সহিত পান করিবে॥ ৭৫॥

সর্ষপং কুঙ্কুমং তক্রং সমভাগং ঘৃতং পিবেৎ।
বিষং মূষিকদষ্টানাং শমমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ॥ ৭৬॥

সর্ষপ, কুঙ্কুম, তক্র ও ঘৃত সমভাগে লইয়া পান করিলে, তৎক্ষণাৎ মূষিক দংশন জনিত জ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে॥ ৭৬॥

কুক্কুরবিষনিবারণ।

উন্মত্তশুনোর্দ্দষ্টানাং কুমারীদলসৈন্ধবম্।
সুখোষ্ণং বন্ধয়েৎ পিষ্টং ত্রিদিনান্তে সুখাবহম্॥ ৭৭॥

উন্মত্ত কুক্কুরে দংশন করিলে ঘৃতকুমারীর পত্র সৈন্ধব লবণের সহিত পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করত দষ্ট স্থানে, বন্ধন করিয়া দিবত্রয় রাখিয়া দিবে॥ ৭৭॥

গুড়ং তৈলার্কদুগ্ধঞ্চ গোপাচ্ছুনোর্বিষং হরেৎ।
পিষ্ট্বাপামার্গমূলঞ্চ কর্ষৈকং মধুনা লিহেৎ॥
শুনোর্দ্দষ্টবিষং হন্তি লেপাৎ কুক্কুটবিষ্ঠায়॥ ৭৮॥

গুড় তৈলে ও আকন্দের দুগ্ধ একত্র পেষণ করিয়া দংশন স্থানে লেপন করিলে কুকুর দংশন জন্য বিষপীড়া নিবারণ হয়॥ ৭৮॥

ব্যাঘ্রাদির বিষনিবারণ।

বৃকব্যাঘ্রশৃগালাখুভল্লুকদ্বিপিবাজিনাম্।
বিষং শ্বাপদদংশশ্চেদ্দহেল্লৌহশলাকয়া॥ ৭৯॥

ব্যাঘ্র, শৃগাল, ইন্দুর, ভল্লুক, হস্তী ও ঘোটকপ্রভৃতি শ্বাপদ জন্তুর দংশনে লৌহ শলকা উত্তপ্ত করিয়া দংশন স্থান দগ্ধ করিয়া দিবে॥ ৭৯॥

লেপাৎ সর্ব্ববিষং হন্তি মূলং শ্বেতপুনর্নবম্।
কিমত্র বহুনোক্তেন তৎক্ষণাদ্বিনাশনম্॥
চিঞ্চটস্য চ পানেন ব্যাঘ্রব্যালবিষং হরেৎ।
ধুস্তূরপত্রতোয়েন চূর্ণত্রিকটুসত্তমম্॥
উদরস্থং বিষং হন্তি ব্যাঘ্রব্যালসমুদ্ভবম্।
করঞ্জতৈললেপেন জ্বালাং ব্যাঘ্রনখোদ্ভবম্॥ ৮০॥

শ্বেত পুনর্নবার মূল পেষণ করিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপ্রকার বিষ নিবারিত হয়। জলবিছা ভক্ষণ করিলে সর্প ব্যাঘ্রাদির বিষ দূরীভূত হয়। মরিচ, পিপুল, শুণ্ঠ চূর্ণ করিয়া ধুস্তূরাপত্রের রসের সহিত ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ দূরীভূত হয়। এবং করঞ্জী বীজের তৈল দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে ব্যাঘ্রনখোদ্ভব ক্ষতজ্বালা ও বিষ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৮০॥

তথা নিম্বত্বচং চৈব শমীবৃক্ষত্বচং তথা।
উষ্ণোদকেন লেপঃ স্যান্নখদন্তবিষাপহঃ॥ ৮১॥

নিম্ববৃক্ষের ও শমীবৃক্ষের ছাল একত্রে উষ্ণোদকের সহিত পেষণ করিয়া অথবা দারুহরিদ্রা দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে নখ ও দন্তবিষ নিবারণ হয়॥ ৮১॥

কীটবিষনিবারণ।

রক্তশোণতণ্ডুলীমূলং তুলসীমূলিকাপি বা।
তণ্ডুলোদকপানেন কীটকোথং বিষং হরেৎ ॥ ৮২ ॥

রক্তনটিয়ার মূল ও তুলসীর মূল চাউলের জলের সহিত পান করিলে কীটদংশন জনিত বিষ নষ্ট হয় ॥ ৮২ ॥

লাঙ্গল্যা কটুতুম্ব্যা বা দেবদারুনিশাপি বা।
মূলং বীজং কাঞ্জিকেন লেপঃ কীটবিষাপহঃ ॥
করঞ্জবীজসিদ্ধার্থং তিলৈর্লেপো বিষাপহঃ।
এরণ্ডতৈললেপো বা সর্ব্বকীটবিষাপহঃ ॥ ৮৩ ॥

লাঙ্গলিয়া তিতলাউ দেবদারু অথবা হরিদ্রার মূল কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া কীটদষ্ট স্থানে প্রলেপ দিবে, অথবা করঞ্জবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও তিল একত্র পেষণ করিয়া কিম্বা এরণ্ড তৈল দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিবে ॥ ৮৩ ॥

উপবিষনিবারণ।

স্নুহ্যর্কোন্মত্তকশ্চৈব করবীরশ্চ লাঙ্গলী।
বজ্রা জৈপালকঃ কৃষ্ণা কুষ্ঠং ভল্লা তথৈবচ ॥
মহাকালশ্চ ইত্যাদ্যঃ স্মৃতাস্তূপবিষাপহাঃ।
সসিন্ধুং কাঞ্জীকং পীত্বা সমস্তোপবিষং হরেৎ ॥
সারমেয়বিষং হন্তি ঘৃতেনাপি হরীতকী।
নিম্বপত্রং ঘৃতং হন্তি ঘৃতেন মধুনা তথা ॥ ৮৪ ॥

সিজ, আকন্দ ধুতুরা, করবীর, লাঙ্গলিয়া, জয়পাল, পিপ্পলী, কুড়, ভেলা ও মহাকাল উপবিষনাশক। কাঁজীর সহিত সৈন্ধবলবণ, হরীতকী ঘৃতের সহিত এবং নিম্বপত্র ও ঘৃত অথবা মধু ও ঘৃত একত্র ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার উপবিষ নিবারিত হয় ॥ ৮৪ ॥

কৃত্রিমবিষনিবারণ।

কৃত্রিমঞ্চ বিষং খ্যাতং পক্ষান্মাসাদ্বি বোধ্যতে।
আলস্যং কুরুতে জাড্যং কাসং শ্বাসং বলক্ষয়ম্ ॥
রক্তস্রাবো জ্বরঃ শোথঃ পীড়াচক্রুশ্চ লক্ষয়েৎ।
অনেকবিষজীবানাং চূর্ণমূলবিবৈষু তম্ ॥
মিশ্রিতং নখকেশাদৈর্লেপয়েচ্চূর্ণসঞ্চয়ম্ ॥ ৮৫ ॥

কৃত্রিম বিষ পক্ষ ও মাসমধ্যে অসুস্থতা উৎপাদন করিয়া থাকে অর্থাৎ শরীরে আলস্য, জড়তা কাস, শ্বাস, বলক্ষয়; রক্তস্রাব, জ্বর ও শোথ এই সকল রোগ কৃত্রিমবিষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই বিষ নানাপ্রকার বিষধর জীবের চূর্ণ উপবিষ ও নরকেশ লোমাদির চূর্ণ সহযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

মৃতং সূতং মৃতং স্বর্ণং শুদ্ধলৌহং সমাংশিকম্।
ত্রয়াণাং গন্ধকং তুল্যং মর্দ্দকল্কদ্রবৈর্দিনম্ ॥
তচ্চূর্ণং সসিতাক্ষৌদ্রৈর্মাসমেকং লিহেৎ সদা ॥ ৮৬ ॥

শোধিত পারা, স্বর্ণ ও লৌহ সমভাগে লইয়া সর্ব্বসমান গন্ধক তাহা-দের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক দিনসকাল মধুর সহিত খলে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর এই ঔষধ শুষ্ক করিয়া শর্করা ও মধুর সহিত একমাস কাল লেহন করিবে। ইহা দ্বারা কৃত্রিমবিষদোষ দূরীভূত হইবে ॥ ৮৬ ॥

বহ্নিমূলশৃতং ক্ষীরং মনুষ্যাগরনাশনম্।
শটীপুষ্করমূলঞ্চ পাচ্যং শীতলবারিণা ॥
তং পিবেৎ শীতলে পানে গরতৃষ্ণাপরাপহম্।
ক্ষীরমুদ্গযুতং পথ্যং শাল্যন্নং পরমং হিতম্ ॥ ৮৭ ॥

চিতার মূল দুগ্ধের সহিত পাক করিলে মনুষ্যের বিষ বিনাশ হয়। শটী ও কুড় শীতল জলের সহিত পাক করিয়া শীতল হইলে পান করিবে। কৃত্রিম বিষপীড়ায় দুগ্ধ, মুগ ও শালি ধান্যের অন্ন পথ্য ॥ ৮৭ ॥

গৃহধূমং জলৈঃ পিষ্ট্বা তণ্ডুলীমূলতুল্যকম্ ॥
তস্মাচ্চতুর্গুণং চাজ্যং ঘৃতাৎ ক্ষীরং চতুর্গুণম্।
ঘৃতশেষং পচেৎ সর্ব্বং পিবেৎসর্ব্বগরাপহম্ ॥ ৮৮ ॥

গৃহের ঝুল, নটিয়াশাকের মূল, সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে জলের সহিত পেষণ করণান্তর তাহাতে তাহার চতুর্গুণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পাক করিয়া ঘৃতমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে তাহা নামাইবে। এই ঘৃত পরিমাণমতে ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ বিনাশ পায়॥ ৮৮॥

পয়সা রজনীকুষ্ঠং মধ্বাজ্যগৃহধূমকম্।
তণ্ডুলীমূলসংযুক্তং কর্ষং গরহরং পিবেৎ ॥ ৮৯ ॥

হরিদ্রা, কুড়, ঘৃত, মধু, গৃহের ঝুল এবং নটিয়ার মূল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই তোলা প্রমাণ ভক্ষণ করিলে বিষদোষ দূরীভূত হয়॥ ৮৯॥

যোগজবিষনিবারণম্।

তৈলকর্পূরজম্বীরসংযোগাদযোগজং বিষং।
সমাংশেন তু মধ্বাজ্যমেবং সংশোধয়েৎ বিষম্।
নারিকেলাম্বুকর্পূরং সংযোগাদ্যোগজংবিষম্।
মধ্বাজ্যং কাকমাচ্যাস্তু দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা বিষং হরেৎ।
গিরিকর্ণী নাগপুষ্পী মুণ্ডীপানাদ্বিষাপহম্॥ ৯০॥

তৈল, কর্পূর, জম্বীররস, মধুঘৃত সমপরিমাণে, নারিকেল জল ও কর্পূর একত্রে; এবং অপরাজিতার মূল, নাগকেশর ও মুণ্ডমুণ্ডিয়া একত্রে কাকমাচির রসে পেষণ করিয়া, মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, যোগজ বিষ নষ্ট হয়॥ ৯০॥

ইতি বিষপ্রকরণং সমাপ্তম্।

অষ্টত্রিংশ পটলম্।

শ্রীব্রহ্মদেব উবাচ।

অন্নং জগতঃ প্রাণাঃ প্রাবৃটকালস্য চান্নমায়ত্তম্।
যস্মাদতঃ পরীক্ষ্যঃ প্রাবৃটকালঃ প্রযত্নেন ॥ ১ ॥

অন্নই জগতের প্রাণ। সেই অন্ন বর্ষাকালের আয়ত্ত। অতএব প্রযত্ন সহকারে বর্ষাকালের পরীক্ষা করিবে ॥ ১ ॥

দৈববিদবহিতচিত্তো দ্যুনিশং যো গর্ভলক্ষণে ভবতি।
তস্য মুনেরিব বাণী ন ভবতি মিথ্যাম্বুনির্দেশে ॥ ২ ॥

যে দৈবজ্ঞ দিবারাত্র অবহিত চিত্তে মেঘের গর্ভ লক্ষণ পর্য্যালোচনা করেন, মুনির ন্যায়, তাঁহার বাক্য কখন মিথ্যা হয় না। তিনি যে সময়ে জল হইবে, বলেন, ঠিক সেই সময়েই বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

কিং বাতঃ পরমন্যচ্ছাস্ত্রং জ্যায়োহস্তি যদ্বিদিত্বৈব।
প্রধ্বংসিন্যপি কালে ত্রিকালদর্শী কলৌ ভবতি ॥ ৩ ॥

এই শাস্ত্র অপেক্ষা কোন শাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ নহে। যেহেতু ইহা অবগত হইলে, অতি ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিও কলিযুগে ত্রিকালদর্শী হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

মার্গশীর্ষশুক্লপক্ষপ্রতিপৎপ্রভৃতিপক্ষাকরেষাঢ়াম্।
পূর্ব্বাং বা সমুপগতে গর্ভাণাং লক্ষণং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪ ॥

অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপত্তিথির পর যৎকালে চন্দ্রমা পূর্ব্বাষাঢ়াগত হন, সেই সময় মেঘের গর্ভলক্ষণ দেখিবে ॥ ৪ ॥

যন্নক্ষত্রমুপগতে গর্ভশ্চন্দ্রে ভবেৎ স চন্দ্রবশাৎ।
পঞ্চনবতে দিনশতে তত্রৈব প্রসবমায়াতি ॥ ৫ ॥

যে সময়ে চন্দ্রমা কোন নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন, যদি সেই সময়ে মেঘের গর্ভ হয়, তাহা হইলে সেই সময় হইতে ১৯৫ দিবস অতীত হইলে, পুনর্ব্বার চন্দ্রমা যৎকালে সেই নক্ষত্রে উপস্থিত হইবেন, তখন বারিবর্ষণ হইবে ॥ ৫ ॥

সিতপক্ষভবাঃ কৃষ্ণে শুক্লে কৃষ্ণা দ্যুসম্ভবা রাত্রৌ।
নক্তং প্রভবাশ্চাহনি সন্ধ্যাজাতাশ্চ সন্ধ্যায়াম্ ॥ ৬ ॥

যদি শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভ হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণপক্ষে জলবর্ষণ হইবে আর যদি কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হয়, তাহা হইলে শুক্লপক্ষে জলবর্ষণ হইবে। এইরূপ যদি দিবাতে গর্ভ হয়, তাহা হইলে নিশাকালে আর নিশাকালে গর্ভ হইলে দিবাতে বর্ষণ হইবে। যদি প্রভাতসময়ে মেঘের গর্ভ হয়, তাহা হইলে সন্ধ্যাকালে আর সন্ধ্যাসময়ে গর্ভ হইলে প্রভাতকালে বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মৃগশীর্ষাদ্যা গর্ভা মন্দফলাঃ পৌষশুক্লজাতাশ্চ।
পৌষস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেচ্ছ্রাবণস্য সিতম্ ॥ ৭ ॥

যদি অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভ হয়, তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণপক্ষে অল্পবৃষ্টি হইবে, আর যদি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হয়, তাহা হইলে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে অল্পবৃষ্টি হইবে যদি পৌষমাসের শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভ হয়, তাহা হইলে আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপক্ষে অতি সামান্য পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে, আর যদি পৌষের কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হয় তাহা হইলে শ্রাবণের শুক্লপক্ষে বৃষ্টি হইবে। ৭ ॥

মাঘসিতোত্থা গর্ভাঃ শ্রাবণকৃষ্ণে প্রসূতিমায়ান্তি।
মাঘস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেদ্ভাদ্রপদশুক্লম্ ॥ ৮ ॥

মাঘমাসের শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে, শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষে বৃষ্টি হইয়া থাকে। আর মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে, ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ফাল্গুনশুক্লসমুত্থা ভাদ্রপদস্যাসিতে বিনির্দ্দেশ্যাঃ।
তস্যৈব কৃষ্ণপক্ষোদ্ভবাস্তু যে তেশ্বযুক্ শুক্লে ॥ ৯ ॥

ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে গর্ভ হইলে, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে বৃষ্টি হইয়া থাকে। আর ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে, আশ্বিনের শুক্লপক্ষে বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

চৈত্রসিতপক্ষজাতাঃ কৃষ্ণেশ্বযুজস্য বারিদা গর্ভাঃ।
চৈত্রসিতসম্ভূতাঃ কার্ত্তিকশুক্লেঽভিবর্ষন্তি ॥ ১০ ॥

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে বারিবর্ষণ হইবে; আর চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে, কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোদ্ভূতাঃ পশ্চাদপরোত্থাঃ প্রাগ্ ভবন্তি জীমূতাঃ।
শেষাস্বপি দিক্ষ্বেবং বিপর্য্যয়ো ভবতি বায়োশ্চ ॥ ১১ ॥

যদি পূর্ব্বদিকে মেঘের গর্ভ হয়, তাহা হইলে পশ্চিমদিকে বৃষ্টি হইয়া থাকে এবং যদি পশ্চিমদিকে মেঘের গর্ভ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিকে বৃষ্টি হইবে। অন্যান্য দিক সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ জানিবে অর্থাৎ উত্তরদিকে গর্ভ হইলে দক্ষিণদিকে বর্ষণ হইবে এবং দক্ষিণদিকে গর্ভ হইলে উত্তর

দিকে বৃষ্টি হইবে। যদি ঈশানকোণে গর্ভ হয়, তাহা হইলে বায়ুকোণে বৃষ্টি হয় এবং বায়ুকোণে গর্ভ হইলে, ঈশানকোণে বৃষ্টি হইবে। ঐরূপ অগ্নিকোণে গর্ভ হইলে, নৈঋতকোণে বর্ষণ হয় এবং নৈঋতকোণে গর্ভ হইলে অগ্নিকোণে বারিবর্ষণ হইয়া থাকে. বায়ুর গতিও ঐরূপ জানিবে অর্থাৎ মেঘের গর্ভকালীন বায়ু যেদিকে বহিতে দেখা যায়, বৃষ্টির সময় ঠিক তাহার বিপরীত দিকে বহিয়া থাকে॥ ১১॥

হ্লাদিমৃদ্বদিক্ছ্বশক্রদিগ্ভবোমারুতো বিয়দ্বিমলম্।
স্নিগ্ধসিতবহুলপরিবেষপরিবৃতো হিমগুমযূখার্কৌ॥ ১২॥

যৎকালে বায়ু আনন্দজনক বোধ হয়, মৃদুমন্দ গতিতে উত্তর ঈশান অথবা পূর্ব্বদিক হইতে বহিতে থাকে, আকাশ পরিষ্কার এবং চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল স্নিগ্ধ ও শুভ্রবর্ণ দেখা যায়, সেই সময়ে মেঘের গর্ভ হইলে সেই গর্ভ সর্ব্বপুষ্টিপ্রদ জানিবে॥ ১২॥

পৃথুবহুলস্নিগ্ধঘনং ঘনসূচীক্ষুরকলোহিতাভ্রযুতম্।
কাকাণ্ডমেচকাভং বিয়দ্বিশুদ্ধেন্দুনক্ষত্রম্॥ ১৩॥

যৎকালে মেঘ চারিদিকে বিস্তীর্ণ বহুলস্নিগ্ধ ও সূচি বা ক্ষুরের আকৃতি বিশিষ্ট লোহিতবর্ণ এবং গগনতলে কাকডিম্ব কিম্বা ময়ূরের পুচ্ছের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দেখা যায় এবং চন্দ্রমণ্ডল ও নক্ষত্র সকল পরিষ্কৃত থাকে; তৎকালে মেঘের গর্ভ হইলে তাহা সকলেরই পক্ষেই পুষ্টিকর॥ ১৩॥

সুরচাপমন্দ্রগর্জ্জিতবিদ্যুৎ প্রতিসূর্য্যকা শুভাসন্ধ্যা।
শশিশিবশক্রাশাস্থাঃ শান্তরবাঃ পক্ষিমৃগসঙ্ঘাঃ॥ ১৪॥

যদি সন্ধ্যাসময়ে ইন্দ্রধনু, মন্দ মন্দ বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎপতন, দেখা যায়, কুরঙ্গ ও বিহঙ্গ সকল উত্তর, ঈশান অথবা পূর্ব্বদিকে অবস্থানপূর্ব্বক সুস্বরে শব্দ করে, সেই শুভ সন্ধ্যাকালে মেঘের গর্ভ হইলে সেই গর্ভ সকলের পক্ষে পুষ্টিকর হইয়া থাকে॥ ১৪॥

বিপুলাঃ প্রদক্ষিণচরাঃ স্নিগ্ধময়ূখা গ্রহা নিরুপসর্গাঃ।
তরবশ্চ নিরুপসৃষ্টাঙ্কুরা নরচতুষ্পদা হৃষ্টাঃ।
গর্ভাণাং পুষ্টিকরাঃ সর্ব্বেষামেব যোঽত্রতুবিশেষঃ।
ঋতুস্বভাবজনিতো গর্ভবিবৃদ্ধৌ তমভিধাস্যে॥ ১৫॥

যখন গ্রহ সকল বিপুল দক্ষিণাবর্ত্ত, স্নিগ্ধকিরণশালী ও উপসর্গবিহীন হয়, যখন বীজবপন না করিলেও বৃক্ষের অঙ্কুর জন্মে, যৎকালে মানবগণ ও পশু সকল প্রীতচিত্ত থাকে, যদি তৎকালে মেঘের গর্ভ হয় তাহা হইলে সেই গর্ভ সকলের পক্ষেই পুষ্টিপ্রদ। অধুনা গর্ভ বিষয়ের বিশেষ কথা কথিত হইতেছে॥ ১৫॥

পৌষে মার্গশীর্ষে সন্ধ্যারাগোঽম্বুদাঃ সপরিবেষাঃ।
নাত্যর্থং মৃগশীর্ষে শীতং পৌষেঽতিহিমপাতঃ॥ ১৬॥

যদি অগ্রহায়ণমাসে অথবা পৌষমাসে প্রভাতকালে কিম্বা সায়ংসময়ে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হয়, মেঘ মণ্ডলাকৃতি ধারণ করে, অগ্রহায়ণ মাসে অত্যধিক শীতবোধ এবং পৌষমাসে অধিক হিমপতন হয়, তাহা হইলে তৎকালীন মেঘের গর্ভ কল্যাণপ্রদ জানিবে॥ ১৬॥

মাঘে প্রবলো বায়ুস্তুষারকলুষদ্যুতী রবিশশাঙ্কৌ।
অতিশীতং সঘনস্য চ ভানোরস্তোদয়ৌ ধন্যৌ॥ ১৭॥

যদি মাঘমাসে প্রচণ্ড বাতাস প্রবহমান হয়, চন্দ্র ও সূর্য্যের তেজ হিমপাতবশতঃ ম্লান হইয়া যায়, দিনমণি উদিত অথবা অস্তগত হইবার সময়ে মেঘজালে আবৃত থাকে তাহা হইলে তৎকালীন মেঘের গর্ভ কল্যাণপ্রদ জানিবে॥ ১৭॥

ফাল্গুনমাসে রূক্ষশ্চণ্ডঃ পবনোঽভ্রসংপ্লবাঃ স্নিগ্ধাঃ।
পরিবেষাশ্চাসকলাঃ কপিলস্তাম্রো রবিশ্চ শুভঃ॥ ১৮॥

যদি ফাল্গুনমাসে প্রবল ও রুক্ষবায়ু বহিতে থাকে, স্নিগ্ধ মেঘমণ্ডল গগনমণ্ডলে বেষ্টিত হয়, খণ্ডিত মেঘ দেখা যায়, আর দিনমণি সুদৃশ্য, কপিল বা লোহিত বর্ণ হয়, তাহা হইলে তৎকালীন মেঘের গর্ভ হিতকর হইয়া থাকে। ১৮॥

পবনঘনবৃষ্টিযুক্তাশ্চৈত্রে গর্ভাঃ শুভাঃ সপরিবেষাঃ।
ঘনপবনসলিলবিদ্যুৎস্তনিতৈশ্চ হিতায় বৈশাখে॥১৯॥

যদি চৈত্রমাসে মেঘের গর্ভ হয়, আর সেই সময়ে বায়ু প্রবলবেগে বহিতে থাকে, বৃষ্টি হয়, মেঘমণ্ডল দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই গর্ভ হিতকর। যদি বৈশাখমাসে গর্ভ হয়, আর সেই সময়ে মেঘ, বিদ্যুৎ, বর্ষণ, গর্জ্জন ইত্যাদি দেখা যায়, তাহা হইলেও শুভ জানিবে॥ ১৯॥

মুক্তারজতনিকাশাস্তমালনীলোৎপলাঞ্জনাভাসঃ।
জলচরসত্ত্বাকারা গর্ভেষু ঘনাঃ প্রভূতজলাঃ॥ ২০॥

যদি মেঘের বর্ণ মুক্তা, রজত, তমালগাছ, নীলোৎপল অথবা কজ্জলের ন্যায় হয় আর উহার আকার জলচরের ন্যায় দেখা যায় তাহা হইলে সেই মেঘ হইতে ভূরি পরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। ২০॥

তীব্রদিবাকরকিরণাভিতাপিতা মন্দমারুতা জলদাঃ।
রুষিতা ইব ধারাভির্বিসৃজন্ত্যম্ভঃ প্রসবকালে॥ ২১॥

যে মেঘ উদয় হইলে প্রখর সূর্য্যকিরণ ম্রিয়মাণ থাকে এবং মৃদু মৃদু বায়ু প্রবহমান হয়, আর যে মেঘ দেখিলে বোধ হয়, যে তাহা হইতে বারিধারা নিপাতিত হইতেছে সেই মেঘ প্রচুর জলবর্ষণ করে। ২১॥

গর্ভোপঘাতলিঙ্গান্যুল্কাশনিপাংশুপাতদিগ্‌দাহঃ।
ক্ষিতিকম্পখপুরকীলককেতুগ্রহযুদ্ধনির্ঘাতাঃ॥
রুধিরাদিবৃষ্টিবৈকৃতপরিঘেন্দ্রধনূংষি দর্শনং রাহোঃ।
ইত্যুৎপাতৈরেভিস্ত্রিবিধৈশ্চান্যৈর্হতো গর্ভঃ॥ ২২॥

যখন মেঘের গর্ভ হয় যদি তৎকালে উল্কা, বজ্রপতন, ধূলিবর্ষণ, দিগ্‌দাহ, ভূকম্প, গগনতলে নগর অথবা কীলকবৎ চিহ্ন প্রকাশ, ধূমকেতুর আবির্ভাব, গ্রহযুদ্ধ, রক্তবৃষ্টি, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহাদির পরিধির বিস্তীর্ণতা ইন্দ্রধনু গ্রহণ ইত্যাদি উৎপাত দেখা যায়, তাহা হইলে সেই মেঘে বর্ষণ হইবে না॥ ২২॥

ঋতুস্বভাবজনিতৈঃ সামান্যৈর্যৈশ্চলক্ষণৈর্বৃদ্ধিঃ।
গর্ভাণাং বিপরীতৈস্তৈরেব বিপর্য্যয়ো ভবতি॥ ২৩॥

ইতিপূর্ব্বে ষড়ঋতুতে মেঘের যে সমস্ত লক্ষণ বলা গেল, তাহার বিপরীত হইলে অনাবৃষ্টি হইবে অথবা সামান্য মাত্র বৃষ্টি হইবে॥ ২৩॥

ভাদ্রপদাদ্বয়বিশ্বাম্বুদেবপৈতামহেষ্বথর্ক্ষেষু।
সর্ব্বেষ্বৃতুষু বিবৃদ্ধো গর্ভো বহুতোয়দো ভবতি॥ ২৪॥

পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, পূর্ব্বাষাঢ়া, রোহিণী এই সমস্ত নক্ষত্রে চন্দ্রমার অবস্থানসময়ে যদি মেঘের গর্ভ হয়, তাহা হইলে ভূরি পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ২৪॥

শতভিষাগাশ্লেষার্দ্রাস্বাতিমঘাসংযুতঃ শুভো গর্ভঃ।
পুষ্যাতি বহূন্ দিবসান্ হন্ত্যুৎপাতৈর্হতস্ত্রিবিধৈঃ॥ ২৫॥

শতভিষা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, স্বাতি, মঘা এই সমস্ত নক্ষত্রে চন্দ্রমার অবস্থানকালে মেঘের গর্ভ হইলে এবং কোনরূপ উৎপাত দৃষ্ট হইলে বহুদিনব্যাপী বর্ষা হইয়া থাকে॥ ২৫॥

মৃগমাসাদিষষ্টৌষ্টষোড়শবিংশতিশ্চতুর্যুক্তা।
বিংশতিরথদিবসত্রয়মেকতমর্ক্ষেণ পঞ্চভ্যঃ ॥ ২৬ ॥

অগ্রহায়ণ, পৌষ; মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ এই কয়েক মাসের মধ্যে যে কোন মাসে হউক, যদি চন্দ্র শতভিষানক্ষত্রে থাকে, আর সেই সময় মেঘের গর্ভ হয়, তাহা হইলে অষ্টদিনব্যাপী জলবর্ষণ হইবে। ঐরূপ যখন চন্দ্র অশ্লেষানক্ষত্রে অবস্থিতি করিবে, যদি তখন গর্ভ হয়, তাহা হইলে ছয়দিন, যখন চন্দ্র আর্দ্রায় অবস্থান করিবে, যদি তখন গর্ভ হয়, তাহা হইলে ষোলদিন, যখন চন্দ্র স্বাতিনক্ষত্রে অবস্থান করে তখন গর্ভ হইলে চব্বিশদিন, আর যখন চন্দ্র মঘানক্ষত্রে অবস্থান করিবে; তখন মেঘের গর্ভ হইলে ত্রয়োবিংশ দিন ব্যাপী বৃষ্টি হইবে।। ২৬ ।।

ক্রূরগ্রহসংযুক্তে করকাশনিমৎস্যবর্ষদা গর্ভাঃ।
শশিনি রবৌ বা শুভসংযুতেক্ষিতে ভূরিবৃষ্টিকরঃ ॥ ২৭ ॥

যৎকালে সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র ক্রূর গ্রহের সহিত মিলিত হন, যদি তখন মেঘের গর্ভ হয়, তাহা হইলে বজ্রাঘাত, শিলাবৃষ্টি ও মৎস্যবৃষ্টি হইবে। সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টিকালে মেঘের গর্ভ হইলে প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। ২৭ ॥

গর্ভসময়েঽতিবৃষ্টির্গর্ভাভাবায় নির্নিমিত্তকৃতা।
দ্রোণাষ্টাংশেঽভ্যধিকে বৃষ্টে গর্ভঃ স্রুতো ভবতি ॥ ২৮ ॥

যখন মেঘের গর্ভ হয়, তখন অতি বৃষ্টি হইলে তাহা নিষ্ফল এবং যথা কালে আর বর্ষণ হইবে না জানিবে। যদি গর্ভকালে এক দ্রোণ পরিমাণের আটভাগের এক ভাগ জল হয়, তাহা হইলে গর্ভ মিথ্যা জানিবে ॥ ২৮ ॥

গুর্ব্বঃ পুষ্টঃ প্রসবে গ্রহোপঘাতাদিভির্যদি ন বৃষ্টঃ।
আত্মীয়গর্ভসময়ে করকামিশ্রং দদাত্যম্ভঃ॥ ২৯॥

যৎকালে মেঘের গর্ভ হয় তখন যদি গ্রহোপঘাত হয়, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্টকালে বৃষ্টি হইবে না এবং পুনরায় যখন গর্ভ হইবে, যদি তৎকালেও ঐ প্রকার গ্রহোপঘাত ঘটে, তাহা হইলে শিলাবৃষ্টি হইবে।॥২৯॥

কাঠিন্যং যাতি যথা চিরকালধৃতং পয়ঃ পয়স্বিন্যাঃ।
কালাতীতং তদ্বৎ সলিলং কাঠিন্যমুপযাতি॥ ৩০॥

যদি দুগ্ধবতী ধেনুকে দোহন করা না যায়, তাহা হইলে তাহার দুগ্ধ যেমন কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অনেকদিন বৃষ্টি না হইলে মেঘগর্ভস্থিত সলিলরাশিও কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া শিলারূপে পরিণত হইয়া থাকে॥৩০॥

পঞ্চনিমিত্তৈঃ শতযোজনং তদর্দ্ধার্দ্ধমেকহান্যাতঃ।
বর্ষাতপঞ্চসমস্তাদ্রূপেনৈব যো গর্ভঃ॥ ৩১॥

যখন মেঘের গর্ভ হয়, তখন বায়ু বৃষ্টি বিদ্যুৎ, বজ্র ও মেঘের আকৃতি এই পাঁচ প্রকার নিমিত্ত দেখা যাইলে, শতযোজনস্থানব্যাপী বৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি চারিটি উৎপাত দেখা যায়, তাহা হইলে পঞ্চাশযোজনব্যাপী আর দুইটি ন্যূন হইলে পঁচিশযোজনব্যাপী বর্ষণ হইবে। এইরূপ উৎপাতের ন্যূনতানুসারে বর্ষণেরও ন্যূনতা ঘটিয়া থাকে॥ ৩১॥

দ্রোণঃ পঞ্চনিমিত্তে গর্ভে ত্রীণ্যাঢ়কানি পবনেন।
ষড়্বিদ্যুতা নবাভ্রৈঃ স্তনিতেন দ্বাদশ প্রসবে॥ ৩২॥

যে পাঁচটি নিমিত্তের উল্লেখ হইল, উহা দ্বারা মেঘের গর্ভ হইলে দ্রোণ পরিমাণ বর্ষণ হয়, যদি পবন দ্বারা তাহার গর্ভ হয়, তাহা হইলে আঢ়ক ত্রয়, বিদ্যুৎ দ্বারা হইলে আঢ়কষট্ক মেঘ দ্বারা হইলে নয় আঢ়ক এবং গর্জ্জন দ্বারা হইলে দ্বাদশ আঢ়ক পরিমাণ জল হইয়া থাকে॥ ৩২॥

পবনসলিলবিদ্যুদ্গর্জ্জিতাভ্রান্বিতোযঃ
স ভবতিবহুতোয়ঃ পঞ্চরূপাভ্যুপেতঃ।
বিসৃজতি যদি তোয়ং গর্ভকালেঽতিভূরি
প্রসবসময়মিত্বা শীকরাম্ভঃ করোতি॥ ৩৩॥

বায়ু, জল, বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি ও মেঘ এই পঞ্চ দ্বারা মেঘের গর্ভ হইলে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন মেঘের গর্ভ হয়, যদি তখন ভূরি পরিমাণে জলবর্ষণ হয়, তবে যথা সময়ে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

ইতি মেঘগর্ভ প্রকরণ সমাপ্তম্।

ঊনচত্বারিংশ পীঠম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ত্রিকালজ্ঞানবোধার্থং পঞ্চপক্ষী প্রদর্শ্যতে।
অনেনৈব তু সারেণ লোকৈঃ কালত্রয়ং প্রতি॥
ফলাফলানি দৃশ্যন্তে সর্ব্বকার্য্যেষু নিশ্চিতম্॥ ১॥

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় পরিজ্ঞানার্থ পঞ্চপক্ষী বর্ণিত হইতেছে। ইহা দ্বারা লোকে ত্রিকালদর্শী ও সর্ব্বকালের ফলাফল নিশ্চয়ই অবগত হইবে॥ ১॥

আগতং প্রশ্নকং দৃষ্ট্বা দৈবজ্ঞঃ সাবধানতঃ।
করোতি যদ্যৎ কর্ম্মাণি তস্মাৎ সর্ব্বং বিচিন্তয়েৎ॥ ২॥

প্রশ্নকর্ত্তা আগমন করিয়া, যে যে কার্য্য করিবে, দৈবজ্ঞ সাবধানে তৎসমস্ত চিন্তা করিয়া, তাহা হইতে মনোগত নির্ণয় করিবে॥ ২॥

ঊর্দ্ধাবলোকনে জীবস্ত্বধোদৃষ্টে তু মূলকম্।
সমদৃষ্টৌ ভবেদ্ধাতুরেতাশ্চিন্তা প্রভেদতঃ॥ ৩॥

প্রশ্নকর্ত্তা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলে, জীবচিন্তা, অধোদৃষ্টি করিলে মূলচিন্তা ও সমদৃষ্টি করিলে ধাতুচিন্তা করিতেছে, বুঝিতে হইবে॥ ৩॥

ললাটে পুত্রচিন্তা স্যাৎ কামচিন্তা চ কণ্ঠকে।
বাহুভ্যাং বস্তুচিন্তা চ ব্যাধিচিন্তা তথোদরে ॥
কটৌ বিচ্ছেদচিন্তা চ শত্রুচিন্তা চ গুহকে।
দুঃখচিন্তা ভবেৎ পাদে এতচ্চিন্তা প্রভেদিকা ॥
অক্ষরং পক্ষিভুক্তঞ্চ দিগ্দৈবজ্ঞদিনানি চ।
কালোবর্ণং বলং মিত্রং ধাতুমূলাদিকং ক্রমাৎ ॥ ৪ ॥

ললাটে হস্ত প্রদান করিলে, পুত্রচিন্তা, কণ্ঠে কামচিন্তা; বাহুযুগলে বস্তুচিন্তা, উদরে ব্যাধিচিন্তা, কটিতে বিচ্ছেদচিন্তা, গুহ্যে শত্রুচিন্তা ও পদদ্বয়ে হস্ত প্রদান করিলে, দুঃখচিন্তা জানিবে।

অথবা, অক্ষর, ভুক্তি, দিক্, দৈবজ্ঞকাল, বর্ণ, বল, মিত্র; ধাতু ও মূল-প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া, যেরূপে গণনা করিতে হয়, যথাক্রমে বলিতেছি।

বাক্য শ্রবণ বা নামের স্বরগ্রহণ করিয়া, স্বরের দ্বারা বার, বার দ্বারা পক্ষী দ্বারা বাক্য এবং বাক্য দ্বারা ফল পাওয়া যাইবে ॥ ৪ ॥

অকারাদি ওকারান্তাঃ স্বরাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ভুক্ত্যর্থং কল্পয়েদ্রূপং স্বরান্তে পক্ষিরূপিণঃ ॥ ৫ ॥

অকার হইতে ওকার পাঁচটী স্বর পরিকল্পিত হইয়াছে। এই পাঁচ স্বরকে পাঁচটী পক্ষীরূপে কল্পনা করিবে ॥ ৫ ॥

অকারঃ শ্যেন আখ্যাত ইকারঃ পিঙ্গলস্তথা।
উকারো বায়সশ্চৈব একারস্তাম্রশেখরঃ ॥ ৬ ॥

অ ও আ শ্যেনপক্ষী, ই ও ঈ পিঙ্গল, উ ও ঊ কাক, এ ও ঐ কুক্কুট, ও ও ঔ ময়ূর। আর; ঋ ৠ ঌ ৡ এই কয়েকটী স্বর ও তদাদিযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ, পিঙ্গল নামে পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অকারঃ পূর্ব্বদিগ্ভাগে ইকারশ্চৈব দক্ষিণে।
উকারঃ পশ্চিমে জ্ঞেয় একারশ্চোত্তরে স্মৃতাঃ।
শেষঃ স্থানেষু সর্ব্বেষু ওকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭॥

অ ও আকার বা শ্যেন পূর্ব্বদিকের, ই ও ঈ বা পিঙ্গল দক্ষিণদিকে। উ ও ঊ বা কাক পশ্চিমদিকের, এ ও ঐ বা কুক্কুট উত্তরদিকের এবং ও ঔ বা ময়ূর অবশিষ্টদিক সকলের অধিপতি। ৭॥

অকারে কছতা বর্ণা খবস্তাশ্চ ভবন্তি হি।
খজচা নমশা বর্ণা ইকারে পরিকীর্ত্তিতাঃ। ৮॥

ক ছ ড খবস্ত ইহারা অ ও আকারের সমান, খ জ চ নমশ ই ও ঈকারের সমান। ৮॥

গঞ্চাতাঃ পজষা বর্ণা উস্বরেস্যুর্যথাক্রমম্।
ঘটথাঃ ফরসা এতে বর্ণা এস্বরমাত্রকাঃ।
চ ঠ দা বলহা বর্ণা ওস্বরেবৈ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৯।

গঞত পজষ ইহারা উ ও ঊকারের সমান, ঘটথ ফরস ইহারা এ ও ঐকারের এবং চ ঠ দ বলহ ইহারা ওকারের সমান॥ ৯॥

প্রথমে রবিভৌমৌ চ দ্বিতীয়ে চন্দ্রচন্দ্রজৌ।
পঞ্চমে মন্দবারশ্চ পক্ষিণং ক্রমশো লিখেৎ।
তৃতীয়ে জীববারশ্চ চতুর্থে ভৃগুবাসরৌ॥১০॥

অ ও আকারে রবি ও মঙ্গল, ই ও ঈকারে চন্দ্র ও বুধ, উ ঊকারে বৃহস্পতি, এ ঐ কারে শুক্র এবং ও ঔকারে শনিবার বুঝিতে হইবে॥ ১০॥

নন্দাভদ্রাজয়ারিক্তা পূর্ণা চ তিথয়ঃ ক্রমাৎ।
অকারে মেষসিংহাদিঃ ইকন্যাযুগ্মকর্কটাঃ ॥
উকারশ্চাপমীনৌ চ একারশ্চ তুলাবৃষৌ।
ওকারে মৃগকুম্ভৌ চ রাশীশাস্তগ্রহেশ্বরান্ ॥ ১১ ॥

অ আ মেষ সিংহ ও বিছা, ই ঈ কন্যা মিথুন কর্কট, উ ঊ ধনু মীন, এ ঐ তুলা ও বৃষ, এবং ও ঔ মকর ও কুম্ভ ॥ ১১ ॥

স্বরাধঃ স্থাপয়েৎ খেটান্ রাশের্যো যস্য নায়কঃ।
অকারে সপ্তঋক্ষাণি রেবত্যাদিক্রমেণ চ।
পঞ্চ পঞ্চ ইকারাদাবেবমৃক্ষং স্বরোদরে ॥ ১২ ॥

এইরূপে পঞ্চস্বরের নিম্নে পঞ্চ পক্ষী স্থাপন করিয়া, উহাদের নীচে যথাক্রমে রাশিগণের অধিনায়ক স্থাপন করিবে, অআ রেবতী অশ্বিনী-ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী মৃগশিরা ও আর্দ্রা, ই ঈ পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা মঘা ও পূর্ব্বফাল্গুনি, উ ঊ উত্তরফাল্গুনি হস্তা চিত্রা স্বাতি ও বিশাখা, এ ঐ অনুরাধা জ্যেষ্ঠা মূলা পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া, ও ঔ শ্রবণা ধনিষ্ঠা শত-ভিষা পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ ॥ ১২ ॥

প্রথমে অশ্বিনীপূর্ব্বং পঞ্চনক্ষত্রমুচ্যতে।
ততঃ ক্রমাৎ দ্বিষট্ ষট্ চ পরস্মিন্ পঞ্চতারকাঃ ॥ ১৩ ॥

অআ অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা রোহিণী মৃগশিরা, ইঈ আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু পুষ্যা অশ্লেষা পূর্ব্বফাল্গুনি, উঊ উত্তরফাল্গুনি; হস্তা চিত্রা স্বাতি বিশাখা অনুরাধা, এঐ জ্যেষ্ঠামূলা পূর্ব্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা, এবং ওঔ ধনিষ্ঠা; শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী ॥ ১৩ ॥

স্বরাণাঞ্চ ক্রমেণৈব দেবতা পরিকথ্যতে।
ঈশ্বরঃ পবনশ্চৈব ইন্দ্রাকাশং সদাশিবঃ ॥ ১৪ ॥

অ ও আকারের দেবতা ঈশ্বর, ইঈর পবন, উঊর ইন্দ্র, এঐর আকাশ এবং ওঔর সদাশিব ॥ ১৪ ॥

প্রাচ্যাং পৃথ্বী গুরুশ্চৈব যাম্যাং শুক্রো জলং তথা।
পশ্চিমে মঙ্গলশ্চাগ্নির্বুধো বায়ুস্তথোত্তরে ॥
সূর্য্যপুত্রস্তথাকাশে জ্ঞেয়ং বিশেষতঃ ক্রমাৎ।
ক্ষিতৌ ব্রহ্মা জলে বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো হুতাশনে।
ঈশ্বরঃ পবনেচৈব তথাকালে সদাশিবঃ ॥ ১৫ ॥

অআ পৃথ্বীতত্ত্ব, দেবতা, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি গ্রহই, ইঈ জলতত্ত্ব, দেবতা বিষ্ণু ও শুক্রগ্রহ, উঊ অগ্নিতত্ত্ব দেবতারুদ্র ও মঙ্গলগ্রহ, এঐ বায়ুতত্ত্ব দেবতা ঈশ্বর ও বুধগ্রহ, ওঔ আকাশতত্ত্ব, দেবতা সদাশিব ও শনিগ্রহ ॥ ১৫ ॥

ভূতো ময়ূরকুজৌ চ কুক্কুটো বর্ত্তমানকঃ।
বলিভুক্‌শ্যেনকৌ খ্যাতৌ ভবিষ্যন্তৌ সুনিশ্চিতম্ ॥ ১৬ ॥

অআ ইঈ অতীতকাল, এঐ বর্ত্তমান এবং ওঔ উঊ ভবিষ্যৎ-কাল ॥ ১৬ ॥

ভুক্তৌ চ মাসং গমনে চ পক্ষং
রাজ্যে দিনং স্বপ্নগতেয়নঞ্চ।
মৃতে চ বর্ষং প্রবদন্তি সংখ্যাং
কালঃ প্রমাণং মুনয়ঃ প্রবুদ্ধা ॥ ১৭ ॥

পক্ষিগণের ভুক্তাবস্থায় একমাসে; গমনে একপক্ষে; রাজ্যাবস্থায় এক-দিনে; স্বপ্নাবস্থায় ছয়মাসে এবং মরণাবস্থায় প্রকরণ জিজ্ঞাসা হইলে একবৎসরে ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

শ্যেনো মূলা ভবেৎ কুঞ্জো জীবো ধাতুশ্চ বায়সঃ।
কুক্কুটো মূলজীবৌ চ মূলধাতু শিখণ্ড্যপি ॥ ১৮ ॥

অআ মূল, ইঈ জীব; উঊ ধাতু, এঐ মূলজীব, ওঔ মূল ও ধাতুর স্বরূপ ॥ ১৮ ॥

শ্যেনকুঞ্জৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠৌ মহীপালস্তু বায়সঃ।
তাম্রচূড়ো বণিক শূদ্রো নীলকণ্ঠস্তথান্ত্যজঃ ॥ ১৯ ॥

অআ ইঈ ব্রাহ্মণ, উঊ ক্ষত্রিয়, এঐ বৈশ্য ও শূদ্র, এবং ওঔ চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি ॥ ১৯ ॥

শ্যেনঃ পুমান্ বধূঃ কুঞ্জো বায়সঃ পুরুষস্তথা।
কুক্কুটঃ স্ত্রী পুমাংশ্চৈব শিখণ্ডী চ নপুংসকঃ ॥ ২০ ॥

অআ পুরুষ, ইঈ স্ত্রী, উঊ পুরুষ এঐ স্ত্রী, ওঔ ক্লীব ॥ ২০ ॥

চতুষ্পাৎ পিঙ্গলো জ্ঞেয়ো দ্বিপাদৌ শ্যেনবায়সৌ।
তাম্রচূড়ো নখী শৃঙ্গী শিখণ্ডী পক্ষী জীবকঃ ॥ ২১ ॥

অআ উঊ দ্বিপদ, ইঈ চতুষ্পদ, এঐ নক্ষীণ ও শৃঙ্গী, ওঔ পক্ষী ॥ ২১ ॥

শ্যেনো হিরণ্যবর্ণশ্চ পিঙ্গলঃ শুক্লবর্ণকঃ।
কাকো রক্তঃ সিতশ্চিত্রঃ কুক্কুটঃ শ্যামলঃ শিখী ॥ ২২ ॥

অআ স্বর্ণবর্ণ, ইঈ শুক্লবর্ণ, এঐ শ্বেতবর্ণ, উঊ রক্তবর্ণ, ওঔ শ্যামবর্ণ ॥ ২২ ॥

[illegible] তু সর্ব্বেভ্যস্তস্মাৎ শ্যেনো হি দুর্ব্বলঃ।
সর্ব্বেভ্যো দুর্ব্বলঃ পক্ষী নীলকণ্ঠো ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

কাক সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, শ্যেন তাহা অপেক্ষা দুর্ব্বল, শ্যেন অপেক্ষা কুক্কুট, কুক্কুট অপেক্ষা ময়ূর দুর্ব্বল ॥ ২৩ ॥

মিত্রৌ ময়ূরশ্যেনৌ চ ময়ূরস্য চ পিঙ্গলঃ।
তাম্রচূড়স্য শুদৌ ময়ূরপিঙ্গলো তথা॥
বায়সস্যাপি মিত্রং স্যাৎ শিখী ভবতি সর্ব্বদা।
শুদৌ পিঙ্গলশ্যেনৌ ময়ূরারুণশেখরৌ॥ ২৪॥

শ্যেনের মিত্র ময়ূর, ময়ূরের পেচক, কুকুটের ময়ূর ও পেচক, কাকের ময়ূর এবং পেচকের ময়ূর ও কুকুট মিত্র॥ ২৪॥

কাককুক্কুটৌ শ্যেনস্য পিঙ্গলস্য চ বিদ্বিষৌ।
ময়ূরস্য রিপুর্নিত্যং সর্ব্বদা শ্যেনবায়সৌ॥
ভবতঃ শ্যেনকাকৌ চ তাম্রচূড়স্য বিদ্বিষৌ।
কাকস্য শত্রবো নিত্যং পিঙ্গলশ্যেনকুক্কুটাঃ॥ ২৫॥

কাক ও কুকুট শ্যেন ও পেচকের, শ্যেন ও কাক ময়ূরের ও কুকুটের এবং পেচক, শ্যেন ও কুকুট কাকের নিত্য শত্রু॥ ২৫॥

শ্যেনো মুখং কণ্ঠো বাহু কুজো বক্ষস্তু বায়সঃ।
কুক্কুটঃ পৃষ্ঠভাগঃ স্যাৎ শিখী পাদযুগং ক্রমাৎ॥ ২৬॥

শ্যেন মুখ, পেচক কণ্ঠ ও বাহু, কাক বক্ষ, কুকুট পূর্ব্বভাগ, এবং ময়ূর পদদ্বয়ের বাচক॥ ২৬॥

শুক্রে চন্দ্রে গুল্মবল্লী লতাকন্দৌ বুধে তথা।
পত্রং গুরৌ ফলং সূর্য্যে মূলঞ্চ রবিজে কুজে॥ ২৭॥

উদ্ভিদসংক্রান্ত প্রশ্ন করিলে, শুক্র সোমে গুল্ম বা লতা, বুধে লতা বা কন্দ, বৃহস্পতিবারে পত্র, রবিতে ফল এবং শনিবারে মূল জানিবে॥ ২৭॥

শুক্রে চন্দ্রে চ রজৌপ্যং বুধে স্বর্ণমুদাহৃতং।
গুরৌ রত্নযুতং হেম সূর্য্যে মৌক্তিকমুচ্যতে।
ভৌমে তাম্রশনৌ লোহ বারণমুদয়ঃ ক্রমাৎ। ২৮॥

শুক্র ও সোমে রৌপ্য, বুধে স্বর্ণ, গুরুবারে রত্নযুক্ত স্বর্ণ, রবিবারে মুক্তা, কুজে তাম্র এবং শনিবারে লৌহ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সঙ্কেতানুসারে প্রশ্নসময়ের গণনা দ্বারা যে বারের উদয় হইবে ধাতুসম্বন্ধ য় প্রশ্ন হইলে শুক্রাদি ক্রমে প্রাগুক্ত রূপ ধাতু হইবে॥ ২৮॥

রবৌ ভৌমে চ ভেরুণ্ডঃ ময়ূরবায়সৌ শনৌ।
পদাম্বুধঃ শিখী শুক্রে কাককুক্কুটো গুরৌতথা।
যুক্তকুক্কুটকোজ্জেন্দাঃ ক্রমোহয়ং শুক্লকৃষ্ণয়োঃ॥ ২৯॥

বারানুসারে পক্ষী নিরূপণ করিতে হইলে রবি ও মঙ্গলে শ্যেন, শুক্লপক্ষের শনিবারে ময়ূর এবং কৃষ্ণপক্ষের শনিবারে কাক, শুক্লপক্ষের শুক্রবারে ময়ূর ও কৃষ্ণপক্ষের শুক্রবারে কুক্কুট, শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবারে কাক; কৃষ্ণপক্ষের বৃহস্পতিবারে পেচক শুক্লপক্ষে সোম ও বুধবারে পেচক কৃষ্ণপক্ষের সোম ও বুধবারে কুক্কুট জানিবে; ইহার নাম দিন পক্ষী॥২৯॥

যস্য বারস্য যঃ পক্ষী ক্রমাদিং গণয়েদ্বুধঃ।
দিনপক্ষী কার্য্যরূপী প্রশ্নপক্ষী ফলপ্রদঃ॥ ৩০॥

যে বারের যে পক্ষী বুধগণ অগ্রে তাহাই গণনা করিবেন। দিন পক্ষী কার্য্যরূপী ও প্রশ্নপক্ষী ফলপ্রদ॥ ৩০॥

দিবসে শুক্লপক্ষে যঃ কৃষ্ণে রাত্রিষু সংক্রমঃ।
কৃষ্ণপক্ষে দিনে যস্য শুক্লে রাত্রিষু সংক্রমঃ॥
একান্তরোদয়ঃ কৃষ্ণে শুক্লপক্ষে ক্রমোদয়ঃ॥ ৩১॥

শুক্লপক্ষের দিবসে যে পক্ষী হইবে, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে সেই পক্ষী হইবে এবং কৃষ্ণপক্ষের যে দিবসে যোরে যে পক্ষীর সঞ্চার ঘটিবে, শুক্ল

পক্ষের সেই বারের রাত্রে সেই পক্ষী স্থির জানিবে। কৃষ্ণপক্ষের দিবাভে প্রাথে যে পক্ষীর উদয় হয় তাহার এক একটী পক্ষীর অন্তর এক একটী পক্ষীর উদয় হয়, তাহার পর পরবর্ত্তী পক্ষী সকল ক্রমশঃ উদিত হইয়া থাকে॥ ৩১॥

বালঃ কুমারস্তরুণো বৃদ্ধো মৃত্যুরিতি ক্রমাৎ।
ষট্‌ষট্‌ যড়েবং হি ফলমেষামুদাহৃতং॥ ৩২॥

পক্ষিগণ প্রতিদিন ছয় ছয় দণ্ড করিয়া বাল্য, কৌমার, তরুণ; বৃদ্ধ ও মৃত্যুদশা ভোগ করিয়া থাকে। ৩২॥

কিঞ্চিল্লাভকরো বালঃ কুমারস্ত্বর্দ্ধলাভদঃ।
তরুণে কার্য্যসম্পত্তির্বৃদ্ধে হানির্মৃতৌ মৃতিঃ॥ ৩৩॥

পক্ষিদিগের বাল্যাবস্থায় কিঞ্চিল্লাভ, কৌমারে অর্দ্ধেক, তরুণাবস্থায় সম্পূর্ণ, বার্দ্ধক্যে কার্য্যহানি এবং মৃত্যুদশায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে॥ ৩৩॥

শ্যেনে দৃশ্যধনং জ্ঞেয়ং পিঙ্গলে জলপঙ্কযুক্।
বায়সে তৃণসংযুক্তং কুক্কুটে ভস্মনাবৃতং॥ ৩৪॥

শ্যেনপক্ষী দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, অপহৃত অর্থ ভূতলে আছে, পেচকের দ্বারা জল ও পঙ্ক মধ্যে, বায়স দ্বারা তৃণমধ্যে, কুক্কুটের দ্বারা ভস্মমধ্যে আছে, জানিবে॥ ৩৪॥

শ্যেনঃ শিখী গৃহে পার্থঃ বন্ধুহানে সুনিশ্চিতং।
স্বগ্রামে শ্যেনকুক্কো চ বায়সে বন্ধুমাপ্নুয়াৎ॥
কুক্কুটঃ পরদেশে চ পরগ্রামে তথা শিখী॥

কুব্জশ্চেদ্দশহস্তে স্যাচ্চতুঃক্রোশে চ কুক্কুটঃ।
দ্বিক্রোশে চ তথা কাকঃ শ্যেনঃ ক্রোশে চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৫ ॥

শ্যেনও ময়ূর দ্বারা জানিতে পারিবে যে অপহৃত পদার্থ গৃহমধ্যে আছে, শ্যেন ও পেচক দ্বারা জানা যাইবে যে, সেই অথবা সেই গ্রামের মধ্যেই আছে, কাকের দ্বারা জানা যাইবে যে, তাহার কোন বন্ধুলোকের নিকটে আছে, কুক্কুট দ্বারা জানা যাইবে যে, তাহা দেশান্তরে নীত হইয়াছে এবং ময়ূর দ্বারা জানা যাইবে যে সেই পদার্থ গ্রামান্তরে চালিত হইয়াছে। পেচকের দ্বারা দশহস্ত দূরে, কুক্কুটের দ্বারা চারিক্রোশ দূরে অভীষ্ট পদার্থ আছে জানিবে, আর যে পক্ষী যে দিকের অধিপতি অব্যক্ত সেইদিকে পাওয়া যাইবে ॥ ৩৫॥

ভোজনং গমনং রাজ্যং নিদ্রা মরণমেবচ।
গণয়েৎ পঞ্চপক্ষ্যাদৌ ফলং ব্রুয়াদ্যথাতথা ॥ ৩৬ ॥

পঞ্চপক্ষীর ভোজন, গমন, রাজ্য, নিদ্রা ও মৃত্যু দেখিয়া যথাযথ ফল গণনা করিবে ॥ ৩৬ ॥

রাজ্যং সুভিক্ষমক্ষোভং নষ্টলাভং সদা জয়ং।
রোগমুক্তং মহালাভং পক্ষিণো ভুক্তিলক্ষণং ॥
অনায়াসেন দৃষ্টঃ স্যাদ্দূরে বৈন ধনসঞ্চয়ঃ।
স্থূলাভো রোগনাশশ্চ যাত্রা সিদ্ধিঃ রণে জয়ঃ ॥
দূরাদাগমনং ত্যাগঃ প্রয়াণে পক্ষিলক্ষণং।
রাজ্যলাভো জয়ঃ সৌখ্যমক্ষোভং রোগনাশনং ॥
সুভিক্ষং বহুবৃষ্টিশ্চ পক্ষিণো রাজ্যলক্ষণং।

যাত্রাহানিরনাবৃষ্টিঃ কার্য্যহানিরদর্শনং ॥
ব্যাধিশ্চ দীর্ঘরোগশ্চ পক্ষিণাঃ সুপ্তলক্ষণং ।
অপমৃত্যুভয়ঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যবিনাশনং ।
এতদেব ফলং ব্রূয়াৎ পক্ষিণো মৃতলক্ষণং ॥ ৩৭ ॥

পক্ষিদিগের ভোজনে রাজা সুভিক্ষ, অক্ষোভ, মহালাভ, জয়, রোগ মুক্তি ও মহালাভ, গমনে হৃত ধনের অনায়াসলাভ, ভূমিলাভ, রোগনাশ-যাত্রাসিদ্ধি, রণজয়, এবং দূর হইতে আগমন; রাজ্যাবস্থায় রাজ্যলাভ, জয়, শৌর্য্য অক্ষোভ, রোগনাশ, সুভিক্ষ এবং বহুবৃষ্টি, নিদ্রাবস্থায় যাত্রা-হানি, অনাবৃষ্টি, কার্য্যহানি, অদর্শন, ব্যাধি ও দীর্ঘকালব্যাপক রোগ এবং উহাদিগের মৃতাবস্থায় প্রশ্নকর্ত্তার অপমৃত্যু ভয় ও সর্ব্বকার্য্য বিনাশ সংঘটন হইয়া থাকে॥ ৩৭ ॥

শ্যেনে ভোক্তরি কুজঃ স্যাৎ পান্থঃ কাকো মহীপতিঃ ।
তাম্রচূড়স্তথা নিদ্রং নীলকণ্ঠো মৃতস্তথা ॥
কুজে ভোক্তরি যাত্রায়াং বায়সঃ কুক্কুটো নৃপঃ ।
নীলকণ্ঠঃ স্বপ্নগতঃ শ্যেনো মৃত্যুবশং গতঃ ॥
কাকে ভোক্তরি যাত্রায়াং তাম্রচূড়ঃ শিখী নৃপঃ ।
নিদ্রায়াং রতে শ্যেনঃ কুজঃ কালবশং গতঃ ॥
কুক্কুটে ভোক্তরি ... শিখী গমনমাপ্নুয়াৎ ।
শ্যেনো মহীপতিঃ কুজঃ স্বাপী কাকো মৃতিং গতঃ ॥
ময়ূরে ভোক্তরি শ্যেনঃ পান্থঃ কুজো মহীপতিঃ ।
স্বপ্নাবস্থাংগতঃ কাকস্তাম্রচূড়ো মৃতস্তথা ॥
শ্যেনে ভোক্তরি কাকস্তু পান্থো রাজা ভুজঙ্গভুক্‌ ।
স্বপ্নাবস্থাং গতঃ কুজঃ প্রবাসী তাম্রশেখরঃ ॥

কাকে ভোক্তরি কুজস্তু পান্থঃ স্যাৎ পিঙ্গলো নৃপঃ।
তাম্রচূড়স্তথা নিদ্রাং শ্যেনঃ কালবশং গতঃ॥
ময়ূরে ভোক্তরি কুজঃ পান্থো রাজা তু কুক্কুটঃ।
শ্যেনো নিদ্রাবশং যাতঃ কাকো মৃত্যুবশং গতঃ॥
কুজে ভোক্তরি কুক্কুটঃ পান্থঃ শ্যেনো মহীপতিঃ।
নিদ্রায়াং রমতে কাকঃ নীলকণ্ঠো মৃতস্তথা॥
কুক্কুটে ভোক্তরি শ্যেনঃ পান্থো রাজা তু বায়সঃ।
শিখী নিদ্রাবশং যাতঃ পিঙ্গলঃ কালমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৮॥

শুক্লপক্ষের দিবাভাগে এবং কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে পক্ষীগণের কার্য্য সকল ঘটিয়া থাকে, যথা—

শ্যেনের ভোজনকালে পেচকের গমন, কাকের রাজত্ব, কুক্কু নিএবং ময়ূরের মৃত্যু দশা।

পেচকের ভোজনকালে কাকের গমন, কুক্কুটের রাজত্ব, ময়ূরের নিদ্রা এবং শ্যেনের মৃত্যাবস্থা।

কাকের ভোজনকালে কুক্কুটের গমন, ময়ূরের রাজত্ব, শ্যেনের নিদ্রা এবং পেচকের মৃত্যু।

কুক্কুটের ভোজনকালে ময়ূরের গমন শ্যেনের রাজত্ব, পেচকের নিদ্রা এবং কাকের মৃত্যু এবং ময়ূরের। ভোজনকালে শ্যেনের গমন পেচকের রাজত্ব, কাকের নিদ্রা এবং কুক্কুটের মৃত্যু ঘটে।

এবং কৃষ্ণপক্ষের দিবসে কিম্বা শুক্লপক্ষের রাত্রে শ্যেন, কাক, ময়ূর, পেচক ও কুক্কুট এই ক্রমানুসারে পক্ষীগণের ভোজন, গমন, রাজ্য, নিদ্রা ও মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

ইত্যুক্তং পক্ষিণাং ভোগং লাভালাভং শুভাশুভং।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ ত্রিকালজ্ঞো ভবেন্নরঃ॥ ৩৯॥

পক্ষিদিগের ভোগ, লাভালোভ ও শুভাশুভ কথিত হইল, যাহা জানিলে মনুষ্যগণ ত্রিকালজ্ঞ হইবেক॥ ৩৯॥

যাবন্ন শ্রূয়তে পক্ষী শকুনানামনেকশঃ।
তাবদ্গর্জন্তি শাস্ত্রাণি শকুনঃ শঙ্করোদিতঃ॥ ৪০॥

শিবোক্ত এই সকল শাস্ত্র দ্বারা যে পর্য্যন্ত প্রশ্নকারীর মনোভাব বলিতে না পারা যায়, সেই পর্য্যন্ত পক্ষিগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে॥ ৪০॥

ইতি শিবোক্ত পঞ্চপক্ষী নামক একোনচত্বারিংশ পাঠ।

চত্বারিংশ পাঠম্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যস্য মীনসমা রেখা কর্ম্মসিদ্ধিশ্চ জায়তে।
ধনাঢ্যশ্চ স বিজ্ঞেয়ো বহুপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

যে পুরুষের করতলে প্রথমে এবং মধ্যে মীন অর্থাৎ মৎস্যাকার রেখা থাকে, সে ব্যক্তি এজগতে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হবেন, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে এবং তিনি ধনবান এবং পুত্রবান হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবেন ॥ ১ ॥

তুলাগ্রামং তথা বজ্রং করমধ্যে চ দৃশ্যতে।
তস্য বাণিজ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ পুরুষস্য ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তির হস্ত মধ্যে তুলা (অর্থাৎ তৌল করিবার দণ্ডবিশেষ) কিম্বা গ্রাম ও নগরের সদৃশ চতুষ্কোণ চিহ্ন অথবা বজ্রের ন্যায় চিহ্ন থাকে, সে এই সংসারে যেপ্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥

পদ্মচাপাদি খড়্গাঙ্ক অষ্টকোণাদি দৃশ্যতে।
স্ত্রিয়শ্চ পুরুষস্যাপি ধনবান্ স সুখী নরঃ ॥ ৩ ॥

যাহার হস্তে পদ্মের অথবা ধনুকের আকারের চিহ্ন অথবা খড়্গ ও অন্য কোন প্রকার অষ্টকোণ চিহ্ন থাকে, সে নিশ্চয়ই ধনবান ও সুখী হইবে। বিশেষতঃ পদ্মের চিহ্ন থাকিলে স্ত্রীলোক রাজমহিষী ও পুরুষ রাজা হয়, আর ধনুকের চিহ্ন থাকিলে মহাবীর হয়, আর খড়্গের চিহ্ন থাকিলে, মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধা হয়, আর অষ্টকোণের চিহ্ন থাকিলে ভূমিপাল অর্থাৎ জমিদার অথবা গ্রামপতি হইয়া সুখী হয় ॥ ৩ ॥

চক্রশঙ্খধ্বজাকারমেষাকারশ্চ দৃশ্যতে।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রদানেন বুদ্ধিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥ ৪ ॥

যাহার করতলে শঙ্খ, চক্র, ধ্বজ ও মেষাকার চিহ্ন দেখা যায়, সেই ব্যক্তি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী ও বুদ্ধিমান্ হইবে ॥ ৪ ॥

ত্রিশূলং করমধ্যে তু তেন রাজা প্রবর্ত্ততে।
যজ্ঞে ধর্ম্মে চ দানে চ দেবদ্বিজপ্রপূজনে ॥ ৫ ॥

যাহার হস্তে ত্রিশূল চিহ্ন থাকে সেই ব্যক্তি রাজা হইবে এবং হোমাদি ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণ সেবায় রত হইয়া, জনসমাজে দাতা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ৫ ॥

শক্তিস্তোমরবাণশ্চেৎ করমধ্যে প্রদৃশ্যতে।
রথচক্রধ্বজাকারং সচ রাজ্যং লভেন্নরঃ ॥ ৬ ॥

যদি কোন ব্যক্তির হস্তে শক্তি (অস্ত্র বিশেষ) চিহ্ন, অথবা তোমর (অস্ত্রবিশেষ) চিহ্ন থাকে, কিম্বা বাণের ও তীরের চিহ্ন থাকে তবে সেই ব্যক্তি রাজ্যলাভ করিবে এবং রথচক্র ও ধ্বজের চিহ্ন থাকিলেও, রাজ্যলাভ করিবে ॥ ৬ ॥

অঙ্কুশং কুণ্ডলং চক্রং যস্য হস্ততলে ভবেৎ।
তস্য রাজ্যং মহাশ্রেষ্ঠং সামুদ্রবচনং তথা ॥ ৭ ॥

যদি কোন লোকের হস্তে অঙ্কুশ কিম্বা কুণ্ডলের চিহ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সাম্রাজ্য ভোগ করিবে, সন্দেহ নাই। উক্ত তিন প্রকার রেখা থাকিলে পূর্ব্বোক্তরূপ ফলভোগী হইবে, তাহা না থাকিলে সম্পূর্ণ ফললাভ হইবে না। প্রাগুক্ত দুই চিহ্ন থাকিলে রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যভোগ করিবে, এক চিহ্ন সামান্য দাসত্ব ভোগ করিবে। ক্ষীরসমুদ্রবাসী ভগবান নারায়ণের এই বচন; ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

গিরিকঙ্কণযোনীনাং নরমুণ্ডঘটস্য চ।
করে বৈ যস্য চিহ্নানি রাজমন্ত্রী ভবেন্নরঃ ॥ ৮ ॥

যাহার হস্তে পর্ব্বত, কঙ্কণ, যোনি নরমুণ্ড; কিম্বা ঘটের চিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি রাজমন্ত্রী হয় ॥ ৮ ॥

সূর্য্যচন্দ্রলতানেত্রমষ্টকোণত্রিকোণকম্।
মন্দিরাশ্বগজেন্দ্রাণাং চিহ্নং স্যাৎ স সুখী নরঃ ॥ ৯ ॥

যদি কোন ব্যক্তির করতলে সূর্য্য, চন্দ্র, লতা, চক্ষু, অষ্টকোণ, ত্রিকোণ মন্দির, ঘোটক বা গজেন্দ্রের চিহ্ন থাকে; তাহা হইলে সেই মনুষ্য সুখী হইবে ॥ ৯ ॥

অঙ্গুষ্ঠস্যোর্দ্ধভাগস্থো যবো যস্য বিরাজতে।
উৎপন্নাবধি ভোগী স্যাৎ স নরঃ সেবতে সুখম্ ॥ ১০ ॥

যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরিভাগে যবরেখা আছে, সেই ব্যক্তি জন্মাবধি ভোগী ও সুখী হয় ॥ ১০ ॥

মধ্যমা তর্জ্জনীমূলে যবো যস্য চ দৃশ্যতে।
ধনবান্ সুখভোগী স্যাৎ পুত্রদারাগৃহাদিমান্ ॥ ১১ ॥

যাহার মধ্যমা কিম্বা তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূলদেশে যবরেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তি ধনবান, সুখভোগী ও পুত্রভার্য্যাগৃহাদিসম্পন্ন হয় ॥ ১১ ॥

অনামিকাপূর্ব্বমূলে কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তৎ।
আয়ুষং দশবর্ষাণি সামুদ্রবচনং তথা ॥ ১২ ॥

যে ব্যক্তির করতলে কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল অবধি অনামিকার মূলের পূর্ব্ব ভাগ পর্য্যন্ত রেখা অঙ্কিত থাকে, তাহার আয়ু দশবৎসর মাত্র হয়। ইহা সামুদ্রিক শাস্ত্রে কথিত আছে। ১২ ॥

অঙ্গুষ্ঠস্যাপ্যূর্দ্ধরেখা বর্ত্ততে নৃপতিঃ শুভা।
সেনাপতির্ধনেশশ্চ মধ্যমায়ুর্নরো ভবেৎ॥ ১৩॥

যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরে শুভলক্ষণান্বিত উর্দ্ধরেখা থাকে, সে ব্যক্তি রাজা, সৈন্যাধ্যক্ষ বা বিপুলবিত্তবশালী হয়, এবং মধ্যমায়ু হয়, অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হয় না, ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে॥ ১৩॥

তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তমূর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
রাজদূতো ভবেত্তস্য ধর্ম্মনাশো হি জায়তে॥ ১৪॥

যাহার তর্জ্জনীমূল পর্য্যন্ত উর্দ্ধরেখা দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি রাজদূত হয় ও তাহার ধর্ম্মনাশও হয়॥ ১৪॥

মধ্যমামূলপর্য্যন্তমূর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্নো ধনবান্ সুখী নরঃ॥ ১৫॥

যাহার মধ্যম অঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত উর্দ্ধরেখা দেখিতে পাওয়া যায়; সে ব্যক্তি সুখী বিত্তবশালী ও পুত্রপৌত্র প্রভৃতি সমন্বিত হয়॥ ১৫॥

অনামিকোর্দ্ধরেখায়াং ব্যবসায়ে ধনাগমঃ।
সুখদুঃখেন জীবিতে পুত্রপৌত্রগৃহাদিমান্॥ ১৬॥

যাহার করতলে উর্দ্ধরেখা অনামিকাঙ্গুলির মূলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহার বাণিজ্যে ধনোপার্জ্জন হয়, এবং সে ব্যক্তি পুত্রপৌত্র বাটী প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়া, কখন সুখে কখন দুঃখে কালযাপন করে॥ ১৬॥

পাণৌ যেষামূর্দ্ধরেখা কনিষ্ঠামূলসংস্থিতা।
তে নরাঃ পরদেশেষু শতমায়ুর্লভন্তি বৈ॥ ১৭॥

যাহার করতলে উর্দ্ধরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে তাহার পরদেশে বাস হয় এবং সে ব্যক্তি শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে॥ ১৭॥

দীক্ষাণাঞ্চ যথাধর্ম্মপদবীসুখমেব চ।
বিদ্যা মানোন্নতির্যস্তেচ্ছ কনিষ্ঠামূলসংস্থিতে ॥ ১৮ ॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে রেখা অঙ্কিত থাকিলে দীক্ষাধর্ম, পদবী, সুখ, বিদ্যা ও মানের বৃদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥

আয়ুষ্মন্তী ভবেদ্রেখা তর্জ্জনীমূলসংস্থিতা।
শতবর্ষং ভবেদায়ুঃ সুখমৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত রেখা অঙ্কিত থাকিলে শতবর্ষ আয়ু ও সুখে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

মধ্যমামূলপর্য্যন্তমায়ুরেখা চ দৃশ্যতে।
চতুর্দ্দশ চতুর্ব্বিংশত্যায়ুর্ব্বলবিনাশনম্ ॥ ২০ ॥

যাহার করতলে আয়ুরেখা কনিষ্ঠামূল হইতে মধ্যমামূল পর্য্যন্ত অঙ্কিত সে ব্যক্তি ৩৮ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং তাহার বল বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২০ ॥

আয়ুর্ব্বলং ভবেদ্রেখানামিকামূলসংস্থিতা।
ত্রিংশং বা ত্রিষষ্টি বা আয়ুর্ব্বল বিনাশনম্ ॥ ২১ ॥

আয়ুরেখা কনিষ্ঠামূল হইতে অনামিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে ৩০ ত্রিংশৎ অথবা ৬৩ ত্রিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে কিন্তু শরীরে সামর্থ্য অল্প হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

আয়ুর্হীনং যথাল্পং বহুদীর্ঘঞ্চ দৃশ্যতে।
তে নরাঃ সুখদুঃখেন চাল্পমৃত্যুর্নসংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

যাহার করতলে আয়ুরেখা ক্ষুদ্র রূপে অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি অল্প-

জীবী হয়, যাহাদের করতলে ঐ রেখা বহুবিস্তৃত রূপে অঙ্কিত থাকে সেই ব্যক্তিগণ সুখদুঃখভোগী অল্পকাল মাত্র জীবিত থাকে ॥ ২২ ॥

কায়মধ্যে স্থিতা রেখা পিতৃবংশসমুদ্ভবঃ।
পূর্ণরেখা পিতুর্ব্বংশে হ্রস্বরেখা পরবংশকঃ ॥ ২৩ ॥

করতলে যাহার পিতৃরেখা পূর্ণরূপে অঙ্কিত থাকে সে ব্যক্তি পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং ঐ রেখা যাহার অর্দ্ধরূপে অঙ্কিত থাকে সেই ব্যক্তি অপরের ঔরসে জন্মিয়াছে, জানিবে॥ ২৩ ॥

মাতৃরেখা করে চৈব একৈকঞ্চ যুগ্মমেব চ।
একৈকমাংসমাদায় যুগ্মরেখা চ দৃশ্যতে ॥ ২৪ ॥

করতল মধ্যে পৃথক্ দুইটী পিতৃ ও মাতৃরেখা আছে। মাতৃরেখা তর্জ্জনীর মূল অবধি অঙ্গুষ্ঠের মূল পর্য্যন্ত আয়ুরেখার নিম্নদেশ দিয়া সরল ভাবে অঙ্কিত থাকে এবং পিতৃরেখা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মূলের মধ্য ভাগ হইতে বহির্গত হইয়া নিম্নভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই দুইটী রেখা দেখিয়াই বোধ হয় যে মানব মাতা পিতার শোণিত ও শুক্রের সমান অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥

বহুরেখা ভবেৎ ক্লেশঃ স্বল্পাভির্ধনহীনতা।
রেখায়াং বা মনঃসৌখ্যং সামুদ্রবচনং যথা ॥ ২৫ ॥

করতলে অনেক রেখা থাকিলে ক্লেশ, অল্প রেখা থাকিলে দরিদ্র এবং মধ্যমরূপ থাকিলে মানসিক সুখ হয়, ইহা সামুদ্রিক শাস্ত্রের বচন ॥ ২৫ ॥

অঙ্গুলীনাং পৃথগ্ রেখা ত্রিতয়ং গম্যতে পৃথক্।
রেখাদ্বাদশং সৌখ্যঞ্চ ধনধান্যপ্রদায়কম্ ॥ ২৬ ॥

কনিষ্ঠা অনামিকা মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই চারিটী অঙ্গুলীর, প্রত্যেকে

পর্ব্বরেখা তিনটী করিয়া গণনা করিলে যাহার দ্বাদশটী পৃথক্ পৃথক্ রেখা হয়, সেই ব্যক্তি ধন ধান্যাদি সম্পন্ন ও মহাসুখী হয়॥ ২৬॥

অঙ্গুলীনাং পৃথগ্ রেখা গণনে চেৎ ত্রয়োদশং।
মহাদুঃখং মহাক্লেশং সামুদ্রবচনং যথা॥ ২৭॥

কাহারও কনিষ্ঠাদি চারিটী অঙ্গুলের পর্ব্বরেখা যদি পৃথক্ গণনাতে ত্রয়োদশটী হয়, তাহা হইলে তাহার মহাদুঃখ ও মহাক্লেশ ঘটিয়া থাকে॥ ২৭॥

রেখা পঞ্চদশে চৌরঃ ষোড়শে দ্যূতবঞ্চকঃ।
পাপী সপ্তদশে জ্ঞেয়ো ধর্ম্মী অষ্টাদশে ভবেৎ॥ ২৮॥

অঙ্গুলির পর্ব্বরেখা গণনাতে যে ব্যক্তির পৃথক্ ২০ পনরটী রেখা হয়, সে চৌর পর্ব্বরেখা গণনাতে ষোড়শটী হইলে, সে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়াকারী ও প্রতারক এবং পর্ব্বরেখা সপ্তদশ হইলে পাপী এবং অষ্টাদশ হইলে ধার্ম্মিক হয়॥ ২৮॥

ঊনবিংশে ভবেন্মান্যো গুণজ্ঞঃ লোকপূজিতঃ।
তপস্বী বিংশতৌ জ্ঞেয়ো মহাত্মা চৈকবিংশতৌ॥ ২৯।

কনিষ্ঠাদি চারি অঙ্গুলির পর্ব্বরেখা পৃথক্২ গণনা করিলে, যদি ঊন-বিংশটী হয়, সে ব্যক্তি গুণবান্ ও সাধারণের সমাদরপাত্র হইয়া থাকে। কুড়িটী হইলে তপস্বী ও একুশটি হইলে মহাত্মা হয়॥ ২৯॥

মহাত্তবায়ুরাখ্যাতং হ্রস্বলিঙ্গে ধনী নরঃ।
অপত্যরহিতো লোকে স্থূললিঙ্গে বিপর্য্যয়ঃ॥ ৩০॥

লিঙ্গ বৃহৎ হইলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী ক্ষুদ্র হইলে ধনী ও স্থূল হইলে নিঃসন্তান ও দরিদ্র হয়॥ ৩০॥

মেঢ্রে বামনতে চৈব সুতার্থরহিতো ভবেৎ।
বক্রেঽন্যথা পুত্রবান্ স্যাৎ দারিদ্র্যং বিনতে ত্বধঃ ॥৩১॥

লিঙ্গ বামদিকে নত হইয়া থাকিলে মনুষ্য নিঃসন্তান ও নির্ধন এবং দক্ষিণদিকে বক্র হইয়া থাকিলে পুত্রবান ও নিম্নদিকে নত হইয়া থাকিলে দরিদ্র হয় ॥ ৩১ ॥

অল্পেতু সুতবান্ লিঙ্গে শিরামধ্যে সুখী নরঃ।
স্থূলে গ্রন্থিযুতে লিঙ্গে ভবেৎ পুত্রাদিসংযুতঃ ॥ ৩২ ॥

লিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে মনুষ্য পুত্রবান, শিরাবিশিষ্ট হইলে সুখী এবং স্থূল গ্রন্থিযুক্ত হইলে সন্তান ও ঐশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন হয় ॥ ৩২ ॥

দীর্ঘলিঙ্গেন দারিদ্র্যং স্থূললিঙ্গেন নির্দ্ধনঃ।
কৃষ্ণলিঙ্গেন সৌভাগ্যং হ্রস্বলিঙ্গেন ভূপতিঃ ॥ ৩৩ ॥

মনুষ্য দীর্ঘ লিঙ্গ হইলে দরিদ্র, স্থূল লিঙ্গ হইলে অর্থহীন ও কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ বিশিষ্ট হইলে ভাগ্যবান ও লঘুলিঙ্গ হইলে রাজা হয় ॥ ৩৩ ॥

কর্কশে কঠিনে লিঙ্গে পরদাররতঃ সদা।
রমতে চ সদাকামী নির্দ্ধনো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৩৪ ॥

যাহার লিঙ্গ কঠিন ও কর্কশ, সে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত এবং নিশ্চয়ই ধনহীন হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণলিঙ্গেন স্থূক্ষ্মেন রক্তলিঙ্গেন ভূপতিঃ।
পরস্ত্রীনিরতো নিত্যং নারীণাং বল্লভো ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

যাহার লিঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ও সূক্ষ্ম কিম্বা রক্তবর্ণ হইলে, সে ব্যক্তি রাজা ও সর্ব্বদা পরস্ত্রীগামী ও কামিনীজনপ্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

কৃশলিঙ্গেন রক্তেন লভতে স্ত্রিয়মুত্তমাম্।
রাজ্যং সৌখ্যং তথা সৌভাগ্যং নাত্র সংশয়ঃ খলু॥ ৩৬॥

কৃশ বা রক্তবর্ণ লিঙ্গ হইলে মনুষ্য উত্তমা স্ত্রী, রাজ্য ও সুখ সৌভাগ্য লাভ করে॥ ৩৬॥

উন্নতৈর্বিপুলৈঃ শঙ্খৈর্ললাটৈর্বিষমৈস্তথা।
নির্ধনস্য ধনাঢ্যোঽসাবর্দ্ধেন্দুসদৃশৈ নরঃ॥ ৩৭॥

যে ব্যক্তির কপাল উন্নত বিশাল, শঙ্খাকৃতি, উচ্চ, নীচ, বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার সে ব্যক্তি নির্ধনের পুত্র হইলেও স্বয়ং বিত্তবশালী হয়॥ ৩৭॥

আচার্য্যঃ শুক্তিবিশালৈঃ শিরালৈঃ পাপকারিণঃ।
উন্নতাভিঃ শিরাভিস্তু স্বস্তিকাভির্ধনেশ্বরঃ॥ ৩৮॥

যাহার কপাল ঝিনুকের ন্যায় আকারবিশিষ্ট ও আয়ত, সে ব্যক্তি অধ্যাপক হইয়া থাকে। ললাটদেশ অধিক শিরাবিশিষ্ট হইলে মনুষ্য পাপী হয়। যাহার কপালে স্বস্তিক নামক মাঙ্গল্য দ্রব্যের ন্যায় চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং যদি সেই চিহ্ন উন্নত শিরাসমূহে পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মহাধনবান হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

নিম্নৈর্ললাটৈর্বধার্হঃ ক্রূরকর্ম্মরতস্তথা।
সংবৃতৈশ্চ ললাটৈস্তু কৃপণ উন্নতৈর্নৃপঃ॥ ৩৯॥

ললাটদেশ নিম্ন হইলে মনুষ্য নিয়ত নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত, আবৃত হইলে কৃপণ ও উন্নত হইলে রাজা হয়॥ ৩৯॥

ললাটেঽপি গতাস্তিস্রো রেখাঃ স্যুঃ শতবর্ষিণঃ।
নৃপত্বং স্যাচ্চতসৃভিরায়ুঃ পঞ্চনবত্যথ॥ ৪০॥

ললাটে তিনটী রেখা থাকিলে মনুষ্য শত জীবী হয় এবং চারিটী রেখা

কেশান্তোপগতাভিশ্চ অশীত্যায়ুর্নরো ভবেৎ
নবতিঃস্যাদরেখাভিবর্বিচ্ছিন্নাভিস্তু পুংশ্চলঃ॥ ৪১॥

যাহার ললাট রেখা কেশের অন্তভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সে ব্যক্তির পরমায়ুঃ অশীতি বৎসর এবং যাহার কপাল রেখা শূন্য সেব্যক্তি নবতিবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, আর যাহার কপালে রেখাগুলি পৃথক২ অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি লম্পট হয়॥ ৪১॥

পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ ষড়্ভিঃ পঞ্চাশদ্বহুভিস্তথা।
চত্বারিংশত্তু বক্রাভিস্ত্রিংশদ্ভ্রূতলগামিভিঃ॥
বিংশতির্বামবক্রাভিরায়ুঃ ক্ষুদ্রাভিরল্পকম্॥ ৪২॥

যাহার ললাটে ছয়টী, দশটী অথবা অনেকগুলি রেখা থাকে, তাহার পঞ্চাশবৎসর পরমায়ু হয়। কপালে বক্ররেখা থাকিলে, আয়ু চল্লিশ বৎসর ব্যাপী হয় এবং ভ্রূতল পর্য্যন্ত আয়ত রেখা থাকিলে আয়ু ত্রিংশত বৎসর ব্যাপী হয়। যাহার কপালের রেখাসমূহ বামদিকে বক্র হইয়া অঙ্কিত থাকে, তাহার বিংশতিবর্ষ পরমায়ু হয়, এই সকল রেখা ক্ষুদ্র হইলে জীবনের পরিমাণ অতি অল্প হয়॥ ৪২॥

শুভগর্দ্ধেন্দুসংস্থানমতুচ্চং স্যাদলোমশম্।
নৃপতীনাং ভবেচ্চিহ্নং ললাটং শুভদর্শনম্॥ ৪৩॥

যাহার কপাল অর্দ্ধ চন্দ্রাকার অতুচ্চ লোমবিহীন ও দেখিতে সুন্দর, সে ব্যক্তি রাজা ও মঙ্গলাস্পদ হয়॥ ৪৩॥

শুভঃ কমঠপৃষ্ঠাভো গজস্কন্ধোপমো ভগঃ।
বামোন্নতশ্চেৎ কন্যাজঃ পুত্রজো দক্ষিণোন্নতঃ॥ ৪৪॥

কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় বিস্তৃত এবং হস্তীর স্কন্ধের ন্যায় উন্নত যোনিই স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলদায়ক। যোনির বামভাগ উন্নত হইলে কন্যা ও দক্ষিণভাগ উন্নত হইলে পুত্র জন্মিয়া থাকে॥ ৪৪॥

আর্দ্ররোমাগূঢ়মণিঃ সুশ্লিষ্টঃ সংহতঃ পৃথুঃ।
তুঙ্গকমলপর্ণাভঃ শুভাশ্বত্থদলাকৃতিঃ ॥ ৪৫ ॥

যে যোনি দৃঢ়, অবয়বে বিস্তৃত, পরিমাণে বৃহৎ ও উন্নত, উপরিভাগে মূষিক গাত্রবৎ বিরল লোমযুক্ত; মধ্যভাগ অপ্রকাশিত, দুই পার্শ্বে মিলিত প্রায়, গঠনে ও বর্ণে কমলদলের ন্যায় ক্রমশঃ অধোদিকে সূক্ষ্ম ও সুন্দর, এবং আকৃতিতে অশ্বত্থপত্রের ন্যায় ত্রিকোণ, তাহাই মঙ্গলবহ ও প্রশস্ত ॥ ৪৫ ॥

কুরঙ্গখুর রূপো যশ্চ চুল্লিকোদরসন্নিভঃ।
রোমশো বিবৃতাস্যশ্চ গর্ভনাশোঽতি দুর্ভগঃ ॥ ৪৬ ॥

যে স্ত্রীর যোনি হরিণের খুরের ন্যায় অল্পায়ত, উনানের মধ্যভাগের ন্যায় গহ্বর বিশিষ্ট, লোমপূর্ণ এবং মধ্যভাগ প্রকাশিত ও অনাবৃত, সে স্ত্রী হতভাগিনী হয়, এবং তাহার গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

শঙ্খনাভ্যাকৃতিযোনিরাবর্ত্ত ত্রয়সংযুতা।
আবর্ত্তে তৃতীয়েশয্যা গর্ভস্যাতস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪৭ ॥

যোনির অন্তর্ভাগে শঙ্খনাভির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং তাহাতে যদি তিনটি আবর্ত্ত থাকে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভশয্যা আছে ॥ ৪৭ ॥

কক্ষোঽশ্বত্থদলা শ্রেষ্ঠা সুগন্ধিরূর্দ্ধরোমিকা।
অন্যথা হীনানাম দারিদ্র্যস্য চকারণম্ ॥ ৪৮ ॥

স্ত্রী বা পুরুষের কক্ষ অশ্বত্থপত্রের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট সুগন্ধি ও উচ্চলোমযুক্ত হইলে শুভ হয়, ইহার বিপরীত হইলে দরিদ্র হয় ॥ ৪৮ ॥

মাংসলৌ চৈব ভুগ্নাগ্রৌ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ ভুজৌ।
আজানুলম্বিতৌ বাহূ বৃত্তৌ পীনৌ নৃপেশ্বরঃ॥ ৪৯॥

যাহার বাহুযুগল মাংসল, আবক্র, সুমিলিত, বিশাল, আজানুলম্বিত এবং সুগোল ও পীন সে ব্যক্তি নরপতি হইয়া থাকে॥ ৪৯॥

নির্মাংসৌ রোমশৌ হ্রস্বৌ ভুজৌ দারিদ্র্যদায়কৌ।
অলোমশৌ তু সুখিনৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকরপ্রভৌ॥ ৫০॥

যাহার বাহুযুগল অমাংসল, রোমযুক্ত ও ক্ষুদ্র, সে ব্যক্তি দরিদ্র হয়, লোমবিহীন হইলে সুখী এবং হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় হইলে প্রধান হয়॥ ৫০॥

অল্পরোমযুতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ জঙ্ঘা হস্তিকরোপমা।
রোমৈকৈকং কূপকে স্যাৎ নৃপাণাস্তু মহাত্মনাম্॥ ৫১॥

যাহার জঙ্ঘা অল্পলোমযুক্ত, হস্তিশুণ্ডের ন্যায় প্রশস্ত, সে ব্যক্তি সমাজের অগ্রগণ্য হয়॥ ৫১॥

রোমত্রয়ং দরিদ্রাণাং রোগী নির্মাংসজানুকঃ।
মহাদারিদ্র্যজং দুঃখং ভুংক্তে রোমচতুর্থকে॥ ৫২॥

যাহার জঙ্ঘার প্রতিলোমকূপ তিনটী করিয়া লোমে আবৃত, সে দরিদ্র হয়। জানুদেশ মাংসশূন্য হইলে রোগী, প্রতি লোমকূপে ৪টী রোম থাকিলে দরিদ্র হয়॥ ৫২॥

নিগূঢ়গুল্ফৌ চরণৌ পদ্মকান্তিতলৌ শুভৌ।
সস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ মৎস্যাঙ্কুশকরাঙ্কিতৌ॥ ৫৩॥

যাহার পাদদ্বয়ের গুল্ফ উন্নত, প্রকাশিত ও মৃদু এবং পদতল পদ্মের

ন্যায় সুকোমল, সর্ব্বদা ঘর্ম্মযুক্ত এবং মৎস্য ও মকরের চিহ্ন থাকে, তাহার সর্ব্বদা মঙ্গল হয় ॥ ৫৩ ॥

বজ্রাব্জহলচিহ্নঞ্চ দাস্যাঃ পদে সদাস্থিতং ।
রাজপত্নীতুল্যা জ্ঞেয়া রাজভোগপ্রদায়কম্ ॥ ৫৪ ॥

যে স্ত্রীর চরণে বজ্র পদ্ম ও হলের চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী দাসী হইলেও রাজ্ঞীর তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং নিত্য রাজভোগে জীবন অতিবাহিত করে ॥ ৫৪ ॥

জঙ্ঘে চ রোমরহিতে সুবৃত্তে সরলে শুভে ।
অনুল্বণং সন্ধিদেশে সমং জানুদ্বয়ং শুভম্ ॥ ৫৫ ॥

স্ত্রীলোকের জঙ্ঘা রোমশূন্য, সুগোল, সরল, সুন্দর হাঁটুর সংযোগ স্থল মসৃণ হাঁটু সমান হইলে শুভ ফল প্রদান করে ॥ ৫৫ ॥

ঊরু করিকরাকারৌ বরমাংসৌ সমৌ শুভৌ ।
রোমজঙ্ঘে চ নারীণাং মহাদুঃখপ্রদায়কে ॥ ৫৬ ॥

স্ত্রীলোকের ঊরু হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় স্থূল, সরল, সমান, সুগোল, সুন্দর সুকোমল, সুশীতল হইলে শুভদায়ক হয়, কিন্তু জঙ্ঘাদেশ লোমশ হইলে মহাদুঃখ হয় ॥ ৫৬ ॥

অশ্বত্থপত্রসদৃশং বিপুলং গুহ্যমুত্তমম্ ।
পদ্মকোষমিব শ্রেষ্ঠং গুহ্যং চাহমুনীশ্বরঃ ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষিরা কহিয়াছেন, গুহ্যদেশ অশ্বত্থপত্রের ন্যায় প্রশস্ত ও পদ্মের মধ্যভাগের ন্যায় সুশোভার হইলে শুভফলপ্রদায়ক হয় ॥ ৫৭ ॥

বিস্তীর্ণাং মাংসোপচিতা গম্ভীরাজ্জতুল্য শুভা ।
নাভিশ্চ দক্ষিণাবর্ত্তাং মধ্যং ত্রিবলীশোভনম্ ॥ ৫৮ ॥

যে স্ত্রীলোকের নাভিদেশ বিস্তীর্ণ ও মাংসল, গভীর পদ্মকোষ তুল্য মনোহর ও দক্ষিণাবর্ত্ত-রেখাসম্পন্ন এবং উদরের মধ্যস্থল ত্রিবলী রেখায় সুশোভন সে স্ত্রীর সর্ব্বদা শুভ ঘটিয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

অরোমশৌ স্তনৌ পীনৌ ঘনাববিষমৌ শুভৌ ।
মৃদুগ্রীবা কম্বুসমা অরোমহৃদয়ঃ শুভঃ ॥ ৫৯ ॥

স্তনযুগল লোমবিহীন, স্থূল, বর্ত্তুল, কমলকোরকবৎ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম কঠোর উন্নত অবিরল ও পরস্পর সমান, গ্রীবাদেশ হ্রস্ব ও শঙ্খের ন্যায় তিনটী রেখাবিশিষ্ট এবং বক্ষস্থল লোমশূন্য হইলেও শুভ লক্ষণ সংযুক্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

আরক্তাবধরৌ শ্রেষ্ঠৌ মাংসলং বর্ত্তুলং মুখং ।
কুন্দপুষ্পসমা দন্তা ভাষিতং কোকিলাসমম্ ॥
দাক্ষিণ্যযুক্তং ন শঠং হংসশব্দ সুখাবহং ।
নাসা সমা সমপুটা স্ত্রীণান্তু রুচিরা শুভা ॥ ৬০ ॥

যে স্ত্রীলোকের অধর ও ওষ্ঠ ঈষৎ রক্তবর্ণ, মুখ অণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও মাংসজড়িত ও শুষ্কতাবিহীন, দন্ত কুমুদকুসুমের ন্যায় উজ্জ্বল সুদৃশ্য ও সম, বাক্য কোকিল ও কলহংসের ন্যায় শ্রুতিমধুর, কোমল, কারুণ্য পূর্ণ, প্রতারণাবিহীন ও সুখাবহ, নাসিকা সমান ও পরিমিত রন্ধ্র বিশিষ্ট হয়, সে স্ত্রী সকল রমণীর শ্রেষ্ঠা ও মঙ্গলাস্পদ হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

রক্তকেশা চ যা কন্যা মণ্ডলাক্ষী চ যা ভবেৎ ।
ভর্ত্তা তু ম্রিয়তে তস্যা নিয়তং দুঃখভাগিনী ॥ ৬১ ॥

যে কন্যার কেশ রক্তবর্ণ ও চক্ষু গোলাকৃতি, তাহার স্বামীর মৃত্যু হয় ও সে নিয়ত দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

পূর্ণচন্দ্রমুখী কন্যা বালসূর্য্যসমপ্রভা।
বিশালনেত্রা বিম্বোষ্ঠী সা নিত্যং লভতে সুখম্ ॥ ৬২ ॥

যে কন্যার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, লাবণ্য, নবোদিত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় সুন্দর; ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায় কমনীয় ও লোচনযুগল বিশালায়ত সে নিত্য সুখলাভ করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

রেখাভির্বহুভিঃ ক্লেশং স্বল্পাভির্ধনহীনতা।
রক্তাভিঃ সুখমাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ ক্লেশতাং ব্রজেৎ ॥ ৬৩ ॥

করতলে অনেক রেখা থাকিলে ক্লেশ, অল্প থাকিলে অর্থশূন্যতা; রক্তবর্ণ থাকিলে সুখলাভ এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে দুঃখ হয় ॥ ৬৩ ॥

অঙ্কুশং কুণ্ডলং চক্রং যস্যাঃ পাণিতলে ভবেৎ।
পুত্রং প্রসূয়তে নারী নরেন্দ্রং লভতে পতিং ॥ ৬৪ ॥

যে স্ত্রীর করতলে অঙ্কুশ, কুণ্ডল, চক্রচিহ্ন থাকে, সে নরপতিকে পতি লাভ করে, সুন্দর পুত্র প্রসব করে ॥ ৬৪ ॥

যস্যাস্তু লোমশৌ পার্শ্বৌ রোমযুক্তৌ পয়োধরৌ।
উন্নতৌ চাধরোষ্ঠৌ চ ক্ষিপ্রং মারয়তে পতিং ॥ ৬৫ ॥

যে স্ত্রীর পার্শ্বদ্বয় ও স্তনযুগল লোমময়, অধর ও ওষ্ঠ উচ্চ, তাহার পতির শীঘ্র মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

যস্যাঃ পাণিতলে রেখা প্রাকারং দৃশ্যতে যদি।
অপি দাসকুলে জাতা রাজ্ঞীত্বমধিগচ্ছতি ॥ ৬৬ ॥

যে নারীর করতলে প্রাচীরের আকৃতি রেখা দৃষ্ট হয়, সে দাসবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও রাজপত্নী হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

উদ্ধ্বগা কপিলা যস্যা রোমরাজী নিরন্তরা।
অপি রাজকুলে জাতা দাসীত্বমুপগচ্ছতি॥ ৬৭॥

যে স্ত্রীর রোমাবলী নাভিদেশ হইতে উর্দ্ধোত্থিত ও পিঙ্গলবর্ণ, সে স্ত্রীর রাজবংশে জন্মিলেও দাসী হইয়া থাকে॥ ৬৭॥

যস্যা অনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ পৃথিব্যাংনৈব তিষ্ঠতি।
পতিং মারয়ন্তে সাপি স্বতন্ত্রং চৈব বর্ত্ততে॥ ৬৮॥

যে স্ত্রীর পদের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ, গমনকালে মৃত্তিকা স্পর্শ করেনা তাহার পতির মৃত্যু হয়, সে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে॥ ৬৮॥

যস্যা গমনমাত্রেণ ভূমিকম্পো হি জায়তে।
পতিং মারয়তে ক্ষিপ্রং স্বেচ্ছাচারেণ বর্ত্ততে॥ ৬৯॥

যে স্ত্রীর গমনকালে ভূমিকম্প হয়; সে শীঘ্র পতিঘাতিনী ও স্বেচ্ছাচারিণী হয়॥ ৬৯॥

চক্ষুঃস্নেহেন সৌভাগ্যং দন্তস্নেহেন ভোজনং।
ত্বচঃ স্নেহেন পর্য্যঙ্কং পদস্নেহেন বাহনং॥ ৭০॥

চক্ষু উজ্জ্বল হইলে সৌভাগ্য ও দন্তের চাকচিক্য হইলে আহার; ত্বকের লাবণ্য হইলে দিব্য খট্টা ও পদের শোভা হইলে হস্তী অশ্বাদি বাহন লাভ হইয়া থাকে॥ ৭০॥

স্নিগ্ধোন্নতৌ তাম্রনখৌ নার্য্যাশ্চ চরণৌ শুভৌ।
মৎস্যাঙ্কুশাব্জচিহ্নৌ চ চক্রলাঙ্গললাঞ্ছিতৌ॥ ৭১॥

যে নারীর চরণদ্বয় মৎস্যাদিচিহ্ন অথচ চাকচিক্যময়, সুন্দর, উন্নত;

তাম্রবর্ণ, নখযুক্ত, মৎস্য, অঙ্কুশ, পদ্ম, চক্র, লাঙ্গলাদি চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে স্ত্রী শুভদায়িকা হয়॥ ৭১॥

আস্বেদিতো মৃদুতলৌ প্রশস্তৌ চরণৌ স্ত্রিয়ঃ।
শুভে জঙ্ঘে বিরোমে চ উরুহস্তিকরোপমৌ॥ ৭২॥

যে স্ত্রীর চরণতল সুকোমল, ঈষদ ঘর্ম্মময়, চরণ প্রশস্ত, জঙ্ঘা লোমহীন উরুদেশ হস্তিশুণ্ডাকৃতি সেই নারী মঙ্গলদায়ক হয়॥ ৭২॥

নাভিঃ প্রশস্তা গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তিকা শুভা।
অরোমা ত্রিবলী নার্য্যাঃ স্তনৌ চ রোমবর্জ্জিতৌ॥ ৭৩॥

যে নারীর নাভি প্রশস্ত, গভীর, দক্ষিণাবর্ত্ত এবং ত্রিবলী ও স্তনদ্বয় রোমবিহীন, সে সৌভাগ্যশালিনী হয়॥ ৭৩॥

শ্লিষ্টাঙ্গুলৌ তাম্রনখৌ পাদৌ উচ্চশিরাঙ্কিতৌ।
কূর্ম্মোন্নতৌ গূঢ়গুল্‌ফৌ সা হি স্ত্রী নৃপতেঃ স্মৃতা॥ ৭৪॥

যে স্ত্রীর চরণের অঙ্গুলি সকল পরস্পর সংলগ্ন, নখ তাম্রবর্ণ; পদদ্বয় উচ্চশিরাযুক্ত; কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত এবং গুল্‌ফ গূঢ়ভাবাপন্ন, সে রাজস্ত্রী হয়॥ ৭৪॥

সূর্পাকারৌ বিরূপৌ চ বক্রৌ চ বিরলাঙ্গুলৌ।
কঠোরদর্শনৌ পাদৌ দরিদ্রাণাং প্রকীর্ত্তিতৌ॥ ৭৫॥

যাহার চরণ কুলার ন্যায় বৃহৎ কুরূপ ও বক্র এবং পদাঙ্গুলী সকল বিরল সে দরিদ্র হইয়া থাকে॥ ৭৫॥

দক্ষিণাবর্ত্তচলিতং মূত্রঞ্চ নৃপতেঃ স্মৃতঃ।
স্থূলগ্রন্থিযুতো লিঙ্গে রক্তঃ পুত্রাদিসংযুতঃ॥ ৭৬॥

প্রস্রাবকালে যাহার মূত্র দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া পড়ে, সে রাজা হয়। লিঙ্গ রক্তবর্ণ ও স্থূলগ্রন্থিযুক্ত হইলে পুত্রপৌত্রাদি সম্পন্ন হয়॥ ৭৬॥

পুষ্পগন্ধযুতে বীর্য্যে ধনবান্ স সুধার্ম্মিকঃ।
মধুগন্ধে যুতে শুক্রে ভবেদ্রাজসুখান্বিতঃ॥ ৭৭॥

যে পুরুষের বীর্য্য পুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত সে ধার্ম্মিক ও রাজা হয়, যাহার শুক্র মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত, সে অর্থশালী ও সুখী হইয়া থাকে॥ ৭৭॥

পুত্রঃ শুক্রে পুষ্পগন্ধে অন্যচ্ছুক্রে চ কন্যকা।
মহাভোগী সুগন্ধে চ তথা মদ্যমদগন্ধিনী॥ ৭৮॥

শুক্র পুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত হইলে পুত্র, এবং অন্যরূপ গন্ধযুক্ত হইলে কন্যা, সুগন্ধযুক্ত হইলে মহাভোগী হয়॥ ৭৮॥

ক্ষারগন্ধে দরিদ্রঃ স্যাদ্দীর্ঘায়ুঃ শীঘ্রমৈথুনে।
সমবক্ষা চ ভোগাঢ্যো নিম্নবক্ষা ধনোজ্ঝিতঃ॥ ৭৯॥

পুরুষের শুক্র ক্ষার গন্ধ হইলে দরিদ্র, শৃঙ্গারকালে শীঘ্র রেতঃপতন হইলে দীর্ঘজীবী ও সমান বক্ষঃস্থল হইলে ভোগবান ও নিম্ন হইলে নির্দ্ধন হয়॥ ৭৯॥

একাধিকো দ্বিশুক্লশ্চ ত্রিগম্ভীরস্তথা প্রিয়ে।
ত্রিত্রিকঃ ত্রিপ্রলম্বশ্চ ত্রিকব্যাপী তথৈব চ॥
ত্রিবিনীত ত্রিবলীবান ত্রিকালজ্ঞঃ সুলক্ষণঃ॥ ৮০॥

একাধিক, দ্বিশুক্ল, ত্রিগম্ভীর, ত্রিত্রিক, ত্রিপ্রলম্ব, ত্রিকব্যাপী, ত্রিবিনীত, ত্রিবলীবান ও ত্রিকালজ্ঞ পুরুষকে সুলক্ষণ পুরুষ বলে॥ ৮০॥

ইদং সামুদ্রিকং শাস্ত্রং বিষ্ণুনা পরিভাষিতং ।

শ্রুত্বা ধৃত্বা পঠিত্বা চ শোকং ত্যজতি পণ্ডিতঃ ॥ ৮১ ॥

এই সামুদ্রিক বিষ্ণুকর্তৃক কথিত। ইহা শ্রবণ করতঃ ধারণ ও স্বাধ্যায় করিলে পণ্ডিত ব্যক্তি শোক হইতে বিমুক্ত হন ॥ ৮১ ॥

ইতি মহাসামুদ্রিক সপ্তচত্বারিংশ পটলম্ ।

ইতি শ্রীরোহিণীনন্দন সরকার সঙ্কলিত

পীঠমালা মহাতন্ত্র সমাপ্ত ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শিবওঁ ।